লালনভাষা অনুসন্ধান ২

আবদেল মাননান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরুবাক্য বলবান আর সব বাহ্যজ্ঞান। গুরুবাক্য পদ্মবাক্য মানে জ্ঞানবাক্য। গুরু বিনে ভাষা, বাক্য, জ্ঞান কিছুই নেই। সম্যক গুরুমুখের একটি বাক্যের সূক্ষ্ম অর্থ বুঝে উঠতে ভক্তের এক জীবন কেন কয়েক জন্মও লেগে যেতে পারে। সাধু জগতে এমন বিখ্যাত বিধান এ অঞ্চলে হাজারো বছর ধরে জারি আছে। সাধুর মুখনিসৃত একটি শব্দ কি ধ্বনির সূক্ষ্মতর বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখলে হাজার পৃষ্ঠার বই হয়ে যেতে পারে। এমনই মহান শক্তিধর শাঁইজি লালন ফকির।

তাঁর ভাব ও ভাষা সাধারণের সামান্যজ্ঞানে বুঝে ওঠা একেবারে অসম্ভব। বিশেষজ্ঞান তথা 'লা'এর আত্মিক সাধনা দিয়ে আবদেল মাননান যেমন বুঝেছেন সেভাব অকৃত্রিম ভাষায় কলমের তলোয়ার চালিয়ে পরীক্ষা করেছেন এখানে। প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত আভিধানিক ধারণাতন্ত্রের শব্দজ্ঞান আর ভাষাকাঠামো ছাড়িয়ে তিনি লালনীয় ভাব-বচনের শুদ্ধার্থ চুম্বক কথায় এখানে ছেঁকে তুলেছেন আত্মদর্শনের সাধনায়। তাঁর আগে আর কেউ এতো মৌলিক অর্থে লালন গবেষণার ঝুঁকি কখনো নেননি। শাঁইজির দরদী প্রেমিক না হলে এতো কষ্টসাধ্য দায় কে আর গ্রহণ করতে চায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালি বড়ো অকৃতজ্ঞ জাতি। তারা আপন ঘরের সোনা ফেলে পরের দুয়ারে ছাই ভিক্ষা করতে নেমেছে। এখানকার নেতারা যতো না কলোনিয়াল শোষকদের জ্ঞানের উপর সমর্পিত ততো বেশি বিমুখ আপন মাটির মহৎগুণের প্রতি। বাঙালি লালন চরণে আশ্রয়গ্রহণ তো করেইনি, তাঁর আচরণ থেকেও কোনো কিছু গ্রহণের প্রয়োজনবোধ করেনি জীবনবিধান বা সংবিধানচর্চায়। সুতরাং সাধু পরিচয়ের বিপরীতে বাঙালি এখন ভাড়াটে সৈন্য আর সস্তা শ্রমিক জোগানদার দাসজাত হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করছে।

সমৃদ্ধতর 'লা'দর্শনের মূর্তপ্রতীক লালন ফকিরকে ভাবাদর্শিক অর্থে যতোদিন আমরা বুঝতে না পারবো কার্যকারণে ততোকাল আমাদের দুঃখেরও শেষ থাকবে না। শাঁইজির পুনরুত্থান ছাড়া মানবজাতির পরিত্রাণ নেই।

আবদেল মাননানের লালনবিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ

- লালনদর্শন
- লালনভাষা অনুসন্ধান . ১
- অখণ্ড লালনসঙ্গীত (সম্পাদনা)

প্রকাশিতব্য গ্রন্থ

- সাধুশব্দ . ১
  প্রাচ্যের সাধক জগতের শব্দাবিধান
- সুফির সফরসূচি

প্রতিকৃতি। জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রচ্ছদ চিত্রণ। মাহবুব কামরান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লালনভাষা অনুসন্ধান ২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লালনভাষা অনুসন্ধান

আবদেল মাননান

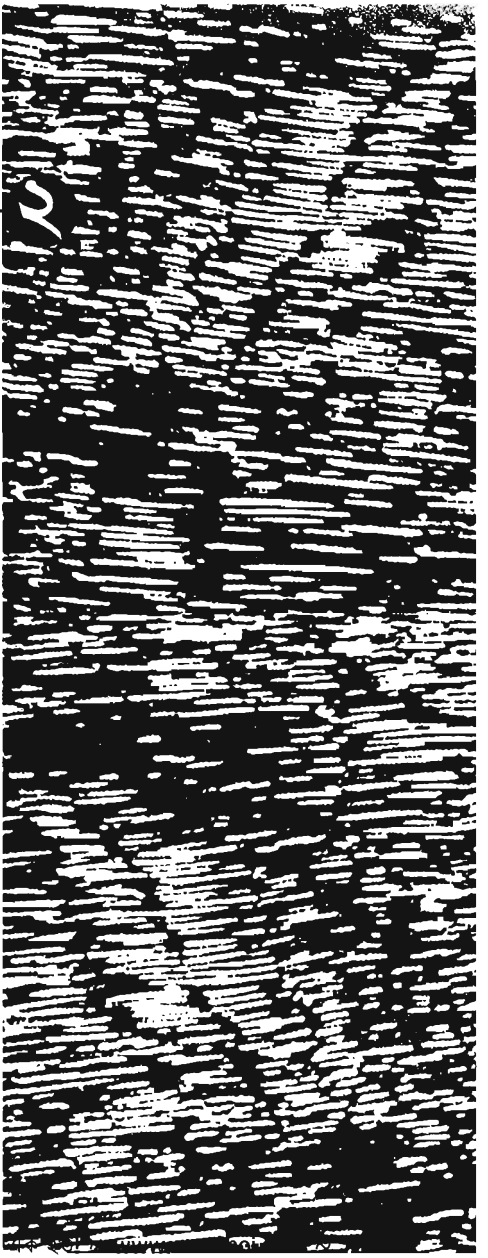

দুনিয়ার পাঠক

লালনভাষা অনুসন্ধান ২
আবদেল মাননান

© The School of Great No

দ্বিতীয় প্রকাশ
ঢাকা বইমেলা ২০১০
প্রথম প্রকাশ
শাঁইজির দোলপূর্ণিমা উৎসব
মার্চ ২০০৯

রোদেলা ০৬৫

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
১১/১ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
সেল : ০১৭১১১৭৮৯১২৫

লালন প্রতিকৃতি
জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রচ্ছদচিত্রণ
মাহবুব কামরান

মেকআপ
খোরশেদ আলম সবুজ

মুদ্রণ
হেরা প্রিন্টার্স
৩০/২ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা

মূল্য : ৩০০ টাকা মাত্র

RECHARGER SUR LA LANGUE DE LALON . 2 Par Abdel Mannan
Cet édition 2009 est Publicié dans Le Bangladesh Par Riaz Khan, Rodela Publication 11/1 Banglabazar, Dhaka-1100
LALONVASHA ANUSHANDHAN . 2 by Abdel Mannan. This edition 2009 Published in Bangladesh by Riaz Khan, Rodela Prokashani. 11/1 Banglabazar, Dhaka-1100 E-mail : rodela_prokashani@yahoo.com

Price : Tk. 300 only US. $20
ISBN : 984-70117-0064-9 Code: 065
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেমিক গুরু সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতীর পাদপদ্মে

ক্ষম অপরাধ ওহে দীননাথ
কেশে ধরে আমায় লাগাও কিনারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করণকারণ

শুদ্ধপ্রেম রসিক বিনে কে তাঁরে পায়।
যাঁর নাম আলক্ মানুষ আলক্বে রয় ॥

গেলো বছর ২০০৮এ একুশের বইমেলায় লালনভাষা অনুসন্ধান প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর সর্বধর্মের সাধক ও পাঠক মহলে যে অনুকূল দোলা লেগেছে তাতে আমাদের এ প্রত্যয় আরো সুদৃঢ় হলো, সামনে দারুণ সুন্দর সময় আসছে। মানুষ তার অস্তিত্বের প্রশ্নে অবশ্যই সত্যকে খুঁজে খুঁজে বের করবে, সঠিক অর্থে বুঝবে এবং মানবে। মানুষের মনে সত্য জানার জ্ঞানক্ষুধা না থাকলে কোনো সাধক-গবেষকের সাধ্য নেই কাউকে সুপথে আনতে পারেন। লালনভাষা অনুসন্ধান দ্বিতীয় খণ্ডের জন্যে সাধক, পাঠক ও সমালোচকগণ প্রতীক্ষা করেছেন প্রায় এক বছর। অনেকে নানাভাবে যোগাযোগ করে মতামত জানিয়েছেন। আবার কেউ কেউ উপর্যুপরি তাগিদ দিয়ে উৎসাহিত করেছেন যথাসময়ে ব্যঞ্জন বর্ণের পরবর্তী খণ্ডটি প্রকাশের জন্যে।

পূর্বঘোষিত অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০০৯ সালে একুশের বইমেলায় লালনভাষা অনুসন্ধান দ্বিতীয় খণ্ড আমরা পাঠকের হাতে তুলে দিতে না পারার জন্যে যেমন দুঃখিত তেমনি আমরা সুখের চেয়ে অধিক স্বস্তিবোধ করছি মার্চ ২০০৯ শাঁইজির দোলপূর্ণিমা উৎসবের মহতী সাধুসঙ্গে সহৃদয় পাঠকের হাতে বইটি তুলে দিতে পেরে। সবই শাঁইজির মর্জি। তিনি অসীম কৃপায় আমাদের সম্মুখস্থ বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করতে চান। কিন্তু আমরা শাঁইজির শুদ্ধপ্রেমধর্ম ভুলে বিষয়মোহের জলন্ত আগুনে পতঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে মরতে পছন্দ করি।

ইতোপূর্বে প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় নিবেদন করেছিলাম, লালনভাষা অতিরহস্যময়। বদ্ধজীবের আক্কেল বিবেচনার সাধারণ ভাষাজ্ঞান কাঠামো শাঁইজিকে বুঝতে গিয়ে পদে পদে হোঁচট খায়। লালনভাব সম্বন্ধে ঘোরতর অজ্ঞতার কারণে তিনি আমাদের মধ্যে থেকেও অচেনা, ধরা দিয়েও রয়ে গেলেন অধরা। সব ‘লোক’ বা স্তরের ঊর্ধ্বে ‘লোকোত্তর’এর [illegible] তাঁর। তাঁকে আমাদের মধ্যে পেয়ে এবং তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

মহৎ নাম কীর্তন করে নিজেরা ধন্য হলাম, অন্তত আমরা লোকোত্তরদর্শনের যারা নবীন অনুরাগী। শাঁইজির সঙ্গে এ মহাসংযোগ ঘটিয়ে দেবার জন্যে সম্যক গুরু সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতীর প্রতি চিরঋণী আমরা। যদিও তাঁর নিগূঢ়তত্ত্বের গভীরতা এবং চিৎপ্রকর্ষগত উচ্চতার তুলনায় তাঁকে আমরা মর্ত্যবাসীগণ অতিসামান্যই চিনলাম ও বুঝতে পারলাম। জাতি হিসেবে এটাই আমাদের বড় দার্শনিক ব্যর্থতা। এজাতি কবে তার প্রকৃত মহৎদের চিনবে?

ফকির লালন শাহ্‌কে আমরা তাই কোনোমতে একজন সামান্য 'লোক' তথা 'সাধারণ মানুষ' বলে কখনোই চিন্তা করতে রাজি নই। স্থানকালের গণ্ডিবদ্ধ খোপে আমাদের লালনচর্চা কস্মিনকালেও আবদ্ধ থাকে নাই। আপন মূলসত্তা থেকে, সৃজনকর্ম থেকে শাঁইজিকে বিচ্ছিন্ন করে মোটেও আমরা দেখি না। সুতরাং আপন মূলসত্তা থেকে শাঁইজিকে বিচ্ছিন্ন করে কিছু গাই না এবং লেখিও না।

নিঃসংশয়ে বলি, সর্বধর্মের গ্রহণযোগ্য দার্শনিক মানদণ্ডরূপে ফকিরির গৌরবমণ্ডিত পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরাই আমাদের গুরুদায়। তাই এখানে হওয়া বা চাওয়াপাওয়ার কিছু নেই। নিহেতুপ্রেম বিলাতে এসেছি মন দিয়ে মনে। যে যতোটুকু নিতে পারেন ততোটুকুই আমাদের আনন্দ। আমাদের দেহমনসময়ের ক্ষয়ে আপনাদের পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটুক। শাঁইজির অক্ষয় প্রেমভাণ্ডার অবশ্য সদাপূর্ণ। তা কখনো ফুরোয় না বরং ক্রমবর্ধিষ্ণু। লালনভাণ্ডার তাই চিরহরিৎ এবং সৃজনশীল।

আমরা এখানে শব্দ দিয়ে কোথাও শব্দকে ধরিনি, ভাব দিয়ে শাঁইজিকে ছুঁয়ে গেছি মাত্র। শব্দের মধ্যে নিহিত যে গুরুভাবময় মূল নির্যাস বা মারেফতজ্ঞান বা জ্যোতির্ঝলক কেবল ওটুকুই আমরা যথাসাধ্য সংক্ষেপে বুনে তোলার হলকর্ষণ করেছি। চুম্বক কথায় এখানে শাঁইজির মহাভাবময় ভাষা-বাক্যের মৌলিক অর্থনির্দেশনা খোঁজার চেষ্টা হয়েছে। লালনসঙ্গীতের বিচিত্র শব্দভাণ্ডার নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোষগ্রন্থ করলে কয়েক হাজার পৃষ্ঠার সুবৃহৎ গ্রন্থ হয়ে যায়। সুতরাং ব্যাপক গবেষণা করেও আমাদের খুব সংক্ষেপিত কলেবরে মাত্র দুখণ্ডে লালনভাষার ভাবার্থজ্ঞাপক ১৫২৮টি শব্দবাক্যসংজ্ঞা সর্বমোট ৬০৮ পৃষ্ঠাসীমায় এনে লাগাম টেনে ধরতে হয়েছে। প্রকাশকের বিনিয়োগজনিত টেনশনভার আর সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠকের ক্রয়সামর্থ্যের বাস্তবতা বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

ইতোপূর্বে লালনভাষা অনুসন্ধান. ১ এ স্বরবর্ণভিত্তিক মোট ৫২১টি শব্দবাক্যের নাতিদীর্ঘ অর্থায়ন সম্পন্ন হয়েছিলো। এবার লালনভাষা অনুসন্ধান. ২ এ প্রতিশ্রুত লক্ষ্যমাত্রারও অধিক ব্যঞ্জনবর্ণভিত্তিক মোট ১,০০৭টি শব্দ-বাক্য গ্রন্থভূক্ত হলো। পরিতাপের বিষয়, বাংলাভাষার দেশ এ বাংলাদেশে আপন মাতৃভাষায় নির্ভুলভাবে গ্রন্থ প্রকাশের পঠন-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মননসমৃদ্ধ কপি এডিটর ও টেক্সট এডিটরের চরম অভাব, এমনকি ভালো প্রুফ রিডারও দুর্লভ। প্রকাশকগণের অদূরদর্শিতা, পঠনপাঠনে নিদারুণ অনীহা এবং নান্দনিকতাশূন্য বদ্ধচিন্তা এজন্যে প্রধানত দায়ী। সুতরাং এ গ্রন্থমধ্যে অনভিপ্রেত ভুলত্রুটি শেষ পর্যন্ত থাকছেই– সেটা একপ্রকার নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

ভুলত্রুটির জন্যে দয়া করে আর আমাদের ক্ষমা করবেন না। তাতে আমাদের সামনে আরো বিপদ বাড়তে পারে। পক্ষান্তরে যা অতিপ্রশংসা-স্তুতির দ্বারাও ঘটে থাকে। তাই বোধ করি ক্ষমা চাওয়াও এক প্রকার অপরাধ এখানে। অতএব আমাদের যথার্থ সমালোচনা করে নির্মোহভাবে ভুলত্রুটিগুলো দেখিয়ে দিলে আগামী অখণ্ড সংস্করণ ভুলের পুনরাবৃত্তিমুক্ত ও সর্বাঙ্গ সুন্দর হতে পারে। সবারে করি আহ্বান।

এ গ্রন্থের সাঙ্কলনিক কর্মে আমাদের 'দ্য স্কুল অব গ্রেট নো'র তরুণ দার্শনিক গোঁসাই পাহ্‌লভী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছেন। মূলত আমাদের লোকোত্তরদর্শনতীর্থ THE SCHOOL OF GREAT NO-এর নবীন শিক্ষার্থী ও ধ্যান নবিসিদের প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখেই আমরা এ গ্রন্থ বিন্যাস করছি বহুদিন ধরে। কম পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়নি। আমাদের টিমওয়ার্কে এমন কজন বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব জড়িয়ে আছেন যাঁরা লালনকর্মে নাম প্রকাশের চেয়ে টিমের কাজকে গতিশীল রাখতে নেপথ্যে সদা তৎপর রয়েছেন। আমাদের বহুকালের সতৃষ্ণ আকাঙ্ক্ষার এ গবেষণাকর্ম নতুন প্রজন্মের সবুজ সাধুদের জন্যে, অকেজো-বাতিলদের জন্যে নয়। আগামী দিনের মুক্তিপাগল সাধকদের 'লা' শিক্ষালাভের পথে শাঁইজির পদ ও পদার্থ ক্রিয়াত্মকভাবে পাথেয় হয়ে উঠুক–এটুকুই আমাদের মনোবাঞ্ছা।

দুইখণ্ডের বর্তমান লালনভাষা অনুসন্ধান বর্ধিত সংস্করণে প্রায় হাজার পৃষ্ঠা সংবলিত 'লালনভাব অভিধান' নামে প্রকাশের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে। আমরা এতো সর্বহারা, দরিদ্র ও নিঃস্ব যে, অনেক আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও নিজেদের কাজ নিজেদের সামর্থ্যে শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন করতে পারি না। কারণ সমাজের কর্তৃত্ব প্রকৃত জ্ঞানীর হাত থেকে ছিনতাই হয়ে গেছে বহু বহুকাল আগে। অর্থ নয়, অর্বাচীন নেতা-কর্তাদের চিন্তার বদ্ধকুয়ো আমাদের ডুবিয়ে রেখেছে অপচয়ের ঘোলাজলে। 'মনের কথা বলবো কারে কে আছে এ সংসারে'?

গ্রন্থের পরিশিষ্টে দুটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত গ্রন্থ সমালোচনা সংযোজন করা হলো পাঠোত্তর প্রতিক্রিয়ারূপে। পাঠকের মতামতকে আমরা নিরপেক্ষভাবেই সম্মানিত করতে চাই। সেই সাথে স্টাবলিশমেন্টের মিডিয়াকেও আমরা মূল্যায়ন করি। লালনবিষয়ক বিস্তৃত গবেষণাকর্মের নানা পর্যায়ে কুষ্টিয়ার বিখ্যাত ডা. শামসুল আলম ভাণ্ডারী আমাদের প্রভূতভাবে সাহায্য করেছেন। নারায়ণগঞ্জ থেকে 'ছাপ'এর কর্ণধার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্পী মাহ্বুব কামরান গ্রন্থটির শোভন প্রচ্ছদচিত্রণ করে নতুন মাত্রা যুগিয়েছেন। বন্ধুবর ঢাকার ডাকসাঁইটে আইনজ্ঞ কফিল উদ্দিন মাহমুদ, সুহৃদ খলিফা হাবিবুর রহমান, ছাত্রনেতা শেখ রফিক, কম্পিউটার বিভাগের খোরশেদ আলম সবুজ ও শহীদুল ইসলাম রনিও আমাদের কাজে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। প্রকাশক রিয়াজ খান সীমিত সামর্থ্যে খুব স্বল্প সময়ে আশাতীতভাবে বহুদূর এগিয়ে গেছেন। কারণ এ বছর 'রোদেলা' থেকে এ লেখকের একসাথে মোট চারটি গ্রন্থ প্রকাশিত হলো: নতুন সংস্করণ **লালনদর্শন**, ৯০১টি গান সংবলিত সম্পাদনাকর্ম **অখণ্ড লালনসঙ্গীত** এবং পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ **তিনচোখা টিলার ওপর নন্দনকানন**। সবার শীর্ষে **লালনভাষা অনুসন্ধান. ২** তো আছেই। যে যার অবস্থান থেকে আমাদের টিম ওয়ার্কে সাধ্যায়ত্ত যতোটুকু করেছেন সমস্তই শাঁইজির পাদপদ্মে উৎসর্গিত হোক। সবাইকে সদানন্দ শুভেচ্ছা।

বিনয়সহ
আবদেল মাননান

১লা কার্তিক ১৪১৫
১০ মার্চ ২০০৯
সাধুসদন
দবির মোল্লার রেলগেট
ছেউড়িয়া, কুষ্টিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

করণকারণ ৭
ভজো বর্তমান ৪১

ব্যঞ্জনবর্ণ
[ক – ক্ষ]

ক

কঠোর ব্রত ৫৯
কর্তা হরি ৫৯
কথা ৬০
কথার অন্ত নাহি ৬০
কথায় কথায় মান করে রাই ৬১
কদমতলা ৬১
কর্ণ ৬১
কপট ভাবের উদাসী ৬১
কপাল ৬১
কপালে বিমতি হলে দুর্বাবনে বাঘে মারে ৬২
কবর ৬২
কভি ৬২
করছেরে কোরানের মানে যার মনে যা আসে বুঝি ৬২
কর না দিলে দেয় গো সাজা ৬৩
করলি ভালো বেচাকেনা চিনলি না মন রাঙ কি সোনা ৬৩
করিম ৬৩
করুণা ৬৩
করে কঠোর ব্রত ক্ষীরোদার কূলে ৬৩
করে কাম সাগরে এই কামনা ৬৩
কলব ৬৩
কলস ৬৪
কল্প ৬৪
কল্পতরু ৬৪
কলির জীব পেলো নিস্তার ৬৪
কলির শেষে আর কতো রঙ যে উঠবে ভেসে ৬৪
কল্পতরু হওরে যদি তবু মা বাপ গুরুনিধি ৬৫
কাঙ্গাল হবো মেঙ্গে খাবো রাজরাজ্যের আর কার্য নাই ৬৫
কাঙ্গুরা ৬৫
কাণ্ডার / কাণ্ডারী ৬৫

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাদির ৬৫
কাঁধে চড়ায় কাঁধে চড়ি যে ভাব ধরায় সে ভাব ধরি ৬৬
কাঁধে চড়িস তাঁর কোন বিচারে ৬৬
কানাই ৬৬
কানাই গেলো কোন মুল্লুকই খুঁজে নাহি পাই ৬৭
কানের বালি ৬৭
কাফের ৬৭
কাম কুম্ভীর ৬৭
কামসাগর ৬৭
কামের ঘরে কপাট মারো মহতের সঙ্গে ধরো ৬৮
কার ৬৮
কারখানা ৬৮
কার বা রাজ্য কার বা আমি সব দেখি আজ মিছেরে ৬৮
কারে বলিস নবি নবি দিশে পালিনে ৬৮
কাল ৬৮
কালদ্যুতি ৬৯
কালাচাঁদ ৬৯
কালাচাঁদ নদে এসেছে ৬৯
কালার রূপে নয়ন দিয়ে প্রেমানলে ম'লাম জ্বলে ৬৯
কালাম ৭০
কালাম উল্লাহ ৭০
কালার কালে তারাই হলো কাল ৭০
কালী ৭০
কালীর চরণ ৭০
কালো ভালো বলবে শেষে ৭০
কালো শশী ৭০
কায় / কায়া ৭১
কায়াধারী হয়ে কেন তাঁর ছায়া খুঁজে পাই না এ সংসারে ৭১
কায়েম উদ্ দ্বীন হবে কিসে ৭১
কি করিলে ফানা ফিল্লাহ সকল ভেদ জানা যাবে ৭১
কিঞ্চিৎ নজির দেখাই ৭১
কিঞ্চিৎ নজির দেখা যায় ৭২
কিশোরী বসে আছে মানভরে ৭২
কিসের কাঙ্গাল আমার অটল বিহারী ৭২
কি হবে আমার গতি ৭২
কী গতিতে হবে মিলন ৭২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী জানি হয় ললাটে ৭২
কী জন্যে নবিজি রহে পনেরো বছর হেরাগুহায় ৭৩
কীর্তিকর্মা ৭৩
কীর্তিকর্মার লেখাজোখা আর কি ফিরিবে ৭৩
কী প্রকারে নবির জন্ম হলো ৭৩
কী বলবো সেই বৃক্ষের খুবি তাঁর এক ডালে দ্বীন এক ডালে দোনে ৭৩
কী বুঝে মুড়ালি মাথা পথের নাই অন্বেষণ ৭৩
কী বৈদিকে ঘিরলো হৃদয় হলো না সুরাগের উদয় ৭৩
কুঞ্জ ৭৪
কুতর্ক আর কুস্বভাবী তারে গুপ্তভেদ বলে নাই নবি ৭৪
কুওকার ৭৪
কুদরত ৭৬
কুদরতি গাছ ৭৬
কুমার ৭৬
কুল পাবা না ৭৬
কুলের কাঁটা ৭৬
কৃষ্ণ ৭৬
কৃষ্ণচরণ ৭৭
কৃষ্ণ ছাড়া রাধা তিলার্ধ নয় ৭৭
কৃষ্ণনিধি ৭৭
কৃষ্ণ বলে শোন লো গোপীগণ, তোঁদের বসন চুরি করি কী কারণ ৭৭
কৃষ্ণভক্ত জন একান্ত কৈট মনে কৃষ্ণের লাগি ৭৭
কৃষ্ণলীলার লীলে অথৈ থৈ দেবে কেউ সে সাধ্য নাই ৭৮
কৃষ্ণলীলের অন্ত নাই ৭৮
কৃষ্ণসুখে সুখ গোপীকার হয় নিরন্তরই ৭৮
কৃষ্ণ হতে রাধা হলো ৭৮
কৃষ্ণহারা ৭৮
কৃষ্ণের আনন্দপুরে কামী লোভী যেতে নারে ৭৮
কৃষ্ণের কথা কইতে দেয় না ৭৮
কেউ ঢাকা দিল্লি হাতড়ে ফেরে কেউ দেখে কাছে ৭৯
কেউ তাঁরে কয় মূলাধারের মূল ৭৯
কেউ বলে নামাজ পড়ো ৭৯
কেউ বলে মক্কায় গিয়ে হজ করিলে যাবে গুনাহ ৭৯
কেন হয় সে দণ্ডধারী ৮০
কেতাব ৮০
কেন হলিরে আজ নিমাই দেশান্তরী ৮১

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে পুরুষ আকার কী প্রকৃতি তাঁর ৮১
কে বা না মজেছে সখী ৮১
কে বোঝে কৃষ্ণের অপার লীলা ৮১
কেমন করে গৃহে থাকি ৮১
কেয়ামত ৮১
কেলে সোনা ৮২
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায় ৮২
কে হিন্দু কে যবনের চেলা পথের পথিক চিনে ধরো এই বেলা ৮৩
কোথা নূরের বসতি ৮৩
কোথায় আবহায়াত নদী ধারা বয় নিরবধি ৮৩
কোনকালে পরকাল হবে তাই তো ভজবো গোস্বামী ৮৩
কোনখানে বাদ রাখলো এবার দেখ না তোরা ৮৪
কোন পথে যাই ৮৪
কোন পেয়ালা ৮৪
কোন প্রেমের দায় ফাতেমাকে শাঁই মা বলেছে ৮৪
কোন প্রেমে সে দীন দয়াময় নারীর চরণ মাথায় নিলে ৮৫
কোন ভজনে সে হয় রাজি ভজে পাই কি পেয়ে ভেজি ৮৫
কোরান ৮৫
কোরানেরই মানে হিসাব করো এই দেহেতে ৮৫
কোরানে শাঁই ইশারা দেয় আলিফ যেমন লামে লুকায় ৮৬
কৌপীন / কোপনি ৮৬

।খ।

খগোল ভুগোল নাহি জানতো ৮৭
খত লিখিলাম নিজ হস্তে ৮৭
খবর শুনতে পাই এক গোর মানুষের মউতই নাই ৮৭
খাজনা ৮৭
খাদ লাগালে ৮৭
খান্দান ৮৮
খালি ভাঁড় থাকবেরে পড়ে ৮৮
খ্রিস্টান গির্জাঘরে পেলে ঈশ্বর ভুলতো নারে ৮৮
খুঁজতে যাও কোন অনুসারে ৮৮
খুঁজলে পাবে কোথা বনে ৮৮
খুঁজে খুঁজে হলাম সারা কোথায় গেলি মনচোরা ৮৮
খুঁজে বেড়াস কারে ৮৮
খুলবে কেন সে ধন মালের গাহক বিনে ৮৯

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

| খেওয়া অপার সাগরে ৮৯
| খেলতে খেলতে দেশান্তরী ৮৯
| খেলবো এবার প্রেমের খেলা ৮৯
| খেলবো খেলা আপন মনে ৮৯
| খেলাফত দিলেন খোদাতালা ৮৯
| খেয়েছো কি রস কমলা ৮৯
| খোদ খোদার প্রেমিক যেজনা ৮৯
| খোদ বীজে বৃক্ষ নবি ৯০
| খোদ বেখোদা ৯০
| খোদ সুরতে পয়দা আদম ৯০
| খোদা ৯০
| খোদাপ্রাপ্তি মূলসাধনা ৯০
| খোদার দোস্ত ৯০
| খোদার বান্দা ৯০
| খোদার রূপ ৯১
| খোদার হুকুম ফরজ আদায় দেখো পঞ্চবেনাতে ৯১
| খোদা সেই করে গেলো রসুলরূপে অবতার ৯১
| খোয়ালে বস্তুধন ৯১

AMARBOI.COM

| গ |

| গগনে উঠিল ভানু আর তো নিশি নাই ৯২
| গঠন ৯২
| গঠিতে শাঁই সয়াল সংসার ৯২
| গঠেছে ৯৩
| গতি ৯৩
| গন্ধ ৯৩
| গয়া কাশি বৃন্দাবনে পেলে হরি ফিরতো নারে ৯৩
| গহনারূপ পাক পাঞ্জাতন ৯৩
| গাছ বড় কি ফলটি বড় ৯৩
| গাছে বীজে প্রচার ৯৪
| গাছের ছিলো চার ডাল হলো হাজার সাল ৯৪
| গাঁথিলাম বিনে সুতার মালা ৯৪
| গুপ্তকথা বলতে আমায় কতো নিষেধ করেছিলো ৯৪
| গুপ্ত নূরে হয় তাঁর সৃজন ৯৪
| গুপ্তপথ মেলে ভক্তির সন্ধানে ৯৫
| গুপ্ত ব্যক্ত আলাপ হয়রে দুজন ৯৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌ গুপ্ত বৃন্দাবন ৯৫
▌ গুপ্তভাবে করে ভ্রমণ ৯৫
▌ গুণমণি ৯৬
▌ গুরু ৯৬
▌ গুরুচরণ সার করো ৯৬
▌ গুরুর চরণে না হলো মতি ৯৬
▌ গুরুরতি ৯৬
▌ গৃহ ৯৭
▌ গোকুলবাসী ৯৭
▌ গোকুলের চাঁদ ৯৭
▌ গোবিন্দ ৯৭
▌ গোপনে যে বেশ্যার ভাত খায় ৯৭
▌ গোপাল কি সামান্য ছেলে ৯৭
▌ গোপালকে আজ মারিলি গো মা কোন কারণে ৯৮
▌ গোপালের অঙ্গে গোপাল হয় না ৯৮
▌ গোপী অনুগত যারা ব্রজের সে ভাব জানে তারা ৯৮
▌ গোপী বিনা জানে কে বা শুদ্ধরস অমৃত সেবা ৯৮
▌ গোপীভাব ৯৮
▌ গোরা শাল ছেড়ে কৌপীন পরেছে ৯৮
▌ গোলোক ৯৮
▌ গোসাঁই ৯৯
▌ গোস্বামী ৯৯
▌ গোষ্ঠ ৯৯
▌ গৌর ৯৯
▌ গৌর কি আইন আনিলেন নদীয়ায় ৯৯
▌ গৌরচাঁদ শ্যামচাঁদেরই আভা ৯৯
▌ গৌরচাঁদের হাট ১০০
▌ গৌরপ্রেমের এমনই ল্যাটা আসতে জোয়ার যেতে ভাটা ১০০
▌ গৌরাঙ্গ ১০০

▌ ঘ ▌

▌ ঘটলোরে কী দুর্দশা কুসঙ্গে কুরঙ্গে মেতে ১০১
▌ ঘরকন্না ১০১
▌ ঘর ছেড়ে জঙ্গলে যায় তাইতে কি সে হরিকে পায় ১০১
▌ ঘর ছেড়ে ফকিরি নিলে ১০১
▌ ঘরামি ১০১

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌ ঘরে কি হয় না ফকিরি ১০২
▌ ঘরে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া রেখে এলাম ঘুমাইয়া ১০২
▌ ঘরে মন কেমনে রাখি ১০২
▌ ঘরের মধ্যে ঘরখানা ১০২
▌ ঘিরবে এসে কালদ্যুতি ১০২
▌ ঘুঁচাইতে মনের ঘোর ১০৩
▌ ঘুমের ঘোরে চাঁদগৌর হেরে আমি যেন আমি নাই ১০৩
▌ ঘুরিসনে ঘুরপথে ১০৩
▌ ঘুরে ম'লি বুদ্ধির ফ্যারে ১০৩
▌ ঘৃতছানা পান করি ভক্তের উদ্দেশে ১০৪
▌ ঘোড়ার বীজে হয় না ভেড়া ১০৪
▌ ঘোমটা দিয়ে চায় আড়চোখি ১০৪
▌ ঘোর ১০৪
▌ ঘোর তুফানে ১০৪

▌চ▌

▌ চক্ষুদান ১০৫
▌ চন্দ্র ১০৫
▌ চণ্ডালে রাধিলে অন্ন ব্রাহ্মণে তা খায় চেয়ে ১০৫
▌ চতুরালি থাকলে বলো প্রেমযাজনে বাঁধবে কলহ ১০৬
▌ চরণ ১০৬
▌ চরণ দাসী ১০৬
▌ চরণে নূপুর নে না ১০৭
▌ চাতক ১০৭
▌ চাঁদোয়া ১০৭
▌ চারকারের উপর দেখো আশ্রয় করেছিলেন কে গো ১০৭
▌ চারজনকে দিলেন চারমতে যাজন ১০৮
▌ চার তরিকা তখন হলো ১০৮
▌ চার পেয়ালা হৃৎকমলে ক্রমে হবে উজালা ১০৮
▌ চারযুগে ঐ কোলে সোনা শ্রীরাধার দাস হতে পারলো না ১০৮
▌ চারযুগের ভজনাদি বেদেতে রাখিয়ে বিধি ১০৯
▌ চার রঙ ১০৯
▌ চিরদিন এক রসিক বুলবুল সেই ফুলে মধু খায় ১০৯
▌ চিশতিয়া কাদেরিয়া নক্সবন্দিয়া ১০৯
▌ চোর ১০৯
▌ চোরামালের মহারতি ১১০

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌চুয়ানি ১১০
▌চেতন মানুষ ১১০
▌চেতন থাকা ১১০
▌চেতন হলে সব মিথ্যে হয় ১১০
▌চৈতন্য ১১১
▌চৈতন্য পথে ১১১
▌চৌমহলা ১১১

▌ছ▌

▌ছয়জন আমলা তারাই শুধু বাঁধায় মামলা ১১২
▌ছাড়িয়া দেহের মায়া দেহ করিলাম পদছায়া ১১২
▌ছায়া তাঁর পড়ে নাই ভূমে ১১৩
▌ছায়া নেই সে লা শরিকি ১১৩
▌ছায়াহীন যাঁর কায়া ত্রিজগতে তাঁরই ছায়া ১১৩
▌ছিটেঁফোটা তন্ত্রমন্ত্র কলির ধর্মে দেখতে পাই ১১৩
▌ছিদাম ১১৪
▌ছিদামরে ভাই বলি তোরে ফিরে যা ভাই আপন ঘরে ১১৪
▌ছিলা ১১৪
▌ছিলাম কোথায় এলাম হেথায় আবার আমি যাই যেন কোথায় ১১৪
▌ছিলো কোন কারে ১১৫
▌ছিলো মনের তিনটি বাঞ্ছা ১১৫
▌ছিলো মায়ের উদরে ১১৬

▌জ▌

▌জগত জুড়ে জাতের কথা লোকে গল্প করে যথাতথা ১১৭
▌জগত জোড়া ১১৭
▌জগত জোড়া মীন অবতার ১১৮
▌জঠর যন্ত্রণা পেয়ে এসেছিলাম করার দিয়ে ১১৮
▌জননীর জঠরে যখন অধোমুণ্ডে ছিলেরে মন বলেছিলে করবো সাধন ১১৮
▌জন্মগুরু রাধা আমার প্রেমকল্পতরু ১১৯
▌জন্মবীজ যার নাপাক কয় মৌলভীগণে ১১৯
▌জন্মমৃত্যু যার এই ভবের 'পর ১১৯
▌জন্মমৃত্যু হয় যদি তাঁর শরার আইন কই চলে ১২০
▌জন্ম যাঁর এই মানবে ছায়া তাঁর পড়ে নাই ভূমে ১২০
▌জন্মিলে মরিতে হবে কুল কি কারো সঙ্গে যাবে ১২০
▌জন্মে নবি ম'লেন কী কারণে ১২০

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মের ভাগী অনেক জনা কর্মের ভাগী কেউ তো হয় না ১২০
জপো ঐ নাম দিবারাতে ১২১
জবর ১২১
জয় রাধা নামের গুরু ঘরে ঘরে নাম মাতালে ১২১
জল দিয়ে সব চাতকিনী করো সান্ত্বনা ১২২
জলন্ত অনলে যদি ঘৃত রাখে নিরবধি ১২২
জল সেচে নদী শুকায় কার বা এমন সাধ্য হয় পায় পরশখানা ১২২
জ্বলে উঠবে নূর তাজেল্লা ১২২
জলে গেলে যদি হরি পায় কাছিম সে মন্দ নয় ১২২
জহুরা ১২২
জাত এলাহী ছিলো জাতে ১২৩
জাত গেলো জাত গেলো বলে এ কী আজব কারখানা ১২৩
জাত না গেলে পাইনে হরি ১২৩
জাত বলিতে কি হয় বিধান ১২৩
জাতবিচারী দুরাচারী যায় তারা সব দূর হয়ে ১২৩
জাত হাতে পেলে পোড়াতাম আগুন দিয়ে ১২৩
জাতের গৌরব কোথায় রবে সেদিন ১২৩
জাতের বোল রাখালো না সে করলো একাকারময় ১২৪
জানতে হয় গভীরই ১২৪
জানাও নবির দ্বীন ১২৪
জানো নারে প্রাণ গোবিন্দ আমার হইল কপাল মন্দ ১২৪
জামাল ১২৫
জাল বৈরাগী বাসায় গেলে কিছুই নাই ১২৫
জাহাজ লয়ে সাত সমুদ্রের খবর জানা ১২৫
জাহের ১২৫
জাহের আছে ত্রিসংসারে ১২৫
জাহের নয় সে রয় গভীরই জিহ্বাতে কে নাম ধরে ১২৫
জাহের বাতেন উপাসনা রসুল হতে প্রকাশিলে ১২৫
জ্ঞান উপাসনা ১২৬
জ্ঞানচক্ষু আঁধার ১২৬
জিকির ১২৬
জিন্দা চারযুগের উপর ১২৬
জিন্দা পীরের খান্দানে দেখিয়ে দেবে সন্ধানে ১২৭
জিমেতে হয় জিকিরের ধ্বনি ১২৭
জীব ও পরম ১২৭
জীব তরাতে অংশ হতে বাঞ্ছা করে নিজে আসিতে ১২৭

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

| জীবাত্মা পরমাত্মা ১২৭
| জীবাত্মা পরমাত্মা ভিন্নভেদ জেনো না ১২৭
| জে'তে দমের ঠিকানা ১২৮
| জেনে করো তাঁহার অর্থ ১২৮
| জেনে লও দিন থাকিতে ১২৮
| জেয়ারত ১২৮
| জোয়ার ১২৮
| জোয়ার যেতে ভাটা ১২৮

ঝ

| ঝরার ঘাটে যোগান্তরে হয়েছেরে উদয় ১২৯
| ঝরিয়ে দুনিয়া সৃষ্টি করে ১২৯
| ঝরে পড়ে ফুল ১২৯
| ঝলসে কানা ১২৯
| ঝোলা ১২৯

ট

| টলার কার্য নয় ১৩০
| টলে জীব বিবাগী অটল ঈশ্বর রাগী ১৩০
| টাকশাল ১৩০
| টিমটে মারি হামজা ঘরে জেনে লও মুর্শিদের দ্বারে ১৩০
| টের পাবা ১৩০
| টেকো ১৩১
| টোট্‌কায় দিয়ে ফটকায় ফেলে ১৩১

ঠ

| ঠকে গেলাম কাজে কাজে ১৩২
| ঠনঠনা ১৩২
| ঠাঁই / ঠায় ১৩২
| ঠাকুর ১৩২
| ঠাহর ১৩২
| ঠিক নাই তারই ১৩২
| ঠিক পড়ে না ১৩৩
| ঠিক রেখো মন অভয় চরণ ১৩৩
| ঠিকের ঘরে ভুল ১৩৩
| ঠুকনি ১৩৩

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌ ঠুসি ১৩৩
▌ ঠেঠা ১৩৩
▌ ঠেলা ১৩৩

▌ড▌

▌ ডিম্ব ১৩৪
▌ ডিম্ব ভেঙ্গে আসমান জমিন গঠলেন দয়াময় ১৩৪
▌ ডুবতে যদি পারে রসিক তারা ১৩৪
▌ ডুবতে যেয়ে খাবি খেয়ে সুখটা বোঝো তৎক্ষণা ১৩৪
▌ ডুব না জেনে ডুবতে চাওরে মন ১৩৪
▌ ডুব পাড়িস কেন তাড়াতাড়ি বইচালা দেয় ঘড়ি ঘড়ি ১৩৪
▌ ডুবাও ভাসাও হাতটি তোমার ১৩৫
▌ ডুবারু জন পায় সে রতন তোর কপালে ঠনঠনা ১৩৫
▌ ডুবায়ে ভাসাইতে পারো ১৩৫
▌ ডুবে দেখ নবির দীনে নিষ্ঠা হয়ে মন ১৩৫

▌ঢ▌

▌ ঢং ১৩৬
▌ ঢলঢল তনু তাঁরই ১৩৬
▌ ঢাকনি ১৩৬
▌ ঢাকা ১৩৬
▌ ঢুঁ ঢুঁ ভারি ১৩৬
▌ ঢুঁড়ে ১৩৬
▌ ঢেউ ১৩৭
▌ ঢেঁকি গেলা টাকশালে সই না তো ১৩৭
▌ ঢোল ১৩৭

▌ত▌

▌ তবেই সে ভেদ জানতে পারো ১৩৮
▌ তবে কেন যায় অদেখা ভাবুক দল ১৩৮
▌ তবে নিরাকারে নূর চোয়ালো প্রমাণ কী গো তার ১৩৮
▌ তবে যাবে খোদাকে চেনা ১৩৮
▌ তরিক দিচ্ছে জাহের বাতেনে ১৩৯
▌ তরিকার নৌকায় চড়ো ১৩৯
▌ তলবে দুনিয়া ১৩৯
▌ তলবে মাওলা ১৩৯

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

- তলে তলে তলগোজা খায় ১৩৯
- তাইতে আমার দ্বীন দয়াময় মানুষরূপে ঘোরে ফেরে ১৩৯
- তাজেল্লা ১৩৯
- তা না না না ১৪০
- তামাম শোধ লিখেছে ১৪০
- তাঁর কি আছে কভু গোষ্ঠখেলা ১৪০
- তিব্বত নিয়ম অনুসারে এক নারী বহু পতি ধরে ১৪০
- তিল পরিমাণ জায়গা ১৪০
- তারে নৌকায় নেবে কেনে ১৪০
- তিনজনা ১৪০
- তিনটি বাঞ্ছা অভিলাষ করে ১৪১
- তিনজনা ১৪১
- ত্রিগুণে সৃজিলেন সংসার ১৪১
- ত্রিজগতের চিন্তা শ্রীহরি ১৪১
- ত্রিতাপজ্বালা ১৪১
- তুমি বৃন্দে নামটি ধরো জলে অনল দিতে পারো ১৪১
- তুমি ভক্তি তুমি মুক্তি অনাদির হও আদ্যশক্তি ১৪১
- তুমি সখা আমি সখী ১৪২
- তুমি হও খোদার দোস্ত অপারের কাণ্ডারী সত্য ১৪২
- তোমার গম্ভু বোঝা ভার ওরে মন আমার ১৪২
- তোমা হতে জ্ঞান পেয়েছি আছি সান্ত্বনা ১৪২
- তোর গৃহে আর থাকবে না ১৪২
- তোর গোপালের ক্ষুধা পেলে দণ্ডে দণ্ডে ননী খাওয়াই ১৪২
- তোরা ঈশ্বর বলিস যাঁর কাঁধে চড়িস তাঁর কোন বিচারে ১৪২
- তোরা বলিস সব রাখাল ঈশ্বর গোপাল মানিস কইরে ১৪৩
- তাঁর ভাবে সে বুঝায় স্পষ্ট কেবল কৃষ্ণসুখে সুখী ১৪৩

॥ থ ॥

- থাকতে পারে ভেদ মুর্শিদের ঠাঁই ১৪৪
- থাক সে চাঁদের গুণ ১৪৪
- থাক সে ভবের ভাই বেরাদার প্রাণপাখি সে নয় আপনার ১৪৪
- থেকোরে নিহারী ১৪৪

॥ দ ॥

- দণ্ড ১৪৫
- দণ্ডধারী ১৪৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দম থাকিতে আগে মরো ১৪৬
দম শুমারে ধরো ১৪৬
দমের উপর আসন ছিলো তাঁর ১৪৬
দমের মালা জপোরে লালন ১৪৬
দরদের ভাই বন্ধুজনা ১৪৭
দরবেশ ১৪৭
দরমিয়ানে লাম ১৪৭
দরশনে যায় মনের ময়লা পরশে প্রেমতরঙ্গ ১৪৭
দরুদ কালাম পড়ো সকলে ১৪৮
দস্তখত নবুয়ত যার হবে ১৪৮
দর্শন ১৪৯
দল ১৪৯
দশা দস্তখত নবুয়ত যার হবে ১৫০
দাওন ধরো ১৫০
দাউদ নবি ১৫০
দায়মাল ১৫১
দায়ে ঠেকে বলছোরে মন আল্লাহ গনি ১৫১
দায়েমি নামাজের দিশে ফকির লালন জানায় ১৫১
দারোয়ানি ১৫২
দ্বাপর ১৫৩
দ্বার ১৫৩
দিন আখেরি ১৫৩
দিনকানা ১৫৪
দিন থাকিতে মুর্শিদরতন চিনে নে না ১৫৪
দিব্যজ্ঞানী নইলে কে তা পায় জানিতে ১৫৪
দীপ্তাকার ১৫৫
দ্বীন ১৫৫
দ্বীন দুনিয়ায় অচিন মানুষ আছে একজনা ১৫৬
দুই অবতার ১৫৬
দুইকুল ১৫৬
দুঃখী বোঝে দুঃখীর ব্যথা ১৫৭
দুটি নিহার ১৫৭
দুদিন কেবল মোড়াজোড়া ১৫৭
দুনিয়া ১৫৭
দুম্বা বলির আদেশ কোথায় ১৫৮
দুষে বেড়াও জাত ভালো না ১৫৮

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখনারে মন পুনর্জনম কেমন করে হয় ১৫৯
দেখলাম এ সংসার ভোজবাজি প্রকার ১৬০
দেখাতে গেলেন ইসলাম ১৬০
দেখাদেখি সাধলে যোগ ঘটবে বিপদ বাড়বে রোগ ১৬০
দেখো কোথা নূরের বসতি ১৬১
দেড়ি ১৬১
দেল আরশে আল্লাহ নবি দুইজনাতে করে বিহার ১৬১
দেলকেতাব ১৬১
দেলকোরান ১৬২
দেল ঢুঁড়িলে জানতে পাবি ১৬২
দেশ ১৬২
দেশ দেশান্তর দৌড়ে কেন মরছোরে হাঁফায়ে ১৬২
দেশ সমস্যা অনুসারে বিভিন্ন বিধান প্রচারে ১৬৩
দেশান্তরি ১৬৩
দেহ ১৬৩
দেহমক্কা ঢুঁড়লে পরে মিলবেরে সেই পরোয়ারে ১৬৪
দোকান ১৬৪
দোজখ ১৬৫
দোনে ১৬৬
দোটানা ১৬৬
দোধারাতে খাবি খায় ১৬৬
দোসর ১৬৬
দোহার ১৬৭

ধ

ধন ১৬৮
ধনধরা গজবাজি ১৬৮
ধন্ধকার ১৬৮
ধন্বন্তরি ১৬৯
ধন্য আশেকি জনা এ দ্বীন দুনিয়ায় ১৬৯
ধন্যভাব গোপীভাব আ মরি মরি ১৬৯
ধনি ১৬৯
ধ্বজা ১৭০
ধর্ম ১৭০
ধর্ম কুল গোত্র জাতির তুলবে না কেহ জিকির ১৭০
ধর্মাধর্ম নাই সে বিচার ১৭১

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মের জন্যে অসুখ ভালো	১৭১
ধরন	১৭১
ধরা	১৭১
ধরাতে শাঁই সৃষ্টি করে	১৭১
ধড়ে কোথায় মক্কা মদিনে চেয়ে দেখ নয়নে	১৭২
ধরোরে অধর চাঁদেরে	১৭২
ধার চিনে উজান ধরো	১৭২
ধারা বয় নিরবধি	১৭৩
ধারা শোধ চিরদিন তা প্রচলিত আছে কিনা	১৭৩
ধ্যান	১৭৩
ধুবা	১৭৩
ধুয়া	১৭৪
ধুয়ো দিলি	১৭৪
ধুলে কি তা পাক করা যায়	১৭৪
ধেনু	১৭৪
ধোঁকা	১৭৫

ন

নইলে ঘিরবে এসে কালশমন	১৭৬
নগর	১৭৬
নজর একদিকে দিলে আর একদিকে অন্ধকার হয়	১৭৬
নতুন আইন নদীয়াতে	১৭৭
নদীয়া নগরে ছিলো যতোজন	১৭৭
নদে	১৭৭
ননী	১৭৭
নন্দ	১৭৭
নফর	১৭৭
নফি এজবাত	১৭৮
নবদলের রাসবিহারী	১৭৮
নবি	১৭৯
নবি না মানে যারা মোহাহেদ কাফের তারা	১৭৯
নবি না চিনলে সে কি আল্লাহ পাবে	১৮০
নবি বাতেনে হয় অচিন	১৮০
নবি মেরাজ হতে এলেন ঘুরে	১৮০
নবির আইন পরশরতন চিনলি না মন দিন থাকিতে	১৮০
নবির তরিকতে দাখেল হলে সকলই জানা যায়	১৮১

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবির নৌকা ১৮১
নবির হুকুম এই সদাই ১৮১
নবি চেনা রসুল জানা ১৮১
নবুয়ত অদেখা ধ্যান বেলায়েত রূপের নিশান ১৮২
নবুয়ত তার এমনই মেলে ১৮২
নরলীলা ১৮২
নয় দরজা ১৮৩
নয়ন চাঁদ প্রসন্ন যার ১৮৩
নয়ন থাকিতে সদাই হলিরে কানা ১৮৩
নাই ভয়শমন ১৮৩
নাচারি ১৮৪
না ছিলো আসমান জমিন পবন পানি ১৮৪
না দেখলাম যাঁরে চিনবো তাঁরে কেমন করে ১৮৪
নাম ১৮৪
নামের সহিত রূপ ধ্যানে রাখিয়া জাপো ১৮৬
নামে রুচি ১৮৬
নারী ১৮৬
নাড়ি ১৮৬
নিকাশী ফাঁস বাঁধবে গলে ১৮৭
নিকাশের দায় ১৮৭
নিকাহ ১৮৭
নিকুঞ্জ বন ১৮৮
নিগম ১৮৮
নিগূঢ় ১৮৯
নিগূঢ় কারখানা ১৮৯
নিগূঢ়প্রেম ১৯০
নিগূঢ়লীলা ১৯০
নিজ মোকাম টোঁড়ো বেশি দূরে নাই ১৯০
নিতাই এসে সব ভেঙ্গে দিলে ১৯১
নিদানের কাণ্ডারী গুরু ভবপারের কর্ণধার ১৯১
নিদ্রাত্যাগী ১৯১
নিধি ১৯১
নিমাই ১৯১
নিরঞ্জন ১৯২
নিরাকার ১৯২
নিরাকারে একা ছিলো হুহুঙ্কারে দোসর হলো ১৯২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিষ্ঠাপ্রেম	১৯২
নিষ্ঠারতি	১৯২
নিশি	১৯৩
নিঃশব্দের কুঁড়ে	১৯৩
নিষ্কলহ	১৯৩
নিত্য	১৯৩
নিহেতু প্রেম	১৯৩
নীর	১৯৪
নীরে নিরঞ্জন অকৈতব ধন	১৯৪
নূর	১৯৪
নূর তাজাল্লা	১৯৫
নূর সাধনা	১৯৫
নূরেতে নূর আছে ঘেরা	১৯৫
নূরে নূরনবি	১৯৬
নূরের বিন্দু	১৯৬
নূরের ভেদ অকূল সমুদ্দুর	১৯৬
নূরের হিল্লোল	১৯৭
নেংটা	১৯৭
নেহাত যাবে মনের সংশয়	১৯৭

AMARBOI.COM

॥ প ॥

পঞ্চ আত্মা	১৯৮
পঞ্চবান	১৯৮
পঞ্চবেনায় শরা জারি	১৯৮
পঞ্চভূত / পঞ্চতত্ত্ব	১৯৮
পঞ্চমুক্তি	১৯৮
পণ্ডিত	১৯৮
পতি	১৯৯
পতিত	১৯৯
পতিতপাবন	১৯৯
পথের গোড়া	২০০
পদ	২০০
পদ্ম	২০০
পনেরো বছর হেরাগুহায়	২০০
পবন	২০১
পর	২০১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পর	২০১
পরওয়ারদিগার	২০১
পর্বত	২০১
পরম	২০১
পরশ	২০১
পরাৎপর	২০১
পলকে হইবে সংহার	২০২
পড়িলে আউজুবিল্লাহ	২০২
পড়ো কালাম দেলে মুখে	২০২
পড়ো নামাজ আপনার মোকাম চিনে	২০২
পয়ার	২০২
পাক পাঞ্জাতন	২০৩
পাখি	২০৩
পাগল নয় সে পাগলের পারা	২০৩
পাগলপারা	২০৩
পাগল বিনে পাগলের কি বোঝে মনের ব্যথা	২০৩
পাছে	২০৩
পাথার	২০৩
পান কাউর	২০৩
পানি	২০৪
পাপপুণ্যের জ্ঞান থাকে না	২০৪
পাবন	২০৫
পামর	২০৫
পার	২০৫
পারা	২০৫
পাড়	২০৫
পাড়ি	২০৫
প্যাঁচের ধারা	২০৫
প্যারী	২০৬
পিঞ্জিরা	২০৬
পিড়ে পায় পেড়োর খবর	২০৬
প্রিয় বস্তু দাও কোরবানি	২০৬
পুরাণ	২০৬
পুরুষ	২০৬
পুসিদার ভেদ দিলাম সিনায়	২০৬
পূর্ণচন্দ্র	২০৭

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌পূর্ণধোঁকা ২০৭
▌পূর্বাপর ২০৭
▌পূর্বাপরের খবর রাখো ২০৭
▌প্রেম ২০৭
▌প্রেমেঘাত করে জীবন সংশয় ২০৭
▌প্রেমের অঙ্কুর ২০৭
▌প্রেমের করণ ২০৮
▌প্রেমের রসূল ২০৮
▌পোছে ২০৮

▌ফ▌

▌ফকির ২০৯
▌ফরজ আদায় ২০৯
▌ফরমান শাঁই'র জবানে ২০৯
▌ফল ২০৯
▌ফলার দিচ্ছেন নিরবধি ২০৯
▌ফাঁকি দিয়ে ছেড়ে যেও না ২০৯
▌ফাজেল ২০৯
▌ফাতেমা বিবি ২০৯
▌ফাতরায় বেড়ায় ফুচকি মেরে ২১০
▌ফানা ফিল্লাহ ২১০
▌ফাঁড়া কাটবে যাতে ২১০
▌ফ্যার ২১০
▌ফুল ছাড়া নাই গুরু পূজা ২১০
▌ফুল ছিটাও বনে বনে মনে মনে বনমালী ভাব জানো না ২১০
▌ফুল বিছানা ত্যাজ্য করি গলে নিলে ছেঁড়া কাঁথা ২১০
▌ফেতে ফাঁপর পানি পুরা ২১০
▌ফোরকান ২১০
▌ফোরকানের দরজা ভারি কিসে হলো বুঝতে নারি ২১১

▌ব▌

▌বনফুল ২১২
▌বনে আজ হারিয়ে তোরে গৃহে যাবো কেমন করে ২১২
▌বনে এসে হারালাম কানাই ২১২
▌বরজোখ ২১২
▌বর্তমানে দেখো চেয়ে আছে স্বরূপ রূপের নিশানা ২১২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছেন শাঁই আল্লাহ নূরী এই জিকিরের দরজা ভারি ২১২
বলবো না তা কারো সনে ২১২
বস্তু মারফত ঢাকা আছে তায় ২১৩
বহুপতি ধরে ২১৩
বড়ো আশার বাসা এ ঘর ২১৩
বাইচালা দেয় ঘড়ি ঘড়ি ২১৩
বাঘ শিকারীকে বাঘে খাবে ২১৩
বাঞ্ছা ২১৩
বাতেনে মশগুল মোদাম ২১৩
বামুন চিনি পৈতে প্রমাণ বামনী চিনি কিসেরে ২১৩
ব্যক্ত এহি কাজ ২১৩
ব্রজে ছিলো জলদ কালো প্রেম সেধে গৌরাঙ্গ হলো ২১৪
ব্রজের নিগূঢ়তত্ত্ব গোঁসাই শ্রীরূপেরে সব জানাইলে ২১৪
বিচারে গোল বাঁধিয়েছে ২১৪
বিনে সুতোর মালা গেঁথে দেবো শ্যামের গলে ২১৪
বিপদ আপদে পাপী নিরাপদ হয় কোন স্মরণে ২১৪
বিধির কলম ২১৪
বিষয় বিষ খাবা সে ধন হারাব ২১৪
বিষ্ণুপ্রিয়া ২১৪
বিসমিল্লাহ বর্ত ২১৪
বিসমিল্লাহর গম্বু ভারি নামাজ রোজা তাহার সিড়ি ২১৫
বীজটি বড় ২১৫
বুঝে দেখো ভাই সকলই অনিত্য ২১৫
বেজাতের কাজ বেদ-বেদান্তের মায়াবাদীর কার্য নয় ২১৫
বেতালিমে মুরিদ সে না ২১৫
বেদ ২১৬
বেদ পড়ে ভেদ পেতো যদি সবে গুরুগৌরব থাকতো না ভবে ২১৬
বেদবিধির পর শাস্ত্র কানা ২১৬
বেদ পুরাণ সব দিচ্ছে দুষে সেই আইনের বিচার মতে ২১৬
বেদ পুরাণে কয় সমাচার কলিতে আর নাই অবতার ২১৬
বেদবধি ২১৬
বেদাত ২১৬
বেহেস্ত ২১৬
বৈরাগ্যভাব বেদের বিধি গোপীভাব অকৈতব নিধি ২১৭
বোঝো জ্ঞানদ্বারে ২১৭

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ ভ ॥

॥ ভক্ত কবীর জাতে জোলা শুদ্ধভক্তি মাতোয়ালা ২১৮
॥ ভক্তিকে ভর্ৎসনা করে ২১৮
॥ ভক্তি ভক্তের সঙ্গধারী অভক্তের সঙ্গ না হেরি ২১৮
॥ ভক্তিমুক্তির করণ সে তো উজানভেটেন দুটি পথ ২১৮
॥ ভক্তির সন্ধানে ২১৮
॥ ভক্তের মন রক্ষা করতে গোধেনু চরাই ২১৮
॥ ভজন পথ ২১৮
॥ ভজনের মূল গুরুজি ২১৯
॥ ভজবো সদাই গৌরহরি ২১৯
॥ ভজো ২১৯
॥ ভব ২১৯
॥ ভবতরী ২১৯
॥ ভবতরঙ্গ দেখে আতঙ্কেতে যায় জীবন ২১৯
॥ ভবনদীর তুফানে তার নৌকা কি ডোবে ২১৯
॥ ভব বন্ধনজ্বালা যায় গো দূরে ২২০
॥ ভবের ঘাট ২২০
॥ ভাগ্যবান ২২০
॥ ভানু ২২০
॥ ভাব ২২০
॥ ভাব জেনে ভাব লওয়া হলো দায় ২২৩
॥ ভাবোদয় ২২৩
॥ ভাবের ভাব মোর মনে বলবো না কারো সনে ২২৩
॥ ভাবে গৌর হয়ে মত্ত দুবাহু তুলে করে নৃত্য ২২৩
॥ ভারতপুরাণ ২২৪
॥ ভালো এক জলসেচা কল পেয়েছো মনা ২২৪
॥ ভাসালেন অকুল পাথারে ২২৪
॥ ভাস্কর প্রতিমা গড়ে মূলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে ২২৪
॥ ভিতরে লালসার থলি উপরে জল ঢালাঢালি ২২৪
॥ ভিন্ন জল কে কোথা পান ২২৪
॥ ভিন্ন আচার ভিন্ন বিচার তাই তো সৃষ্টি হয় ২২৪
॥ ভিক্ষার ছলে বলবো হরি ২২৪
॥ ভূগোল নাহি জানতো ২২৪
॥ ভুলেছে ভারতীর কথায় এমন কথা কেন বলো সবে ২২৫
॥ ভেদ ২২৫
॥ ভেদ ইশারায় লেখা তামাম ২২৫

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেদ জানলে নবুয়ত ২২৫
ভেদ জেনে বান্দার লালন দেয় সেজদা খোদার রূপেতে ২২৫
ভেদ পাবা না মুর্শিদ ছাড়া ২২৫
ভেসেছিলেন ডিম্বভরে ২২৫
ভেসেছিলো একেশ্বরে ২২৬
ভোগ দিয়ে ভাগবান পেলে আল্লাহ পেতো শিরনিতে ২২৬

ম

মকবুল ২২৭
মক্কা মদিনে ২২৭
মজা ২২৭
মতি ২২৭
মদন ২২৭
মধু ২২৭
মন ২২৭
মন কি ইহাই ভাবো ২২৮
মনচোরা ২২৮
মন বিবাগী বাগ মনো না ২২৮
মনসুর হাল্লাজ ২২৮
মনস্কামনা ২২৮
মনাতীত অধরা ২২৮
মঞ্জিল ২২৯
মণি ২২৯
মণিকোঠার ঘর ২২৯
মনের অন্ধকার ২২৯
মনের বেড়ি ২২৯
মনের ভাব প্রকাশিতে ভাষার উদয় ত্রিজগতে ২২৯
মনোমোহিনীর মনোকল্প ২৩০
মর্মকথা ২৩০
মর্ম কাহারে শুধাই ২৩০
মরণ নাই কোনো কালে ২৩০
মরম ২৩১
মলয় পর্বতের উপর যতো বৃক্ষ সকলই হয় সার ২৩১
ম'লাম ২৩১
মসনবি ২৩১
মহাজন ২৩১

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌ মহাদেব ২৩১
▌ মৎস্য ২৩১
▌ মাওলা ২৩২
▌ মাখন ২৩২
▌ মাড়ুয়াবাদী ২৩২
▌ মাতোয়ালা ২৩২
▌ মাধুর্য ভজন ২৩২
▌ মান ২৩৩
▌ মান সরোবর ২৩৩
▌ মানসাঙ্ক ২৩৩
▌ মানুষ ২৩৩
▌ মানুষ মানুষ সবাই বলে ২৩৩
▌ মানুষ যাবে ধরা ২৩৪
▌ মারেফত ২৩৪
▌ মাসান্তে যোগ ২৩৪
▌ মায়ের উদর ২৩৪
▌ মিম ২৩৪
▌ মিম্বর ২৩৫
▌ মিলন ২৩৫
▌ মিশ গা ২৩৫
▌ মুক্তি ২৩৫
▌ মুরারি ২৩৫
▌ মুর্শিদ ২৩৫
▌ মুর্শিদকে না চিনলে পরে হবে না তোর ভজন ২৩৬
▌ মুর্শিদরূপ হৃদয়ে রেখে করে আরাধনা ২৩৬
▌ মুর্শিদরূপে পরওয়ার ২৩৬
▌ মুর্শিদের চরণের সুধা ২৩৭
▌ মুসা নবি ২৩৭
▌ মূল ২৩৭
▌ মূলাধার ২৩৭
▌ মৃত্যু ২৩৭
▌ মেরাজ ২৩৭
▌ মৈথুন ২৩৮
▌ মোকাম ২৩৮
▌ মোকাম বারি ২৩৮
▌ মোরাকাবা ২৩৮

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোশাহেদা ২৩৮
মোহাম্মদা ২৩৯
মৌজা ২৩৯
মৌলবি ২৩৯

য

যথা আলকু মোকাম বারি ২৪০
যথাযোগ্য লায়েক ২৪০
যদি ফল পাড়ো সেই গাছে চড়ো ২৪০
যম ২৪০
যমযাতনা ২৪০
যাজন ২৪১
যাতে কৃষ্ণবরণ হলো গৌরবরণ ২৪১
যার যেমন বুদ্ধিতে আসে বলে বুঝি তাই ২৪১
যার মর্ম সে যদি না কয় ২৪১
যাঁর মরণ নাই কোনোকালে ২৪১
যার নাম গান সেই তো জ্ঞান কোরানেতে বলে এলাহাম ২৪২
যার হয়েছে সেই ফুলের উল ২৪২
যিনি মোর্শেদ রসুলাল্লাহ ২৪৩
যুগল চরণ ২৪৩
যে খোদ সেই তো খোদা ২৪৩
যে চিনেছে দুই নূরিকে ২৪৩
যেজন গোপী অনুগত ২৪৩
যেজন শুদ্ধসাধক ২৪৩
যে তনে করিল সৃষ্টি ২৪৪
যে তরাবে এ ত্রিভুবন সে-ই যাবে গোচ্ঠের কানন ২৪৪
যেদিন জ্বলে উঠবে নূর তাজেল্লা ২৪৪
যে ধন চাবি সে ধন পাবি ২৪৪
যে নবি করবেন পার ২৪৫
যে নামে শমন হরে ২৪৫
যে নিরঞ্জন সেই নূরনবি নামটি ধরে ২৪৫
যে নূরে নবি পয়দা সেই নবির তরিক জুদা ২৪৫
যে নূরে নূরনবি ২৪৫
যে পথে যার মন হলো ভাই ২৪৬
যে পিতা সেই তো পতি ২৪৬
যে ভজে সে হবে মকবুল ২৪৬

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে ভাব গোপীর ভাবনা ২৪৬
যেমন গাছ বীজ অঙ্কুর এই মতো ঘুর ২৪৬
যেরূপ মুর্শিদ সেইরূপ রসুল ২৪৭
যৈছে ২৪৭
যৈছেরে বিজরী ২৪৭

॥ র ॥

রও শচীমাতা গৃহে গিয়ে আমারে বিসর্জন দিয়ে ২৪৮
রসুলরূপে প্রকাশ রব্বানা ২৪৮
রসুল বলে এই দুনিয়া মিছে ঝকমারি ২৪৮
রসুল ২৪৮
রাইসাগরে নামলো শ্যামরাই ২৪৮
রাধানগরে ঘুরি সবে বনে বনে ২৪৯
রাখাল ২৪৯
রাখাল অলি ২৪৯
রাখালে ফল খেয়ে মিঠে হলে গোপালকে খাওয়ায় ২৪৯
রাগ ২৪৯
রাত্রদিনে ২৪৯
রাধতে বসি কালা তখন বাজায় বাঁশি ২৪৯
রাধা ২৪৯
রাধার কতো গুণ নন্দলাল তা জানে না ২৫০
রাধার তুলনা পিরিত সামান্য কেউ যদি করে ২৫০
রামানন্দ ২৫০
রামানন্দ দরশনে যাবো আমি কার বা সনে ২৫০
রুহ ২৫০
রূপ সনাতন উজির ছিলো প্রেমে মজে ফকির হলো ২৫১
রোজা আর নামাজ ২৫১
রোজা রাখো নামাজ পড়ো কলেমা হজ জাকাত করো ২৫১

॥ ল ॥

লয়ে গোধন গোষ্ঠের কানন চলো গোকুলবিহারী ২৫২
লয়েছি এই গলে গৌরচাঁদের ফাঁদ ২৫২
লা ইলাহা কলেমা পড়ো ২৫২
লাকুম দ্বীনুকুম ২৫২
লাম ২৫২
লালন ২৫২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌লালন কয় জাতের কী রূপ দেখলাম না এই নজরে ২৫৩
▌লালসার থলি ২৫৩
▌লা শরিক জানিয়া তাঁকে ২৫৪
▌লায়েক ২৫৪
▌লীলা ২৫৪
▌লীলাকারী তাঁর অংশকলা ২৫৪
▌লীলা দেখে কম্পিত ব্রজধাম ২৫৪
▌লুকাবে কোন্ বন মাঝে ২৫৪
▌লুটবি মজা মনের মতো ২৫৪
▌লুটাও গুরুর চরণতলে ২৫৫
▌লেহাজ ২৫৫
▌লেহাজ করে জানতে হয় ২৫৫
▌লোভ লালসে ২৫৫
▌লোহার কাছে জানা গেলো ২৫৫
▌লক্ষ লক্ষ তারা ২৫৫

▌শ▌

▌শক্তিতে উদয় শক্তিতে সৃজন ২৫৬
▌শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পঞ্চেতে হয় নিত্যানন্দ ২৫৬
▌শম্ভুরস ২৫৬
▌শশী ২৫৬
▌শ্মশানবাসী হয় দেবের দেব শিব পঞ্চাননে ২৫৬
▌শ্মশানে মশানে করে খেলা ২৫৬
▌শরিয়ত ২৫৭
▌শয়তান ২৫৭
▌শাঁই ২৫৭
▌শাঁই নিরাকারে ভেসেছিলেন একেশ্বরে ২৫৭
▌শালগ্রাম ২৫৭
▌শাস্ত্র ২৫৭
▌শিব ২৫৭
▌শিমূল ফুল ২৫৮
▌শির ২৫৮
▌শিরনি ২৫৮
▌শিরিক ২৫৮
▌শিষ্য ২৫৮
▌শ্রীদাম ২৫৮

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রীদাম বলে নেবো খুঁজে লুকাবে কোন বন মাঝে	২৫৮
শ্রীদামোক্তি	২৫৯
শুক্র	২৫৯
শুচি	২৫৯
শুদ্ধভক্তি	২৫৯
শুনে আলী কহিছেন তখন	২৫৯
শেরেক	২৫৯
শোনায়ে লোভের বুলি নেবে না কাঁধের ঝুলি	২৫৯
শোণিত	২৫৯
শ্যামচাঁদের উত্তম কী চাঁদ আছে আর	২৬০
শ্যামরাই	২৬০
শ্যামরাধার যুগল চরণ	২৬০
শ্যাম হয়ে বসবো রাধার ভানে	২৬০
শ্যামাঙ্গ গৌরাঙ্গ মাখা নয়ন দুটি আঁকাবাকা	২৬০
শ্যামের গুণ গোপীরাই জানে	২৬০

ষ

ষড়দল	২৬১
ষড়রসিক	২৬১
ষড়ৈশ্বর্য	২৬১
ষড়ৈশ্বর্য ত্যাজ্য করে ধূলায় লুটায়	২৬১
ষোলো আনা	২৬১
ষোলোকলা পূর্ণরতি	২৬১

স

সই	২৬৩
সকল ছাড়িয়ে মানবদহে ধরেছি	২৬৩
সকলে বলে আহাম্মক বোকা সেই আহাম্মক পায় বেহেস্তে জায়গা	২৬৩
স্কন্ধ	২৬৩
সঙ্গে ইয়ার ছিলো চারিজন	২৬৩
সচ্চিদানন্দ	২৬৪
সচ্চিদানন্দ রূপ পূর্ণবৃক্ষ হয়	২৬৪
সত্ত্ব	২৬৪
সদর বাড়ি	২৬৪
সদা	২৬৪

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সদা কাফের বলে তারে দেয় গাল ২৬৪
সদানন্দ ২৬৪
সন্ধান ২৬৫
সন্ধি ২৬৫
সন্ধি ভুলে না পেলাম কুল নদীর ঠাঁই ২৬৫
সপ্তমকার ২৬৫
স্বপ্নে কতো রাজরাজ্য পাই ২৬৫
সবই অনিত্য ২৬৫
সবাই বলে নবি নবি নবিকে নিরঞ্জন ভাবি ২৬৬
সমুদ্রে ভেসে বেড়াও কলাগাছ যেমন ২৬৬
সরপোষ ২৬৬
স্বরূপ ২৬৬
স্বরূপবাজার ২৬৬
সর্বচিত্ত আকর্ষণ ২৬৬
সহস্রদল ২৬৬
সংসার বৃঞ্চি আদি যার আঁচলা ঝোলা গেরুয়া কৌপিন সার ২৬৬
সাধনা ২৬৭
সাতাশ নক্ষত্র ২৬৭
সাধু না লইবে যারে কে আর লইবে তারে ২৬৭
সাধুর সঙ্গগুণে রঙ্গ ধরিবে পূর্বস্বভাব দূরে যাবে ২৬৭
সাধে কি মজেছে রাধে ২৬৭
সামনে দাঁড়ায়ে মাওলা নিরিখ রেখো মুর্শিদ কদমে ২৬৭
সামান্যে কি তাঁর মর্ম জানা যায় ২৬৮
সার ২৬৮
সারথি ২৬৮
সালাত ২৬৮
সিড়ি ২৬৮
সিন্ধু ২৬৮
সিনা আর সফিনার মানি ফাকাফাকি দিনরজনী ২৬৮
সিরাজ শাঁইর চরণ ভুলেরে লালন অঘাটেতে মারা যাচ্ছে কেনে ২৬৯
সুধার লোভে গরল খেয়ে মরলিরে বিষজ্বালাতে ২৬৯
সুন্নত দিলে হয় মুসলমান নারীলোকের কি হয় বিধান ২৬৯
সুবুদ্ধিতে বিচার ২৬৯
সুযোগ না বুঝিয়ে কুযোগে মজিয়ে ২৬৯
সৃজন ২৬৯
সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করলেন সবারই যুগে যুগের মাতা হন যুগেশ্বরী ২৭০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৃষ্টির সৃজনকালে ২৭০
সেই দ্বারে জানা যায় শাঁইর নিগূঢ় পরিচয় ২৭০
সেই না গাছে ঝরে পড়ে ফুল ২৭০
সেই যে চাঁদ গৌরাঙ্গ গোপীনাথ তলায় গেলো ২৭০
সেই যে রাধার কী মহিমা বেদাদিতে নাইরে সীমা ২৭০
সেজদা ২৭১
সেজদার সময় ২৭১
সেজদার সময় থুই কোথা ২৭১
সেজদা হারাম খোদা ছাড়া ২৭১
সে জানে আর আমি জানি আর কে জানে মনের ব্যথা ২৭১
সে জানে নবির নিগূঢ় কারখানা ২৭১
সে ধারা ধরবি যদি দেখবি অটলের খেলা ২৭১
সে নৌকাতে যদি না চড়ি ২৭২
সেফাত ২৭২
সে রূপ নিহারী সদা যে অজ্ঞান ২৭২

।হ।

হও হুঁশিয়ারী ২৭৩
হক নাম বলো রসনা ২৭৩
হকিকত ২৭৩
হকিকি ২৭৩
হজ ২৭৩
হত ২৭৪
হনুমান ২৭৪
হাওয়াদমে ২৭৪
হাতে হাতে বেড়াও মিছে তওবা পড়ে ২৭৪
হদ্দ ২৭৪
হরফ ২৭৪
হরি ২৭৫
হরিদ্বার ২৭৫
হরিনাম ২৭৫
হরিশ চন্দ্র রাজা ২৭৫
হলো সেই দশা ২৭৫
হাজি নাম কওলালি কেবল জগত জুড়ে ২৭৫
হাতের কাছে যারে পাও ২৭৬
হাপুর হুপুর ডুব পাড়িলে ২৭৬
হারা হয়ে বুদ্ধিবল ২৭৬
হাসর ২৭৬

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসান হোসাইন কানের বালি ২৭৬
হাদি ২৭৭
হাসেল ২৭৭
হায়াতে সেই মোহাম্মদী ২৭৭
হিন্দু কি যবন তার জাতের বিচার নাই ২৭৭
হিরে মতি জহুরা কটিময় ২৭৭
হিল্লা ২৭৮
হিংসা নিন্দা তমঃ গেলে আলো হয় সে হৃৎকমলে ২৭৮
হেতু ইচ্ছায় করে পিরিত ২৭৮
হেন দুর্লভজনম আর কি হবে ২৭৮
হেন মুর্শিদ না ভজিলে ২৭৮
হেরাগুহা ২৭৯
হোস নে কারো ইন্তেজারি ২৭৯

ক্ষমো অপরাধ আমায় ২৮০
ক্ষমো অপরাধ আমার এ ভব কাণ্ডারি ২৮০
ক্ষান্ত দেরে ঝাপুই খেলা শান্ত হওরে ও মনভোলা ২৮০
ক্ষিরোদ রস ২৮০
ক্ষীরে যোগ মিশায়ে ২৮০
ক্ষীরোদার কুলে ২৮০
ক্ষুধা তৃষ্ণা রয় না ২৮০
ক্ষুধা শান্ত সুধা বরিষণে ২৮১
ক্ষুধা পেলে দণ্ডে দণ্ডে ননী খাওয়াই ২৮১
ক্ষ্যাপা মদনের আখড়া ধর্ম নিয়ে বাঁধাও ঝগড়া ২৮১

পাঠোত্তর প্রতিক্রিয়া

ঘুরিসনে ঘুর পথে ফিরোজ এহ্‌তেশাম ২৮৩
আমি পুংলিঙ্গ আমি স্ত্রীলিঙ্গ আমিই ক্লীব গোঁসাই পাহ্‌লভী ২৮৬

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভজো বর্তমান

সাচকো মারে লাঠা ঝুটা জগত পুজে পিতায়।
গোরস গলি গলি ফেরে সুরা ব্যেয়েঠকে বেকায় ॥
সতীকো না মেলে ধোতি গস্তান পহ্‌রে খাসা।
কহে কবীরা দেখরে ভাই দুনিয়াকা তামাসা ॥
——————————সন্ত কবীর

এক.

ভারতের সর্বমান্য সুফি সন্ত কবীরজির সাথে ফকির লালন শাঁইজির জীবনচর্যা ও ভাবাদর্শগত আশ্চর্য সব মিল লক্ষ্য করে আমরা চমকে উঠি প্রায়। শ্রবণে উদয় হয় শাঁইজির কালাম:

জাতে সে জোলা কবীর
ডিম্যায় তাঁহার জাহির
বারোজাত যাঁর হাড়ির তুড়ানি খায়।
আপন মনের গুণে সকলই হয় ॥

AMARBOI.COM

সাধুগুরুর মনের এমনি মহাশক্তি যে, তাঁর ঘাটে বাঘ আর হরিণ একত্রে জলপান করে। দ্বাদশ শতাব্দীর অখণ্ড ভারতবর্ষে সাধু কবীর সমাজে প্রচলিত ধর্মান্ধতা নিয়ে দ্বন্দ্বদীর্ণ হিন্দুমুসলমানের মিথ্যারোপিত তামসিক দুর্গতি অত্যন্ত বেদনাহত চিত্তে অনুভব করেছিলেন। তাই তাঁর বর্তমান ভজা মিথ্যাপূজার বিরুদ্ধে সত্যের বজ্রধ্বজা।

কবীরের 'অখণ্ড ভারতপংথ'কে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে না ধরে হিন্দু-মুসলমান উভয় সাম্প্রদায়িক 'পলিটিক্যাল লিডারশিপ' বিধর্মী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পায়ে দাসখত দিয়ে অখণ্ড বাংলাকে দুভাগ, ত্রিপুরাকে দুভাগ, আসামকে দুভাগ, পাঞ্জাবকে দুভাগ করে বৃহৎ ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করে ছেড়েছে। আমাদের বাংলাদেশ নামক এই খণ্ডবঙ্গের ভেতরেই তো এক অঙ্গে কতো রকম ভঙ্গ আর ভঙ্গিমা সর্বস্বতার ছড়াছড়ি।

এতো ভাগাভাগির কাটাছেঁড়ায় সাধু'মন'এর হয়েছে 'মরণ'! সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা, খণ্ডতা, বিশ্বাসহীনতা ও নিরাপত্তাহীনতার উদ্বেগ পরিবেষ্টিত অবস্থায় আমরা যখন অখণ্ডমণ্ডলের মহেশ্বর শাঁইজিকে সামনে রেখে বর্তমান ভজনায় বসি তখনো ইতিহাসের ভূত যেন আমাদের বর্তকে মানহারা করতে উদ্যত থাকে। বর্ত+মান (চ) = বর্তমান। 'বর্ত' অর্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথ। এবং 'মান' হলো ছন্দগতি, তালের বিরাম, মাপার উপকরণ, মাত্রাজ্ঞান, প্রকৃত মূল্য, উৎকর্ষঅপকর্ষ ইত্যাদি ভাবার্থবোধক।

যে জাতি সাধুর শুদ্ধবর্তে না চড়ে ভোগবাদের গর্তে পড়ে হাবুডুবু খায় তার হতকুৎসিত চেহারা ঢাকার জন্যে 'পলিটিক্যাল প্লাস্টিক সার্জারি' যতো করা হোক না কেন আখেরে সকলই বৃথা, বর্তমানশূন্য তথা চরিত্রহীন চেষ্টা। কোনো বর্তমানই যার নেই তার আবার কিসের অতীত গৌরব, কেমনতর ডিজিট্যাল ভবিষ্যৎ? এখানকার হিন্দুগণ পৌরাণিক কল্পকাহিনির বৈদিক 'রামরাজত্ব' ফেরত পাবার ঘোরে আর মুসলমানগণ দেড়হাজার বছর পূর্বেকার বর্বর আরবীয় সাম্রাজ্যবাদের 'খেলাফত'এ ফিরে যাবার খায়েশে যতো বাহারি ধর্মকর্মের গণতন্ত্র করুক সবই আপন সত্তার বর্তমান থেকে বিচ্যুত। সাধু লালন কয় 'সহজ মানুষ ভজে দেখ নারে মন দিব্যজ্ঞানে / পাবিরে অমূল্যনিধি বর্তমানে'। কিন্তু ম্লানবর্ত দুনিয়ার যতো সব ঝকমারি ধাক্কা আমাদের বর্তমানহারা করে মহাকাল থেকে একেবারে সম্বন্ধচ্যুত রাখে। 'সহজ মানুষ' শাঁইজির দিব্যভজনা আর কখন করি? বর্তমানের গর্ভেই বর্তমান যেখানে নীরবে খুন হয়ে যায় 'অমূল্যনিধি' সেখানে 'বর্তমানে' প্রাপ্তির বদলে মৃত্যুর পর গোরস্থানিক বেহেস্তলোভের মোনাজাতে দিশেহারা হয়ে কান্দে।

অন্তত গত দুই হাজার বছর শাঁইজির মতো কাঁটাবনচারী 'হক' বা সত্যের মূর্তপ্রতীক কোনো 'আইনাল হক'কেই মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয়া হয়নি এ জগতে। মহাপুরুষদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে নয়তো একেবারে গায়েব করে দেয়া হয়েছে। গায়েব অর্থাৎ সত্যের নাম নিশানা মুছে ফেলে মিথ্যাকে সত্য বলে চালানোর চালিয়াতি হয়েছে। হকবিমুখ তথা মাওলাতন্ত্রবিরোধী সেনাশক্তিনির্ভর সাম্রাজ্যবাদ তথা প্রাসাদবাসী এজিদি ব্যবস্থার ক্ষমতাদর্প কোনো মহাপুরুষকে প্রকাশ্যে সত্যপ্রচার করতে দেখলে ভয় পেয়েছে। প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, রাজতন্ত্র আর গণতন্ত্র লেভেলে ভিন্ন ভিন্ন হলেও মাওলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সবাই এক। তাই এখানে শিষ্টকে অবদমিত রেখে দুষ্টদের বেপরোয়াভাবে পালনপোষণ করা হয়। শাঁইজির সত্যবস্ত্রর প্রতি জগতবাসীর অনাদর-অশ্রদ্ধা হাজার বছর ধরে রাষ্ট্রীয়ভাবে অব্যাহত মিথ্যা প্রচার চক্রান্ত দ্বারা কায়েম রয়েছে বলেই 'সতীকো না মেলে ধোতি গস্তান পহরে খাসা'। 'দ্য স্কুল অব গ্রেট নো'র বর্তমান ভজার সূচনাবিন্দুতে দাঁড়িয়ে প্রায় পৌনে এক হাজার বছরকাল পূর্বে মহান সাধু কবীরের গাওয়া উপরোক্ত হিন্দি কালামটিকে বাংলায়িত করে আমরা আপন সুরে মনের গলায় বাঁধি:

সত্যকে দণ্ডাঘাতে মেরে লোকেরা মিথ্যার পুজো করে ।
অলিগলি ঘুরে বিকাতে হয় দুধ অথচ মদ বিক্রি হয় ঘরে ॥
সতীর মেলে না ধৃতি তবু বেশ্যার বেশভূষণ কী দারুণ খাসা।
কবীর কয় দেখোরে ভাই কতো অদ্ভুত এ দুনিয়ার তামাসা ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই.

শাঁইজি লালন কতো অখণ্ডভাবে সর্বমর্ম, সর্বধর্মের মূলে যে লীলাবান সে রহস্য আত্মদর্শনের গুরুমুখি চর্যা ব্যতিরেকে বদ্ধজীবের পক্ষে বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য। সুতরাং শাঁইজির লোকোত্তরজ্ঞানকে লোকেরা যথার্থ মূল্য দিয়ে অনুধাবন করতে নারাজ। নিজের দেহমনে লুকানো আল্লাহর পরিচয় উদ্ধার করতে অর্থাৎ আত্মদর্শন সাধনার জন্যে সম্যক গুরুরূপে শাঁইজির কাছে সমর্পিত না হয়ে ওরা লৌকিক ধর্মের প্রথাগত বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্ব লোকদেখানো প্রতিযোগিতার কুধর্মকর্ম করে মক্কা, গয়া, কাশি, হরিদ্বারে মিছেমিছি ঘুরে মরে। তাই এখানে জীয়ন্তে মরা পরিশুদ্ধ সাধুব্যক্তির মোহশূন্যতার এতোটুকু স্বীকৃতি বা মর্যাদা নেই। অথচ স্বার্থান্ধ অসাধু পাষণ্ড লোকদের হাতে ধর্মের-সমাজের দায় দায়িত্ব চোখ বুজে তুলে দেয় নির্বোধ জনগণ।

'কতোই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়
আমি যতোই ভাবি অর্থ কোনো খুঁজে নাহি পাইরে'।

লালন নাম তাই কারো কারো কাছে খুব মিঠে লাগলেও অনেকের মুখে তা তিক্ত লাগে জানি। 'সোনার মান গেলোরে ভাই ব্যাঙা এক পিতলের কাছে'।

মহৎ কোনো সাধুর চরণে পরিপূর্ণ আশ্রয়গ্রহণ না করে জনপ্রিয়তাকামী ফোকলোরিস্টগণ দিনকে রাত বানানোর মতো দরবেশ 'ফকির'কে 'বাউল' বানিয়ে স্টাবলিশমেন্টের পদক-পুরস্কার হাসিল করেন। আর বেতার-টিভির বিখ্যাত 'বাউল'শিল্পীগণ কালোয়াতির ঝিলিক খেলিয়ে দুচারখানা গান গেয়ে মৌসুমী আসর জমায় বটে। পপুলার স্টেজ-মিডিয়ার লোকশিল্পীরা বাইরে 'বাউল'বেশ ধরলেও ভেতর থেকে শাঁইজির পদার্থ (পদ+অর্থ) বা সারসত্যকে অন্তকরণে গ্রহণ করতে চায় না। সাধুসঙ্গের মাল তারা উলুবনে ছড়িয়ে পেটে ভাতের ব্যবস্থা করা বেশ শিখলেও সাধুর মন ও মান অর্জনের পথ জানে না।

'নিজে কানা পথ চেনে না পরকে ডাকে বারংবার
এসব দেখি কানার হাট বাজার'।

গোপনে স্বেচ্ছাচারী নফসের দাসত্ব বজায় রেখে মুখস্ত সাধুবুলি গেয়ে বাহ্‌বা পাওয়ার চেয়ে মাওলাতন্ত্রের কঠোর ইন্দ্রিয়সংযম আর মোহত্যাগের অনুশীলন আপন চরিত্রে প্রতিষ্ঠা করা অনেক বেশি কষ্টকর। দুঃখকষ্টকে হাসিমুখে গ্রহণ করাকেই সাধনা বলে। 'সাধনা' অর্থ স্থূলদেহের সাধকে চিরতরে 'না' করা। তাই কামুক ও লোলুপ লোকেরা কখনোই সহজে সার্বিক 'লা' স্তরের সম্যক গুরুকে চিনে নিতে পারে না। 'লা'এর লোকোত্তর মর্মবাণী বিষয়লোভী-ভোগীব্যক্তির মন সহজে জয় করতে পারে না। এ অবস্থায় জগতবাসী সত্যকে যথাসম্মানে স্বীকৃতি দিয়ে গ্রহণ করা দূরে থাক, বরং স্বয়ং সত্যদ্রষ্টাকে শূলে চঁড়ায়, সত্যের মুণ্ডুপাত করে। সর্বকালে সর্বদেশে নিজে সত্য হতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলে, অকপটে সত্য বলতে গেলে এবং সত্য ধরে চলতে গেলে বারবার কারবালার মুখোমুখি সাধুকে দাঁড়াতেই হয়।

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শাঁইজির অপরাজেয় মূলসত্তাকে কখনো নিশ্চিহ্ন করা যাচ্ছে না বহুদিনের চেষ্টা সত্ত্বেও। অতীতে ফকিরি মতবাদ বিনাশের অপচেষ্টা কম হয়নি এদেশে। বাংলাদেশে ব্যাঙের ছাতার মতো হাজারে হাজার মাদ্রাসা ব্যানানো হয়েছে মূলত ফকিরি মাওলাতন্ত্র যেন প্রধান ধারা হয়ে উঠতে না পারে তাঁকে ঠেকানোর জন্যে। কুষ্টিয়ায় ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ও বানানো হয়েছে সেই একই উদ্দেশ্য থেকে। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ আর মধ্যপ্রাচ্যের মাফিয়া রাজারা এদেশে সুফিদের ভবিষ্যৎ উত্থান ঠেকাতে নানা প্রকার বেকায়দা কায়দার 'তালেবান' পয়দার পেছনে প্রতিবছর বিপুল অংকের ডলার-রিয়েল ব্যয় করে আসছে। কিন্তু কিছু দিয়েই আমাদের আসন্ন মহাউত্থান কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। যতো জোর গলায় 'চেঞ্জ' আর 'বদলে যাওয়ার আওয়াজ তোলা হোক, অতিনিকট ভবিষ্যত বাস্তবতার ধকল সামাল দেবার মতো শক্তি বস্তুবাদী শাসক-ধার্মিকদের নাগালে আর থাকছে না–সেটা এক রকম স্থির নিশ্চিত।

গোলাবারুদের কানফাটা গর্জন শুনে 'পাখির ঝাঁক' বহুদূরে উড়ে পালায়। আর শাঁইজির দরদি সুর শুনে দূরদেশের অতিথি পাখিরা বাংলাদেশের ঝোপঝাড়ে এসে কান পাতে। কে শক্তিশালী তবে সামরিক অভিযান না শাঁইজির প্রেমোদ্যান? শাঁইজির প্রত্যক্ষ অনুমোদন ছাড়া সামনে করো পক্ষে কোনো অনুকূল পরিবর্তন আনার ক্ষমতা নেই।

AMARBOI.COM

চার.

লোক জগত স্বীকার করুক কিংবা না করুক তাতে সাধুর কিছু যায়আসে না, সত্য তাঁর আপন গুণে আপনি দেদীপ্যমান। লোকোত্তর সত্যদ্রষ্টা ফকির লালন শাহের দর্শন এমনই এক অখণ্ড সত্যকে সর্বকালীন ও সর্বজনীন ভাবধারায় অভিব্যক্ত করে যেখানে ব্রাহ্মণ-কাঠমোল্লা-পাদ্রি-পুরোহিতের মনগড়া কাল্পনিক নরক কি জাহান্নামের ভয়ডর এবং স্বর্গ বা জান্নাতের লোভ-লালসা ছেড়ে পরম মূলসত্তায় প্রত্যাবর্তনই চরম মুক্তির সর্বশেষ স্তর। সার্বিক 'লা' মানে 'মহাশূন্যতা'র মাহমুদা মোকাম। The school of Great No তাঁর ডাক নাম। 'লা'কে অবিরাম ধারায় যিনি ক্রিয়াত্মকভাবে আপন চরিত্রগত করে 'লন' তাঁর নামই হলো একজন শুদ্ধসত্ত্ব 'লালন'। কোরান বলেন: "ফাবি আইয়্যে আলায়ে রাব্বিকুমা তুকাজ জিবান" অর্থাৎ তোমাদের দুইয়ের (মানুষ ও জিনের) রবের (সম্যক গুরুর) কোন্ আপন সার্বিক 'লা'এর সহিত মিথ্যা আরোপ করিবে? বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: সদর উদ্দিন আহ্মদ চিশতী ॥ কোরানদর্শন, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১২৮ ॥ সদর প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৭।

যিনি একজন কামেল গুরু তিনি 'লা' মোকায় অবস্থান করেন। সপ্ত ইন্দ্রিয় দ্বারপথে দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, ভাবরূপে যা কিছু সত্তার নিকট আগমন করে তার কোনোটাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর মনের মধ্যে মোহের আঁচড় কাটতে পারে না। সুতরাং তাতে কোনোরূপ শেরেক উৎপাদিত হয় না। তাই তিনি জন্মচক্র থেকে মুক্ত হয়েছেন এবং দেহমনকে আপন সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন, অতএব কালজয়ী মহাপুরুষ হয়েছেন। সম্যক গুরুরূপে তিনি আপন অস্তিত্ব থেকে দেহমন বিচূর্ণ করতে পেরেছেন বলেই শিষ্যগণকেও সেইপথে পরিচালনা করার পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এই স্তরের সম্যক গুরুর কোনো লা অবস্থার সঙ্গেই মিথ্যার বা শেরেকের কোনোরূপ যোগ থাকে না। কামেল মোর্শেদের আপন ইন্দ্রিয়পথে যেসব ধর্মরাশি মস্তিষ্কে আগমন করে তার প্রত্যেকটির মোহ তিনি ত্যাগ করে নিষ্কাম-নির্বিকার তথা মোহশূন্য অবস্থায় বিরাজ করেন। সুতরাং তাঁর কোনো বিষয়ের সঙ্গেই মিথ্যা বা মোহ যুক্ত হতে পারে না। শেরেকশূন্যতাই রবরূপে শাঁইজির আদ্য পরিচয়।

সম্যক গুরুর আদর্শিক গৃহে আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত মহাপুরুষের ভাষা-বাক্যের গূঢ় ইশারা বা ইঙ্গিত উদ্ধার করার কোনো পন্থা কোথাও নেই। এ পন্থা হরফ-কাগজ উদ্ভাবনের বহুকাল পূর্ব থেকেই আমাদের হিমালয়কেন্দ্রিক প্রাচ্যের সাধু জগতে চালু আছে। বাল্যকালে ভাষা শিক্ষাদানের জন্যে সাধুগুরুর আশ্রমে সন্তানকে সমর্পিত করার রেওয়াজ ভারতে অবৈদিক (আদি নারায়ণী) কাল থেকেই চালু ছিলো। শাঁইজির ভাষাশিক্ষা দান পদ্ধতি অত্যন্ত জীবন্ত, প্রত্যক্ষ এবং অতিপ্রাকৃতিক। মুখোমুখি আপন গুরুর প্রজ্ঞাময় চেহারা বা অভিব্যক্তির সহযোগে মুখনিসৃত বাক্য বা শব্দব্রহ্ম বা তন্ত্র ভক্তের শ্রবণবাহিত হয়ে কোমল সত্তায় গভীরে সরাসরি প্রবেশ লাভ করতে পারে অতিসহজে। ভাষাসীমার চাইতে এখানে ভাবের অনুশীলন অসীম তাৎপর্যবহ। এ অনুশীলন দ্বারা সাত্তিক জাগরণ ঘটার সম্ভাবনা সর্বাধিক। গুরুশিষ্যের মধ্যবর্তী কোনো তৃতীয় চরিত্র বা অন্য মিডিয়া মানে হরফ, বইপত্র, কাগজ-কলম, কম্পিউটার ইত্যাদির মাধ্যমে গুরুকর্ম সারতে গিয়ে তথাকথিত আধুনিক বস্তুবাদী শিক্ষা প্রণালি এখন মানব সন্তানকে দানবে পরিণত করার প্রতিযোগিতায় পর্যবসিত হয়েছে।

শাঁইজির ঘরানায় সম্যক গুরুর উচ্চারণে লুকিয়ে থাকে অমূল্য জ্ঞানবীজ। ভক্তের মনোভূমিতে সে বীজ রোপন করে তাতে রীতিমতো ভক্তিবারি সিঞ্চন দ্বারা যত্ন নিলে পরিণামে সোনা ফলে।

'মনরে কৃষিকাজ জানো না
এমন মানবজমিন রইলো পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা'।
যার মনে সোনা ফলে শাঁইজি সে মানুষকেই বলেন সোনার মানুষ।
'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি'।

এখানে 'মানুষ' মানে 'সহজ মানুষ' রূপে সম্যক গুরুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

লিপিচিহ্ন বা হরফ মূর্তরূপ পাবার আগে ভাষা থাকে আমাদের বাগেন্দ্রিয়ে (বাক্+ইন্দ্রিয়) তথা মুখে। বাক্য বা কথারূপে ভাষা প্রকাশ পাবার আগে আমাদের মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবরূপে তার স্পন্দন লাগে। ভাবের আগে থাকে আপন 'ভব' বা মানব 'দেহ'। এদেহ ছিলো কোথায়, এলো কোথা থেকে? কোনো বাক্য দিয়ে কি তার হদিস মেলে? দেহ মানেই স্থানকালে আবদ্ধ হয়ে পড়া। অবিরাম মাটির মাধ্যাকর্ষণশক্তি আমাদের নিচের দিকে কীভাবে টেনে ধরছে। কোন্ টানে আমরা এ বন্ধনজালে জড়িয়ে পড়েছি? এতো জায়গা থাকতে আমরা এখানে কেন পাকড়াও হলাম? কেন ক্ষণস্থায়ী এ নশ্বর দেহধারণ করে আমাদের জন্মমৃত্যুর লাখো লাখো ঘাট পার হতে হয়–সে রহস্য সামান্যজ্ঞান-বুদ্ধিতে ধরা সম্ভব নয়। সর্বক্ষণ দেহমনের মোহে আটকে থাকলে কখনো অনাদির আদি মানবলীলা জানার সুযোগ হয় না। দেহমনের সীমা ছাড়িয়ে পরম 'লা' মানে মোহশূন্যতায় স্থিত না হওয়া পর্যন্ত পরিপূর্ণ সত্য উপলব্ধি কারো হয় না।

পাঁচ.

'আমি কে তাই জানিলে সাধন সিদ্ধি হয়'–সাধকের উদ্দেশে শাঁইজির প্রেসক্রিপশন মানে শরিয়ত। এই 'আমি'টা কে? রক্ত, মাংস, মজ্জা, হাড় কাঠামোর এই দেহমাত্র আমি নাকি 'মন' নামক অদৃশ্য চালকের ধারণাটি আমি? বড় জটিলকঠিন প্রশ্ন। আসলে আমি শুধু এই দেহ নই, এই মন নই, একবিন্দু নূরে মোহাম্মদী, শুদ্ধমুক্ত সত্তা, শাঁইজির গানের 'পাখি'।

আমাদের দেহযন্ত্রটি প্রকৃত প্রস্তাবে নূরে মোহাম্মদী থেকে উদ্ভূত সূর্যরশ্মির ক্রমস্থূল বিকাশ মাত্র। সূর্য না থাকলে প্রকৃতির মধ্যে কিছুই টিকে থাকতে পারে না। ফকিরিতত্ত্বের আত্মদার্শনিক সাধু-মোহান্তগণ গুরুর নূরে মোহাম্মদী স্বরূপ সূর্য থেকে বিকাশপ্রাপ্ত দেহ ক্রমান্বয়ে সাধনার দ্বারা জ্যোতির্ময় দেহে পরিণত করেন। ক্রমশ শাঁইজির দৃষ্টিসূর্যের সান্নিধ্য দ্বারা তাঁর জ্যোতির্ফোয়ারায় ডুবে চিন্ময় দেহপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

সজাগ দ্রষ্টার মতো এ নূরের খেলা খেলতে এবং দেখতে হলে সাধক হবার পূর্বে তার একজন সম্যক গুরু অতিআবশ্যক। গুরু নির্দেশিত ধারায় সাধনা করতে হয়। কেউ গুরুপাঠ না নিলেও, কোনোরূপ সাধনা না করলেও নিজের অজান্তে এ খেলা তাকে খেলতেই হচ্ছে। সাধনা থাকুক বা না থাকুক এটাই শাঁইজির অলিখিত অথচ বিখ্যাত বিধান। কোরানে বর্ণিত 'ফানা' সাধনার উদ্দেশ্য হচ্ছে উপযুক্ত হয়ে খেলবার চেষ্টা, নয়তো আনাড়ির মতো খেলতে গেলে হারতে হবে।

যিনি সজাগ হয়ে উঠতে চান তার সাধনারও কোনো প্রয়োজন নেই। না জেনে খেলতে খেলতে একদিন না একদিন আপনাআপনি সজাগ হয়ে খেলার সুযোগ পাবেন। কারণ এ খেলা যে স্বয়ং শাঁইজিই খেলছেন। তিনিই এ খেলার কারণ এবং কর্তা। একদিন অবশ্যই তিনি নিজবোধ থেকে নিজেকেই নিজে চিনে নেবেন। তখন দেখা যাবে, সর্বত্র স্বয়ংপ্রকাশ গুরুরূপে তিনি, শিষ্যরূপেও তিনি, পাপরূপে তিনি, পুণ্যরূপেও তিনি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৃষ্টিরূপেও তিনি, ধ্বংসরূপেও তিনি, বদ্ধরূপেও তিনি এবং মুক্তরূপেও তিনি। তিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার এবং তিনিই উভয়ের পার।

তিনিই সৎ, তিনিই চিৎ, তিনিই আনন্দ মানে সচ্চিদানন্দ। চিৎরূপে ধ্বংস করে তিনি জ্ঞানস্বরূপ। আনন্দরূপে বিকশিত হয়ে তিনি প্রেমস্বরূপ এবং সৎরূপে স্থিতিবোধ দ্বারা তিনিই যুগপৎ জ্ঞান ও প্রেম। এই যে সর্বক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাস এবং তার মধ্যবর্তী চালক অন্তর্বিন্দু–এভাবেই শাঁইজি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে প্রত্যেকের ভেতরেই বিরাজ করছেন। তাঁকে জানার জন্যে অর্থাৎ 'আপনার আপনি'কে ফিরে পাবার জন্যেই ফানা ফিল্লাহ সাধনা অবশ্য প্রয়োজন। এটা কোরানেরই বচন ঃ

আপনার আপনি ফানা হলে সকল জানা যাবে।
কোন নামে ডাকিলে তাঁরে হৃদাকাশে উদয় হবে ॥

আরবি ভাষায় বলে আল্লাহ্ ফার্সিতে কয় খোদাতালা।
গড বলেছে যিশুর চেলা ভিন্নদেশে ভিন্নভাবে ॥

আল্লাহ-হরি ভজন পূজন সকলই মানুষের সৃজন।
অনামক অচেনার বচন বাগেন্দ্রিয়ে না সম্ভবে ॥

মনের ভাব প্রকাশিতে ভাষার উদয় ত্রিজগতে।
মনাতীত অধর চিনতে ভাষা বাক্য নাহি পাবে ॥

আপনাতে আপনি ফানা হলে তাঁরে যাবে জানা।
সিরাজ শাঁই কয় লালন কানা স্বরূপে রূপ দেখ সংক্ষেপে ॥

যে কারো মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে 'আপনার আপনি' ব্যাপারটা আসলে কী? বৈদিক জ্ঞানতত্ত্ব ও আরবের গোত্রীয় কলহ-বিদ্বেষপ্রসূত শরিয়তি ইসলামের তত্ত্বকাঠামো– এ দুইয়ের কাঠামোগত বিচার-বিশ্লেষণের পর ফকির লালন শাহ যে দর্শনগত ভিত্তিটি অত্যন্ত স্পষ্ট করে তোলেন সেটা হচ্ছে 'আপনার আপনি'। অবশ্য আম জনতার বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। আম জনগণ কোনটাকে প্রত্যাখ্যান বা নাকচ করে তার নিজের অবস্থান যাচাই বাছাই করবে সেটা শাঁইজি লালনের সাথে মিলতেও পারে, আবার নাও মিলতে পারে। 'আপনার' যে 'আপনি' সেই 'আপনার আপনি'র ভেতর যে অপর বা Others থাকে সেই Others বা অপরকে বাদ দিয়ে আপনার আপন বা নিজস্ব কর্তসত্তার সাথে চেতন জগতের অচ্ছেদ্য-অভিন্ন অবস্থাই হলো 'ফানা'। (ফি + নুন = ফানা) অর্থাৎ অণুদর্শনে বিলীন হয়ে যাওয়া, In the minuteness of Truth। উৎস: সদর উদ্দিন আহ্মদ চিশতী ॥ কোরানদর্শন শব্দসংজ্ঞা, প্রথম খণ্ড, পৃ.৩৩ ॥ সদর প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুতরাং এ ফানা ফিল্লাহ অবস্থাই ব্যক্তির প্রকৃতস্বরূপ। ঐ অবস্থায় অপর (Others) কর্তৃক আরোপিত বা উচ্চারিত বাইরের নামগুলো বাদ দিলে ব্যক্তি তার ভেতর যে অবস্থাটি প্রত্যক্ষ করে সে অবস্থার সাথে Others এর যে অবস্থা অর্থাৎ বাইরে থেকে অপরের দেয়া নাম ডাকাডাকিতে 'কোন্ নাম'টির দ্বারা ব্যক্তি তার মূলসত্তা বা কেন্দ্রবিন্দুকে জানতে সক্ষম হবে–সেটাই শাইজির এ প্রশ্নের প্রথমাংশে বিচার্য বিষয়।

মানুষের সাথে আল্লাহ / খোদাতায়ালা / গড / হরির সম্বন্ধের ক্ষেত্রে যে দ্বিমুখী (binary) রূপ বা ধারণা চালু রয়েছে তার ভেতর দিয়ে আপন সত্তায় পৌঁছানো কখনো কি সম্ভব– এ প্রশ্নের অনুসন্ধান রয়েছে প্রথম অন্তরায়। যেহেতু আল্লাহ্ বা খোদা বা ঈশ্বরসত্তার বহির্প্রকাশ ঘটে দুটো মাধ্যমকে অবলম্বন বা আলম্বন করে। তার একটি হচ্ছে বস্তুগত বা দৃশ্যমান অবস্থা থেকে এবং অপরটি হলো কথা বা ভাষাগত শব্দ উচ্চারণের 'নাম' দ্বারা আরোপিত অদৃশ্য অবস্থা থেকে। ভাষাগত অবস্থার ভিত্তি হচ্ছে বস্তুকেন্দ্রিক বা বস্তুনির্ভর। বস্তুভিত্তিক মানুষের এই যে ভাষাগত আল্লাহচর্চা বা ঈশ্বরচর্চা এটাকেই আমরা বলে থাকি পৌত্তলিকতা। এখন ঈশ্বরকেন্দ্রিক ভাবকে যদি আমরা বস্তু থেকে পৃথক করি তাহলে ঈশ্বরকেন্দ্রিক ধারণার কোনো ভিত্তি বা গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। অতএব এই যে মানুষের মুখের কথা বা ভাষাবাক্যকে মাধ্যমরূপে ধরে তার 'আপনার আপনি' খোঁজার ভিন্ন ভিন্ন যেসব প্রত্যয়ের অস্তিত্ব পাওয়া যায় তা সম্পূর্ণভাবে পরস্পরবিরোধী এবং বিভ্রান্তিকর। কারণ বস্তুর উপর আমরা আমাদের মনগড়া ধারণাতন্ত্রের তৈরি করা ভাষা বা শব্দকে আরোপ করি মাত্র। অথচ বস্তু নিজে থেকে তার ভাষাকে কখনো উৎপাদন করতে পারে না। তৃতীয় অন্তরায় এ বিশ্লেষণই স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। যেমন একটা মার্কা বা প্রতীক। মার্কা নিজের পরিচয় কখনো নিজে দিতে পারে না। তার উপর অন্যের আরোপিত পরিচয়জ্ঞাপক নামচিহ্ন বা প্রতীক যা তার বাইরের অন্য কেউ কর্তৃক ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে।

চতুর্থ অন্তরায় আমরা পাই, এই যে বিভিন্ন নামবাচক প্রত্যয়ের প্রত্যয় ধরে ধরে মানুষের বস্তুগত এবং অবস্থাগত সম্পর্ক যেভাবে এতোদিন যাবৎ চর্চিত ও আরোপিত হয়ে এসেছে তার সাথে ঈশ্বরের বস্তুগত বা অবস্থাগত ধারণা, সে ধারণাকে অতিক্রম করেই নামগুলোর প্রকৃত অবস্থান আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়। যেমন কোরানে নবির মাধ্যমে আল্লাহ বলছেন 'আমি নিরাকার'। কিন্তু স্বয়ং 'আল্লাহ' নামক শব্দটি একটি আকারগ্রস্ত সীমাবদ্ধ ধারণা মাত্র। এখন অসীম এবং সসীমের এই যে দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্ব কতোটা ভাষার আর কতোটা মানুষের বাস্তবিক সম্পর্কচর্চার দ্বারা অর্জিত-তাও একটা বড় রকম গবেষণাসাপেক্ষ বিষয়। কিন্তু পূর্বেই আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি, মানুষের 'আপনার আপনি'র যে 'ফানা' অবস্থা তাঁকে নামগত সীমাবদ্ধতা দ্বারা পরিমাপ নির্ধারণ করা বা বিচার করার মাধ্যমে আদৌ কোনোরূপ প্রকৃত 'ফানা' অবস্থার সৃষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনোই হতে পারে না। কারণ ফানা ফিল্লাহ অবস্থায় মানে অণুদর্শনে অন্তর্লীন পরমাণুময় হয়ে থাকা অবস্থায় বাক্‌যন্ত্র নির্ভর ইন্দ্রিয় অভিব্যক্তি বা বাক্য উৎপাদনের মাধ্যমে আদৌ প্রকাশিত হতে পারে না। মানুষের এই যে 'অনামক-অচেনা'র অন্তর্মুখি যাত্রা-সেটা কোনো রকম বাচনিক প্রকাশ বা ব্যক্ত জ্ঞানের উপর মোটেই নির্ভর করে চলে না।

পরিশেষে ভনিতায় আমরা দেখি, এতোভাবে নানারূপ ব্যক্ত জ্ঞানের মধ্য দিয়ে মানুষের দেখতে চাওয়ার প্রচেষ্টা কিংবা অনামক আদি ধরনের সাথে সম্পর্কচর্চার যে ধারাবাহিকতা সেখান থেকে সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে এসেই ফকির লালন শাঁইজি 'অনামক'জ্ঞানের অবস্থা মানে 'লা' অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বলেই প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিজাত ভাষায় নিজেকে নিয়ে নিজেই মশকারা করে বলেন: লালন কানা স্বরূপে রূপ দেখ সংক্ষেপে (সংক্ষেপে = সম + ক্ষেপণে)।

ছয়.

ফকির লালন শাহের সঙ্গীতে যে সমস্ত কথা বা বাক্য আছে সেসব অর্থ সামান্যজ্ঞানে ধরা যায় না। বিশেষজ্ঞানে গুরুমুখি জ্ঞানবাদী সালাতই তার প্রধান সহায়। গুরু নির্দেশিত ধারায় আমরা লালনভাষা অনুসন্ধানে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কারণ বাইরের সংবিধান, শব্দাভিধান বা ব্যাকরণ অন্ধভাবে অনুসরণ করে আমরা লালনভাষার 'লা'টুকুও ধরতে পারি না। মূলত গুরুমুখি আত্মদর্শনই আমাদের সহায়। এখনকার কাগুজে কোরান খেলাফতী গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের অন্যায্য হস্তক্ষেপে মহানবির হেরাগুহার দেলকোরান থেকে সম্পূর্ণ উল্টোদিকে ঘুরে গেছে। সেজন্যে আমরা বাক্যকে ভেদ করে শাঁইজির দেলকোরান ফুঁড়ে তাঁর ভাবরাজ্যে প্রবেশ করেছি। এটাই মারেফত অর্থাৎ জ্ঞানজগত। সম্যক গুরু আমাদের যে মোরাকাবা ও মোশাদেহার পথ ও পদ্ধতিমালা শিখিয়েছেন আমরা তা-ই সাধ্য মতো কাজে লাগিয়েছি।

লালন শাহী কালাম বাংলাভাষার জীবন্ত কোরান। কিন্তু বাঙালি এ কোরানকে অস্বীকার-অগ্রাহ্য করে দর্শনহীন-চরিত্রহীন একটি জাতিতে পরিণত হয়েছে। শাঁইজির চরণকে বাঙালি জাতি আশ্রয় তো করেইনি, উপরন্তু তাঁর আচরণ থেকেও আমরা কোনো গুণ গ্রহণের গরজবোধটুও করেনি। এ কারণে বাঙালি বিশ্ব জুড়ে তার 'সাধু' পরিচয় হারিয়ে সাম্রাজ্যবাদের অর্ডার সাপ্লাইয়ার সেবাদাসরূপে ভাড়াটে সৈন্য আর সস্তা শ্রমিক জোগানদার দেশের অমর্যাদাকর অবস্থানে পড়ে আছে। যে রকম সৌদি রাজতন্ত্র মহানবি এবং তাঁর বংশধর পাক পাঞ্জাতন তথা আহলে বাইতের কোরানকে অস্বীকার করে এখনো শাদা প্রভু বিধর্মী সাম্রাজ্যবাদের দাসত্ব খেটে মরছে। বাংলাদেশে আমরা আরবীয় লম্পট রাজতন্ত্রের পরিণতি কোনোমতে মেনে নিতে পারি না। যেমন মানতে পারি না মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ধর্ম রাজনীতির বানানো ধার্মিক লেবাসধারী সাজতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ফকির' ও 'ফকিরি' লালন শাহের আসল তত্ত্বচরিত্র ও ক্রিয়াত্মক সত্যধর্ম। 'ফকির' কথাটি কোরানের কথা। এটি বংশগত দাতব্য পদবী নয়, কঠোর সাধনা দ্বারা অর্জনীয় মহাজ্ঞান জ্ঞাপক গুণচিহ্ন। যিনি ক্বাফশক্তি বা মহাশক্তি সাধন করেন তিনি ফকির। 'ফে', 'কাফ', ইয়া, 'রে'-এর চার আরবি হরফে রূপকায়িত ফকিরি। 'ফে' অর্থ ফরজ বা ইচ্ছাশক্তি। 'কাফ' হরফ আল্লাহর রসুলের ছয়টি বিশেষ গুণ যা মহাক্ষমতাধর শক্তির প্রতীক। 'ইয়া' অর্থ হে বা মুখোমুখি অবস্থা এবং 'রে' অর্থ রাজি থাকা বোঝায়। অতএব, যিনি আপন ইচ্ছায় আল্লাহর ক্বাফশক্তি অর্জনে রাজি আছেন তথা রসুলসত্ত্ব আপন চরিত্রে প্রতিষ্ঠা করেন খাস অর্থে তিনিই ফকির। শাঁইজির অতিউচ্চস্তরের এ গভীর ফকিরিতত্ত্ব-তাৎপর্য কিছু না খুঁজে, না বুঝেই ক্বাফশক্তিসম্পন্ন 'ফকির'কে যারা লোকসমাজে 'বাউল' সাজতে বহুকাল ধরে তৎপর তাদের কঠিন সাজাভোগের কাল শুরু হতে আর খুব বিলম্ব নেই। বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ লালনদর্শন ॥ আবদেল মাননান ॥ রোদেলা ২০০৯।

সাত.

'নিঃশব্দ যখন শব্দকে খাবে অধরকে ধরা যাবে' বলেন শাঁইজি। 'নাহাজুল বালাগা'য় মাওলা আলী বলেন 'নিঃশব্দকে ব্যাখ্যা করার মতো কোনো শব্দ নেই। ' মাওলার 'নৈঃশব্দ' যখন শাঁইজির ভাষায় 'শব্দকে খাবে' তখনই আমরা প্রকৃত জ্ঞানদাতা ও জ্ঞানগ্রহীতার আন্তঃসম্পর্কের ভেতর ও বাইরের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারবো। ভেদকথাটি হলো, মনুষ্য ছাড়া কোনোরূপ দেব বা দেবতা নেই। মানুষের গুণকেই দেবতা নামে চিহ্নিত করা হয়েছে, কারণ 'দেবতা' শব্দের অর্থ 'যিনি দেন'। যিনি দেন তিনিই মানুষ। প্রতিটি মানুষই প্রকৃতি ও পুরুষ জগতে কিছু না কিছু দিয়ে থাকেন। ভাগ নিয়ে এখানে এসেছেন দেবার জন্যেই। অন্যত্র এ ধরনের দান দেখা যায় না। তাহলে নব্য চর্বাকেরা হয়তো এ প্রশ্ন তুলতে পারেন, গরু মানুষকে দুধ দেয়। তাহলে গরুকেও কেন দেবতা ঘোষণা করা হবে না। আসলে গরু কখনোই মানুষকে দুগ্ধ দেয় না।. সে তার বাছুরের ক্ষেত্রেই কেবল স্তন্যদান করে। গরু কখনো মানুষকে না দিলে ঐ দুধ জোর করে কেড়ে নেয়াকে দান বলা চলে না। কাজেই দেবত্ব সে মানুষেরই করণ যিনি সকল সৃষ্টির প্রতি দয়াল ও কৃপালু। যে পুরুষ কেবলমাত্র দেন অথচ অন্য কারো কাছ থেকে নেন না তিনিই হলেন 'সহজ মানুষ'। 'অনন্ত রূপ সৃষ্টি করলেন শাঁই / মানব রূপের উত্তম কিছুই নাই / দেব দেবতাগণ করে আরাধন জন্ম নিতে মানবে'।

লোকোত্তর শিবসত্তা জীবলোককে তরাতে শব্দের রাজ্যে মাঝে মধ্যে বেড়াতে নেমে এলেও শব্দের সংসারে কখনো স্থায়ী বসবাস তিনি করেন না। অথচ সাধারণ লোকদের সব সময় শব্দের মধ্য দিয়েই চলাচল-বসবাস করতে হয়। শব্দ নির্ভর লোকজগৎ শব্দ ছাড়া একদম অচল। কারণ শব্দ দিয়েই তাদের সব সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়। ঈশ্বর হচ্ছেন নিঃশব্দ সত্তা যিনি শব্দ সৃষ্টি করে শব্দ থেকে নিজের মূলসত্তাকে বিচ্ছিন্ন (আলক্ব) করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়েছেন। তাই শব্দ দিয়ে ঈশ্বরের সেই সত্তাটুকুই শনাক্ত করা যাবে যাকে পরিত্যাগ করেছেন তিনি ইতিপূর্বেই। লা মোকাম শব্দলীন সদা দীপ্ত আলোরি জগৎ।

আট.

সর্বশাস্ত্রে আছে ঠেকা মন নিয়ে সব লেখাজোখা
কোথায় মনের ঘর দরজা কোথায় সে মনের রাজা
বয়ে বেড়াই পুঁথির বোঝা আপনার আপনি ভুলে।

'আপনার আপনি ফানা' হতে না পারলে প্রকৃত 'আপনার আপনি জানা'টাও কোনোভাবে হতে পারে না। সাধনা ব্যতীত বইয়ের গুদামে মাথা ভর্তি করলেও কোনো ফল মিলবে না। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের তত্ত্বসাহিত্য মোট কথায় মোহ কলুষিত মানব চিত্তকে পরিশুদ্ধকরণের উপায় বর্ণনা। বিশুদ্ধমনা একজন কামেল গুরুর অধীনে থেকে উচ্চমার্গে দেহসাধনা করা গেলে সৃষ্টি রহস্যের আবরণগুলো সাধকের সামনে ধীরে ধীরে খুলে যায়। দেহের মধ্যে মনের ঘর-দরজার তালা। সন্ধানী হয়ে সে গুপ্ত দুয়ারের তালা খুলে ঢুকলেই দর্শন মিলবে শাঁইজির 'আদিমক্কা'র। দেহমনের ঘর পেরিয়ে মোকামের চিলেকোঠায় মানুষরতন মহারাজা 'লা' সত্তার অধিষ্ঠান। মানুষের মনের শুদ্ধি অর্জনের পথ সুগম করাই প্রত্যেক যুগের সম্যক গুরুজনের মিশন। লালনভাষায় 'মন' নিয়ে যতো কথা বলা হয়েছে আর কিছু নিয়ে এতো অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়নি। দেহ ও মন নিয়েই মানুষের সামগ্রিক অস্তিত্ব। মন হলো চেতনা তথা রহস্যের আধার। দেহ সে গুপ্ত রহস্যের সীমাবদ্ধ প্রকাশ। মনের আদেশ নির্দেশ পালন করাই দেহের কাজ। দেহের অতিরিক্ত মনের গুরুত্ব সাধারণ লোকেরা অনুভবই করে না। দেহ ও মনের মধ্যে খাদ তৈরি করাই শাঁইজির অভিলাষ। ধর্ম জগতে দৈহিকভাবে না করলেও মানসিক চিন্তা-ভাবনা কর্মরূপে পরিগণিত হয়। শাঁইজি মনকে দেহের অতীত তথা দেহাতীত শক্তিরূপে জানেন। মানুষের অন্তর্গত মনোজগতের রহস্যকে তিনি বহুতলস্পর্শী ব্যাপ্তির মধ্যে নিরিখ করে তার জ্বালা উৎপাদনের কারণ এবং বিনাশনের সহজ সাধনপথ আপন জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে আমাদের দেখিয়েছেন।

'মন'বিষয়ক শাঁইজি লালনের বাক্য নিয়ে আমাদের বিস্তৃত গবেষণামূলক পঞ্জি থেকে কিয়দংশ এখানে অবলোকন করা হলো; যথা: আপন মনে যার গরল মাখা থাকে যেখানে যায় সুধার আশে তথায় গরল দেখে, মন খাঁটি নয় বাঁধলে কি হয় বনে কুঁড়ে, না হলে মন সরলা কী ধন মেলে কোথায় ঢুঁড়ে, মনের লেঙ্গুটি এঁটে করোরে ফকিরি আমানতের ঘরে যেন হয় নারে চুরি, মনের ভাব বুঝে নবি মর্ম খুলেছে, কারে দিব দোষ নাহি পরের দোষ আপন মনের গুণে আমি প'লামারে ফ্যারে, ভুলো না মন কারো ভোলে নবির দ্বীন সত্য মানো ডাকো আল্লাহ বলে, মনের হলো মতিমন্দ তাই তো হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

র'লাম জন্মঅন্ধ, আমার হয় নারে সেই মনের মতো মন, মনবিবাগী বাগ মানে নারে যাতে অপমৃত্যু হবে মন সদাই তাই করে, মনের মনে হলো না একদিনে, বিষয় বিষে চঞ্চলা মন দিবারজনী মনকে বোঝালেও বুঝ মানে না ধর্মকাহিনি, হক নাম বলো মনপাখি, দেখ না মন ঝকমারি এই দুনিয়াদারী, মন আমার তুই করলি এ কী ইতরপনা, মনেরে আর বোঝাই কিসে, কেন ডুবলি না মন গুরুর চরণে, মন তোর আপন বলতে কে আছে, থাক মন একান্ত হয়ে, মন জানো না মনের ভেদ, আছে যার মনের মানুষ মনে তোলা সে কি জপে মালা, আপন মনের গুণে সকলই হয়, আপন মনের বাঘে যারে খায় কোনখানে পালালে বলো বাঁচা যায়, মন তুই ভেড়ুয়া বাঙাল জ্ঞানছাড়া, চল দেখি মন কোনদেশে যাবি, দেল দরিয়ায় ডুবে করো ফকিরি, মন বুঝি মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে, মন তোমার হলো না দিশে, মন কে তোমার আর যাবে সাথে, মনের মানুষ খেলছে দ্বিদলে, মনচোরারে ধরবি যদি, মনচোরা পড়েছে ধরা রসিকের হাতে, জানি মন প্রেমের প্রেমী কাজ পেলে, মন কি ইহাই ভাবো আল্লাহ পাবো নবি না চিনে, মন জানো সেই রাগের করণ যাতে কৃষ্ণবরণ হলো গৌরবরণ, মনরে সামান্যে কি তাঁরে পায়, মনের কথা বলবো কারে কে আছে সংসারে, মন সহজে কি সই হবা চিরদিন ইচ্ছা মনে আইল ডিঙ্গায়ে ঘাস খাবা, মন আমার কী ছার গৌরব করছো ভবে, মন আইনমাফিক নিরিখ দিতে ভাবো কি, মন এখনো সাধ আছে আলঠেলা বলে, আগে মন সাজো প্রকৃতি আগে তুই না জেনে মন দিস নে যেন – এরকম শত শত বাক্য আছে শাঁইজির কালামে মানব মনের গহিন গতিপ্রকৃতি নিয়ে। এবিষয়ে লিখতে হলে পৃথক আরেকটা বই হয়ে যাবে। দেহের অতিরিক্ত মন নামক চালিকাশক্তিই যে আমাদের দেহের কর্তা, সেকথা দেহবন্দি লোকেরা ভুলে যায় মোহবশের সংস্কারে। এখানেই গুরুর আসল করণধর্ম লুকিয়ে আছে। শাঁইজির অমর ভাষা বাক্য শব্দ ধ্বনি জীবের মনকে কলুষমুক্ত করে তোলার ধন্বন্তরি মহৌষধ। চিত্তশুদ্ধি না হলে দেহশুদ্ধির উপায় নেই। সবার আগে মোহমাখা চোখকে সংযত করা না গেলে ওয়াক্তিয়া নামাজে দেহশুদ্ধির আশা কখনো করা যায় না।

আমরা যা কিছু দেখি, শুনি, জানি, বুঝি– মন তা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে করে থাকে। সুতরাং মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কর্তা এবং সেগুলো মনের যন্ত্রতুল্য। ইন্দ্রিয়গণ দেহকে চালিয়ে থাকে। অতএব এক বাক্যে বলা যায়, দেহ ও ইন্দ্রিয় যন্ত্রের কর্তা হলেন মন। মানুষ যখন নিজের কথা মনে করে তখন দেহযুক্ত মনের কথাই সে বস্তুত চিন্তা করে থাকে। যারা স্থূল ইন্দ্রিয়সম্পন্ন তারা দেহাতিরিক্ত মনকে সম্পূর্ণ পৃথক বলে মোটেও ভাবতে পারে না। দেহবিশিষ্ট মনকে নিয়েই তারা 'আমি' 'আমি' শব্দ করে থাকে। 'আমি'-একথা প্রতিটি মানুষই প্রতিনিয়ত বলে থাকে। কিন্তু প্রকৃত 'আমি' যে কে তার অনুসন্ধানে আগ্রহী হয় না। তারা স্থূল হিসেবে দেহযুক্ত মনকে 'আমি' বলে ধারণা করে থাকে এবং অনেক সময় 'দেহই আমি'-এমন ধারণা পোষণ করে। মন দেহের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যতো বেশি আবদ্ধ হয়ে পড়ে ততো বেশি পরিমাণে স্থূল আমিত্বের ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে। ফলে দেহের অতিরিক্ত মনকে ধারণা করার শক্তিটুকুও লোপ পায়। আর তখনই বস্তুমোহ তথা নারীমোহে প্রবলভাবে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত হয়ে দেহ কখন যে কী করে, তার লাগাম খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। জীবজন্তু-পশুজগত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত হয়েই সব কাজ করে। এ বিচারে দেহবন্দি লোকেরা কতোগুলো সামাজিক শর্ত অনুসরণ করে পশু থেকে নিজেদের পৃথক বলে চিহ্নিত বা পরিচিত করে। কিন্তু কার্যত তারা পশুভাবাপন্ন এবং পশুর মতো কাজে নিজেকে জড়িয়ে রাখে। ইন্দ্রিয়সুখের মোহ ছাড়া অন্য কোনোরূপ প্রকৃত আনন্দ তারা ধারণাই করতে পারে না। নিজদেহের সুখভোগের জন্যে এরা এতো অন্ধভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে যে, অন্যের সুখদুঃখের ধারণাটুকু পর্যন্ত করতে পারে না। এরাই বদ্ধজীব বা জিন। ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করতে পারলেই এরা সুখবোধ করে এবং ইন্দ্রিয়ভোগের সামর্থ্য লোপ পেলে ওরা ভারি দুঃখে পড়ে যায়।

নয়.

মানুষের করণ
সে নয় সাধারণ
জানে কেবল রসিক যারা।
টলে জীব বিবাগী
অটল ঈশ্বর রাগী
সেও রাগ লেখে বৈদিক রাগের ধারা ॥

AMARBOI.COM

রসিক মানে আত্মতত্ত্বজ্ঞানী যিনি নিম্নগামী শক্তিবিন্দুকে শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া দ্বারা উর্ধ্বগামী করেন; চান্দ্রসাধনায় 'তিনদিনের তিনমর্ম' অনুসারে দেহরসের ভাটাকে উজানমুখে প্রবাহিত করিয়ে রস ভিয়ান দ্বারা 'রসিক শিখর' হয়েছেন; ধারাকে যিনি রাধায় উন্নীত করতে পেরেছেন তিনিই মানুষের করণজ্ঞানী সাধক। তিনি বীর্য সংরক্ষণকারী মহাবীর্যবান জ্ঞানীসত্তা। পরম ঈশ্বরত্ব লাভের উচ্চাঙ্গিক সাধনা দ্বারা সিদ্ধপুরুষ এভাবে সম্যক অটল অর্থাৎ পতনরহিত হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে কামতাড়িত লোকেরা যৌনলোভের জলন্ত আগুনে পতঙ্গের মতো ঝাপিয়ে পড়ে অকাল বীর্যক্ষয় করে টলে যায়। তাদের মনোদৈহিক অধোগতি তাতে দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়।

যে রূপে মানুষকে বাইরে থেকে সাধারণত আমরা দেখতে অভ্যস্থ সেটা তার আসল রূপ নয়। অথচ কী যে তার আসল রূপ তার সন্ধানও আমরা পাই না। যতোক্ষণ বিক্ষিপ্ত চিন্তা-ভাবনা আমাদের মনকে চাঞ্চল্যে আচ্ছন্ন করে রাখে, কামক্রোধে তাড়িত করে ততোক্ষণ আমাদের প্রকৃত স্বরূপ আমরা জানতেই পারি না। চিত্তের এসব বহুমুখি বৃত্তিগুলো সংযত ও সংহত করে আত্মদর্শন লাভের যে যোগপথ সেটাই মানুষের করণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেহের সাথে মনের সম্বন্ধ আমরা সবাই অনুভব করি। কিন্তু দেহ ও মনের সাথে মনাতীত মূলসত্তার যে যোগ তা আমরা প্রায় অনুভবই করতে পারি না। এ অনুভূতির মধ্যে যে জীবনের পরম কল্যাণ নিহিত আছে তা জানতে হলে সাধনার বিকল্প নেই।

ভক্তিপথ ও জ্ঞানপথ–দুই পথেই সাধনা চলে। সাধনার পথ নানাপ্রকার হতে পারে। তাই বলে ভয় পাবার কিছু নেই। কারণ পথগুলো পৃথক পৃথক বলে মনে হলেও প্রত্যেক পথ শেষ পর্যন্ত একই পথ নির্দেশ করে। সমস্ত পথের উদ্দেশ্য এক–গুরুপ্রেম তথা আল্লাহিয়াত লাভ করা এবং সেটাই প্রকৃত জ্ঞান। আমরা সব কাজই নিজেরা করে থাকি বলে মনে করি, অথচ আল্লাহপ্রাপ্তির জন্যে নিজে কোনো চেষ্টাই করবো না –এটা হতে পারে না। নিষ্ঠা সকল ধর্মের মূলকথা। যদি কেউ একান্তভাবে বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহই সব কাজ নিজের হাতেই করছেন, তখন অবশ্য তাঁর সাধন ভজন কিছুরই প্রয়োজন নেই। তিনিই একমাত্র সাধনার অতীত মহাপুরুষ। নতুবা 'সব কাজ নিজেরা করি'-এমন মানসিকতা নিয়ে যারা সবসময় চালিত হয় তাদের সবারই সাধনার বিশেষ আবশ্যকতা রয়েছে।

ভক্তিপথে বা জীবন প্রবাহে (Life line) যিনি সাধনা করেন তিনি জীবনে সর্ব প্রকার সুখবোধ করতে করতে বুঝতে পারেন, কামনা পূর্ণ হলে সুখবোধ হয় সত্য, কিন্তু নতুন নতুন কামনার বিষয় মনকে আরো প্রলুব্ধ করতে থাকে। সাধক যাকে ভালবাসেন তাকে পূর্ণভাবে নিজের করে পাবার জন্যে ব্যস্ত হন। ফলে অনেক সময় দেহ ও ইন্দ্রিয় দিয়ে ভোগ করার ইচ্ছেও জাগে। ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়সুখ পরিণামে অবসাদ নিয়ে আসে। কামনার ফলস্বরূপ এ অবসাদবোধ তাকে ব্যকুল করে। কামানন্দ দৈহিক ভোগরূপে চরমানন্দ দেয় বটে কিন্তু অবসাদবোধ সবসময় মনকে আঘাত করতে থাকে। যাকে তিনি ভালবাসেন তাকে স্থায়ীভাবে পাবার জন্যে দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করেন এবং সেজন্যে আল্লাহর কৃপালাভের জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তিনি বুঝতে শেখেন, যে ভালোবাসা সর্বস্ব বিলিয়ে দেয় সেটাই প্রকৃত ভালোবাসা। যাকে তিনি ভালোবাসেন তার সুখে তিনি সুখী হন এবং নতুন নতুন ভাবের সৃষ্টি করে তার প্রেমাস্পদের সুখ বাড়াতে উদগ্রীব থাকেন। সৃষ্টির আনন্দভোগ করতে করতে তিনি যখন তন্ময় হয়ে যান তখনই তাঁর দেহ ও মনের মধ্যে তা জমাট আনন্দরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। সেই জমাটবদ্ধ আনন্দরূপ প্রেমঘনমূর্তি সাধকের অন্তরে ও বাইরে সর্বত্র প্রকাশ পায়। আপন প্রেমঘনমূর্তি দর্শন করে সাধক প্রেমে আত্মহারা হয়ে নৃত্য করতে থাকেন। সে নৃত্যের যে বিরাম নেই। সর্বদা, সর্বত্র সে অভিনব নৃত্য দর্শন করতে করতে তিনি আত্মহারা হয়ে যান এবং সঙ্গে সঙ্গেই অভিনব নৃত্যধারা স্ফূরিত হতে থাকে। বহু সাধনার ফলস্বরূপ এমন তুরীয়ানন্দ প্রেম লাভ হয়ে থাকে। এটাই সাধনার শেষফল এবং সম্পূর্ণ গুরুর কৃপাসাপেক্ষ।

অপরদিকে যিনি মৃত্যুপথ বা জ্ঞানপথ (Death line) ধরে চলেন তিনি অজ্ঞানতার মধ্যে ডুবে থাকতে থাকতে এক সময় ঠিকই বুঝতে পারেন যে, সবাইকেই মরতে হবে। তাই সাংসারিক বিষয়ে মনকে আসক্ত রাখা নিরর্থক। মৃত্যুভয় ক্রমশ সেই সাধককে বিষয়ে অনাসক্ত করে তোলে। যতোই তার বিষয়াসক্তি খসে যায় ততোই তিনি ধ্বংসের আনন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়ে ধন্য হন। এই আনন্দ যখন তার দেহ ও মনকে পরিপ্লুত করে ফেলে তখন তিনি শান্ত হবার চেষ্টা করেন। পরিশেষে আনন্দরূপ আসক্তিও ত্যাগ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অতঃপর 'লা'এর নির্বাণে সমাধি লাভ করে জ্ঞানলোকে ডুবে যান এবং শান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকেন।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, প্রত্যেকেই আমরা এই উভয় খেলার মাঠ নিয়ে অভিনয় করছি। কখনো খেলা সাঙ্গ করার জন্যে সমস্ত গুটিয়ে নিয়ে একের মধ্যে মিশে যাবার চেষ্টা। আবার কখনো বা বিকশিত হবার জন্যে অবিরাম আয়োজন। এক থেকে বহু হবার ইচ্ছে যেন স্বাভাবিক, তেমনি বহু হবার ইচ্ছে গুটিয়ে এনে একের মধ্যে বিলীন হবার প্রবল ইচ্ছেও স্বাভাবিক। যে শক্তি কেন্দ্রাভিমুখে টেনে দিচ্ছে সেই শক্তিই আবার সীমাহীন পরিধির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এ বড় বিচিত্র লীলা সন্দেহ নেই। এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং সব মানুষের মধ্যেই এমন সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে।

এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিন্দু বা নূরে মোহাম্মদীর বিকাশ মাত্র। যেদিক থেকেই দেখা হোক না কেন সমস্তই চেতনারই বিকাশ প্রবাহ। চৈতন্য নিজশক্তির সাহায্যে বিশ্বজগৎ বিকশিত করে চলেছেন। এ বিকাশের আদিঅন্ত নেই। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, সর্বত্রই শক্তির স্পন্দন প্রতিনিয়ত চলছে। সৃষ্টি ও ধ্বংস একসুতোয় বাঁধা। প্রাণধারণের জন্যে আমরা যে বায়ু গ্রহণ করে থাকি তা জীবন প্রবাহ বা অক্সিজেন। কিন্তু টেনে নেবার পরক্ষণেই তা মৃত্যুপ্রবাহে বা কার্বন ডাই অক্সাইডে পরিণত হয়। জন্মমৃত্যু প্রতিনিয়ত আমাদের দেহের ভেতর যেমন কাজ করছে তেমনি প্রকৃতির বা সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই তা প্রতিনিয়ত চলছে। এর মাধ্যমে আমরা পরস্পর বিপরীত দুইটি আপেক্ষিক শক্তির কার্যকর ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে থাকি। দেহের বিচারে আমরা এ দুই বিরুদ্ধশক্তিকে দেখি যার একটি দিক অন্তর্মুখি বা আধ্যাত্মবাদ এবং অপরটি বহির্মুখি তথা বস্তুবাদ। ভাব ও বস্তু অর্থাৎ দেহ ও মনকে চালনা করে কোন্ তৃতীয় শক্তি বা মধ্যবর্তী বাঁধ?

যদি আমি একটি দড়ির একপ্রান্ত ধরে টানি এবং আরেক জন যদি অপর প্রান্ত ধরে টানে তাহলে দেখা যাবে, দুটি বিরুদ্ধশক্তি দুদিক থেকে টানাটানি করছে। একটু খেয়াল করে দেখলে বোঝা যাবে, দড়িটির ঠিক মধ্য বরাবর একটি কেন্দ্রবিন্দু (Centre Point) আছে যা আমাদের দুজনকে একসঙ্গে টেনে ধরে রেখেছে। ঐ মধ্যকেন্দ্র বা মিডল পয়েন্টই দুটি পরস্পর প্রতিপক্ষ বা বিরুদ্ধশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। অর্থাৎ নিরপেক্ষশক্তিই অপর দুই বিরুদ্ধশক্তির নিয়ন্ত্রক। সমস্ত জগত বিদ্যুত তরঙ্গের খেলা। মানবদেহ অতিসূক্ষ্ম বিদ্যুৎ তরঙ্গের আধার। যেমন বর্হিজগতে ত্রিশক্তির মধ্যে 'নিউট্রাল সেন্টার'ই পজিটিভ ও নিগেটিভ বিদ্যুৎশক্তির কেন্দ্র। এই নিরপেক্ষ কেন্দ্র 'লা'শক্তিই আমাদের জীবন প্রবাহের উপর সব সময় কর্তৃত্ব করছে। শাঁইজি বলছেন:

হীরা মতি জহুরা কোটিময়।
সে চাঁদ দ্বিদল চক্রে উদয় হয় ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনদেহের মধ্যে গভীর ধ্যানের সাহায্যে আত্মানুসন্ধান করলে দেখা যায়, আমাদের শ্বাস দেহের মধ্যে যতটুকু প্রবেশ করে বলে অনুভব করতে পারা যায় সেখানে মেরুদণ্ডের মধ্যে একটি মধ্যকেন্দ্র রয়েছে–সেটাই শক্তিবিন্দু; নূরে মোহাম্মদী। নূরে মোহাম্মদীরূপ এই শক্তিবিন্দুই সকল জীবদেহের সৃষ্টিকর্তা। এই শক্তিবিন্দু মূলধার চক্রে এক প্রকার বিশেষ শক্তি বিকাশ করে থাকে। চতুর্দল পদ্মে (4 dimensions), স্বাধিষ্ঠান চক্রে ষড়দলযুক্ত পদ্মে (6 dimensions), দশমদল পদ্মে নাভিচক্রে (10 dimensions) দ্বাদশ দলযুক্ত হৃদয়চক্রে (12 dimensions) কপালে দ্বিদলযুক্ত দ্বিদলচক্রে (2 Paralel dimensions) এবং মস্তিষ্কের উর্ধ্বভাগে হাজার দলযুক্ত সহস্রারে (infinite dimension) বিভিন্ন শক্তির বিকাশ কেন্দ্র। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: প্রেমিক গুরু কাজী নজরুল ইসলাম ও নেতাজি সুভাষ বসুর আধ্যাত্মিক গুরু যোগীবর বরদাচরণ মজুমদার রচিত 'পথহারার পথ ও দ্বাদশ বাণী'।

উচ্চস্তরের সাধক আপন দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন চক্র বা শক্তিকেন্দ্রে মনস্থিতির দ্বার শক্তি বা বিন্দুর সাধনা করেন। বিন্দুগুলোই সাধকদেহে দলপদ্মের Dimension বা নানামুখি 'বিকাশ' অর্থে ব্যক্ত হয়ে থাকে। এ অর্থে 4 Dimensions মানে শক্তির চতুর্মুখি বিকাশ, 10 Dimensions অর্থে শক্তির দশমুখি বিকাশ, Infinite Dimensions অর্থে শক্তির অনন্ত অসীম বিকাশ। 2 Dimensions or paralel Dimensions অর্থে শক্তির উভয়মুখি ও সমান্তরাল বিকাশ। সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার এমন সূক্ষ্ম বিকাশ-প্রকাশ শিক্ষা দেবার স্বার্থেই মধ্যবিন্দু ধরে শাঁইজি নিরপেক্ষভাব দ্বারা জাহান্নাম ও জান্নাতের চৌদ্দচক্রে পঞ্চলীলানাট্যের নাটগুরু, তাঁর ভাব ও ভাষা আমরা এজন্যেই অনুসন্ধান করবো, আপনদেহে দুইটি চোখের উপরে যে 'তৃতীয় দৃষ্টি' বা 'দিব্যদৃষ্টি'র সন্ধান যেন সহজ সাধনায় পেতে পারি; দুইটি কানের গভীরে যে অদৃশ্য শ্রুতিকেন্দ্র বা 'তৃতীয় কর্ণ' আছে তাঁর নাদ বা ধ্বনিস্পন্দের লাগাম যেন পাওয়া যায়। সাধকের নাসিকা তাই দুটি নয়, তিনটি। শক্তিবিন্দু যখন উর্ধ্বে উঠতে থাকে তখন ক্রমশ শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া লোপ পেতে থাকে। বিন্দু যখন সহস্রারে ডুবে যায় তখন শ্বাসপ্রশ্বাসও সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে থাকে এবং সাধক জন্মমৃত্যুকে জয় করে মৃত্যুঞ্জয়ী 'আবহায়াত' বা অমরত্বপ্রাপ্ত হয়ে যান। 'হায়াতুন নবি' অর্থও কিন্তু তাই। একেই আমরা বলি 'লা' মোকাম বা ধর্ম নিরপেক্ষ লোকোত্তর স্তর।

এ গ্রন্থে সঙ্কলিত ফকির লালন শাহী কালামের ভাব বাক্য ব্যাখ্যায় আমরা কেন্দ্র থেকে প্রান্তমুখি এবং প্রান্ত থেকে কেন্দ্র অভিমুখি। এটাই The school of Great No। দুঃখ ও সুখ বা জাহান্নাম ও জান্নাতের বন্দিশালা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতেই হবে। এ কর্মের জন্যেই শাঁইজি আমাদের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আমাদের দায়িত্ব তাঁর বাণীলব্ধ করণ পৃথিবীর সামনে খুলে ধরা। গ্রহণ করা বা না করার স্বাধীনতা বা নির্বাচনী ক্ষমতা (Limited Free Will and Choice) প্রতিটি মানুষকে দিয়েছেন শাঁইজি। সাম্রাজ্যবাদী পৃথিবীর বেশিরভাগ লোকই চরম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও ভোগবাদী। তাই তারা তাদের শাসনভার যাদের হাতে তুলে দিয়েছে তারাও জনগণের মতো ইন্দ্রিয়গ্রস্ত ভোগবাদী জাহান্নামি।

এমন বদ্ধজীব স্বভাবের মানুষকে ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত মনের সন্ধান দেবার জন্যে যুগে যুগে নবি-রসুলগণ সম্যক গুরুরূপে পৃথিবীতে আগমন করেন। তাঁরা জ্ঞানান্ধ মানুষকে বোঝাতে চান, মনই সমস্ত সুখদুঃখের আধার। মানব মন বড়ো অস্থির প্রকৃতির। মনের তাড়নায় সে অনবরত কাজ করে চলে আর বিষয়মোহের বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে থাকে। গুরুর সংস্পর্শে এসে জীব এ সত্য বুঝতে সক্ষম হয় যে, মনই ইন্দ্রিয়ের চালক। এমন অবস্থায় সাধুগুরুর কৃপা লাভ করে বদ্ধজীব অশান্ত মনকে প্রশান্ত করার চেষ্টা করে এবং ক্রমান্বয়ে মনের অতিরিক্ত 'মূলসত্তা'র দিব্যঅনুভূতি লাভ করে ধন্য হয়। এজন্যে বদ্ধজীবের যেমন সাধনা প্রয়োজন তেমনই উন্নত জীবের জন্যেও সাধনা আবশ্যক। ধ্যানচর্চা দ্বারা তাঁদের প্রাণবায়ু আপনিই স্থির হয়ে যায়। তাঁদের প্রাণকে স্থির করে আর মনকে স্থির করার দরকার হয় না। শাঁইজির আসল ভাষা আপন সত্তায় উৎসারিত করা অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব সাধনযোগে এলহামপ্রাপ্ত হওয়া আর জীবন্ত কোরান (আনা কোরানুন নাতেক) হওয়া সমার্থক। সেজন্যেই শাঁইজির যতো ভাব বাক্যের অবতারণা, আমাদের ততোধিক ভাবনা আর আরাধনা। 'সামান্যে কি তাঁর মর্ম জানা যায়? হৃৎকমলে ভাব দাঁড়ালে অজান খবর তাঁরই হয়...'।

সহৃদয় সাধক-পাঠক নিশ্চয় অনুভব করতে পারছেন প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী সাধনার মাধ্যমে লালনভাব বুঝে ওঠার উপর আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছি। আমাদের কাজ হলো সে সন্ধানসূত্র খুঁজে পাবার ক্ষেত্রে আগ্রহীদের প্রাথমিক ধারণা দেয়া। গুরু ধরে জেনে শুনে শাঁইজির সাধনায় প্রবেশ করা গেলে একটি শব্দের হাজারো প্রচ্ছায়াময় অর্থ নিঃশব্দে বুঝে নেয়া সহজ হবে। এ গ্রন্থ পাঠ করা মানে নিজেকে জয় করা জ্ঞানী হওয়া। এর ঠিক পরের ধাপটি হলো সাধনার মাধ্যমে আপন জ্ঞানী গুরুকে জয় করা, মানে প্রেমিক পরমহংস হয়ে ওঠা।

সবাই প্রেমিক হোন শাঁইজি সেটাই চান। তার জন্যেই তো শাঁইজির এতো গান এতো আনন্দ, এতো কথা, এতো ব্যথা মানব জীবন শাঁইজির পরশে প্রেমময় হয়ে উঠুক। বিশ্বশাসন ব্যবস্থা প্রেমিকগণের করতলগত হোক। জগতের সকল সৃষ্টি সুখী হোন। নিত্য শুভার্থী।

আবদেল মাননান
৮ ফাল্গুন ১৪১৫
২১. ০২. ২০০৯
সা ধু স দ ন
২১/১ সতীশ সরকার রোড
গেণ্ডারিয়া, সূত্রাপুর
ঢাকা, বাংলাদেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক

কঠোর ব্রত

নদীয়াঞ্চলে সাধুগুরুর ভাবের ভাষায় 'কৈট্সাধন'। ইন্দ্রিয় আসক্তির দুর্বলতা জয় করে জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ হয়ে ওঠার বিশেষ ধারা বা গোপন পদ্ধতি। ইন্দ্রিয় আকর্ষণকারী চাঞ্চল্যকর সমস্ত বিষয়মোহের বন্ধন থেকে জীবের চিত্তশুদ্ধির বিশুদ্ধিমার্গ অর্থাৎ সুফিসাধনার আয়াসসাধ্য বন্ধুর পথ। ক্ষমতামুখি প্রাসাদবিলাসের বিরুদ্ধে কাঁটাবনের সংগ্রামী জীবন। আপন নফসানিয়াতের তথা ভোগসুখলোভী মানবীয় খণ্ড আমিত্বের বিরুদ্ধে সার্বক্ষণিক প্রজ্ঞার জেহাদ। লালন আচরণে ভক্তের বিরতিহীন কোরবানি, কোরবানি এবং কোরবানি।

সম্যক গুরুগৃহে ধ্যানবিধিক্রমে দম, যম, শম তথা 'নিয়ম' মেনে যোগসাধনের যোগ্য হয়ে ওঠার মাধ্যমেই স্থূলদেশের ভক্ত প্রবর্তদেশের 'বিনয়' শিক্ষালাভ করে সাধকদেশে প্রবেশাধিকার পেয়ে থাকেন। গুরুজি প্রদর্শিত অবিরাম চিত্তশুদ্ধির বিশেষ নিয়ম তথা বিনয় সাধনকালে শাঁইজির সূক্ষ্ম শৃংখলার অধীন জীবনযাপন করা; নির্বাণ স্তরে পৌছানোর মধ্যবর্তী বিশেষ পর্যায়।

কর্তা হরি

পালনকর্তারূপে জীবের সমূহ মনোদৈহিক কর্মদায় যিনি বহন করেন তিনিই কর্তা। কর্তার কর্মভার হরণপূর্বক যিনি সার্বিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন তিনিই হরি।

কর্মই ধর্ম। মানবজীবন মানসিক ও দৈহিক নানা বন্ধনে কর্মময়। কর্ম মানেই দুঃখভার। যে তাঁর হাতে আমিত্বজনিত সকল অহম নিঃশঙ্কচিত্তে তুলে দেয় হরি সে ভক্তজীবের ত্রিতাপ দুঃখজ্বালা নিবারণ করেন। ভক্তের জন্ম জন্মান্তরের দায়-দায়িত্ব আপন হাতে গ্রহণ করেন।

আত্মারূপে কর্তা হরি
সাধন করলে মিলবে তাঁরই ঠিকানা।
বেদ-বেদান্ত পড়বি যতো
তোর বাড়বে ততো লখনা ॥

সম্যক গুরু তাই ভক্তের জন্যে একাধারে নররূপে নারায়ণ, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, শিব, বুদ্ধ, আলী, লালন সবই। ক্রিয়াত্মক সম্পর্কচর্চার সামগ্রিক বা সার্বিক অভিব্যক্তি। শাঁইজি হরিহর হয়েও আমাদের শিক্ষাদানের জন্যে অখণ্ড হরিতে লুকান এভাবে:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাপ করি পামরা বটে দোহাই দিই তোমারই।
আমায় চরণছাড়া করো না হে দয়াল হরি ॥

অনিত্য রূপেতে সর্ব ঠাঁই
তাই দিয়ে জীব ভোলাও ওগো শাঁই
চরণ দিতে তবে কেন করো হে চাতুরি ॥

'হরি'র আরো ব্যাপক প্রাকৃতিক পরিচিতও রয়েছে বায়োলজিক্যাল জগতে। ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় পুরাণগুলোয় নামবাচক 'হরি'র আগেপিছে কর্মবাচক কতো তুলনা, প্রতিতুলনা ও রূপক পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে। সৃষ্টিরাজ্যের বিবিধ আকারপ্রকারে জ্ঞাপিত তাঁর গুণময় বিভূতিলীলার অন্ত নেই; যেমনঃ সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, সিংহ, অশ্ব, পশু, বানর, ময়ূর, কোকিল, সর্প, ভেক, ব্যাঙ, মণ্ডূক, কিরণ, হংস, সবুজ বর্ণ, পিঙ্গল বর্ণ, ধান্যবিশেষ প্রভৃতি।

▌কথা

শব্দব্রহ্ম; ব্রহ্মরূপে আদিতে বাক্য বা কথা ছিলো। বাক্যই হলো আদি ব্রহ্ম বা ঈশ্বরসত্তা। তিনি 'কুন' মানে 'হও' বললে হয়ে যায় সমস্তই। সকল ধর্মগ্রন্থ নবিময় আল্লাহর বাণী বা গুরুবাণী অর্থাৎ কিছুকথার সংগ্রহ ও সঙ্কলনাংশ। মানব জগতে শব্দময় গুরুর জ্ঞানবাক্য ব্যাপক প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে।
আক্ষরিক অর্থেই আরবি শব্দ 'কোরান' অর্থ 'কিছুকথা'। লালন শাহী সাধনজগতে গুরুবাক্যকে 'শব্দব্রহ্ম' বলা হয়। শাঁইজির কথা 'শব্দব্রহ্ম'রূপেই পদ্মবাক্য তথা সম্যক গুরুজ্ঞান। চেতন মন থেকে আবির্ভাব হয় ভাবের। নিরাকার ভাব থেকে মানুষের ভাষায় এসে আকারপ্রাপ্ত 'কথা'র উৎপত্তি হয়ে থাকে। ভাব অসীম, কথা সসীম।

▌কথার অন্ত নাহি

নূরে মোহাম্মদী কি ধারা বা কেমন বস্তু তা মুখের কথায় বা লেখার ভাষায় বুঝিয়ে শেষ করার সাধ্য নেই। কবি এখানে নীরব! ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি?

নূরের ব্যাখ্যা 'বাগেন্দ্রিয়ে না সম্ভবে' জানিয়েছেন স্বয়ং শাঁইজি। পৃথিবীর সব গাছ কলম হলে আর সমুদ্রের সমস্ত জলকে কালি বানানো হলেও এ সূক্ষ্মজ্ঞানের ভাবকথা লিখে শেষ করা যাবে না বলে স্বয়ং কোরান ব্যক্ত করেন। চেতনমানুষ তথা সম্যক গুরু ধরে আপন দেহের হেরাগুহায় প্রবেশ দ্বারা নূরতত্ত্ব সম্যক জেনে নিতে পারলে কথার আর অপেক্ষা নেই। গুরুর নূরের সংবাদ নির্জন গভীর নৈঃশব্দে মেলে। শাহ্পীর 'চিশতী উদ্যান'এ গাইছেন 'আজব নিরালা হ্যায় তেরা চলন'...।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌কথায় কথায় মান করে রাই

কৃষ্ণবিরহে কথায় কথায় রাধারাণীর গভীর অভিমানজ্বালা ব্যক্ত হয়েছে। রাই মানে রাধা।

▌কদমতলা

পাদপদ্ম; চরণতল। সম্যক গুরুর আচারণের অধীন থেকে শিষ্যের বিকশিত হওয়ার অবস্থা।

আবার অন্য অর্থে, কদম্ব বৃক্ষতলকেও বোঝানো হয় যেখানে পূর্ণিমায় বাঁধানো দোলনায় দুলতে দুলতে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শোনেন আরাধিকা বা রাধাশক্তি।

▌কর্ণ

মহাভারতের কর্ণ চরিত্র সত্যরক্ষার জন্যে বৃহত্তর ত্যাগের এক মহান দৃষ্টান্ত আছেন। একবার তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন: 'আমার কাছে যে যা চাইবে আমি তাই দেবো'। গুরু শ্রীকৃষ্ণ এলেন তাঁর কাছে ব্রাহ্মণের বেশে। বললেন: আমি ক্ষুধার্ত। তোমার ছেলে বৃষকেতুকে তুমি নিজের হাতে হত্যা করবে আর তোমার স্ত্রী তোমার পুত্রের মাংস রান্না করে আমাকে খেতে দেবে। কী কঠিন গুরুপরীক্ষা! কিন্তু কর্ণ সত্যরক্ষায় অবিচল-তাই করলেন তিনি, ব্রাহ্মণবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনা পূরণ করলেন। অবশ্য বৃষকেতু আবার শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় বেঁচেও ওঠেন।

কর্ণ রাজা ভবে বড় দাতা ছিলো
অতিথিরূপে তারে সবংশে নাশিল
তবু কৃষ্ণ অনুরাগী না হইল দুখী
অতিথির মন করে সান্ত্বনা ॥

▌কপট ভাবের উদাসী

নির্বিচার প্রকৃতিভোগের মোহে মাতোয়ারা ব্যক্তি আপন স্বভাবে কামুকতা লুকিয়ে রাখে। ভেতরের মোহাবিষ্ট আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে বাইরে উদাসীন ভাবালুতা প্রদর্শন করলেও সে কপটতার বহুধর্মী চাতুরি, প্রতারণা, শঠতা, ভণ্ডামি, ছলনা, প্রবঞ্চনা ও ছদ্মবেশ দ্বারা সাধুসমাজকে বিব্রত ও বিরক্ত করে থাকে।

▌কপাল

মানবদেহের ধর্মস্থান বা ধর্ম মন্দির হলো কপাল। অর্থাৎ ললাটের একপার্শ্ব যা মস্তিষ্কের সামনের প্রকোষ্ঠ। লোকেরা সপ্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে বহির্জগত থেকে যে বিষয়মোহ তথা সংস্কাররাশি সংগ্রহ করে তার ভালোমন্দ সবই এখানে শিরিকরূপে সঞ্চিত হয়ে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকলই কপালে করে।
কপালের নাম গোপাল চন্দ্র কপালের নাম গুয়ে গোবরে ॥

▌কপালে বিমতি হলে দুর্বাবনের বাঘে মারে

গুরুবিহীন স্থূল পর্যায়ে অবস্থানকালীন বিপদ-বিপর্যয় বোঝাতে বাক্যটির ব্যবহার করেন শাঁইজি। দুর্বাবন অর্থ বিষয়রাশি এবং বাঘ হলো বিষয়মোহ যার কবলে পড়ে ইন্দ্রিয়পরায়ণ দুর্বল লোকেরা মাঠে মারা পড়ে।

▌কবর

সাধুর দৃষ্টিতে জ্যান্ত মানবদেহই কবর। আমরা প্রতিদিন কতো জীবজন্তু হত্যা শেষে উদরপূর্তি করছি মানে পেটসর্বস্ব মানব দেহটাকে জীবজন্তুর গোরস্থানে পরিণত করছি কেউ সে হিসেব কখনো করতে চাই না। সাধক সচেতন কবরবাসী হয়ে যান সব দেখে জেনে শুনে।

দেহের বাইরে মাটির ভেতর মৃতদেহ রাখার নাম 'কবর' নয়। কবর হচ্ছে সাধকের নিষ্কাম দেহ। এই দেহের ভেতরই লা-শরিক অবস্থাকে রুহ্ বলেন সুফিগণ।

'জ্যান্তদেহকে কবর বলা হইয়াছে। কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত নফস ইহাতেই আশ্রয় লইয়া থাকে। কবরের জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে অধিক জ্বালা-যন্ত্রণা আর কোথাও নাই'।

উৎস: সম্যক গুরু সদর উদ্দিন আহ্মদ চিশতীর 'কোরানদর্শন' ১ম খণ্ডের শব্দসংঙ্গা, পৃ.২৮।

শাঁইজির গানে আছে 'কবর কোথায় রুহ ছাপাই হয় কিসে' অর্থাৎ দেহের কোথায় মূলতত্ত্ব ঢাকা পড়ে আছে তা সন্ধান করার তাগিদই ব্যক্ত হয়েছে এখানে।

▌কভি

কভু; কখনো; কস্মিনকালেও। এটি হিন্দি-উর্দু ভাষার একটি অতিপ্রচলিত শব্দ। শাঁইজির কালামে আছে: ইসা মুসা দাউদ নবি / বেনামাজি নহে কভি...।

▌করছেরে কোরানের মানে যার মনে যা আসে বুঝি

মাওলাকে অস্বীকার করে কোরানের সর্বকালীন ও সার্বজনীন অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক শুদ্ধভাব ব্যাখ্যা কখনো কাঠমোল্লার কথায় মিলবে না। গত প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদী রাজ দরবারের বেতনভোগী আলেম-পণ্ডিতেরা কোরানের ভুল ব্যাখ্যায় জগৎ ভরিয়ে তুলেছে। জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর ধরে আপন সীমাবদ্ধতা দ্বারা কোরানের অর্থ করা বোঝাতেই শাঁইজির এমন বাক্য সৃষ্টি হয়েছে।

লালন তথা কোরানের সঠিক দার্শনিক ব্যাখ্যা মূলত মোহাম্মদ এবং মোহাম্মদের বংশধর ব্যতীত আর কারো পক্ষে দেয়া একেবারেই অসম্ভব। কেউ যদি কোরানের সঠিক ব্যাখ্যা পেতে চায় তবে তাকে মোহাম্মদের বংশধরদের (আলিফ লাম মিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথা আল মোহাম্মদের) কাছে যেতেই হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কেউ তাঁদের দেল কোরানের কাছে যায় না। বরং তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চক্রান্ত চালিয়ে, নির্যাতন করে, বন্দি রেখে, এমনকি নির্মমভাবে হত্যা করে জগত থেকে সরিয়ে দেয়।

▌কর না দিলে দেয় গো সাজা

সম্যক গুরুর স্মরণ-সংযোগক্রিয়া থেকে দূরে সরে গেলে জ্ঞানগত বিপর্যয় নেমে আসে ধর্মকর্মের জীবনে। আপন সত্তার বিচ্ছিন্ন অংশকে অবিরামভাবে পূর্ণতা দান না করলে যে প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতেই হয়।

▌করলি ভালো বেচাকেনা চিনলি না মন রাঙ কি সোনা

জীবনের অংশ থেকে প্রকৃত মণিকে (বীর্যবত্তা) খরচ করার নামই হচ্ছে বেচা এবং তার বিনিময়ে মানসিক প্রশান্তি লাভ করাকে বলে কেনা। অথচ এর মধ্যে দিয়ে মানুষ মূলত দণ্ডহীন হয়ে পড়ে। আসল কথায়, প্রজ্ঞাহীন বা ধ্যানহীন অবস্থায় বিষয়রাশি গ্রহণ বর্জন করলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়।

▌করিম

করিম অর্থ কেরামতওয়ালা তথা সম্মানিত। কোরানের তথা কামেল মোর্শেদের নির্দেশসমূহ আমলকারী করিমগুণে গুণান্বিত হয়ে দুনিয়া বহির্ভূত মহাসম্মানের অধিকারপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। বস্তুগত নয়, করিমগুণ কেরামতওয়ালা প্রশান্তিময় মানসিক পুরস্কার যা সম্যক গুরুগণ যুগে যুগে বিশেষ ভক্তজনদের পাত্রমতো যথাবিহিত দান করে থাকেন।

▌করুণা

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য কর্তৃক ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণভেদ প্রথা শিথিল করে আপন অন্তরে অপরাপর জীব সকলের আশ্রয় প্রদানকারী রসকেই করুণরস তথা করুণা বলে।

▌করে কঠোর ব্রত ক্ষীরোদার কূলে

ক্ষীরোদার বিন্দুর পিউরোফাইড যে ফর্ম তার কূলে থাকার চর্চা করা; অধীন থাকা; বিকশিত করে উচ্চতর স্তরে উত্তীর্ণ হওয়া।

▌করে কাম সাগরে এই কামনা

বিন্দু দিয়ে দেহ ও জ্ঞানজগৎ সৃষ্টি। একেই বলা হয় কামসমুদ্র। স্বাভাবিকভাবেই দেহের কাছে জ্ঞান কাম দাবি করে থাকে যে সাধনায় তা-ই হচ্ছে জীবের ক্ষেত্রে কামনাস্বরূপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌কলব

অন্তর; মনোলোক। নূরনবি সম্যক গুরুরূপে প্রতিটি ভক্তের কলবে মানে অন্তর্লোকে বিরাজ করেন। মোমিনের কলব আল্লাহর সিংহাসন।

▌কলস

মানবদেহকে শুকনো মাটির কলসরূপে ব্যবহার করেন শাঁইজি। এছাড়া ক্ষেত্র, জ্ঞানপাত্র, ধারণযোগ্য স্থানরূপেও বোঝানো হয়। মাটির কলস আঘাত করলে যেরূপ শব্দ করে, মানুষ কলসও বস্তুমোহের আঘাতে শব্দ করে থাকে।

▌কল্প

মানুষের সার্বিক পালনীয় কর্তব্যকর্ম; নিয়ম; ধ্যান ইত্যকার যজ্ঞাদি নিস্পাদনের বিধানসংবলিত বেদাঙ্গিক গ্রন্থবিশেষকে কল্প বলা হয়ে থাকে। ব্রহ্মার এক আহেরাত্র অর্থাৎ ৪৩২ কোটি বছরকেও এক কল্প বলে সাধুশাস্ত্রে।

▌কল্পতরু

সম+কল্প=সংকল্প = ইচ্ছা, তরু, দ্রুম, বৃক্ষ। প্রকৃতি তথা আহাদ জগতের সব আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণকারী সামাদসত্তা তথা একজন সম্যক গুরু।
মহাপ্রভুর গুরু কেন ভারতী গোঁসাই।
এটি নিগূঢ়তত্ত্ব জানতে চাই
যিনি জগত গুরু কল্পতরু যাঁর উপরে কেহ নাই ॥

AMARBOI.COM

▌কলির জীব পেলো নিস্তার

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হলো, যদি পাপীতাপী সকল জীব কেবল হরিনাম জপ করে চলে তবে তার মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

▌কলির শেষে আর কতো রঙ যে উঠবে ভেসে

শাঁইজির এই বাণীটির মর্ম বোঝা যাবে প্রাচীন সাধক রশিদের একটি পদে। তিনি লিখেছেন:

কলির ভাব দেখে ভাই ভেবে ভেবে মরি
কতজনে কত মনে করতেছে ফকিরি।

কেউ বললে বাতাস আল্লাহ কেউ বলে আগুন আল্লাহ
কেউ বলে পানি আল্লাহ আল্লাহ হলো ভারি
কেউ বিন্দুমণি খোদা জেনে করতেছে ফকিরি॥

কেউ বলে শাঁই নিরাকার ভেসেছিল ডিম্বভরে
বিন্দু ছুটে ডিম্বের গঠন করছে আইন জারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ বলে ফাতেমা হয় আল্লাহর জননী
তবে হযরত আলী আল্লাহর বাবা ভাবে বুঝতে পারি ॥

▌কল্পতরু হওরে যদি তবু মা বাপ গুরুনিধি

অদৃশ্যে আপনসত্তা স্থাপিত হচ্ছে দেখে শচীমাতা একমাত্র পুত্র শ্রীচৈতন্যকে বলছেন যে, মা-বাবাও জন্মক্ষেত্রে গুরুসম্পদের অধিকার। দৃষ্টিভঙ্গিটি যদিও অত্যন্ত স্থূল পর্যায়ের। সাধকেরা সংসারের জন্যে জন্মগ্রহণ করেন না তাঁরা সারা পৃথিবীর সম্পদ।

▌কাঙ্গাল হবো মেঙ্গে খাবো রাজরাজ্যের আর কার্য নাই

শাস্ত্রীয় বিভাজনের বাইরে এসে লোকাত্তর ধর্ম পালন করার মানসে আপন গুরু শ্রীকেশব ভারতীর প্রতি অতিবিনীত ভক্তরূপে চৈতন্যদেবের অন্তর্গত দৈন্য মানে আত্মনিবেদনের পরিপূর্ণতা এভাবে ভাষা পায় শাঁইজির কণ্ঠে।

▌কাঙ্গুরা

কুরসি; আসন; ক্ষেত্র; পাত্র। সকল সৃষ্টিই আল্লাহর কাঙ্গুরা। শাঁইজির বাক্য 'আল্লাহর নূরে নূরনবির জন্ম হয় / সে নূরে গঠলেন অটলময় আরশ কাঙ্গুরা / নূরের হিল্লোলে পয়দা নূর জহুরা'। শাঁইজি আল্লাহর নূর থেকে নূরনবির আল্লাহদেহ উৎপত্তির মূলে তাঁর আরশ কাঙ্গুরা অর্থাৎ আল্লাহর সিংহাসন সৃষ্টির রহস্যকথা ইশারায় ব্যক্ত করেন।

কাঙ্গুরা অর্থ আসন, ক্ষেত্র, পাত্র যে নামই থাকুক, সম্যক গুরুর অন্তরই আল্লাহর আরশ কাঙ্গুরা অর্থাৎ সিংহাসন। মহাপুরুষের চিদাকাশ আল্লাহর নূরের অক্ষয় ভাণ্ডার আরশ কাঙ্গুরা ।

▌কাণ্ডার বা কাণ্ডারী

কাণ্ডার মানে অনধিকারী অবস্থা তথা শিক্ষানবিসি ভক্তরূপ। অপরদিকে অধিকারী বা কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের ব্যবস্থাপ্রাপ্ত একজন মাওলা অর্থাৎ সম্যক গুরুই হচ্ছেন ভক্ত কাণ্ডারের দয়াল কাণ্ডারী। কারণ তিনি ভব বা দেহনদী পার করে নেবার একমাত্র অভিভাবক বন্ধু।

▌কাদির

সম্যক গুরুর একটি বিশেষ গুণবাচক নাম 'কাদির মাওলা'। কাদির অর্থ শক্তিমান যিনি সৃষ্টি বা বস্তু জগতের সীমানা ডিঙ্গিয়ে যাবার শক্তিতে মহাশক্তিমান। তিনি জীবের কর্মবৃত্ত ও কর্মশক্তিদানকারি 'কাদির'। 'কাদির' থেকে উদ্ভূত হয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তকদির'। 'তকদির' অর্থ মোটেও 'ভাগ্য' মানে কপাল বোঝায় না, এর প্রকৃত অর্থ 'কর্মবৃত্ত'।
সৃষ্টজীব নিজস্ব ক্ষমতায় কর্মের এই বৃত্ত বদলাতে পারে না। মানুষ সৎআমলের দ্বারা তার কাদিরশক্তির নির্ধারিত স্বাভাবিক নিয়মেই পরবর্তী জীবনে উন্নত কর্মবৃত্ত (circle of activities and capacities) পেয়ে থাকে। বস্তুজগতের সীমা ডিঙ্গিয়ে আধ্যাত্মজগতে দয়া করে কাউকে গ্রহণ করা হলে সেখানেও তার জন্যে নির্দিষ্ট একটি কর্মবৃত্ত দান করা হয়। এজন্যে আধ্যাত্মজগতে রসুলগণ একজন থেকে অন্যজন অধিকতর কল্যাণপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

▌কাঁধে চড়ায় কাঁধে চড়ি যে ভাব ধরায় সে ভাব ধরি

'কাঁধে চড়ায় কাঁধে চড়ি' মানে জগত গুরু যে শক্তিতে আছেন সে শক্তিতেই আমি আরোহণ করি। সেই শক্তির যে চৈতন্য সেই চৈতন্যই জীবের ভাব। সেই ভাবে ভাবী হয়ে গর্বিত শ্রীচৈতন্য গোঁসাই।

▌কাঁধে চড়িস তাঁর কোন বিচারে

'দেবমঃ ভূতা দেবমঃ জজেৎ, দেবমঃ ভূতা দেবমঃ পতি'। দেবতা না হয়ে দেবতার শক্তিকে আশ্রয় করাও চরম ধরনের মূর্খতার নামান্তর। নিজে আল্লাহ না হলে আল্লাহর উপর কে ওঠে? 'খোদার আরশ আসন ছেদিয়া উঠিয়াছি চিরবিস্ময় / আমি বিশ্ববিধাতৃর'! ভগবান হয়েই ভগবানের পূজা করা যায়।
সম্যক গুরুর যিনি প্রিয় শিষ্য ভালোমন্দ যা কিছুই তিনি করুন না কেন সমস্ত ভাব ও ক্রিয়াকলাপ আপন গুরুর কাঁধে উঠেই সম্পাদন করেন। কারণ এটা খুবই প্রাণবন্ত এবং অসীম প্রেমরাগের করণধর্ম। বস্তুত 'কাঁধে চড়া' বলতে চিন্তা চেতনায় গুরুর মানে একই মান বা সমভাবাপন্ন হয়ে ওঠারই ইঙ্গিতবহ।

▌কানাই

রূপক ইঙ্গিতে 'দেহ' শব্দটিকে কখনও কখনও 'বন' আবার 'বৃন্দাবন'রূপেও বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বনের মধ্যে কানাইয়ের অবস্থান। কানাই দ্বারা সম্যক গুরুসত্তা ব্যতীত অপর কোনো চরিত্রকে শাঁইজি তাঁর কৃষ্ণলীলায় ব্যক্ত করেননি। কানাই হলেন সম্যক গুরুসত্তা একজন সামাদ আল্লাহ। পৌরাণিক নাম ব্যবহারের মাধ্যমে শাঁইজি 'সহজ মানুষ' সাধনার ধারাই অভিব্যক্ত করেন তাঁর বিভিন্ন পদে ।

▌কানাই গেলো কোন মূল্লুকই খুঁজে নাহি পাই

ইন্দ্রিয় পালকগণ নিজের দেহের ভেতর মূলবিন্দুকে খুঁজে না পাবার হতাশা প্রকাশার্থে এরকম বাক্য ব্যবহার করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌কানের বালি

শাঁইজির 'রসুলতত্ত্ব'এর কালামে রয়েছে: 'পাক পাঞ্জাতন নূরনবিজি চারযুগে হলেন উদয় / একসঙ্গে পাঁচটি তারা থাকে সেই আকাশের গায় / হাসান হোসাইন কানের বালি গলার হার হন হযরত আলী / শিরের মুকুট হযরত রসুল মাঝখানে ফাতেমা রয়'। এখানে সর্বকালীন রসুলতত্ত্ব অর্থাৎ নবির 'আহলে বাইত'কে বিশ্বমানবের মূলকাণ্ড বা মাথারূপে চিত্রিত করেন শাঁইজি। আপন গুরুর রূপকল্পের মধ্যে নূরে মোহাম্মদীর প্রবহমান এ আবহায়াত নদীর ফল্গুধারা জন্ম জন্মান্তরে জারি আছে। কোরানের পরিভাষায় 'আকাশের বড় নদী' যা চিত্তাকাশে চেতন গুরুর জ্যোতির্ময় তারকাস্বরূপ অখণ্ড আলোর বৃত্ত বা মণ্ডল। ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইনকে 'কানের বালি' অর্থাৎ দেলকোরানে শ্রুতির আঙ্গিনার প্রহরীরূপে প্রতিষ্ঠিত বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে এখানে।

▌কাফের

'কাফারা' থেকে এসেছে কাফের শব্দটি । 'কাফারা' অর্থ আবরণ, আচ্ছাদন, কাপড়, পরদা, ঢেকে রাখা ইত্যাদি। কোরানের পরিভাষায় সত্যকে জেনেও যারা বিষয়রাশির মোহের আবরণে ঢেকে রেখেছে তারা কাফের। সোজা কথায় সত্য যার মধ্যে ঢাকা পড়ে আছে সে কাফের।

ইন্দ্রিয় পথ দিয়ে মনে যেসব ধর্ম বা বিষয়রাশি এসে অবিরাম ঢুকছে তা নিহেতু সাধকের জন্যে আল্লাহর জ্ঞান মানে রেজেক। এই রেজেক সালাতের সাহায্যে যথাসম্ভব ব্যয় করে ফেলতে হয়। সালাত তথা ধ্যানের সাহায্য নেয়া ছাড়া এগুলোর মোহত্যাগ করা যায় না। এগুলোর প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে সেই মোহের অজ্ঞানতার সাথে মস্তিষ্কে জমিয়ে রাখাই শিরিক। শক্তি সামর্থ্য থাকতে মোহমুক্তির সালাত যারা করে না তারা বস্তুমোহে আবদ্ধ থেকে মোশরেকি জীবন-যাপন করে এবং এরাই বস্তুত কাফের।

▌কাম কুম্ভীর

যখন আকাশে ভরাপূর্ণিমা তখন পুরুষের শরীরে প্রবাহিত হয় পূর্ণ জোয়ার। পূর্ণ জোয়ারকালীন সময়ে নারী শরীরে রসস্রাব হলে অমাবস্যা হয়। উভয় সত্তার মিলনে যদি বিন্দুর পতন তথা বীর্যস্খলন ঘটে তবে বিন্দুকে কামকুম্ভীরে গিলে খায়।

▌কামসাগর

রতির রথে আবদ্ধ হওয়া। দেহকে জ্ঞান দ্বারা কামসর্বস্ব করে তোলা। বিষয়বাশির আকর্ষণক্ষেত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌কামের ঘরে কপাট মারো মহতের সঙ্গে ধরো

স্থূল পর্যায় উত্তীর্ণ হলেই গুরুরাজ্যের অধীন প্রথম কাজ হচ্ছে কামের ঘর বন্ধ করা। মনের দিক থেকে আর বাহ্য আচরণে ডোর কৌপিনী হচ্ছে সাধকের কামরোধক পরিধেয় বস্ত্র। কামাসক্তি ও মহৎসঙ্গ একসাথে চলতে পারে না।

▌কার

যে করে; নির্মাতা; স্রষ্টা। নিরাকার মন আকার ধরে দেহরূপে প্রকাশ পায়। 'কার' দেহের অন্য নাম।

▌কারখানা

যেখানে 'কার' অর্থাৎ দেহ (আ+কার) উৎপাদন হয় সাধুশাস্ত্রে তাকেই (কার+খানা) বলা হয়ে থাকে। মানুষের মনই সকল আকার ও সাকারের কারক। পূর্বজন্মে মনের বস্তুমোহই বর্তমান স্থূলদেহ গঠনের আসল কারণ। শাঁইজির প্রধান কারখানা আমাদের মনোজগতে। যদিও পার্থিব জগতে স্থূল বিষয় বা পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের স্থানকেও কারখানা বলা হয়। মজার ব্যাপার, দেহের বাইরে বহির্বিশ্বে বস্তুবিজ্ঞান যতো প্রকার বাহ্য উৎপাদন প্রণালি বা যান্ত্রিক কৌশল কারখানার আবিষ্কার ও পত্তন করেছে ততোবারই বলা হয়েছে 'এক্সটেনশন অব দ্য হিউম্যান বডি'!

▌কার বা রাজ্য কার বা আমি সব দেখি আজ মিছেরে

'জীয়েন্তে মরা' দৃশ্যগোচর করে দেহের কর্তাসত্তা খুঁজে না পাওয়া এবং সেই দেহকে কেন্দ্র করে যে 'অহম্' কেবল 'আমি আমি' বা 'আমার আমার' বলে কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা করতো সেই 'আমি'রও কোনো অহঙ্কার দৃশ্যগোচর না করে দেহমনের পূর্বাবস্থা কল্পনা করে সাধকের উক্তি।

▌কারে বলিস নবি নবি দিশে পালিনে

আমেনার গর্ভে জন্মগ্রহণকারী শিশুকে নবি বলা হচ্ছে। কিন্তু তাঁকে নবুয়তি লাভ করতে হয় হেরাগুহায় দীর্ঘকালীন ধ্যান-সাধনার মাধ্যমে। যেজন নবি তিনিই হচ্ছেন নিরঞ্জন। জন্মমৃত্যুর অধীন নিরঞ্জন থাকেন না। নবিকে আপন সত্তায় ধরতে না জানলে আল্লাহসত্তা অচেনাই থেকে যায়।

▌কাল

কাল হচ্ছে অখণ্ডসত্তার খণ্ডিত অংশ; জ্ঞানের দ্বারা বিভাজিত দৃষ্টিভঙ্গি; কালা হলো কালের সীমায় আটকে পড়া অনুভূতি। কালী যিনি সেই অনুভূতিকে হরণ করার মধ্য দিয়ে জীবকে শিবসত্তায় উত্তীর্ণ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌কালদ্যুতি

অখণ্ড মহাকালের মধ্যে খণ্ড খণ্ড কালে খণ্ড খণ্ড দেশে মানে দেহে আবদ্ধ করে আমাদের মানুষরূপে পৃথিবীতে আনেন মহাগুরু। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়কাল মানে মানুষের আয়ুষ্কাল তথা জীবৎকাল। প্রতিটি মানবদেহই এক একটি বিশেষ কাল দ্বারা সুনির্দিষ্ট। মানবদেহ কালের অধীন। মানবদেহের মূল রহস্য হলো আল্লাহর জাতি নূর বা আলো বা দ্যুতি। এই নূরচ্ছটা মানবদেহের মূল ধারক ও চালকপালক। মানুষের মৃত্যুকালে এই নূরের বাতি নিভে যাওয়ার সাথে সাথে কালদ্যুতি বা পরজন্মের কালপ্রাপ্তিসংবাদ এসে বিদায়ী নফসকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে । শাঁইজি বলেন :

যেদিন নিভিবে নূরের বাতি
ঘিরবে এসে কালদ্যুতি চৌমহলা
লালন বলে থাকবে পড়ে খাকের পিঞ্জিরা ॥

▌কালাচাঁদ

'সেই কালাচাঁদ নদেয় এসেছে' বলতে শাঁইজি আপন দেহের বাইরে কোনো খণ্ডিত ব্রজের কৃষ্ণকথা আদৌ বলেননি। বলেননি কোনো পৌরাণিক চরিত্রের কথাও। তার সাক্ষী পরবর্তী বাক্যগুলোয় রয়েছে। বলছেন: মজবি যদি কালার পিরিতি / আগে জানগে যা তাঁর কেমন রীতি।

স্বাভাবিকভাবেই শাঁইজি এখানে কালা বলতে দেহভাণ্ডের বিন্দুকে বুঝিয়েছেন। এই বিন্দুর চলাচল-গতিপ্রকৃতি আগেভাগে ভালো করে জেনে নিয়ে সাধন ভজন করতে আসার কথা বলা হয়েছে। শাঁইজি আবারও বলেন: 'প্রেম করা নয় প্রাণে মরা আনুমানে বুঝিয়েছে'। পুরো বাক্যটি আবর্তিত হয়েছে কৃষ্ণরাধাতত্ত্বের চরিত্র বিশ্লেষণে।

▌কালাচাঁদ নদে এসেছে

বৃন্দাবন্দের কৃষ্ণ নদীয়ায় এসে শ্রীচৈতন্য নামধারণ করে লীলায় মজেছেন। কেন সেই কালাচাঁদ নদে এসেছেন আবার? কারণ 'বৃন্দাবনে রসরাজ ছিলো/ রসের তাক না বুঝে ধাক্কা খেয়ে নদেতে এলো'।

▌কালার রূপে নয়ন দিয়ে প্রেমানলে ম'লাম জ্বলে

কালা অর্থ দৈহিক নির্দিষ্ট কালে আবদ্ধ হয়েও মনোরাজ্যে বা অখণ্ড রহস্যরাজ্যের সর্বকালজয়ী গুরুদেহ তথা পরমপুরুষসত্তা। স্থূলদেহের কেন্দ্রে সূক্ষ্ম অণু বা বিন্দুর যে মনোহর রূপ তাঁকে দেখার সাথে সাথে প্রেমসাধকচিত্তে তুরীয়ানন্দ মস্তি হালে অকল্পনীয় প্রেমোন্মাদনার সৃষ্টি হয়। তাঁর মজ্জুবি দেওয়ানা দশা দেখে খুবই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয়ঙ্করবোধ করে লোকজগৎ। আশেকের সার্বিক লা অবস্থা জারির সাথে কামাগ্নি অতীন্দ্রিয় প্রেমাগ্নিতে পরিণত হয়: 'হাম প্যায়ারসে জ্বলনেওয়ালেকো হায় চায়েন কাঁহা আরাম কাঁহা'?

▌কালাম

কালাম মানে আল্লাহর বাণী; গুরুবাক্য। সম্যক গুরুর মাধ্যমে প্রকাশিত আচরণের দিক-নির্দেশনা। 'কী কালাম পাঠালেন আমার শাঁই দয়াময় / এক এক দেশে এক এক কালাম কয় খোদায় পাঠায়'?

▌কালাম উল্লাহ

আল্লাহর কালাম তথা শাঁইজির বাণী; যে সমস্ত চিহ্নের মাধ্যমে আল্লাহ নিজেকে ভাষা বাক্যে প্রকাশ করেন। গুরুবাক্য ধারণ করা হলে শিষ্যের দেহভাণ্ড কালামরূপে বিকশিত হয়।

▌কালার কালে তারাই হলো কাল

কালার অধীন জীবনযাপন করলে সঙ্গদোষের কারণেই স্বাভাবিকভাবে জীব কালের অংশ তথা কালগ্রস্ত হবে।

AMARBOI.COM

▌কালী

কাল+ঈ=কালী। কালের সাধনকারী সত্তাই কালকে হরণ অর্থাৎ জয় করে কালজয়ী তথা কালোত্তীর্ণ।

▌কালীর চরণ

কালহরণকারী সত্তার চরে বেড়ানো অবস্থা; দেহের পাহারদার হিসেবে সংরক্ষিত আসন।

▌কালো ভালো বলবে শেষে

'কালো' রঙ হচ্ছে সবকিছুর অনুপস্থিতি 'লা' অবস্থার নাম; সত্তার একাকীত্ব দশা। সাধকের ফানা; প্রতিটি মানুষের জন্যে যে স্তর আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়।

▌কালো শশী

বিন্দুর বিকশিত রূপ; সম্যক গুরুসত্তা; কৃষ্ণচন্দ্র; কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। অমাবস্যার অজ্ঞান চিত্তাকাশে জ্ঞানপূর্ণিমা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌কায় / কায়া

মানবদেহ; শরীর; আকারপ্রাপ্ত অবস্থা।

▌কায়াধারী হয়ে কেন তাঁরে খুঁজে পাই না এ সংসারে

জ্ঞানধারী তথা নূরে মোহাম্মদী রূপ বিন্দুধারী হিসেবে মানুষের বাইরের দেহের ছায়া থাকলেও অন্তর্গত জ্ঞানের কোনো ছায়া থাকে না।

▌কায়েম উদ্‌দ্বীন হবে কিসে

কায়েম মানে প্রতিষ্ঠা। দ্বীন অর্থ বিধান, constitution, ধর্ম। দ্বীন দুই প্রকারের; যথা: ১. আল্লাহর দ্বীন ২. মানুষের রচিত দ্বীন। আল্লাহর দ্বীন এক এবং অখণ্ড, সমস্ত সৃষ্টি জুড়ে পরিব্যাপ্ত। মানব রচিত দ্বীন অনেক এবং সেগুলো সাময়িক ও সীমাবদ্ধ। আল্লাহর দ্বীনের অধীন সমস্ত সৃষ্টি। কেবল মানব ও জিনের মন ব্যতীত আল্লাহর দ্বীনের ব্যতিক্রম চলার সাময়িক ক্ষমতা অন্য কারো নেই। মানব মনকে তার সাময়িক স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি (Limited free will) দান আল্লাহতা'লার উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি। মনের এই নির্বাচনীশক্তি দান করার কারণেই 'দুনিয়া' বা 'আমিত্ব' রচিত হয়েছে। কিন্তু এই দুনিয়ার দিকে আল্লাহ ফিরেও তাকান না। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের মানব রচিত দ্বীনগুলো আল্লাহর কাছে অগ্রাহ্য। আল্লাহর প্রেরিত নবি ও রসুলগণ মানুষের রচিত দ্বীনের উপর আল্লাহর রচিত দ্বীনকেই জারি করতে এসেছেন।

আল্লাহর বিধানের ভাবধারা নিয়ে মানুষের কর্মধারাগুলো গঠিত হলে মানুষের কর্মজীবনের অসংখ্য ব্যবস্থার মধ্যেও দায়েমি সালাতির উপর আল্লাহর ছায়া বিদ্যমান থাকে। তখনই মানুষ হয় কায়েম উদ্‌ দ্বীন। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী রচিত 'মসজিদদর্শন' গ্রন্থ।

▌কি করিলে ফানা ফিল্লাহ সকল ভেদ জানা যাবে

আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করেন সার্বিক 'লা' হিসেবে। তিনি বলেছেন তাঁর অস্তিত্ব থাকে শরিক ব্যতীত। তিনি মোহহীন তাই লা শরিক। বান্দার মন ও মস্তিষ্কে আল্লাহর থাকা ছাড়া অন্য কারো না থাকা অবস্থাই হচ্ছে ফানা অবস্থা। প্রতিটি বিষয়ের উপর ধ্যান পদ্ধতি প্রয়োগ দ্বারা তা গ্রহণ করা এবং আত্মদর্শনের মাধ্যমে গ্রহণ, বর্জন ও সমন্বয়ের সার্বক্ষণিক প্রহরা অবস্থার মাধ্যমেই অখণ্ড সত্যকে জানা সম্ভব।

▌কিঞ্চিৎ নজির দেখাই

শাঁইজির কিঞ্চিৎ নজির অকিঞ্চিতকর। আল্লাহ তাঁর আকার সাকার প্রকাশরূপে স্বরূপ চেতনা বোঝাতে রসুলাল্লাহকে উত্থিত করেছেন মানবমণ্ডলীর মধ্যে। কারণ মানবমণ্ডলী রসুলকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৃষ্টিরূপের মধ্যে জীবজগৎ হলো আহাদ। জীবের মধ্যে পরমরূপে মোহাম্মদ ঢাকা পড়ে আছেন। সে কারণে 'আহ্‌মদ' থেকে 'মিম' হরফ বাদ দিলে আবার 'আহাদ' হয়ে যায়। আহাদের মধ্যে মোহাম্মদের এমন প্রত্যক্ষ সত্যায়নই শাঁইজির কিঞ্চিৎ নজির দর্শন।

▌কিঞ্চিৎ নজির দেখা যায়

'আলিম লাম মিম'–এই তিনে মিলে হয় জগৎ সৃষ্টি। শাঁইজি বলছেন 'ত্রিগুণে সৃজিলেন সংসার'। 'আহাদ' তথা প্রকৃতির মধ্যে 'মিম' অর্থাৎ নূরে মোহাম্মদীর 'ম'গুণ সংযুক্তি দ্বারা 'আহ্‌মদ' তথা সামাদ বা পুরুষসত্তার উত্থান দ্বারা এই ভবসংসারে অসামান্য আল্লাহসত্তার সামান্যতম তথা 'কিঞ্চিৎ' প্রকাশ ঘটেছে। অসামান্য বা বিশেষ এ বিষয়টি সঠিক গুরু ধরে ধীরে ধীরে বুঝে নেবার দরকার আছে।

▌কিশোরী বসে আছে মানভরে

রাধার শৈশব অবস্থাকেই বলা হচ্ছে। কৃষ্ণকে না পেয়ে রাধার মনে জমেছে ভারি অভিমানের মেঘ।

AMARBOI.COM

▌কিসের কাঙ্গাল আমার অটল বিহারী

'অটল বিহারী' মানে বিন্দুর ভ্রমণাবস্থা। প্রকৃতি চরিত্রের অনুকূলে পুরুষ চরিত্র ধারণ করার আকাঙ্ক্ষা।

▌কি হবে আমার গতি

নানা পথ ও মত জেনেও আপন কর্তব্য নির্ধারিত না করতে পারার দুঃখ প্রকাশিত হয়েছে বাক্যটিতে। জনগণের মনের কথা শাঁইজি নিজের করে কহেন।

▌কী গতিতে হবে মিলন

কৃষ্ণের জন্যেই কৃষ্ণভজনা জীব সাধারণের জন্যে যা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু সহজ সাধক কৃষ্ণকে সারথি করেই নিজের দেহাভাণ্ডারে কৃষ্ণকে বিকশিত ও পরিভ্রমণ করান।

▌কী জানি হয় ললাটে দিন অকাজে গেল

সিদ্ধি পর্যায়ে এসেও সাধকের নিজের প্রতি দীনতা প্রকাশ পায়। হৃদয়ে বেদনার রেখাপাত ছাড়া চেতনার বিকাশ হয় কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌কী জন্যে নবিজি রহে পনেরো বছর হেরাগুহায়

প্রচলিত রাজসিক অনুষ্ঠানবাদী স্থূল ধর্মাচারকে মহানবির সুন্নাহর বাস্তব দৃষ্টান্ত দিয়ে সম্পূর্ণ নাকচ করে দেন শাঁইজি। তথাকথিত শরিয়তি মুসলমানদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, মাস মাপা রোজা ও বাৎসরিক পশুবলির ভোগবাদী ধর্মীয় কালচার পুরোটাই যে নবির আদর্শের একেবারে পরিপন্থি সেটা প্রমাণের জন্যে নবির জীবনচর্যাকে সামনে এনে দাঁড় করান। সবার গৎবাঁধা এক শরিয়ত পালনের মাধ্যমে যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে তবে নবিজি কেন পনেরো বছর হেরাগুহায় নির্জন সাধনা করলেন–এই প্রশ্ন তোলার দ্বারা শাঁইজি দেহের ভেতর মানসিক ভ্রমণ তথা হেরাগুহার আত্মদর্শন সাধনাই যে প্রকৃত ইসলাম মানে শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল পদ্ধতি সে গুরুত্বই পুনর্ব্যক্ত করেন।

▌কীর্তিকর্মা

কুমার; কামপুরুষ ; আবার দেহের কর্তাও বটে। কামবিন্দুর তাড়নায় যে সমস্ত রাজ্য স্থাপনা গড়ে ওঠে। শাঁইজি বলেন: কীর্তিকর্মার লেখাজোখা আর কি ফিরিবে।

▌কীর্তিকর্মার লেখাজোখা আর কি ফিরিবে

পরমেশ্বর স্বরূপ উপলব্ধি না করলে তাঁকে হারিয়ে আর্তনাদ করলে কী হবে?

AMARBOI.COM

▌কী প্রকারে নবির জন্ম হলো

জননী আমেনার উদরে যাঁর জন্ম তিনি জন্মমৃত্যুর অধীন কিন্তু যে নূর থেকে নবির সৃষ্টি সেই নূর অবিনশ্বর। নবি হলেন সচৈতন্যসত্তা জন্মসূত্রে হেরাসাধনা দ্বারা অর্জনীয় সর্বকালীন বিষয়।

▌কী বলবো সেই বৃক্ষের খুবি তাঁর এক ডালে দ্বীন এক ডালে দোনে

'খুবি' শব্দটি মূলকাণ্ড হিসেবে বিবেচিত । তার এক ডালে অখণ্ড দ্বীন বা ধর্ম বা গুরুসত্তা। অপর ডালে দুনিয়া বা খণ্ড আমিত্ব বোঝায়। এখানে শাঁইজি নবিসত্তার দ্বান্দ্বিক প্রকাশ ও বিকাশকে বুঝিয়েছেন।

▌কী বুঝে মুড়ালি মাথা পথের নাই অন্বেষণ

সাধন-ভজনের তরিকা লাভের জন্যে সম্যক গুরুকে আশ্রয়রূপে ধারণ না করে বাহ্যভেক ধরে বসে কপটাচারি চাতুরি ভাবের ভেজাল জুচ্চোরি।

▌কী বৈদিক ঘিরলো হৃদয় হলো না সুরাগের উদয়

বৈদিক যুগের ধোঁয়াশায় ঘিরে ফেলা জীবের বদ্ধদশা। সেই দুর্দশা থেকে বের করে নিতেই শ্রীকৃষ্ণের উদয়। এক সাধু গাইছেন:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নদের গোরা চৈতন্য যাঁরে কয়
সে শাক্ত ভারতীর কাছে শক্তিমন্ত্র লয় ॥
পরে গিয়ে রামানন্দের কাছে
বাউল ধর্মের নিশানা খোঁজে
তবে তো মানুষ ভজে পরমতত্ত্ব পায় ॥
বাউল এক চণ্ডীদাস
মানুষের কথা প্রকাশ
সেই তত্ত্ব অবশেষে বৈষ্ণবেরা নেয় ॥
মর্কট বৈরাগী যারা
এক অক্ষরও পায় না তারা
গীতা ভাগবত শাস্ত্র পড়া পণ্ডিত সবায় ॥
তিলক মালা কৌপিন আঁটার দল
জানে শুধু মালসা ভোগের ছল
দিনরাত কিছু না বুঝে মালা জপে যায় ॥

▌কুঞ্জ

স্নায়ুতন্ত্রে আচ্ছাদিত মানব দেহ। দেহ সাজিয়ে তোলা মানে নিরঞ্জনের রঙে রঙিন করে তোলা। 'কুঞ্জ' মানে মহাযোগের আপিন্ন ভাবকে প্রকৃতিস্বভাবী হয়ে দর্শন করা।

▌কুতর্ক আর কুস্বভাবী তারে গুপ্তভেদ বলে নাই নবি

অনেক সাধুবেশধারী লোককে দেখা যায় যারা সাধনার মাধ্যমে শরিয়ত, তরিকত, হকিকত না বুঝে কেবল মনগড়া খণ্ডবুদ্ধির বিচারজ্ঞান দিয়ে শাব্দিক 'মারেফতি'র জোরে শরিয়তপন্থিদের সাথে কুতর্কে লিপ্ত হয়। অথচ তাদের স্বভাবে মারফতের তথা সূক্ষ্মজ্ঞানী-দার্শনিকের চরিত্রগুণ প্রকাশিত হয় না। এ সমস্ত কুতর্কপ্রিয় অপরাশ্রয়ী মানুষদের কখনো সম্যক গুরুরূপে নবি গুপ্তপথের তথা রহস্যজগতের সন্ধান দেন না।

▌কুওকার

আরবি শব্দ 'কুওৎ' থেকে উদ্ভূত হয়েছে 'কুও' যার অর্থ শক্তি, বল, সামর্থ্য ইত্যাদি। কুও+কার = কুওকার। 'কার' অর্থ: কার্য, ক্রিয়া, কর্ম তথা দেহ। দেহ মানেই কোনো না কোনো পূর্বজন্মিন কার্য ও কারণের ফসল। কার্য করার জন্যে দেহসৃষ্টি হয়েছে। দেহ মানেই স্থান ও কালের একটি কারাগার (কার+আগার = কারাগার)। দেহই মনের কারাগার। দেহের কারণে অখণ্ড মূলসত্তা বা অনন্ত মন স্থানকালের কারাগারে বন্দি হয়ে নানা দুঃখজ্বালা ভোগ করে থাকে। দেহ মানেই নিরাকার মনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যে বাড়তি একটি বোঝা মানে দুঃখজ্বালা, অনিশ্চয়তা, রোগভোগ, বার্ধক্য, মৃত্যু ইত্যাদির শাস্তিদায়ক অবস্থা।

কারণ অর্থ মন। মনের পূর্বেকার অর্জিত স্তর বা কারণস্বরূপ প্রকাশক্ষেত্ররূপে এদেহ কার্য করতে এসেছে ভববাজারে। সাধুবিধানে কার্যকারণ অর্থ দেহমন। পূর্বজন্মের মানসিক অর্জন অনুসারে আমাদের মানবদেহ গঠিত হয়। মন নিরাকার অর্থাৎ যার কোনো আকার নেই । নিরাকার থেকেই অনেক কার বা দেহ সৃষ্টি হয়। বহু কারে গড়া মানবদেহ যে কতো কার ও কারণকরণের সমষ্টি তা সামান্যজ্ঞান বা সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য: 'অন্ধকার, ধন্ধকার, কুওকার, দীপ্তকার, আকার সাকার, নিরাকার, হুহুঙ্কার এহি সপ্তকারে ষোলোকলায় বিরাজেন শাঁইজি আমার'।

মানব কি একদিনে কেউ হয়? এ কি পশু যে শুধু জীবন-ধারণ করবে? তাকে মানুষের করণ করতে হবে। সব কিছু বুঝতে হবে। ভাব থেকে জ্ঞান জন্মে। জ্ঞান থেকে আবির্ভাব ঘটে সত্যাসত্যের চেতনাবোধ, ভালো-মন্দ, সৎ-অসতের বিবেচনা। তাই শাঁইজির মানবদেহ রহস্যলীলা ধীরে ধীরে কার আকারে পরিণত হয় তার সূক্ষ্ম গঠনবিন্যাস। এই সাতটি কার বা সপ্তকার মাতৃগর্ভের অভ্যন্তরীণ সাত প্রকার এবং বহির্জগতের সাত প্রকার ভাব প্রকাশ করে।

সূক্ষ্মদেহ বাতেন মানে গোপন রহস্য স্থূলদেহরূপ ধরে জাহেরে মানে প্রকাশে এসে স্তর বা গঠনকালীন ষোলোকলা বা পূর্ণচন্দ্র পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। মানবরূপ সিদ্ধদেহেই শাঁইজির চব্বিশ চন্দ্রভেদতত্ত্ব গুপ্তব্যক্ত। মাতা-পিতার মিলনের মাধ্যমে পিতৃ ঔরশ থেকে বীর্য বিন্দুরূপে শুক্রকীট মাতৃ ডিম্বাণুর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত দেহ গঠনের প্রাক্ কার বা কাল হলো অন্ধকার। পিতৃ শুক্রবিন্দু মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে মাতৃ ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হলে মাতৃগর্ভের অষ্টম দলে অর্থাৎ জরায়ুর মধ্যে প্রথম ভ্রূণবদ্ধ স্থূলদেহ গঠনের প্রারম্ভিক কার হলো ধন্ধকার। অতপর প্রাণশক্তি সঞ্চারকালকে বলা হয় কুওকার । মাতৃগর্ভে তৃতীয় মাসে শিশুর মস্তিষ্কে যখন নূরে মোহাম্মদী মোকাম গঠিত হয় সেই কাল বা কারই দীপ্তকার। সম্যক গুরু আকার সাকারে দেখা দিয়ে নিরাকারে যখন হুহুঙ্কার মেরে নূরের অবিরাম যে স্পন্দনশীলতা সঞ্চার করেন সেই কারকে বলা হয় দীপ্তকার। সম্যক গুরু এ সময়কালে প্রত্যক্ষ স্বরূপে দর্শন দিয়ে অনিত্য দেহসৃষ্টির নিত্যকর্মাদি সম্পাদন করান অর্থাৎ বাইরের পৃথিবীতে গিয়ে সম্যক গুরুর সাধন ভজনের বিশেষ অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। মাতৃগর্ভের মধ্যে নয়মাস ধরে একে একে সপ্তকার পেরিয়ে পরিশেষে পূর্ণাঙ্গ মানবদেহ গঠন সুসম্পন্ন হয়। মাতৃগর্ভের অভ্যন্তরস্থ সপ্তকারজ্ঞান ভাষা শব্দ বাক্য দিয়ে কখনো বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। শাঁইজি নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসরণ তথা আত্মদর্শনের দ্বারা এ সূক্ষ্মজ্ঞান লাভ করা যেতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌কুদরত

সম্যক গুরুর মানবদেহ গঠনের অখণ্ড সৃষ্টি কৌশল বা স্থূলদেহে অতিসূক্ষ্মতর মনোজগত সৃজন পদ্ধতি।

▌কুদরতি গাছ

সৃষ্টি কৌশলের নিগূঢ় রহস্যজগত। মানুষের সূক্ষ্ম মনোদেহ যেখান থেকে গুরুকল্পতরু বিকশিত ও প্রকাশিত হয় এবং যা বর্ধিষ্ণু। আকৃতি বিচারেও মানবদেহ গাছের সাথে তুলনীয়। মানুষের মাথার ভেতর ভালোমন্দ বিচারজ্ঞানের মূলকাণ্ড মাটি থেকে গাছের বিপরীত অর্থাৎ উপরের দিকে সোজাসুজি খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। পাশাপাশি গাছের মূলকাণ্ড বা মাথাটি মাটিতে নিচের দিকে উল্টানো অবস্থায় থাকে। মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে প্রতিটি স্বাভাবিক মানব শিশুর মাথা নিচের দিকে ঘোরানো অবস্থায় থাকে। মাতৃদ্বার দিয়ে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার কালেও মানব শিশুর মাথা গাছের মতো নিচের দিকে উল্টানো অবস্থায় থাকে। মানবদেহকে আল-কোরানে শাজিরা বা গাছের উপমায় হাজির করা হয়েছে; যথা: শাজিরাতুত তুয়া মানে সম্যক গুরুদেহ যা জান্নাতবাসীগণের আশ্রয় এবং শাজিরাতুজ জাক্কুম যেখানে গুরুহীন জাহান্নামবাসীদের ভোগবাদ মোহের আগুনে জ্বালায় দেহমনকে।

AMARBOI.COM

▌কুমার

কার্তিকেয়; জীব সকলের কর্তাসত্তা। অপরদিকে সেই সত্তা হচ্ছে শিব পার্বতীর বর্জিত বীর্য থেকে সৃষ্ট দেবতা বিশেষ।

▌কুল পাবা না

গুরু বিনে শিষ্যের পারাপার নাই। প্রতিটি জাতিসত্তার জন্যে একজন সম্যক গুরু অবশ্যই দেহরাজ্যে উপস্থিত আছেন। মানুষের প্রয়োজন তাঁকে খুঁজে বের করা। তেমনি প্রতিটি মানুষের দেহভাণ্ডের ভেতর গুরুশক্তি মোহের আড়ালে আবৃত হয়ে আছেন। কখনও শ্বাসপ্রশ্বাস নামে, কখনও মণিবিন্দু নামে, কখনও ত্রিবেণী বা তৃতীয় নয়ন নামে। জীব সচৈতন্য না হলে কার সাধ্য তাকে পারাপার করায়?

▌কুলের কাঁটা

কুলের সংস্কাররাশিকেই শাঁইজি কুলের কাঁটা বলছেন। গুরুবাক্যের দৃষ্টান্তমূলক জ্ঞানময় আঘাতে শিষ্যের ভেতর থেকে কুলকাঁটার উৎপাটন হয়ে থাকে।

▌কৃষ্ণ

'কৃষ' ধাতু থেকে এসেছে 'কৃষ্ণ'। 'কৃষ' ধাতুর একটা অর্থ 'কর্ষণ' করা; আরেকটি অর্থ হলো 'আকর্ষণ করা'। অজ্ঞান ভক্তমনোভূমির আগাছা-জঞ্জাল উচ্ছেদ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিবারি সিঞ্চন দ্বারা কর্ষণকর্ম করা সম্যক গুরুরূপে কৃষ্ণের প্রধান পরিচয়। আবার সদানন্দ প্রেমিক গুরুরূপে শ্রীকৃষ্ণ সবাইকেই আকর্ষণ করেন। তিনি চুম্বক, ভক্ত লোহা। চুম্বকের আকর্ষণ কি লোহা উপেক্ষা করতে পারে? সমুদ্রের আকর্ষণ ছেড়ে নদী কি উল্টোখাতে বইতে পারে? তেমনই শাঁইজি কৃষ্ণরূপে ভক্তকে কাছে টানেন। তাঁর যে বাঁশী, আসলে এ বাঁশীটা কী? তাঁর আহ্বান, অনন্তের আহ্বান, আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছেনঃ এসো, আমার কাছে এসো। সে আহ্বান শুনে পাগলের মতো ছুটে চলেছি। স্বামী-সংসার সব তুচ্ছ। লোকনিন্দা হবে, লোকে উন্মাদ বলবে, কলঙ্ক দেবে কুলটা বলে–যাচ্ছেতাই বলুক, আমি কৃষ্ণ বিনা আর কিছু জানি না। নদীয়ায় শ্রীচৈতন্যের মধ্যে আমরা দেখেছি এই ভাবই। তিনি নিজেকে রাধা ভাবছেন আর অবিরল ধারায় অশ্রুপাত করছেন কৃষ্ণবিরহে।

▌কৃষ্ণচরণ

সহজ সাধকের কাছে কৃষ্ণচরণ বলতে আপন প্রেমময় গুরুর পদ যেখানে কর্ষণ দ্বারা উৎকর্ষের মধ্যে আকর্ষণীয় কৃষ্ণের আচরণ লুকিয়ে রয়েছেন।

▌কৃষ্ণ ছাড়া রাধা তিলার্ধ নয়

রাধা হচ্ছেন ক্ষেত্রজ্ঞ বা প্রকৃতিসত্তা যার অস্তিত্বের সর্বাংশে কৃষ্ণের উপস্থিতি। ক্ষেত্র হিসেবে যিনি পুরুষের প্রত্যেকটি অংশ, কৃষ্ণসঙ্গের কর্ষণভূমিরূপে উর্বর রাখেন সর্বক্ষণ।

AMARBOI.COM

▌কৃষ্ণনিধি

নিধি শব্দটি দ্বারা অমূল্য রত্নকে বোঝানো হয়েছে যা বস্তুগতভাবে কখনোই স্থূল নয়, চেতনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মহাসম্পদ। শ্রীকৃষ্ণনিধি দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে লক্ষ্মী ও বিন্দু এবং এ দুইয়ের মিলিত রূপ সৃষ্টিস্রষ্টার অখণ্ডসত্তাকে।

▌কৃষ্ণ বলে শোন লো গোপীগণ, তোদের বসন চুরি করি কী কারণ

গোপীগণের বসন চুরি করার কারণ হচ্ছে, গোপীগণ কৃষ্ণাকাঙ্ক্ষা বাদ দিয়ে তাদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা দিয়ে আপনাদের দেহসত্তাকে পৃথক বা আবৃত করে রাখেন। এর মাধ্যমে গোপীনামের বিচ্ছিন্ন থাকার প্রবণতাকেই বোঝানো হয়েছে ।

▌কৃষ্ণ ভক্তজন একান্ত কৈটে মনে কৃষ্ণের লাগি

'একান্ত কৈটে মনে' অর্থাৎ আপন মূলসত্তায় কঠিন একাগ্রতা সহকারে গুরুময় হয়ে যাওয়া। কারণ প্রকৃত সাধক আপন দেহমনে কৃষ্ণকে অবিরাম ধরে রাখার মধ্য দিয়ে পরমানন্দ লাভ করে থাকেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌কৃষ্ণলীলার লীলে অথৈ থৈ দেবে কেউ সে সাধ্য নাই

বিন্দুর সম্বন্ধচর্চার কোনো কূল কিনারা নেই। সেক্ষেত্রে ঠাঁই দেবে এমন কোনো কর্তাসত্তাও নেই। একমাত্র গুরুবাক্য ধরে কৃষ্ণলীলের দৈর্ঘ্য প্রস্থ গভীরতার সন্ধান করে নিতে হয়।

▌কৃষ্ণলীলের অন্ত নাই

বিন্দুর গতি প্রকৃতি এবং তার প্রকাশিত চরিত্রের কোনো একক কাঠামো নেই। বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন অবস্থায় এবং বহুবিধ আচরণের মাধ্যমে প্রকৃতি জগতের সাথে সম্পর্কিত হয়ে থাকেন শাঁইজি। তাঁর সৃষ্টিরাজ্যে রহস্যময়তার শেষ নেই।

▌কৃষ্ণসুখে সুখ গোপীকার হয় নিরন্তরই

ইন্দ্রিয়পালনকারিণী সত্তা অবারিত আনন্দ লাভ করেন কৃষ্ণমণি ধারণের মধ্য দিয়ে।

▌কৃষ্ণ হতে রাধা হলো

বিন্দু হতেই সিন্ধুর উৎপত্তি। বিন্দু ধারণের জন্যেই রাধা চরিত্রের উন্মেষ ঘটেছে ভারতীয় সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যে।

AMARBOI.COM

▌কৃষ্ণহারা

বিন্দু (মণি) হারা অবস্থা; জীবসত্তার মেরুদণ্ডহীন অবস্থা।

▌কৃষ্ণের আনন্দপুরে কামী লোভী যেতে নারে

কামী ও লোভী লোকেরা কৃষ্ণজ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করতে কখনো পারে না। সম্যক গুরুর ভাবরাজ্যে আশ্রয় নিতে চাইলে আগে মনকে নিষ্কাম অর্থাৎ বিষয়মোহমুক্ত করতেই হবে।

▌কৃষ্ণের কথা কইতে দেয় না

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মজগতের শাস্ত্রপন্থি-আচারবাদী ধার্মিকগণ সহজ সাধকের কথায় বাধা সাধে। ওরা সর্বলোকত্যাগী লোকোত্তরের মুক্তপুরুষকে লৌকিক শাস্ত্রশস্ত্রের আঘাতে থামিয়ে দিতে চায়। কেননা ওরা শ্রীকৃষ্ণকে মাটির পুতুল বা অলীক দেবতা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। মানবদেহ ধারণ করে তিনি যে মানুষের সামনে সমান্তরাল এসে দাঁড়াতে পারেন সেটা কোনো যুগে সাধারণ লোকেরা সহজে বুঝতেই চায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌কেউ ঢাকা দিল্লি হাতড়ে ফেরে কেউ দেখে কাছে

জীবসত্তার দেহভাণ্ডে গুরু নিহিত আছেন। দেহভ্যন্তরে তাঁকে অন্বেষণ না করে লোকদের বাইরে খুঁজে বেড়ানোর কথা বোঝাতে গিয়ে শাঁইজি এ বাক্যটি নাজেল করেন।

▌কেউ তাঁরে কয় মূলাধারের মূল

বিন্দুর উৎপত্তি স্থলে যিনি বিন্দুরূপে মূলকেন্দ্রে অবস্থান করেন। সাধকের কাছে সেই মূলাধারের মূলই হচ্ছেন আপন রব মানে সম্যক গুরুরূপে শ্রীচৈতন্য গোসাঁই।

▌কেউ বলে নামাজ পড়ো

কাঠমোল্লারা নামাজ পড়ার জন্যে এতো হাঁকডাক ছাড়ে অথচ মোটেও 'নামাজ' শব্দটি কোরানের শব্দ নয়। কোরানের শব্দটি হচ্ছে 'দায়েমি সালাত' অর্থাৎ সার্বক্ষণিক ধ্যান। প্রচলিত অর্থে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহকে সেজদা করা বোঝায়। কিন্তু সাধক বলেন: 'না দেখে সেজদা করা মেহনত বরবাদ গুনায় ধরা / না দেখে তার নামে সেজদা করে যত ধোপার গাধা'।

অন্য একজন বলছেন:

আমাদের চিরকালের এই ধারা।
মানি না কেতাব কোরান সবিজির তরিক ছাড়া ॥
মাশরেকি তরিক ধরে চন্দ্র সূর্য পূজা করা।
পঞ্চরস সাধন করে চন্দ্রভেদী যাঁরা ॥
সরল চন্দ্র গরল চন্দ্র রোহিণী চাঁদধারা।
রজঃবীজে মিলন করে পান করেছি সারা ॥

▌কেউ বলে মক্কায় গিয়ে হজ করিলে যাবে গুনাহ

বাক্যটির ব্যাখ্যা শাঁইজি বিভিন্নভাবেই দিয়েছেন। যদি হরি বললেই মুক্তি হয় তাহলে সাধন ভজনের প্রয়োজন কেন? শাঁইজি বলছেন:

না জেনে করণকারণ কথায় কী হবে
কথায় যদি ফলে কৃষি তবে বীজ কেন রোপে?

তারপর বলছেন:

গুড় বললে কি মুখ মিঠা হয়
দিন না জানলে আঁধার কি যায়
তেমনই জেনো হরি বলায় হরি কি পাবে ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌কেন হয় সে দণ্ডধারী

দণ্ডধারী হলো আইন ধারণকারি সত্তা। আইন মানে কৃষ্ণ, কৃষ্ণকে ধরে রাখা সাধক সত্তা। কৃষ্ণকে ধরে রাখার কারণ হলো:

আপন হাতে জন্মমৃত্যু হয়
খোদার হাতে হায়াত মউত কে কয় ॥
বীর্যরস ধারলে জীবন
অন্যথায় প্রাপ্তি মরণ
আয়ুর্বেদ করে নিরূপণ করি নির্ণয় ॥
নিজে বীর্যক্ষয় করে
পশুর মতো পথে পড়ে
কতজনে যায় মরে খোদার দোষ দেয় ॥

'বীর্যরস' মানে এখানে বোঝানো হয়েছে 'কৃষ্ণ' নামে। কৃষ্ণই হচ্ছে দণ্ড শব্দের সাংকেতিক রূপ।

▌কেতাব

আল্লাহর রহস্যময় বিকাশবিজ্ঞান। কাগজে মুদ্রিত কোনো ধর্মগ্রন্থ; যথা: কোরান, ইঞ্জিল, তোরা, জবুর, বেদ, পুরাণ কেতাব নয়; কেতাব থেকে প্রকাশিত বাক্যরাশি। মূলসত্তা নূরে মোহাম্মদীর মাধ্যমে বিচিত্র সৃষ্টি বা দেহসত্তারূপে স্রষ্টার বিকাশবিজ্ঞানকে বলা হয় কেতাব। উচ্চমানের বিশিষ্ট সাধকের উপর কেতাবজ্ঞান নাজেল হওয়া সর্বকালের একটি চিরন্তন ব্যবস্থা। কেতাব মানে মহাবিশ্বপ্রকৃতির সামগ্রিক বিকাশবিজ্ঞান। মানুষের জন্যে আল্লাহর দেয়া জীবনবিধানও কেতাবের অর্ন্তভুক্ত। যদি শাঁইজির কেতাবের মর্ম আমরা মূলগতভাবে বুঝে নিতে পারি তবে তাঁর কোরানের অভিব্যক্তিও আমাদের পক্ষে বুঝে ওঠা সহজ হবে।

আল্লাহর বিকাশবিজ্ঞানকে কেতাব বলে। যে যন্ত্রের মধ্যে বা যেসব রূপের মধ্যে আল্লাহর উক্ত বিজ্ঞানময় বিকাশ সাধিত হয় তার মধ্যে মানবদেহই হলো শ্রেষ্ঠ। এজন্যে মানবদেহকে 'আল-কেতাব' বলা হয়েছে কোরানে। আল কেতাবের জাহের রূপ 'মানবদেহ' এবং বাতেন রূপ 'বিকাশবিজ্ঞান'। আল কেতাবের উভয় প্রকার বিকাশের মূল উৎস নূর মোহাম্মদ । 'আল-কেতাব পড়া' অর্থ 'আপনদেহ পাঠ করা' মানে আপনদেহের মধ্যে আত্মদর্শনের অনুশীলন করা। আপনদেহই সকল জ্ঞানের মূল উৎস। সোজা কথায়, কেতাব অর্থ: মানবদেহ। আল কেতাব অর্থ বিশিষ্ট মানবদেহ বা সিদ্ধদেহ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত একজন মহাপুরুষ। আল কেতাব থেকে সকল ধর্মগ্রন্থের আগমন। সূত্র সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী ॥ কোরানদর্শন ॥ শব্দসংজ্ঞা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌কেন হলিরে আজ নিমাই দেশান্তরী

নিজ দেহভাণ্ড ছেড়ে অপারাপর আশ্রমে ঘুরে বেড়ানোকেই এখানে বোঝানো হয়েছে।

▌কে পুরুষ আকার কী প্রকৃতি তাঁর

এখানে জাগতিক কিংবা বায়োলজিক্যাল লিঙ্গ বিশ্লেষণে কোনও অর্থেই পুরুষ বা প্রকৃতি (নারী) বলা হয়নি। বরং প্রচলিত পদ্ধতির অসহায় অবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। সূক্ষ্মজ্ঞানে লিঙ্গভেদ নেই বরং সব ভেদ অতিক্রম করে যাওয়াই মূলসত্তার মেরাজ তথা আল্লাহদর্শন।

▌কে বা না মজেছে সখী

শ্যামের প্রেমে আত্মহারা অবস্থা; শ্যাম হচ্ছে গৌড়ীয় পরিমণ্ডলে বিন্দুর অপরিণত অবস্থা। তাতে 'কে বা না মজেছে সখী'। সখী বলতে এখানে সর্বসাধারণের স্থূল বস্তুর কাছে ধরা খাওয়া অবস্থাকেই বোঝায়।

▌কে বোঝে কৃষ্ণের অপার লীলা

কৃষ্ণ এখানে বিন্দু; শাঁই; মানবসত্তার গোপন কর্তা। 'অপার' শব্দটি পারহীন অবস্থার পরিচায়ক বোঝায়। কূলহীন বিন্দুর সম্বন্ধচর্চার ধরন বোঝাতে বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে।

AMARBOI.COM

▌কেমন করে থাকি

সত্তা বা দেহের ভেতর থেকে মূলসত্তা তথা নূরময় প্রাণবিন্দু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে দেহ আর ভর করার মতো কোনো আশ্রয় খুঁজে পায় না। রসুল হচ্ছেন প্রত্যেকটি জীবের ভেতর গুপ্তসুপ্ত মেরুদণ্ডস্বরূপ। তিনি সর্বসৃষ্টির মূলাধার।

▌কেয়ামত

'ব্যক্তিজীবনের মৃত্যুকালকে কেয়ামত বলে। সার্বিক ধ্বংসের উল্লেখ কোরানে কোথাও নাই। "যখন আকাশ, পৃথিবী, পাহাড়, সমুদ্র ইত্যাদি বিচলিত হইয়া যাইবে"–এই জাতীয় উল্লেখ কোরানে যেখানে আছে সেখানেও উহা ব্যক্তি কেয়ামতেরই উল্লেখ মাত্র। একটি নফসের নিকট হইতে সমগ্র বস্তুজগত তখন ক্রমশঃ বিচূর্ণ হইয়া যায়, তথা বিদায়মুখী নফস নিজেই সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছে। মানুষের আপন রবের চেহারা ব্যতীত সৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু আছে সকলই ধ্বংসশীল। যে মানুষ তাহার রবের চেহারা অর্জন করিতে পারিয়াছেন, মৃত্যুকে জয় করিয়া, প্রকৃত জীবন লাভ করিয়া তিনি চিরঞ্জীব হইয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়াছেন। কেয়ামত তাহার জন্য শেষ মৃত্যু হিসাবে বলিলেও বলা যাইতে পারে। ইহাও আসলে তাহার মৃত্যু।
'কেয়ামত' কথাটির শূল অর্থ 'দাঁড়ানো'। দেহ ওমন একত্রিত হইয়া যে রূপ চলতি অবস্থায় থাকে তাহা দাঁড়াইয়া যাওয়া বা থামিয়া যাওয়া বা বিরতি গ্রহণ করা। Standing of the running condition of body.
উৎস ॥ সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী ॥ কোরানদর্শন ॥ শব্দসংজ্ঞা ॥

▌কেলে সোনা

Black Kose; কৃষ্ণকে অত্যন্ত যত্নভরে শাঁইজি সম্বোধন করে এমন আদুরে নাম ডাকছেন।

▌কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়

তৃণগুল্ম, লতাপাতা ও গাছপালায় পাহাড়ের মাটি বা আসল দেহতলটি যেমন আড়াল হয়ে আছে তেমনই রক্তমাংসের মানবদেহ মধ্যেও আল্লাহর সূক্ষ্ম স্বরূপশক্তি 'নূরে মোহাম্মদী' ঢাকা পড়ে আছে। স্থূল মানবদেহকে কোরানের রূপক ভাষায় 'পাহাড়' বলা হয়েছে। আবার সম্যক গুরুকে অভিষিক্ত করা হয়েছে 'চুলবিহীন মাথা' বলে।
মানবদেহের মাথা কেশ বা চুলে আবৃত থাকে। চুলে ঢাকা মানবদেহের পরিচালক মাথার ভেতরের কার্যক্রম যেরূপ বাইরে থেকে সাধারণ লোকের দৃষ্টিগ্রাহ্য নয় তদ্রূপ সুফি সাধকের আপন দেহের মধ্যে আত্মদর্শন দ্বারা আল্লাহ তথা গুরুসত্তার বিকাশক্রিয়া মোটেও লোকদেখানো অনুষ্ঠানবাদী নামাজ, রোজা, হজ, কোরবানি, তীর্থ, ব্রত, পুজো, জপ, তপের পরোয়া করে না। এসব লোকধর্মের আচারবাদী সংস্কার ছেড়ে গুরুজ্ঞানমুখি ভজনসাধন দ্বারা লোকোত্তর সিদ্ধ মহাপুরুষগণ কোরানের মূর্ত প্রকাশ হয়ে ওঠেন। দেহের মধ্যে মন দিয়ে ভ্রমণ দ্বারা গুরুবস্তুর স্বরূপ অর্জন করে লোকোত্তর সাধকসত্তা মহসিদ্ধি তথা আল্লাহিয়াত লাভ করেন ।
অন্যদিকে অন্তর্মুখি ধ্যানহীন অজ্ঞান লোকেরা আপন দেহে ডুব দিয়ে আল্লাহকে না খুঁজে মক্কা, গয়া, কাশি, হরিদ্বারে মিছেমিছি হজ, তীর্থ, ব্রত, দানের ভণ্ডামি করে বেড়ায়। দেলমক্কার ভেদ না জানলে হজতীর্থ কিছুই হয় না। দেহের ভেতরে ডুব না দিয়ে যারা বাইরের স্থূল উপাদানের মধ্যে কেরামতি খুঁজে তারা বৃথা ঘুরে ঘুরে মরে। বিষয়মোহে, বিভ্রান্তির আবরণে দেহরহস্য তথা আল্লাহিয়াত চাপা পড়ে থাকে। মনে সঞ্চিত বিষয়মোহের কলুষ কালিমার কারণে অর্জনীয় আপন মহাসত্য পাহাড় চাপা পড়ে আছে। শাঁইজির অনেক গানে এই রূপকের প্রয়োগ আছে; একটি উদাহরণ: কেশের আড়তে যৈছে পাহাড় লুকায়ে আছে দরশন হলো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌কে হিন্দু কে যবনের চেলা পথের পথিক চিনে ধরো এই বেলা

শ্রীচৈতন্য সত্তার ভেতর যারা আগমন করে তাদের জাতপাত-বর্ণ পরিচয় বর্জন করেই প্রবেশ করতে হয়। কিন্তু যিনি শ্রীচৈতন্যকেই চেনেন না তিনি বাহ্য জাতপাতের খেলেই জীবনযাপন করে চলেন।

▌কোথা নূরের বসতি

'নূরতত্ত্ব'এর নানা কালামে শাঁইজি প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন সৃষ্টি রহস্যের এই মূলবস্তুর অনাদি ও আদি বাসস্থল নিয়ে। সুরকে কখনো স্থূল হাত পা দিয়ে ধরা যায় না, সূক্ষ্মতর শ্রুতিশক্তি দিয়ে ধরতে হয়। আল্লাহর জাত নূরের অক্ষয় জ্যোতিও বহির্মুখি স্থূল দুচোখ দিয়ে ধরা যায় না বলেই এর অপর নাম 'অধরা'। গুরুর তৃতীয় নয়ন তথা দেলকোরানমুখি দিব্যনজর দিয়ে শাঁইজির স্বরূপ রূপে নূরদর্শন সম্পন্ন হয়। দেহের মধ্যে দেহাতীত এ ধরনকরণকীর্তি প্রত্যেক ঘটেপটে গুপ্তসুপ্তরূপে জীবন্ত আছে।

মানবদেহের গুহ্যদেশ থেকে দু আঙ্গুল উপরে এবং লিঙ্গমূল থেকে দু আঙ্গুল নিচে চার আঙ্গুল বিস্তৃত যোনিমণ্ডল আছে। তার উপর মূলাধার পদ্ম অবস্থিত। তার মধ্যে ব্রহ্মনাড়ির মূলে রক্তবর্ণময় কোটি সূর্যের ন্যায় নূরে মোহাম্মদী রূপে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ আছেন। তাঁকে সাপের মতো সাড়ে তিন প্যাঁচে পরিবেষ্টিত করে কুলকুণ্ডলিনীশক্তি বিরাজমান। এখানেই নূরের সচ্চাবিন্দু আপন স্বরূপে আবৃত রয়েছে। কুলকুণ্ডলিনীশক্তির অভ্যন্তরে চিৎশক্তি সক্রিয় রয়েছেন।

মানবদেহ সৃষ্টির পূর্বে এই নূর কোথায় বসত করে সেই প্রশ্নসহ অদ্ব্যর্থ উত্তরও আছে শাঁইজির জবানে। সম্যক গুরুর রহস্যজগত বা অসীম মনোলোক, চেতনলোক বা অখণ্ড জ্ঞানলোকেই নূরের আদিবসতি। সৃষ্টির পর প্রত্যেক মানবদেহের মূলাধারারের মূল সেই নূরে মোহাম্মদী।

▌কোথায় আবহায়াত নদী ধারা বয় নিরবধি

কোথায় সেই অফুরন্ত জ্ঞানরহস্যের চিরন্তনী ধারা যা অনবরত প্রবহমান? শাঁইজি বলছেন গুরু কৃপাবলে সেই ধারার ধারাবাহিকতা বুঝে নেবার প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে।

▌কোনকালে পরকাল হবে তাই তো ভজবো গোস্বামী

ব্যাঙ্গাতক অর্থে বাক্যটি বোঝানো হয়েছে। কারণ পরকাল মানে ফকিরি পন্থায় স্থূলদশা কাটাবার পরের কালকে বোঝায়। কারণ মৃত্যু বোঝাতে এখানে পরকাল বোঝানো হয়নি। 'যুক্তির অস্ত্র' তুলে লালন প্রশ্ন করেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম'লে ঈশ্বরপ্রাপ্ত হবে কেন বলে।
ম'লে হয় ঈশ্বরপ্রাপ্ত
সাধু অসাধু সমস্ত
তবে কেন জপতপ এত
করেরে জলেস্থলে।
যে পথে পরাভূত হয়
ম'লে তা যদি তাতে মিশায়
স্বর্গনরক কার মেলে ॥

▌কোনখানে বাদ রাখলো এবার দেখ না তোরা

ইবলিশ শয়তান সর্বত্রই সেজদা করেছে একমাত্র আদমের দেহ ছাড়া। ফকিরি মতের মানুষেরা সেই আদমের পরিচয়জ্ঞানে সম্যকগুরু তথা সহজ মানুষকেই সেজদা করে থাকেন।

▌কোন পথে যাই

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'যত মত তত পথ' কোন পথ দিয়ে ভ্রমণ করলে ঠিক কানাইকে আপন দেহারণ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে সদাই তা নিয়ে সন্দিহান বদ্ধজীব। গুরুবিহীন অনুষ্ঠানবাদী ধার্মিকদের ধর্মজীবন এরকম অস্থির ও অনিশ্চয়তাপূর্ণ হয়ে থাকে।

AMARBOI.COM

▌কোন পেয়ালা

কোন পেয়ালা মানে কোন দেহ? যে দেহ নিরালা ধারণ করে। নিরালা বলতে ব্যক্ত ও অব্যক্ত যাবতীয় চিহ্নই বোঝায়। আত্মজ্ঞানে সদ্‌জ্ঞানীর দেহভাণ্ড হচ্ছে অরূপ রূপের পেয়ালা। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধহীন কেবলমাত্র দ্যুতিময় পরশ ধারণ করেন।

▌কোন প্রেমের দায় ফাতেমাকে শাঁই মা বলেছে

ভাষা বাক্যবন্ধের মোহ-সংস্কার থেকে আপন সত্তাকে বিচ্ছিন্ন করে মূলসত্তা মানে আত্মস্বরূপে স্থিত হলে অখণ্ড যে প্রেমবোধ জন্মে সেই প্রেমিকসত্তার কাছে অর্থাৎ নূরে মোহাম্মদীসত্তার কাছে ফাতেমা হচ্ছেন শাঁইমাতা আপন গুরু। যিনি কামেল গুরুরূপে সমাজে আরো অনেক গুরুর জন্ম দেন দৈহিকভাবে পুরুষ হলেও অসীম সৃজনীশক্তির কারণে হকিকতে তিনি 'সকল কোরানের জননী'। 'শাঁই' শব্দটি শাহ্ মানে স্ব-আমি (স্বামী) শব্দের পরিপূরক অর্থবোধক। বিন্দুই হচ্ছেন স্বয়ং আমিরূপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর তাঁকে ধারণ করে তার সৃজনকারী সত্তা হিসেবে আমেনা থাকেন। স্রষ্টা ছাড়া কোনো সৃষ্টি নেই।

▌কোন প্রেমে সে দীন দয়াময় নারীর চরণ মাথায় নিলে

'নারীর চরণ মাথায় নিলে' নারী হচ্ছেন রাধাতত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ আর চরণ মানে যা চরে বেড়ায়, ঘুরে বেড়ায় চরাচরে। দেহভ্যন্তরে ক্ষেত্রজ্ঞের ভ্রমণ। দেহ বলতে এখানে বিন্দুকে বোঝানো হয়েছে।

▌কোন ভজনে সে হয় রাজি ভজে পাই কি পেয়ে ভজি

কোন অবস্থায় আল্লাহকে পাওয়া যাবে তার কোনো বাঁধাধরা দিক-নির্দেশনা নেই। কোন ভজনে তাঁকে রাজি করে দেহের ভেতর আগমন ঘটানো যাবে সে সময়ের কোনো লিপিবদ্ধ ইতিহাসও পাওয়া যায় না। তপজপে তাঁকে পাওয়া যাবে নাকি পেয়ে তাঁকে ভজতে হবে এসব বিষয় জীব নিজজ্ঞান দিয়ে নির্দেশ করতে পারে না। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন একজন সম্যক গুরুর যিনি শিষ্যের অবস্থা বুঝে যথাযোগ্য দিক-নির্দেশনা দিতে পারেন।

▌কোরান

মানে 'কিছু কথা'। মহাপুরুষের মাধ্যমে আল্লাহর কিছু কথা। খুব সংক্ষেপে আল-কোরান মূল একটি কথা বলার জন্যে অবতার মোহাম্মদের মুখ দিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। সে কথাটি হলো সর্বকালে 'আলিফ লাম মিম' অর্থাৎ সর্বকালে আলে মোহাম্মদরূপ একজন সম্যক গুরুর কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে ফানা ফিল্লাহ হয়ে আল্লাহর জাত সেফাতে মিশে যাবার সার্বজনীন নির্দেশ। এজন্যে আদি নবিগণের ফানা ফিল্লাহ বাঁকা বিল্লাহ সাধনা, জীবন্ত কোরান হয়ে ওঠার মাধ্যমে নূহ, ইব্রাহিম, দাউদ, মুসা, ইসা প্রমুখের কীর্তিকর্ম আর কীর্তনে আরবি কোরান পঞ্চমুখ।

সম্যক গুরুরূপে মহানবির মন হলেন আল্লাহ এবং দেহটি হলেন রসুলে করিম। সম্যক গুরু যা বলেন, যা করেন তা-ই জীবন্ত কোরান। তিনি যেদিকে মোড় নেন ধর্মও সেদিকে মোড় নেয়। তাঁর দেলকোরান থেকেই প্রকাশ পায় বাক্যকোরান।

হাইটেক প্রিন্টিং প্রেসের এইযুগে 'প্রিন্টেড বুক' আকারে সঙ্কলিত কোরান হলো আল্লাহ ও বান্দার মধ্যবর্তী সম্পর্কচর্চার লিপিবদ্ধ ডকুমেন্ট।

▌কোরানেরই মানে হিসাব করো এই দেহেতে

মানবদেহই আদি হেরাগুহা যেখানে লুকিয়ে আছেন কোরান। আপন এই হেরাগুহায় প্রবেশ দ্বারা মনের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করাই সালাত যা আরবি কোরানের রূপক ভাষায় 'গণনা' অর্থাৎ শাঁইজির কথায় 'হিসাব' করা আপন দেহে। জীবন্ত মানবদেহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠ ছাড়া কোরানের আর কোনো ধ্যান বা দায়েমি সালাত নেই। 'আলিফ লাম মিম' জাগ্রত মানবদেহই কোরানের প্রবক্তা ও শ্রেষ্ঠ সংরক্ষক। আপন দেহহেরা গুহায় মানসিক ভ্রমণের দ্বারা ইশারামূলক বচন কোরানের সারবস্তু নূরে মোহাম্মদী তথা স্বরূপশক্তি লাভ করা যাবে। ভেতরের মর্মসত্য না বুঝলে বাইরের কাগুজে কোরান মুখস্ত করার কোনো সার্থকতা নেই হকিকতে।

▌কোরানে শাঁই ইশারা দেয় আলিফ যেমন লামে লুকায়

মোহাম্মদী সত্তার ভেতরে আল্লাহর গুপ্তসুপ্ত অবস্থায় থাকা বোঝাতে পদটির ব্যবহার করেছেন। 'আলিম' মানে আমি। 'লাম' অর্থ 'লা'। সার্বিক আমিত্বের 'লা' তা মোহশূন্য মন।

▌কৌপীন / কোপনি

ল্যাঙ্গুটি; নেঙটি; শাদা অন্তর্বাস। চিত্ত পরিশুদ্ধির 'জ্যান্তে মরা প্রেমসাধন' দিয়ে কামের দরজা বন্ধ করার প্রতীক। আদি অবস্থা তথা শিশু অবস্থার দিকে যাত্রাকালে মনের অর্জনীয় মোহশূন্যতা 'পরিয়ে কোপনি ধ্বজা মজা উড়ালো ফকিরি / দেখ না মন ঝকমারি এই দুনিয়াদারী'।

'দ্বিদলে মন প্রতিষ্ঠিত হইলে সকল সময়ই সেই স্থানে স্পন্দন অনুভব করা যাইবে। সেই স্থানে মন রাখিবার জন্যেই হিন্দুদের মধ্যে চন্দনের ফোটা দিবার ব্যবস্থা এবং নাভিচক্রে কর্মশক্তির বিকাশ হইবে এই আশায় ডোর কৌপিন পরিধানের ব্যবস্থা আছে। চন্দনের ফোটা দিবার ব্যবস্থা সকল চক্রেই আছে। উহার উদ্দেশ্য প্রতিচক্রে স্পন্দন যাহাতে অনুভব করা যাইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা। প্রতিচক্রে স্পন্দন অনুভব করিলে সাধক প্রকৃত বীর ও কর্মী হইবে এবং এবং নানাবিধ শক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইবে। উদ্দেশ্য ভুল হইয়া গিয়াছে এবং ফোটা দেওয়াই সার হইয়াছে–কাজেই এখন উহা অনর্থ সৃষ্টি করিতেছে এবং কেমন করিয়া কিসের ফোটা কোনখানে দিতে হয়–এই লইয়া বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি করিতেছে'। উৎস: কাজী নজরুল ইসলামের সম্যক গুরু যোগীবর শ্রীশ্রী বরদাচরণ মজুমদার (দেবশর্মা) রচিত 'পথহারার পথ' গ্রন্থ পৃ. ৩৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌খ ▐

▌খগোল ভুগোল নাহি জানতো

'আদি ধরণ'এ ফিরে আসতে যখন কোনো সীমাবদ্ধতা ছিলো না। ছিলো না কোনো সংবিধিবদ্ধ নিয়ম নীতি। মানুষ নিজের অঞ্চল ও গোত্রের বাইরে দূরস্থানের খবর রাখতো না। খগোল ভুগোল নাহি জানতো/যার যার কথা সে কইতো।

▌খত লিখিলাম নিজ হস্তে

নিজ হাতে সম্যক গুরুর নিকট আপন দাসত্বকে চিহ্নিত করা বোঝায়। দাসত্ব নিজেকেই বরণ করতে হয় আত্মিক মুক্তির জন্যে।

ভারতের অমর সাধু, সঙ্গীতজ্ঞকুল শিরোমণি গুরু আমীর খুসরো কহেন: 'কেবল প্রেয়সী হয়ে আছো তাদের হৃদয়ে / যারা তোমারই গলিতে আপন ইচ্ছায় দাসত্বের শৃঙ্খলকে গলার হার বানিয়ে পরতে পেরেছে।

▌খবর শুনতে পাই এক গোর মানুষের মউতই নাই

যে সাধক মৃত্যুর পূর্বেই সচেতনরূপে মরে গেছেন মানে 'জীয়ন্তে মরা' হয়েছেন তাঁর নাই হায়াত মউত। আল্লাহর অলিগণ অমর। জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ সদাজাগ্রত সত্তারূপে স্থানকাল জয় করে সর্বকালে ব্যাপ্ত আছেন নানাবেশে। তাঁরা যে কোনোরূপ ধরে যে কারো মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন।

▌খাজনা

বিন্দুকে আপন দেহে ধরে রাখতে যে সমস্ত বিষয়কে বিসর্জন দিতে হয় তাকেই সাধনতত্ত্বে খাজনা বলা হয়েছে। আপন গুরুর প্রতি সমর্পিত চিত্তের বিনয়কে অর্জনা বলে। অর্জনা নামান্তরে খাজনা।

▌খাদ লাগালে

গুরুসত্তাকে আপন মোহদ্বারা শরিক করাকেই খাদ বলা হয়েছে। খাদ এখানে ক্ষতি অর্থে চিহ্নিত। সন্তান উৎপাদনের প্রয়োজন ব্যতীত বীর্যক্ষয় করা আপন সত্তার খাদ লাগানো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌খান্দান

নবিসত্তার প্রকাশিত উদ্বৃতিজ্ঞান ও সাধকমণ্ডলীর আবহ। নবি হতে প্রবর্তিত সাধনায় ধারাবাহিক ঐতিহ্যের আদি অবস্থা। শাঁইজি বলেন 'নবিজির খান্দানেতে পেয়ালা চারি মতে' অর্থাৎ নবিসত্তার বিবেচনায় সাধনার চারটি স্তর জন্মায়। এখানে খান্দান নবির নূরে আলোকিত সর্বকালীন সংবিধাতাগণ। সম্যক গুরুর সর্বকালীন বংশীধারী জ্যোতিময় উত্তর সাধকগণ।

▌খালি ভাঁড় থাকবেরে পড়ে

শ্বাসপ্রশ্বাস দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে যে অবস্থার সৃষ্টি হবে তা আগেভাগে জানান দেয়া নবি-রসুলের সর্বকালীন দায়িত্ব।

▌খ্রিস্টান গির্জাঘরে পেলে ঈশ্বর ভুলতো নারে

যদি কোনো স্থাপনায় অবতার ঈশ্বরকে পাওয়া যেতো তাহলে সাধনের প্রয়োজন থাকতো না। আপন দেহগির্জা ছেড়ে বাইরে খুঁজে ঈশ্বর মেলে না।

▌খুঁজতে যাও কোন অনুসারে

কোন তরিকা মতে কাশি কি মক্কায় ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়ায় জীব সকল? প্রকৃত বিবেচনায় গুরুহীন কোনও অবস্থাই মানুষের জন্যে ঈশ্বরের সন্ধানদাতা হতে পারে না।

AMARBOI.COM

▌খুঁজলে পাবে কোথা বনে

দেহভাণ্ডের ঠিক কোন্ অংশে খুঁজে ফিরলে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যাবে–কেবল তা সম্যক গুরুই শনাক্ত করে দিতে পারেন।

▌খুঁজে খুঁজে হলাম সারা কোথায় গেলি মনচোরা

দেহভাণ্ডে কৃষ্ণকে হারিয়ে ফেলে সাধকের মনক্লান্ত অবস্থায়ই বোঝানো হয়েছে।

▌খুঁজে বেড়াস কারে

মানুষের মূলসত্তা হারায় কী? কিসের জন্যে মানুষের এতো খোঁজাখুজি! মানুষের প্রত্যাবর্তন যখন অবশ্যম্ভাবী কাকে হারিয়েছে মানুষ? কাকে খুঁজলে উদ্ধার হতে পারে তার হারিয়ে যাওয়া আপন কর্তাসত্তা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌খুলবে কেন সে ধন মালের গাহক বিনে

যিনি এই দেহভাণ্ডের কর্তা-তিনি ব্যতীত অপর কোনো সত্তার নিকট আপন অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো খবর না দেয়া বোঝায়। অসৎ-অভক্ত লোক গুরুমালের গাহক হবার অযোগ্য।

▌খেওয়া অপার সাগরে

জীবের ভবতরঙ্গে যে সত্তা খেয়া বা তরণী হিসেবে পার করে থাকেন। সম্যক গুরু ব্যতীত পাপীতাপীকে আর কে পার করতে জানে?

▌খেলতে খেলতে দেশান্তরী

বিন্দুরূপী কৃষ্ণের সাথে আপন দেহসত্তা ভ্রমণ করতে করতে দেহাতীত পর্যায়ে পরিসর বৃদ্ধি করাকে দেহান্তর তথা দেশান্তর বোঝায় সাধকবিশ্বে।

▌খেলবো এবার প্রেমের খেলা

দেহমনে বিন্দু বিভিন্ন অবস্থায় থাকে। প্রত্যেক অবস্থার সাথে বান্দার সমন্বয়ী ভাবমূলক অটল সাধনা।

AMARBOI.COM

▌খেলবো খেলা আপন মনে

দেহভাণ্ডে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কৃষ্ণের সাথে লীলা করে একেন্দ্রিয়ে চলে আসা বোঝাতে এমন বাক্যের অবতারণা হয়েছে।

▌খেলাফত দিলেন খোদাতালা

জীবের কর্তা হিসেবে নবি আলীকে 'মাওলা' নিযুক্ত করলেন গাদিরে খুমে। বদ্ধজীবেরা তা মানতে নারাজ সর্বকালে। আল্লাহর খেলাফতকে গোত্রীয় আরব সাম্রাজ্যবাদ আতুরঘরে হত্যা করলো–এখানেই শাঁইজির আফসোস।

খেয়েছো কি রস কমলা

বিষয় মোহে আচ্ছন্ন থেকে যে রসে সিক্ত হয়ে লোকসকল মুক্তির কথা ভাবছে অথচ লা-শরিকালা (না) শক্তি অর্জন ব্যতীত মানুষের আত্মিক মুক্তি কি আদৌ সম্ভব?

▌খোদ খোদার প্রেমিক যেজনা

চিত্তশুদ্ধ সাধক গুরু এবং খোদাকে একজ্ঞানে ভজন পূজন সাধেন; মুর্শিদের রূপ হৃদয়ে রেখে প্রেমের আরাধনা করেন। আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহার কুর্নিশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌খোদ বীজে বৃক্ষ নবি

খোদার বীজ বা নূরবিন্দু দিয়ে নবির সৃষ্টি হয়েছে। বীজ শব্দটি দিয়ে নূরে মোহাম্মদীকে রূপক আড়াল দেয়া হয়েছে।

▌খোদ বেখোদা

খোদ শব্দটি দ্বারা মানুষকে বুঝিয়ে থাকে। 'খোদ'এর সাথে যিনি থাকেন তাঁকেই খোদা বলে। গুরুরূপে আল্লাহ নবি আদম খোদ বেখোদা কখনো জুদা হতে পারেন না। মানুষের মধ্যেই খোদ খোদা।

▌খোদ সুরতে পয়দা আদম

আল্লাহ তাঁর নিজ অভিব্যক্তি দ্বারা আদমকে অত্যুজ্বলভাবে মসৃণ করলেন। সম্যক গুরু আল্লাহর মূর্তরূপ।

▌খোদা

মানুষের মধ্য দিয়ে 'খোদ'রূপে প্রকাশিত মৌলসত্তা। যে সত্তা মানুষের চিন্তা ও আচরণের কেন্দ্রিক বিন্দুতে অবস্থান করেন। 'খোদ বা নিজে যা হয় বা হতে চায় তাই ফারসি ভাষায় খোদা নামে অভিব্যক্ত। দেশকালভাষাতীত জীবাত্মার পরম অধিকার।

AMARBOI.COM

▌খোদাপ্রাপ্তি মূলসাধনা

আপন স্থূলসত্তাকে ত্যাগ করে মূলসত্তায় প্রত্যাবর্তন জীবের মূলসাধনা অর্থাৎ খণ্ডিত জীবসত্তার বন্ধন থেকে বেরিয়ে অখণ্ড গুরুসত্তায় মিলে মিশে 'তিনিই তিনিময়' বা তদ্‌ময়/তন্ময় হয়ে যাওয়া।

▌খোদার দোস্ত

আল্লাহর খাস নিজরূপ নবি, রসুল তথা সম্যক গুরুগণ আল্লাহর বন্ধুরূপে সম্মানিত। আরবি শব্দ 'অলি' অর্থ বন্ধু। দোস্ত ফার্সি শব্দ। এর অর্থ বন্ধু। 'অলি আল্লাহ'গণ আল্লাহর দোস্ত।

▌খোদার বান্দা

সম্যক গুরুর সার্বিক 'লা'এর অধীন ক্রমবিকাশমান সাধকসত্তা। খোদের হাতে এখনো যে বান্ধা সেই বান্দা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌খোদার রূপ

তামাম জাহান খোদার রূপে অখণ্ডদেহে বিদ্যমান। প্রতিটি মানবসত্তা গঠিত হয়েছে খাস খোদার রূপেই। ভেতরের খোদাকে জানার জন্যে বাইরে আলিয়েম মোর্শেদকে আগে চিনে নিতে হয়।

▌খোদার হুকুম ফরজ আদায় দেখো পঞ্চবেনাতে

পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে খোদার ইচ্ছাকে পালন করা; সালাত, জাকাত, সিয়াম, কোরবানি বুঝিয়ে থাকেন শাঁইজি কোথাও কোথাও।

▌খোদা সেই করে গেলো রসুলরূপে অবতার

আল্লাহ তাঁর আপন আদম সুরতে রসুলরূপে পৃথিবীতে আগমন করলেন। সর্বজাতির ভেতরই তিনি যুগে যুগে আসেন। বর্তমানেও তিনি উপস্থিত। অনাগতকালেও তাঁর আগমন হবে।

▌খোয়ালে বস্তুধন

অচেতন অবস্থায় গুরুবাক্য থেকে বিচ্যুত হওয়া বোঝায়। আর বিচ্যুত হওয়া মানে জ্ঞান থেকেই অধঃপতিত হওয়াকে বোঝানো হয়েছে। বীর্যক্ষয় করাও মানুষের বস্তুধন খোয়ানোর রূপক।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌গ ▐

▌গগনে উঠিল ভানু আর তো নিশি নাই

পৃথিবী যখন সূর্যের আলোর স্পর্শে প্রকাশ্যমান হয় তখনই মানুষের দর্শনেন্দ্রিয়ের কাছে সূর্যের বার্তা এসে পৌঁছে। ইন্দ্রিয় জগতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত ঘটে। পৃথিবীতে দিন যায় রাত নেমে আসে। প্রাকৃতিক স্তব্ধতার যাত্রাকাল হয় শুরু। নিশাবসান হয়। ওঠে ভানু। জাগো।

সূর্য প্রকৃতপক্ষে কখনো উঠেও না, ডোবে না। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে অবিরাম ঘুরছে বলেই মাধ্যাকর্ষণের মায়াজালে আটকে পড়া ইন্দ্রিয় নির্ভর জীব জগত অখণ্ডকালকে দিবারাত্রির ছুরি দিয়ে ব্যবচ্ছেদ করে। কিন্তু শুদ্ধসাধকের চিদাকাশে সূর্যের উদয়ও নেই অস্তও নেই, সার্বক্ষণ জ্যোতির্ময়। সেজন্যে শাঁইজির বয়ান: 'আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি / দিবারাতি নাই সেখানে'।

▌গঠন

সৃষ্টি; নির্মাণ; রচনা; প্রবর্তন; বিন্যাস; গড়ন; চেহারা প্রভৃতি অর্থে সাধারণত আমরা বুঝে থাকলেও শাঁইজির বিখ্যাত বিধান মতে মাতৃগর্ভে মানবের আদি বা শিশুদেহের সৃজনক্রিয়া বোঝায়। পিতৃমাতৃ রজঃবীজ সম্মিলনকালে সম্যক গুরু কর্তৃক ফুৎকার দ্বারা পূর্বজন্মের অর্জন অনুসারে রূপান্তরিত মানবদেহ গঠনক্রিয়ার সূচনা ঘটে। বিন্দু থেকে বৃত্ত, বৃত্ত থেকে বৃত্তান্তলীলা মানব সৃষ্টি রহস্যের ঘটেপটে লুকিয়ে আছে।

▌গঠিতে শাঁই সয়াল সংসার

সম্যক গুরু 'একমেবাদ্বিতীয়ম' এক বা অদ্বিতীয় হয়েও সৃষ্টিতে এসে দুইরূপ হয়েছেন। স্রষ্টার বিকাশ বিজ্ঞানকে সচল রাখতে নূরে মোহাম্মদীর সৃষ্টি। এছাড়া স্রষ্টা নিজের সত্যিকার পরিচয় জানতে দুই হলেন এরূপ ধারণাও সংযোজন করা যায়।

সংসার মানে 'সঙ'কে সার করা। মূলের চেয়ে মনের জন্যে দেহ একটি বাড়তি অবস্থা। মূলসত্তা বা অনন্ত মন আদি নূরে মোহাম্মদী। এক মূলমন যখন দেহধারণ করে আকার সাকারে প্রকাশিত হয় তখন সে দুই হয় বা বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদেহ আহাদ বা প্রকৃতি। অপরদেহ সামাদ বা লা অবস্থা। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: আবদেল মাননান ॥ লালনভাষা অনুসন্ধান. ১, পৃষ্ঠা ২০৯ ॥ রোদেলা ২০০৮ ঢাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌গঠেছে

সৃষ্টি করেছে; গঠন করেছে। শাঁইজির জিজ্ঞাস্য 'চন্দ্রসূর্য যে গঠেছে / ডিম্বরূপে সে-ই ভেসেছে / নীরেতে নিরঞ্জন হলো / নীরের খবর কে করেছে'?

▌গতি

উপায়, পথ, অবলম্বন। মনের কর্ম অনুসারে কেউ উর্ধ্বগতি লাভ করেন আবার কেউ নিম্নগতিপ্রাপ্ত হয়। সম্যক গুরুর চরণে সমর্পিত না হওয়া পর্যন্ত জীব প্রকৃতির মানুষদের গতি নেই মানে বিষয়মোহের বন্ধন থেকে মুক্তির কোনো পথ নেই। বারবার জন্মমৃত্যুর ফ্যারে পড়তেই হয়। গুরুই গতি, গুরুই মতি, গুরুই পুরুষপ্রকৃতি।

▌গম্ভ

স্তর; শানমান; গুণগত ঐশ্বর্য; প্রজ্ঞাময় বিচরণ। মারেফতের জ্ঞান সাধনার মধ্য দিয়ে একটি স্তর অপর স্তরের উর্ধ্বে অধিরোহণ করে।

▌গয়া কাশি বৃন্দাবনে পেলে হরি ফিরতো নারে

যদি বাহ্য প্রদেশেই হরিপ্রাপ্তি সম্ভব হতো তাহলে নিজভাণ্ডে সার্বক্ষণিক ধ্যানের প্রয়োজন পড়তো না। অপর গৃহেই যদি পূর্ণতা অর্জন সম্ভব হতো তাহলে জীবসত্তা আপন অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে অপর সত্তায় হারিয়ে যেতো। সৃজনপ্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা বলে আর কিছুই বাকি থাকতো না। এমনকি শ্রীচৈতন্যকেও আর নদীয়ায় অবতীর্ণ হয়ে কৃষ্ণতত্ত্ব জানানোর প্রয়োজন পড়তো না।

▌গহনারূপ পাক পাঞ্জাতন

পাক পাঞ্জাতন বা আহলে বাইত মহানবি, মাওলা আলী, জাজ্জননী ফাতেমা, ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন– মানব জাতির মর্যাদাময় গহনা বা অলকৃত শোভা। মানবদেহে নবির নূরের বংশধরগণ অতিউচ্চ মর্যাদাময় রসুলতত্ত্বরূপে অলঙ্কৃত হয়ে আছেন। রহস্য জগতের এ নূরময় সত্তা পাঁচজন প্রত্যেকে মুক্তা-মাণিক্যের মতো অমূল্য গহনাস্বরূপ। তাঁদের জ্যোতির্ময় দেহ মানুষের মধ্যে নিহিত আল্লাহর গুপ্তসম্পদ।

▌গাছ বড় কি ফলটি বড়

'ফল' মানে এখানে নূর মোহাম্মদ সত্তা। সেই সত্তা পরিপূর্ণ আল্লাহসত্তার পরিচয়দাতা। কারো তুলনা কারো মাধ্যমেই হয় না। যেহেতু তুলনাটি দুই সত্তার মধ্যবর্তী কারো নয়। গাছ এবং ফল একে অপরের পরিচয়ে একাকার হয়েই বিকশিত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবিজি গাছ এবং আল্লাহ সেই গাছের ফল। অহাবি-সুন্নি প্রভৃতি অনুষ্ঠানবাদী ধার্মিকেরা নবির চেয়ে আল্লাহকে বড় বলে যে প্রচার করে থাকে তার বিপরীতে শাঁইজি প্রশ্ন তোলেন ঃ নবি বড় না আল্লাহ বড়। বৃক্ষ ছাড়া যে ফল কখনো উৎপন্ন হতে পারে না সে কথাই প্রশ্নের ঢঙে উপস্থাপন করেন তিনি। সঙ্গত কারণেই ফল নববিবৃক্ষ ব্যতীত আল্লাহবৃক্ষের কোনোরূপ প্রকাশ-বিকাশ থাকতে পারে না।

▌গাছে বীজে প্রচার

বীজ থেকে গাছের জন্ম হয়। সেই গাছে ফল ধরে। ফলের মধ্যে আবার বীজরূপে ভবিষ্যৎ গাছটিও লুকিয়ে থাকে। রহস্যজগতের অতিসূক্ষ্ম নবিতত্ত্ব বর্ণনায় তাই কাঠমোল্লাদের আল্লাহ ও নবি সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাকে খারিজ করেই শাঁইজি গাছ ও ফলের রূপকে আল্লাহ ও নবির সম্বন্ধকে হাজির করেন।

▌গাছের ছিলো চার ডাল হলো হাজার সাল

কেন্দ্রের সাথে যিনি আছেন তিনি মূল বৃক্ষস্বরূপ নবি। হাজারো বছরকাল ধরে একই চৈতন্য বৃক্ষ থেকে যিনি তাঁর চেতনার খবর প্রদান করেন কিন্তু চার ডালে মানে চারটি স্তরভেদে। চারটি স্তরকে চার প্রকার খবর দান করার মধ্য দিয়ে নবি অনন্য চৈতন্যের সূর্য প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সেই চার ডাল হলো যথাক্রমে: শরিয়ত, তরিকত, মারেফত, হকিকত। এ চার প্রকার খবরপ্রাপ্ত স্থান থেকে হাজার খবরের উৎপত্তি ঘটেছে, গাছ বলতে এখানে আল্লাহ সত্তার রূপক হয়েছে।

AMARBOI.COM

▌গাঁথিলাম বিনে সুতার মালা

একটি জ্ঞানগত স্তরের সাথে অন্য একটি জ্ঞানগত স্তরের মধ্যবর্তী কোনো মাধ্যম নেই কিন্তু সংযোগ ও শৃঙ্খলা আছে। অন্তর্গত জ্ঞানকে বহির্মুখিজ্ঞানে যে শৃংখলা বা মাধ্যম দ্বারা প্রকাশমান করা হয় তাকেই শাঁইজি কইছেন গাঁথিলাম বিনে সুতার মালা। প্রত্যেক দৃশ্যের পেছনে লুকিয়ে আছে অদৃশ্য।

▌গুপ্তকথা বলতে আমায় কতো নিষেধ করেছিলো

'আপনার তত্ত্বকথা বলিও যথাতথা'-এটাই হচ্ছে ফকিরিপন্থার আত্মজ্ঞান। গুরুবাক্য অবলম্বন করে শিষ্যের ভেতর চর্চার মাধ্যমে যে পাথেয়জ্ঞান হয়, সে জ্ঞান অপরের ক্ষেত্রে সাধনা দ্বারা লব্ধ হবে না। অন্যদিকে গুপ্তকথা মানে বীজমন্ত্র। যা অপরের কাছে প্রকাশে গুরুপথে নিষেধ আছে।

▌গুপ্ত নূরে হয় তাঁর সৃজন

জ্ঞান তার আপন স্রষ্টা ব্যতীত অপরের কাছে অজ্ঞান হিসেবে আবৃত থাকে। জ্ঞান তখনই ভেলকি হিসাবে দৃষ্টিগোচর হয়। কারণ 'পদ' তার কর্তার মধ্য দিয়ে পদার্থের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপধারণ করে। স্রষ্টার কাছে যে বাতেন বা গোপন রূপটি আছে সেই রূপটিকে তিনি বলেন: 'হও'। অমনি তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়। কারণ পদ ও পদার্থের সম্বন্ধ পূর্বেই স্থিরকৃত হয়ে থাকে।

▌গুপ্ত পথ মেলে ভক্তির সন্ধানে

আনুষ্ঠানিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের তথাকথিত শরিয়তি অনুষ্ঠানবাদী ধর্ম হলো রসহীন শুকনো কাষ্ঠধর্ম যা প্রেমযোগশূন্য ও ভক্তিহীন। এ সমস্ত গুপ্ত নয়, প্রকাশ্যে লোকদেখানো ধর্মকর্ম। চোখে যাকে দেখা যায় না তেমন অলীক আল্লাহকে কেমন করে ভক্তি করা যায় সেটাও গুরুতর প্রশ্ন শাঁইজির।

আবার সম্যক গুরুকে আল্লাহরূপে দর্শন করার মধ্য দিয়ে তাঁর চরণে ভক্তিপ্রণত হন আশোকি জনা লালনভক্ত। গুরু আপন ভক্তকে আত্মিক উৎকর্ষসাধনার গোপন পথ দেখিয়ে দিয়ে তাতে দৃঢ় হয়ে থাকার প্রেরণা দান করেন। ভক্তের সুগভীর গুরুভক্তি একান্ত তার গুপ্তপথ। সবরূপের উপর সম্যক গুরুরূপ ধ্যান মারেফততত্ত্ব লাভের প্রধান উপায় বা অবলম্বন। প্রেমসাধন তার মূলমন্ত্র।

▌গুপ্ত ব্যক্ত আলাপ হয়রে দুজন

মেরাজের ঘটনা। আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের মধ্যকার আলাপ। গুরুশিষ্যেয় মধ্যকার জ্ঞানালাপের ধরনটিকেও একই রূপ দাবি করা যায়। শিষ্যের সাথে গুরু চিঠি লিখে বা ফোনে কোনো যোগাযোগ করেন না। তা হয় কলবে কলবে।

AMARBOI.COM

▌গুপ্ত বৃন্দাবন

আপন দেহের বাইরের কোনো নির্দিষ্ট ভৌগলিক স্থানকে বোঝানো হয়নি। মানবদেহের বাইরে কোথাও বৃন্দাবন বা হেরাগুহা নেই সাধকবিশ্বে।

যে দেহে নূরে মোহাম্মদীর এক বিন্দু আছে গুপ্তসুপ্তভাবে সেটাই শাঁইজির গোপন বৃন্দাবন। দেহের মধ্যে মনের সূক্ষ্মতর লা সাধন। এমন সাধনায় অত্যন্ত সাবধানতার সাথে সাধক সেই বিন্দু পালন ক্রিয়া করেন ধারা থেকে রাধা এবং রাধা থেকে ধারা পদ্ধতি পালনের মধ্য দিয়ে। রাধাতত্ত্বের এই সূক্ষ্মক্ষেত্রে কৃষ্ণের কর্ষণতত্ত্ব এসে মিশে গেছে নানাভাবে। আরোহণ ও আবরোহণ।

▌গুপ্তভাবে করে ভ্রমণ

ঊর্ধ্বলোকে তথা মহাজাগতিক জ্ঞানলোকে সাধকের সাত্তিক ভ্রমণের কথা বোঝানো হয়েছে। আপন দেহভূমিকে সর্বত্র জ্ঞান করে মানসিক পরিভ্রমণ করা। 'মাধ্যম'বিহীন ভ্রমণ হলো সংস্কারহীন অবস্থায় গুপ্তভাবে যা প্রকাশিত। ভ্রমণের সূক্ষ্মতর যে পন্থা শিষ্য ব্যতীত কাউকে বলা হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌গুণমণি

যে বীজ বীর্যবান, স্বয়ম্ভু। যে বীজ গুণধারণ করে। এ বীজ ধারণ করা বলতে প্রকৃতি বা পুরুষের সৃজন করার স্থূলশক্তিকে নির্দেশ আদৌ করে না। এ গুণরস আপন দেহসত্তায় জীবন্ত ধারাকে রাধাতত্ত্ব মাফিক পূর্ণতায় এনে তুলে দেয়। আর সাধকের সেজন্যে সহায় বৃন্দাবন দ্বার।

▌গুরু

'গু' অর্থ অন্ধকার এবং 'রু' অর্থ বিদারণকারী বা বিচূর্ণকারী। বদ্ধজীবের মনের জমাট মোহ-অন্ধকার বিদীর্ণ করে যিনি জ্ঞানজ্যোতির বিকিরণ ঘটান, আত্মমুক্তির মহান শিক্ষাদীক্ষাদাতারূপে তিনিই গুরু। দেহের ভেতর নূরে মোহাম্মদীরূপে এবং দেহের বাইরে কামেল মের্শেদরূপে তিনি ভক্তের ভগবান। 'হরি' সম্যক গুরুর অপর নাম। কারণ তিনি ভক্তের পাপতাপদুঃখ ত্রিতাপজ্বালা হরণকারী একমাত্র উপাস্য। গুরু যার কাণ্ডারী হয়রে / অঠাইয়ের ঠাঁই দিতে পারে। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: লালনদর্শন ॥ আবদেল মাননান। পৃ. ২১৯, রোদেলা, ঢাকা ২০০৯।

▌গুরুচরণ সার করো

সত্যকে যিনি কঠোর সাধনার দ্বারা জয় করে নিজেও সত্য হয়ে উঠেছেন তেমন একজন সম্যক গুরুর চরণে আশ্রয় অর্থাৎ মহাপুরুষকে মাধ্যমরূপে গ্রহণ দ্বারা সাধক নূর তথা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের উচ্চপথ লাভ করেন। সম্যক গুরুর চরণে একমনে ডুবে নূর অন্বেষণ দ্বারা নবিপ্রাপ্তি বা পূর্ণ জ্ঞানোদয় ঘটে। সেজন্য শাঁইজি গুরুচরণ সার করে তাঁতে ধ্যানস্থ হবার নির্দেশ জারি রাখেন।

▌গুরুর চরণে না হলো মতি

মুক্তির জন্যে সম্যক গুরুর উপর নির্ভরের আসন গ্রহণ তথা আল্লাহর উপাসনায় মন একাগ্র না হলে জন্মমৃত্যুর বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা অসম্ভব। গুরুচরণে মতি না হলে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়। দ্বার মানে মাতৃযোনি।

▌গুরুরতি

যে প্রবাহ উৎপত্তি থেকে পরিপূর্ণরূপে বিকাশিত না হওয়া পর্যন্ত জীবসত্তার সাথে থাকেন। সম্যক গুরু আপন ধর্মবলয়ে প্রভাবিত করে জীবসত্তাকে শিবসত্তায় তথা 'জীয়ন্তে মরা'য় রূপান্তরিত করেন। 'শিব' শব্দটি এসেছে 'শব' থেকে। আপনার আপনি ফানা অবস্থাই 'শব' অবস্থা। সাধকের শব অবস্থা কখনোই মৃতদেহতুল্য নয়। কারণ সদাশিব অবস্থা অটুট রাখার জন্যে চৈতন্যকে হাজির থাকতে হয়।
গুরু যে রতিতে ভক্তের সাথে প্রেমরত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌গৃহ

বাহ্যিক কোনো স্থান যেমন নয় যেখানে সাধারণ মানুষের আশ্রয়স্থল। সাধকের জন্যে তাঁর বিশুদ্ধতম আপনদেহই প্রকৃত বাসগৃহ। সাধারণত প্রতিটি মানবদেহই আল্লাহর ঘর।

▌গোকুসবাসী

ইন্দ্রিয়কুলে যারা বাস করেন। ইন্দ্রিয়ের কাছে সম্ভাবনায় আশ্রয় প্রকাশ এবং পরিচয়ের চিহ্ন ধরে আপনসত্তাকে বিকশিত করতে চাওয়া।

▌গোকুলের চাঁদ

গোকুলের চাঁদ তথা ইন্দ্রিয় জগতের চাঁদ মানে পূর্ণরসময় শ্রীগৌরাঙ্গ নিম্নগামী ধারাকে উর্ধ্বমুখি রাধায় পরিণত করে আপন দেহপরিমণ্ডলে যিনি কৃষ্ণসত্তাকে জীবন্ত ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত করে তুলেছেন।

▌গোবিন্দ

'গো' মানে ইন্দ্রিয় আর বিন্দ মানে ইন্দ্রিয় কর্তৃক সৃষ্ট বীর্য। ইন্দ্রিয় যে সকল বস্তু সৃজন করতে পারে তার নামই গোবিন্দ, সাধক এখানে কোনো প্রকার পৌরাণিক কাহিনির চরিত্রকে বোঝান না।

AMARBOI.COM

▌গোপনে যে বেশ্যার ভাত খায়

'গোপন' কথাটির বহুরূপ অর্থ হয়। গো + পন = গোপন। 'গো' অর্থ ইন্দ্রিয় আর 'পন' অর্থ মোহ। সোজাসাপ্টা কথায় আপন দেহের রিপু ইন্দ্রিয়ের মোহগ্রস্ত পতনোন্মুখ মানে ধরাশায়ী অবস্থা। 'বেশ্যা' অর্থ যিনি মোহময় বেশ ধারণ করে আরো ভোগসুখের আশায় অপরের মনোরঞ্জন করে বেড়ান। এখানে উদ্দেশ্যপ্রবণতার গুরুত্ব অসীম; পেশাগত দিক থেকে অন্তত। 'ভাত খাওয়া' মানে আপন উদর পূর্ণ করে জৈবিক ইন্দ্রিয়ের জীবন্ত অবস্থা টিকিয়ে রাখা। লৌকিক ধর্মের ভববন্ধন তাকে কোনোক্রমেই অনুকূল করতে পারে না।

▌গোপাল কি সামান্য ছেলে

গো + পাল = গোপাল। ইন্দ্রিয়ের প্রতিপালক গুরুসত্তা। সেই সত্তার অভেদদৃষ্টিতে লিঙ্গভেদ-স্থানকাল বিচারের কোনো বালাই নেই। যিনি সমগ্র ব্যক্তিসত্তার অখণ্ডতাকে পালন ও রক্ষণ করেন তাঁকে সামান্যজ্ঞানের বা লৌঙ্গিক বিচারের মধ্য দিয়ে জানা অসম্ভব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌গোপালকে আজ মারিলি গো মা কোন কারণে

বাহ্যজ্ঞান, বস্তুজ্ঞান এবং বাহ্য আবেদনের ভিত্তিতে আপন ইন্দ্রিয়সত্তা পালনকারীর স্বভাবকে আয়ত্ত করা। গোপালের মা বলতে গোপালের সৃজনকর্তা বোঝালেও গোপাল স্বভাব সৃজনকে বোঝায় না।

▌গোপালের অঙ্গে গোপাল হয় না

ইন্দ্রিয়ের পালনকর্তাই দেহসৃষ্টি করেন যেখানে দেহরক্ষা করার জন্যে একজন গোপাল যা ইন্দ্রিয় পালনকারীরও সৃষ্টি হয়। কেবলমাত্র গোপালই গোপাল সৃষ্টি করতে পারেন।

▌গোপী অনুগত করা ব্রজের সে ভাব জানে তারা

'গোপী অনুগত যারা' মানে রসোৎপত্তির কেন্দ্রের অধীন যারা তারা 'ব্রজের বনভাব' জানেন। ব্রজের ভাব হলো অপরিপক্ক, অপরিণত অবস্থা কাঁচারসের সবুজতা। আসলে এ অবস্থা সাধকের স্থূলদেশচর্চার স্তর। এই কাঁচা অর্থাৎ শ্যামভাবের স্থূল অনুরাগ দ্বারা চালিত হলে পরবর্তী স্তরে উত্তীর্ণ হতে সাধকের জন্যে কঠিন পরিণাম সৃষ্টি হতে পারে। সেজন্যে গোপী অনুগত সাধক ব্রজের বনভাবে মশগুল হওয়া থেকে বিরত থাকেন।

AMARBOI.COM

▌গোপী বিনা জানে কে বা শুদ্ধরস অমৃত সেবা

প্রজ্ঞাময় ক্রিয়াত্মক ধরনকরণে গুরুরূপ কৃষ্ণরস উৎপত্তির ধারায় ধারাবাহিক সংযুক্ত না থেকে কেবল শুষ্কজ্ঞানের মাধ্যমে 'অনাদির আদি'রসে প্রত্যাবর্তনের বৃথা প্রচেষ্টা।

▌গোপীভাব

আপন ইন্দ্রিয়কে রসোৎপত্তির আধাররূপে বোধ করে সম্যক গুরুর সঙ্গে সম্বন্ধচর্চার যে বাতেনি ভাবধারা। গোপীভাব গোপন থাক।

▌গোরা শাল ছেড়ে কৌপীন পরেছে

গোরা অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য বৈষয়িক পরিমণ্ডল ত্যাগ করে সংসারসৃজন প্রক্রিয়া থেকে বের হয়ে এসে, সাধনায় পন্থা জারি করেছেন যেখানে সৃজন প্রক্রিয়া থেকে কামকে তুলে নিয়ে প্রেম দিয়ে সাধনার পরিমণ্ডল আস্বাদ করেন।

▌গোলোক

ইন্দ্রিয়লোক; ইন্দ্রিয় কর্তৃক সৃষ্ট পরিমণ্ডলে সাধকের বিচরণভূমি। সপ্তলোকের একটি লোক বা স্তর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌গোঁসাই

ইন্দ্রিয়ের স্বয়ং সৃজনকর্তা। যিনি জীবসত্তার ভেতর শিবচৈতন্য সৃজন করেন। আবার অপরদিকে ইন্দ্রিয় যে অহং বা অহম্ ব্যক্ত করে, সেই 'অহম্'এর স্বয়ংরূপ লালনপালনসংহারী সত্তা।

▌গোস্বামী

'গো' অর্থ ইন্দ্রিয়, সূর্য। স্বামী মানে 'স্বয়ং আমি' বা 'আমিই সেই'। যেমন মাওলা + আনা = মাওলানা শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'আমিই প্রভু'। 'স্বয়ং আমি' ইন্দ্রিয়ের পালনকর্তারূপে শিবসত্তা তথা 'জ্যান্তে মরা'য় রূপান্তর করেন। 'শিব' শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে 'শব' তথা 'শশ্মান' থেকে। যদিও পরবর্তী কালে বর্ণবাদী বৈদিক ধারার ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণেরা শব্দটিকে নানাভাবেই আত্মসাৎ করে নিয়েছে।

▌গোষ্ঠ

ইন্দ্রিয় খেলা। সূর্যের সাথে যার সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। প্রত্যেকটি বস্তু যখন জীবসত্তার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তার গুণাগুণ প্রতিফলিত করে সেই প্রতিফলিত অবস্থার সাথে যে সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় তাকেই খেলা বলা হয়। বস্তু এবং জীব যেহেতু স্থানু হয় না সে কারণে সদা বিবর্তমান এই খেলা।

AMARBOI.COM

▌গৌর

রসপূর্ণ পরিপক্ক সত্তা; রূপে রসে পরিপূর্ণতা; সিদ্ধপুরুষ। নদীয়ায় শ্রীচৈতন্যের রাধারতি। গুড়ের মিষ্টতা থেকেই নাকি গৌড় বা গৌর।

▌গৌর কি আইন আনিলেন নদীয়ায়

মূর্ত বিগ্রহ সৃষ্টি করে পৌত্তলিক আরাধনার ধারাবাহিকতার বাঁধ তুলেছেন গৌরাঙ্গ। জীবসত্তাকে একধারে জীবন্ত সত্তারূপে এবং জীবন্ত সত্তার সৃষ্টিকারী উপাদান তথা বিন্দুধ্যানের মধ্য দিয়ে সার্বক্ষণিক লীলাচক্রে অবস্থানের যে অসাধ্য সাধন। এ সাধনাই নদীয়াবাসীকে উপহার দিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য।

▌গৌরচাঁদ শ্যামচাঁদেরই আভা

পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের শ্যামভাব সেই পূর্বাবস্থায় বিভিন্ন ধারা উপধারার মধ্য দিয়ে রাধাতত্ত্ব হয়ে শ্রীচৈতন্যের কাছে পরিপূর্ণ বা পরিপক্ক ভাবময় হয়ে রস দেয়। এটাই হলো গৌরচাঁদের ভেতর শ্যামচাদের আভা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌গৌরচাঁদের হাট

পাকা পূর্ণবিন্দুর বাজার বা রসোপলব্ধির পরিপূর্ণ বিগ্রহ।

▌গৌরপ্রেমের এমনই ল্যাটা আসতে জোয়ার যেতে ভাটা

দেহভাণ্ডের রস যখন প্রাণায়াম তথা বায়ুক্রিয়ার মাধ্যমে পরিপূর্ণ শক্তিতে উচ্চাভিমুখে প্রবাহ সৃষ্টি করে সেই জোয়ার ভরা অবস্থাকে অত্যন্ত সচেতনতার সাথে রসশূন্য অবস্থা তৈরি করে নিম্নাভিমুখে পাঠানোর নামান্তর।

▌গৌরাঙ্গ

রাধার অন্তরে ছিলেন কৃষ্ণ। সেজন্যেই অন্তর্কৃষ্ণ বহির্রাধা। তাই শ্রীচৈতন্যের গৌর+অঙ্গই গৌরাঙ্গরূপ। বৃন্দাবন্দের কৃষ্ণ হচ্ছেন শ্যামভাবে বিদ্যামন সত্তা। নদীয়াভুবনে এসে সেই শ্যামভাব গৌরবর্ণ ধারণ করে রসোত্তীর্ণ হয়েছেন। চৈতন্যের মধ্য দিয়ে নিত্যলীলা পূর্ণতাপ্রাপ্ত আনন্দস্বরূপ হয়েছেন। কৃষ্ণও পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন নবরসে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘ

ঘটলোরে কী দুর্দশা কুসঙ্গে কুরঙ্গে মেতে

গুরুরঙ্গে রঞ্জিত না হয়ে, অপাত্রে বিন্দুমণি পাত্রস্থ করে জীবের বেহাল অবস্থা। শিষ্যের প্রথম কাজ হচ্ছে নিজ গুরুর বীজমন্ত্রের অঙ্গকে আপন অঙ্গবোধ করে বহিরঙ্গের সাথে সম্পর্কছেদ করা এবং বীজমন্ত্রের প্রত্যেকটি প্রত্যয়কে আপন দেহে অনুশীলন করা। কুসঙ্গে কুরঙ্গে বলতে স্থূল ইন্দ্রিয়পরাণতাও বোঝায়।

ঘরকন্না

দেহ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া কৃষ্ণধন। দেহে শূন্যতাবোধ করে অসীম যন্ত্রণায় নিমজ্জিত অবস্থা।

ঘর ছেড়ে জঙ্গলে যায় তাইতে কিসে হরিকে পায়

আপন দেহ ছেড়ে জঙ্গল গিয়ে যদি হরিকে পাওয়া যেতো তাহলে দেহ সাধনার প্রয়োজন পড়তো না। শাঁইজি অন্যত্র বলেছেন, নিজদেহের ভেতরই শ্রীহরি হয়েছেন। বলেছেন নিজদেহের ভেতরই শ্রীহরি হয়েছেন। বলেছেন নিজদেহ ব্যতীত হরিসত্তার উচ্চারণ নেই। আল্লাহতত্ত্বটিকেও একই রূপ বিশ্লেষণ করেছেন। আপন দেহটিই হচ্ছে আল্লাহ, যে দেহ আল্লাহ উচ্চারণ করেন।

ঘর ছেড়ে ফকিরি নিলে

পূর্বেই বলেছি, ফকিরিপন্থা কিংবা সহজিয়া বৈষ্ণবদের কাছে আপন দেহ ব্যতীত অপর কোনো স্থানই সাধনার ক্ষেত্রে হিসেবে বিবেচিত হয় না। আপন দেহের খবর নেয়াটাই হচ্ছে ফকিরিপন্থার মূলকরণ।

ঘরামি

ঘরের অধীন থাকা। অর্থাৎ দেহের অধীন বাস করা। প্রথমে দেহে কে লা-শরিক অবস্থায় রয়েছে তাঁকে শনাক্ত করা। এরপর তাঁকে যথার্থ রূপের সাথে সম্পর্কিত করে গুরু যে বীজমন্ত্র দান করবেন, উভয়ের সমন্বিত রূপের মধ্য দিয়ে সামাদসত্তায় পৌঁছে যাওয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌ঘরে কি হয় না ফকিরি

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণকে ফকির লালন শাঁইজি ফকিরিপন্থার মধ্য দিয়ে বুঝেছেন। 'ঘরে কি হয় না ফকিরি' মানে আপন দেহের ভেতরে কি ফকিরি মতের সন্ধান পাওয়া যায় না? তাহলে কেন আপন দেশ বা দেহ ছেড়ে অপর দেহ বা স্থানকালে ঘুরে বেড়ানো।

নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণকল্পে নিজ ঘরকুল ছেড়ে বের হয়ে গিয়েছিলেন গুরুমন্ত্র ধরে বিভিন্ন মঠ-মঠান্তরে। ফলে এখানেও শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে হলেও অভিন্ন থাকে। কিন্তু সহজিয়া বৈষ্ণবেরা যদিও আপন দেহকেই গ্রহণ করেছিল ফকিরিপন্থা কার্যকর করার জন্যে মূল বিচরণভূমি হিসেবেই। শেষ পর্যন্ত লালন শাহী ফকিরি সংসারেও বৈরাগ্য সাধনার অনুপম উদাহরণ ভারতীয় সাধক জগতে।

▌ঘরে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া রেখে এলাম ঘুমাইয়া

নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণকল্পে যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন সেই সময় বিষ্ণুপ্রিয়া ঘুমে থাকার কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ আপন আমিত্বের বাহ্যরূপের অচেতন থাকার মধ্য দিয়ে সচৈতন্যে ফিরে এসে শ্রীচৈতন্য নাম লাভ করা।

▌ঘরে মন কেমনে রাখি

'ঘর' শব্দটি দেহ শব্দের প্রতীকী হাল। দেহের ভেতরে মনকে কীরূপে সংস্থাপন করা যায়। আমরা যখন যে বস্তুভাব বা অবস্থিতি সম্পর্কে চিন্তায় জড়িয়ে যাই তখন সেই সকল বস্তু জগতেই আমাদের চিন্তন প্রক্রিয়া গিয়ে হাজির হয়। তখন দেহ একটা রসহীন ছোবড়ার মতো পড়ে থাকে।

বান্দার শরীর থেকে যখন কৃত্য আলাদা হয়ে যায়, বান্দা যখন বিন্দুকে বেঁধে রাখতে অক্ষম হয়ে পড়ে ঠিক তখনই বিন্দুর পশ্চাৎ অনুসরণে বান্দার মনও সেই মুখে পরিচালিত হয়।

▌ঘরের মধ্যে ঘরখানা

দেহের মধ্যে দেহের অবস্থিতি। সত্তার ভেতরে পরমসত্তার হাজির থাকা। স্থূল অবস্থার মধ্য দিয়ে সিদ্ধসত্তার বিকাশ সাধন। বলছেন 'মাতার মধ্য পিতা' অর্থাৎ যার ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে তার মধ্যে দিয়ে স্থূল অবস্থা সৃজনকারী সত্তা হিসেবে বের হয়ে আসার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকা।

▌ঘিরবে এসে কালদ্যুতি

কাল বিভাজনের মধ্য দিয়ে অখণ্ড প্রাকৃতিক সত্তা যেমন বিভাজিত হয়েছে, ঠিক তেমনই মানুষের চিন্তা, চর্চা ও দৈহিক ধরনধারণও বিভাজিত হয়েছে। এই কাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভাজনের প্রয়োজনটি ছিলো আদিতে প্রাকৃতিক বৈচিত্রের বিভিন্ন চরিত্রগুলোকে শনাক্ত করার সুবিধার্থে। সেই মাফিক মানুষের কর্মপরিকল্পনা সৃজন। কিন্তু বর্তমান সময়ে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মানুষের বিকশিত হবার প্রক্রিয়াটিই নির্ভর করছে অনেকটা কালের শর্তাধীনে।

আমরা যেমন সকাল, বিকাল, কিংবা গ্রীষ্ম, বর্ষা কাল হিসেবে কালের বিভাজনে দিন এবং প্রকৃতিকে পর্বে পর্বে বিন্যস্ত করি প্রকৃতি বা দিন ঐভাবে বিভাজিত নয় আদৌ। খণ্ডকালীন চেতন-চিত্রনবাদে প্রভাবিত হওয়াটাই হচ্ছে কালদ্যুতিতে আক্রান্ত হওয়ার নামান্তর।

▌ঘুঁচাইতে মনের ঘোর

আপন ইন্দ্রিয়ের বহুরৈখিক চরিত্র বোঝার জন্যে গুরুমন্ত্রের অধীন ফিরে যাবার আকুতি।

▌ঘুমের ঘোরে চাঁদগৌর হেরে আমি যেন আমি নাই

শচীমাতার বেহাল দশা। যিনি চাঁদগৌর ধারণ করেন তিনিই সচী। সচৈতন্যে থেকে আপন বিন্দুরসের গতিধারা না রাখতে পারার আরতি। অচেতন অবস্থায় পূর্ণবিকশিত বিন্দু হারিয়ে আপনসত্তা হারানোর ব্যর্থতা এখানে প্রকট হয়েছে।

AMARBOI.COM

▌ঘুরিস নে ঘুরপথে

'তোমাদের জন্যে রয়েছে সহজ সরল পথ'– এই পথের শেষপ্রান্তে রয়েছেন অটল শাঁই 'সহজ মানুষ'। সাধক-শিষ্যের কাজ হচ্ছে সহজ মানুষের হাতে বায়াত গ্রহণ করে সীমাবদ্ধ জীবনের ভেতর থেকে অসীম বারিধারা উদ্ধার করা। কিন্তু প্রকৃতির অধীন 'দেহ' সে সাধন পথে সাহায্য করে না। কারণ সংস্কারযুক্ত জীবনই হচ্ছে অনেকটা ঘোরপথ সদৃশ।

▌ঘুরে ম'লি বুদ্ধির ফ্যারে

বুদ্ধি দিয়ে কি 'সহজ মানুষ'কে চেনা যায়? শব্দ কিংবা বাক্য দিয়ে ব্যাকরণের জটিল প্যাঁচ বুঝে ওঠা অসম্ভব। কিন্তু অটল শাঁই কি সেই বস্তু যাঁকে চিনতে ভাষা বাক্য নাহি পারে। তাই মানুষ যদি গুরুবাক্য ব্যতীত, বীজমন্ত্রহীন কেবল বুদ্ধির জোরে আপন সার্বিক লা'কে বুঝতে চায় তাহলে সে হয়তো তার দেহময় গঠিত সংস্কাররাশি সম্পর্কেই অবহিত হতে পারবে। কিন্তু সব কিছু বর্জনের মধ্য দিয়ে সব কিছুর ভেতরেই যে অসীম তত্ত্বের অবস্থিতি বিদ্যমান তাকে অনুভব করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌ঘৃতছানা পান করি ভক্তের উদ্দেশে

অমৃতবস্তু; বিন্দু; অমৃতবারি। নিজদেহ বিচ্যুত রস অপর দেহ থেকে নিজ দেহের ফিরিয়ে আনা। সারবস্তু যার মাধ্যমে আপন দেহের অখণ্ড রূপ ফিরে আসে।

▌ঘোড়ার বীজে হয় না ভেড়া

ঘরের ভেতরেই ঘরহীন বস্তু লুকায়িত। দেহের ভেতরে যে বস্তুজগৎ হাজির থাকে, যাকে ভাবসত্তার ভেতর দিয়ে অনুধ্যানের মাধ্যমে জানা যায়– আদি দেহের সাথে ঐ সকল ভাব ও বস্তুমূর্তির কোনোরূপ সম্পর্ক নেই। বাহ্যবস্তু বর্জন করাটাই সাধকের প্রকৃত কাজ।

▌ঘোমটা দিয়ে চায় আড়চোখি

ভেতরের সংস্কারযুক্ত ইন্দ্রিয়রাশিকে সচল রেখে বহির্মুখ ঢেকে রাখা। সপ্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা মোহমাখা বহির্জগতের ধর্ম গ্রহণ করে কেবল চোখের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অবলোকন করা।

▌ঘোর

একজন বৈদিক দেবতা। যার সাথে অসুরের সংগ্রাম হয়েছিলো। কলিকালে সেই ঘোরই আবার বান্দার মনোলোকে বিভিন্ন চরিত্রে অবির্ভূত হয়ে নানা রকম চক্রের মধ্যে বান্দাকে নিমজ্জিত করে নির্বান লাভের পথকে দূরবর্তী করে তোলে।

▌ঘোর তুফানে

চতুর্দিক থেকে ঘিরে আসা অজস্র ফেনোমেনা। বস্তুধর্মে সাধককে আকৃষ্ট করে নূরে এলাহী থেকে বিচ্যুত করা। তবুও বান্দার তুফানে নিমজ্জিত অবস্থা থেকে উদ্ধারকল্পে রয়েছেন নৌকা হয়ে। নৌকা শব্দটা প্রতীকী। যেখানে অনেক মানুষের আশ্রয় সম্ভব। আবার নৌকার রয়েছে ভেসে থাকার অবস্থা। তুফান যতই কঠিন হোক, জলোচ্ছ্বাস যত উচ্চতা সম্পন্ন হোক নৌকা সদা সর্বদা তারও উপরে অবস্থান গ্রহণে সক্ষম। কিন্তু বান্দার প্রথম কাজ হচ্ছে শাঁইজিকে চেনা। ঘোর তুফান সংস্কারযুক্ত দেহমনের স্থূল অবস্থাও বোঝায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌চ▐

▌চক্ষুদান

চক্ষু শব্দটি 'দেখা' শব্দের সাথে যুক্ত। ত্রুটিযুক্ত দৃষ্টি হলো সাধারণ চোখে দেখার সামিল। শিষ্য যখন তার দৃষ্টিশক্তির ভার সম্যক গুরুর কাছে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করে তখন ক্রমে ক্রমে সেই দেখার চোখ ত্রুটিমুক্ত হয়ে উঠতে থাকে। আমরা ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার সিংহাভাগই অর্জন করে থাকি দর্শনেন্দ্রিয় দিয়ে। মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের মধ্যে চক্ষু প্রধান। মোহমাখা চোখ সংযত করতে পারলে তার ফকিরিসাধনা এমনিতেই কামিয়াব হয়ে যায়।

'চক্ষুদান করা' অর্থ প্রবর্ত সাধকের সংস্কারযুক্ত দৃষ্টিগুলো সম্যক গুরুর পাদপদ্মে সার্বিক সমর্পণ করা বোঝায়।

▌চন্দ্র

ফকিরি ঘরানায় 'চন্দ্র' শব্দটি দিয়ে দেহাতিরিক্ত অন্য কোনো উপগ্রহকে বোঝায় না। দেহের ভেতরেই পূর্ণ সৃজনক্ষমতা সমৃদ্ধ ব্রহ্মবীজসত্তাকে বোঝায়। যাঁকে ধারণ করার মধ্য দিয়ে সাধকদেহ আরো উচ্চতর মোকামের সিদ্ধিস্তর লাভ করতে সক্ষম হন।

AMARBOI.COM

▌চণ্ডালে রাধিলে অন্ন ব্রাহ্মণে তা খায় চেয়ে

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পরে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলন গড়ে উঠে তাতে বৈদিক বর্ণ ব্যবস্থার ভিত অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের মুখ্য ভূমিকাই ছিলো কঠোর বর্ণবৈষম্য ব্যবস্থার ফলে ধর্মান্তরিত হওয়ার যে ব্যাপক ঢল তৎকালীন হিন্দুসমাজে নেমেছিলো তাকে রোধ করা। অন্যদিকে জাতপাত বর্ণ ব্যবস্থা বিলোপসাধন করে হরিনামের আশ্রয়গ্রহণে সকল বিভাজন মুছে যাক– এই ছিলো তাঁর উপদেশ।

'সব মানুষ সমান, শুধু হরি বললেই মুক্তি; বৈষ্ণবকে হতে হবে অতিসহিষ্ণু দীনাতিদীন'-চৈতন্য তো এ তিনটি সার কথাই বলেছিলেন তাঁর ধর্ম আন্দোলনে। শ্রীচৈতন্যের কাছে 'আদর্শ স্বপ্নের যুগ' যা ব্রাহ্মণ্য পোষিত নয়, রাজন্য শাসিত নয়, নয় শ্রেণীবর্ণে দীর্ণ। গৌরাঙ্গ যদি কোনো সুস্থ সমাজ গঠনের আদর্শ এনে থাকেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে তা মুক্তমানবসমাজ। মানবিকতায় সমুজ্জ্বল, দেহধর্মে উষ্ণ, কামনা বাসনায় মর্ত্যধর্মী।

সেজন্যেই শ্রীচৈতন্যের ৪৯০ জন প্রত্যক্ষ শিষ্যের মধ্যে ২৩৯ জন ছিলো ব্রাহ্মণ, ৩৭ জন বৌদ্ধ, ২৯ জন কায়স্থ, ২ জন মুসলমান, ১৬ জন স্ত্রীলোক আর ১১৭ জন শুদ্র। শাঁইজির মতোই নিত্যানন্দ বলেছিলেন:

'নিত্যানন্দ স্বরূপ সে যদি নাম ধরো।
আচণ্ডাল আমি যদি বৈষ্ণব না করোঁ ॥
জাতিভেদ না করিমু চণ্ডাল যবনে।
প্রেমভক্তি দিয়া সভে নাচামু কীর্তনে ॥

▌চতুরালি থাকলে বলো প্রেমযাজনে বাঁধবে কলহ

ফকিরিপন্থা ধর্ম দিয়ে ধর্মকে ব্যবচ্ছেদ করার কাজ নয়। প্রচলিত ধর্ম ব্যবস্থা অপরাপর ধর্ম ব্যবস্থা থেকে আলদা হয় জ্ঞান ও আচরণের বিভিন্নতার পরীক্ষায়। কিন্তু ধর্ম দিয়ে ধর্মগ্রহণ মানে বাহ্যজ্ঞানে আত্মকলুষিত হওয়া। ফকিরিপন্থায় এটাকেই বলা হয় চতুরালি।

মানুষের ধর্ম হিসেবে বর্জনের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে যা কিছু বস্তু ও অপরের মধ্যে বিরাজিত ধর্ম তাকে ভোগমোহে ও স্বার্থবুদ্ধির বিবেচনায় গ্রহণ করলে বাহ্যধর্ম সাধক অন্তরে তার কাজ ঠিকই কবুল করিয়ে নেয়। সেজন্যে ভক্তির পথে রসহীন শুকনো কাষ্ঠ যুক্তিও বিবেচনাধীন নয়, যাতে যুক্তি নিজেকে প্রসিদ্ধ করে তোলার সুযোগ পায়। যেজন্যে যুক্তিতক্কোগপ্পো দিয়ে ইশ্বররসত্তাকে ধরতে গেলে ইশ্বররসত্তা নিজেকে আরো বেশি দূরে সরিয়ে নেন। কারণ উভয়ের ধর্ম আলাদা, একের সাথে অপরের সম্পর্ক স্রষ্টা ও সৃষ্টির।

▌চরণ

চরণ মানে নিছক স্থূল পদদ্বয় নয়, সিদ্ধ মহাপুরুষ যে যে ভূমিতে 'আ'সত্তা স্থাপন করেন। 'আ'সত্তার বহুগুণ কিন্তু প্রকাশে যা সর্বত্র একক ও একাকারে থাকে। চরণ থেকে ক্রিয়াত্মক আচরণ। আচরণ বলতে সাধক যে যে স্থানে আপনাপন ধর্ম দিয়ে যোগ বা সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।

▌চরণ দাসী

শিষ্যের কাজ হচ্ছে সর্বময় গুরুর আচরণ অনুসরণ করা এবং তদনুযায়ী আচরণের অধীন থাকার সাধনা করা। গুরুর আচরণ 'সত্য সুপথ' সহজ মানুষের করণ। এখানে মধ্যযুগীয় দাসপ্রথার মতো স্থূল কোনো দাস্যভাব বোঝায় না। প্রর্বত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থার নমুনা অর্থাৎ শিষ্য নিজেকে দীনহীন মনে করে গুরুপদে আপন মস্তক বা চিন্তা-চেতনার সার্বিক সমর্পণ করা বোঝায়।

▌চরণে নূপুর নে না

আচরণে অর্থাৎ প্রতিটি পদক্ষেপ যেন ছন্দময়, ধ্বনিময় হয়। সাধকের জীবন যেন নিরস ও প্রাণস্পন্দনহীন না হয়ে পড়ে কখনো। নূপুরের নৃত্যস্পন্দে যার প্রকাশ ঘটে। সচৈতন্যে ফিরে আসার জন্যে বাহ্য ধ্বনিরও প্রয়োজন আছে।

যেহেতু প্রতিটি পদক্ষেপের ভেতরেই রয়েছে অনুদর্শনের খেলা। সে কারণে ব্রহ্ম প্রকাশের মাধ্যমও হচ্ছে ধ্বনিময়। ভেতর ও বাইরের মধ্যবর্তী যে অন্তর্মিল তার যথাযথ সমন্বয়সূত্র শ্রুতিগোচর করে তোলার জন্যেই মুদ্রামথিত জীবনের এ আয়োজন।

▌চাতক

একটি স্বভাবের নাম। চাতক ভাব প্রকৃতি প্রদত্ত যে ভাব তার আপন স্বভাবের সাথে সঙ্গতি রেখে সম্পর্ক চর্চা করেন। সাধক বস্তুধর্ম তথা 'অমৃত মেঘের বারি' গ্রহণ করেন এবং গ্রহণের ক্ষেত্রেও যা বস্তুর চেয়ে ঊর্ধ্বমুখি সেই উচ্চভাবকে বিকাশমান রাখতে সাহায্য করেন।

AMARBOI.COM

▌চাঁদোয়া

কাবাগৃহের হাজরে আসওয়াদ বা 'কালো পাথর' সরানো নিয়ে চারগোত্রের ভেতর তীব্র দ্বন্দ্ব-কলহ সৃষ্টি হয়। তখন মহানবি কলহলিপ্ত চারটি সম্প্রদায় থেকে চারজন প্রধান প্রতিনিধি নির্বাচন করে একটি চাদোয়ার উপর কালো পাথরটি স্থাপন করলেন। তারপর চাদোয়ার চারটি প্রান্তদেশ চারগোত্রের প্রতিনিধিগণের হাতে তুলে দিয়ে তাদের মাধ্যমে পাথরটি অন্যত্র সরিয়ে আনলেন। পরবর্তী কালে এ চার প্রধানই হলেন নবির চারজন ইয়ার। চাদোয়া শব্দটি প্রতীকও হতে পারে। স্থূলধর্ম থেকে চার গোত্র প্রতিনিধিকে ফকিরিপন্থার অধীনকরণের অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে।

▌চারকারের উপর দেখো আশ্রয় করে ছিলেন কে গো

যদিও নবিসত্তা চারমত জারি করেছেন তাঁর পরিচয়বৈচিত্র্য দানের উপর। কিন্তু সেই চারমতে নবিসত্তা কখনোই লেপ্টে থাকেন না। কারণ চারস্তরের অনেক উপরে রয়েছে তাঁর স্থান। এ কারণেই তিনি বিধানদানকারী সংবিধাতা তথা ব্যক্তিক, জাতিক ও আন্তর্জাতিক শরিয়ত প্রণেতা বা বিধানদাতা। জনগণের পালনীয় যে বিধান তিনি ইতোমধ্যে দিয়েছেন তার পূর্বে তিনি আপন চরিত্রে তা পালন ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎকর্ষণ দ্বারা স্তরে স্তরে ক্রম উত্তীর্ণ হয়েছেন। মানে পরবর্তী কালে নবুয়তির মাধ্যমে মহোচ্চতম যে স্তর তিনি অর্জন করেন।

▌চারজনকে দিলেন চারমতে যাজন

'চারজন' হচ্ছেন মাওলা আলী, আবু বকর, ওমর, হযরত ওসমান। এ চারজকে নবি চারটি সাধন স্তর দান করেছেন। সর্বোচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত হলেন মাওলা আলী ইবনে আবি তালিব।

▌চার তরিকা তখন হলো

স্থানকাল পরিচয়ে নবিসত্তা স্থির নন, সদা বিকাশমান লীলাময় সত্তা। যে অবস্থা পেছনে ফেলে নবিস্তরে সত্তা উত্তীর্ণ। সেই স্তরগুলোকে যখন চার ব্যক্তিসত্তার মধ্য দিয়ে নবিসত্তা ব্যক্ত করান তখন সেই ব্যক্তজ্ঞানই হচ্ছে চার তরিকা। অবশ্য ব্যক্তজ্ঞান প্রকাশের পূর্বে নিজের জীবন দিয়ে তার ক্রিয়াত্মক চর্চার বিধান সর্বদাই জারি রয়েছে।

▌চার পেয়ালা হৃৎকমলে ক্রমে হবে উজালা

চারস্তর বিশিষ্ট সাধনায় সিদ্ধ হয়ে যখন সাধকের চিত্ত বিকশিত হবে তখন সেই বিকশিত সত্তার সাথে পূর্ণ বিকশিত চাঁদের সাদৃশ্য রয়েছে।

AMARBOI.COM

▌চারযুগে ঐ কেলে সোনা শ্রীরাধার দাস হতে পারলো না

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি–এই চারযুগ। প্রত্যেক যুগের ভেতর কৃষ্ণের স্থিতি ও অবস্থান আছে। কিন্তু প্রত্যেক যুগের ভেতর শ্রীরাধিকার অবস্থিতি নেই। সেজন্যেই বেদ বিভাজিত যুগে অন্ধকার কাটেনি। কারণ শ্রীকৃষ্ণের জন্যে সেখানে কর্ষণভূমি নেই। শ্রীকৃষ্ণের কর্ষণভূমি হিসেবে রাধার উৎপত্তি এই বাংলায় 'গীতগোবিন্দ'এর মাধ্যমে।

শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ 'মূল' ধরে আছেন শ্রীরাধিকা। কারণ শ্রীরাধিকা হলেন শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ চৈতন্য। 'শ্রী' শব্দের অর্থ হচ্ছে দেহ আর 'রাধা' হলেন 'বিন্দু' তথা ক্ষেত্র। এখানে শ্রীরাধিকাকে আলাদাভাবে দেখানোর অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণের আপন দেহমধ্যে বিন্দু শনাক্তকরণ পদ্ধতি সহজ করে তোলা। কিন্তু চারযুগেও যা সম্ভব হয়নি। সেজন্যেই চৈতন্যের অবতার শ্রীচৈতন্যর রাধাভাব হচ্ছে চারযুগের মধ্যে এক দিব্যযুগ। তা সর্বদা সচল ও প্রবাহমান। স্থূল অর্থে 'চার যুগ' সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন লেখকের 'লালনদর্শন' গ্রন্থে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌চারযুগের ভজনাদি বেদেতে রাখিয়ে বিধি

বিধাতা অর্থাৎ বেদের বিধানকর্তা। বেদকাণ্ডগুলোর মধ্যে চারযুগে মানে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিতে কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে ঈশ্বরজ্ঞান বিধৃত হওয়া যায় সেই তথ্যের স্থাপনা রেখেছেন। কিন্তু খোদ বেদের ভেতর যে অব্যক্তজ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান কিন্তু বেদকাণ্ডগুলোর কোথাও নেই। অর্থাৎ বেদ দ্বারা বেদমর্ম জানাটা অসম্ভব। বিধানকর্তা সেই তত্ত্বজ্ঞান সপে দিলেন শ্রীরূপে। শ্রীরূপ হচ্ছেন প্রকৃতি তথা রাধাসত্তা আর রাধাতত্ত্বের জীবন্ত রূপ হলেন শ্রীগৌরাঙ্গ।

▌চার রঙ

চারবর্ণ, চারদ্যুতি বা চারটি সুনির্দিষ্ট সাধনস্তরের প্রকাশিত রূপ, চারমত নয়। সাধনস্তরের চারটি বিকশিত রূপের একচ্ছটা প্রকাশ।

▌চিরদিন এক রসিক বুলবুল সেই ফুলে মধু খায়

সার্বক্ষণিক ধ্যানমগ্ন সাধকের সাথে তার জ্ঞানের মতোই সংস্কারমুক্ত অবস্থায় অন্যপাত্রে অবস্থিত শক্তি। যে শক্তিও পরিশুদ্ধ হয়ে তার পদের সাথে মিশে যাওয়া তথা সাধক যখন শক্তি হিসেবে শক্তিমান হবার অপেক্ষায় থাকে। অর্থাৎ শিষ্যসকল যে রসে আকুল থাকে সে রস অর্থাৎ গুরুবাক্য ব্যতীত অপর কোনো বস্তুতে তৃপ্ত নয়। আবার যার অপেক্ষায় আমৃত্যু উপবাসও থাকা যায়।

▌চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নক্সবন্দিয়া

গুরুমুখি মোহাম্মদী ইসলাম ধর্মের তিনটি বিকশিত ধারা। এ ধারা তিনটির সাথে এজিদি ইসলাম তথা সাম্রাজ্যবাদী– শরিয়তপন্থিদের চেয়ে স্বতন্ত্র। কেউ কেউ উক্ত ধারা তিনটিকে 'বা শরা' বা শাস্ত্রসম্মত বলে দাবি করে থাকেন। আবার অহাবিগণ তাঁদের 'বে-শরা' বা শাস্ত্রহীন বলেও অপপ্রচার করেছেন। ভারতবর্ষে ধারা তিনটির প্রভাব বিভিন্নভাবেই দৃশ্যগোচর হয় কেবল সাম্প্রদায়িক ধর্মচর্চা নয়, হিন্দু-মুসলিম মিলনেও সম্প্রদায় তিনটির ইতিবাচক ভূমিকা লক্ষণীয়। বৃহৎ বাংলায় হাজারো বছর ধরে খাজাবাবা মইন উদ্দিন চিশতী, আবদুল কাদের জিলানী প্রমুখ সুফি সাধকের নামানুসারে ধারাগুলো পরিচিত এবং বিকশিত হয়েছে।

▌চোর

গুরু ভক্তের সবচেয়ে বড় সম্পদ মন চুরি করেন গুরু। বিপরীতে জগতের যতো বর্ণচোরা, মর্মচোরা ও ধর্মডাকাতেরা শাঁইজির ভজন-পূজন সম্পূর্ণ ভুলে নানা গোত্র, দল ও উপদলে শতধাবিভক্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্দির, মসজিদ, গির্জা নামক লৌকিক ধর্মশালাসমূহের প্রবেশমুখে দৃষ্টি আকর্ষণী বিশেষ সাইন বোর্ড টানানো থাকে 'জুতা চোর হইতে সাবধান'। যদিও এখন জুতো চোরাচুরির মধ্যে অন্ধ ধার্মিকেরা আর সীমাবদ্ধ নেই। 'জাতীয় মসজিদ' নামক বাইতুল মোকাররমে ইমামতির পদ নিয়ে পারস্পরিক জুতোজুতি মানে জুতা মারামারি শরিয়তি কাঠমোল্লা-অহাবিদের মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছে।

▌চোরামালের মহারতি

সুফি অনুসারী বিভিন্ন তরিকা থেকে তত্ত্বজ্ঞান ধার করে সাধনবিহীন তামসিক পন্থায় পরিমণ্ডল তৈরি দ্বারা সাধনা করার প্রচেষ্টা। তাসের ঘরের মতো যা মূহূর্তে ধসে পড়ার বিপদ থাকে। কারণ সাধকের আপন সাধন দ্বারা যা পরিশোধিত (পরিশুদ্ধ) নয়, পরীক্ষিতও নয়। আবার ভজন সাধন ব্যতীত বিন্দু ধারণের মধ্য দিয়ে যে সৃজন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় অর্থাৎ সচৈতন্য ব্যতীত যে অর্জন তাকেই সূক্ষ্ম অর্থে শাঁইজি 'চোরামালের মহারতি' বলেন।

▌চুয়ানি

চুয়ানি, ফিল্টার, ছাকনি, স্ক্যানার; সাফ করার জাল বিশেষ; পরিশুদ্ধির মনন। একজন শিষ্যের জন্যে তার বীজমন্ত্র ব্যতীত গুরু তথা সার্বিক লা সত্তাই হচ্ছেন পরিশুদ্ধকারী চুয়ানি বিশেষ।

AMARBOI.COM

▌চেতন মানুষ

সার্বক্ষণিক ধ্যানে নিমগ্ন সত্তা। দেহের ভেতর সপ্ত ইন্দ্রিয় দ্বারপথে সংস্কাররাশি প্রবেশ করে সাধক দেহে যেন অচৈতন্য তথা বস্তুমোহের ছাপ না ফেলতে পারে সেজন্যে সার্বক্ষণিক চেতন থাকা অর্থে সার্বিক লা অবস্থায় থাকা। চেতন মানুষই সহজ মানুষ।

▌চেতন থাকা

সার্বিক লা অবস্থায় থেকে ফকিরি করা। প্রথমে আল্লাহসত্তার পরিচয় জেনে নিজেকে সেই সত্তায় উত্তীর্ণ করা। তারপর লা অবস্থাকে চেতনাসত্তা ভেবে আপনি লা হয়ে যাওয়া।

▌চেতন হলে সব মিথ্যে হয় স্বপ্নের রাজরাজ্য

সাধনতত্ত্ব সার হয় কেবলমাত্র গৌরাঙ্গতত্ত্ব জানতে ও বুঝতে পারলে। আপন সত্তার ভেতরে যে রাধাভাব আছে তার সম্পর্কে সচৈতন্য হলে নিত্যানন্দ দ্বারের আনুকূল্য লাভ করলে, উভয়ের মিলিতরূপে স্বরূপ চৈতন্য জেগে ওঠে। তখন সাধক নিজ অন্তরকে আপন চৈতন্যমুখের দিকে ফিরিয়ে সিদ্ধি অর্জন করতে পারেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌চৈতন্য

নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণের পর কেশব ভারতীর কাছ থেকে 'চৈতন্য' নামটি প্রাপ্ত হন। চৈতন্য হচ্ছেন বস্তু সম্পর্কিত যথার্থ চেতনা।

কেননা বস্তু সম্পর্কিত যথার্থ চৈতন্যের মাধ্যমেই চেতনা লাভ হয়। প্রকৃত চৈতন্য লাভ না হলে অপাত্রে আপন বিন্দু স্থাপনের মাধ্যমে সাধক সর্বনাশ ঘটাতে পারেন।

▌চৈতন্য পথে

বস্তুধর্মের যথাযথ চৈতন্য হওয়ার নাম হচ্ছে চেতনা। কিন্তু এখানে আপন দেহের ভেতর যে বিন্দুর লীলা তাকে রপ্ত করা বোঝায়। বিন্দু যখন আপন মস্তিষ্ক থেকে নিম্নগামী তখন তাকে ধারাজ্ঞান করে নিম্ন থেকে ঊর্ধ্বগামী করার যে সাধনা তাই হচ্ছে রাধা; সাধকের কাছ হচ্ছে বিন্দুকে ধারা থেকে রাধা এবং রাধা থেকে ধারাধর্মে স্থিত রাখা। এরই নাম চৈতন্যপথ। এপথেই সাধকের জীবন উৎসর্গিত থাকে।

▌চৌমহলা

চার নারীরূপ বা প্রকৃতি। যে সমস্ত সত্তাগুলো নূরে মোহাম্মদীর বীজধারণ করে আছে। মহল থেকে মহলা চারস্তর বিশিষ্ট সৃজনকারী সত্তা বিশেষ, প্রত্যেকেই স্বাধীন নয়। একের সৃজন প্রকাশ অপরে বিকশিত করার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ অবস্থা। আওলা হিসেবে একটি নূরে মোহাম্মদী সত্তায় পৌছানো যাঁদের কর্তব্যের অধীন থাকে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছ

ছয়জন আমলা তারাই শুধু বাঁধায় মামলা

এখানে ষড়রিপুর কথা বলা হচ্ছে। ছয় মাসে ষড়রিপুর জন্ম; যথা: কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য। এই ষড়রিপুই সাধককে তার মূলসাধনা থেকে বিচ্যুত করার জন্যে উদগ্রীব থাকে। একটি পদে ষড়রিপুর অবস্থা সম্পর্কে বলা হচ্ছে:

হিসাব আছে এই মানবজমিনে
গড়েছে তিন তরিকার মিলিয়ে শহর
টানা দিয়ে তিনগুণে
শুভাশুভ যোগের কালাতে
জীব মায়াগর্ভে প্রবেশ করে ক্ষিতির পথেতে
উলোটপালোট দলকমল যায় বিশেষ মতেতে
এইবার সৃষ্টিকর্তা গড়লেন আত্মা
জীবের কর্মসূত্রের দল জেনে
প্রথম মাসে মাংস শোণিতময়
দুই মাসে নর-নাভী কড়া অস্থির উদয়
তিন মাসে তিন গুণে জীবের মস্তক জন্মায়
চতুর্থতে নেত্র কর্ণ ওষ্ঠ চর্ম লোম
পঞ্চমতে হস্ত পদা কার
পঞ্চতত্ত্ব এসে করেন আত্মাতে সত্তার সঞ্চার
সেইদিন হলো জীবের আকার ও প্রকার
ছয় মাসেতে ষড়রিপু বলি স্থানে স্থানে সপ্তমেতে সপ্তধাতু যে
এরা আপন আপন শক্তি লয়ে বসিল এসে
অটল মতে অষ্টসিদ্ধি এলো ভোগের কারণে
নয় মাসেতে নয় দ্বার প্রকাশ
দশ মাসে দশ ইন্দ্রিয় না রহে গর্ভধামে।

ছাড়িয়া দেহের মায়া দেহ করিলাম পদছায়া

'দেহ' জরাজীর্ণতামুক্ত নয়। সাধনার মাধ্যমে তাকে জিতেন্দ্রিয় করতে হয়। আপন দেহের মায়ায় বাহ্যিক থাকা মানে হচ্ছে আত্মাকে স্থানু করে তোলা। সীমাবদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খণ্ডিতে অকাট্য ফেলা। এভাবে দেহকে আপন সাদনার অধীন করে পরিচালিত করার মধ্যে দিয়ে বিশুক্তি বিদর্শন লাভ করা সম্ভব।

▌ছায়া তাঁর পড়ে নাই ভূমে

কৃষ্ণ, রাধা, কিংবা নূরতত্ত্ব একটি জ্ঞানভিত্তিক ডিসকোর্স। বাংলায় ধর্মসাধনা মানে হচ্ছে দেহচর্চা তথা দৈহিক উপলব্ধির মাধ্যমেই সকল জটিলতার অবসান ঘটানো। শ্রীচৈতন্যতত্ত্বও তেমনই, দেহাভাণ্ডরের ভেতর তার প্রভাব আছে কিন্তু বহিরঙ্গে যার দৃশ্যগোচরতা নাই।

▌ছায়া নেই সে লা শরিকি

পূর্বেই বলা হয়েছে, বান্দার চিন্তন জগতে আল্লাহর শরিক থাকে। কিন্তু সেই শরিকির কোনও প্রকার ছায়া থাকে না। ছায়া থাকে কেবল বান্দার কায়ার। আল্লাহসত্তা এক প্রকার জ্ঞান। আল্লাহর তথা জ্ঞাণ কারণস্বরূপ যার প্রভাব আছে কিন্তু প্রতিপত্তি নেই।

▌ছায়াহীন যাঁর কায়া ত্রিজগতে তাঁরই ছায়া

সত্তা হিসেবে 'আল্লাহ'র উপস্থিতি আছে কিন্তু তাঁর কোনও ছায়া নেই। কিংবা আল্লাহর 'থাকা' বলতে কি অপরাপর প্রাণী বিশেষের না থাকা বা থাকার মতো বোঝায় না। আল্লাহসত্তা আবার জ্ঞান ও করণ। উভয়েরই দৃশ্যগোচরতা নেই, কিন্তু ফল বিদ্যমান। 'ত্রিজগৎ' বলতে বোঝায় জ্ঞানলোক, ভূলোক, দ্যুলোক, আরো বিভিন্ন প্রকার লোক বিদ্যমান। তথাপি সকল লোকের সৃষ্টির উপাদান হিসেবে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা হাজির থাকে তেমনই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানজগতের উপাদানও দ্যুলোকের দ্যুতিতে দীপ্যমান হয়।

তাই ত্রিজগতের উপর যার ছায়া তথা আশ্রয়দানকারী সত্তা হিসেবে হাজির থাকা। অথচ বাহ্যজগতে যিনি দৃশ্যলোকের নন।

▌ছিটেফোটা তন্ত্রমন্ত্র কলির ধর্মে দেখতে পাই

কলি হচ্ছে কলের যুগ। কলকে সচল রাখার জন্যে বিভিন্ন প্রকার কলির আবির্ভাব ঘটেছে। শ্রীচৈতন্যের বিশুদ্ধ রসসাধনার মধ্যে যেমন গোপীচর্চার উদ্ভাবন ঘটেছে তেমনই সহজিয়াদের মধ্যে থেকে নানা প্রকার তান্ত্রিক সাধনার উদ্ভব ঘটেছে। যেখান থেকে প্রকৃতি পুরুষ তন্ত্রের বিশুদ্ধচর্চা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। এক প্রকার ভেলকিবাজির মধ্য দিয়ে সহজ পুরুষের সাধনা থেকে অনেকটা বিচ্যুত ও বিকৃত অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিদাম

শ্রীধাম। সাইজিয়া বৈষ্ণবদের কাছে শ্রীধাম হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এর কারণ নানাবিধ। আসলে জট পাকিয়ে আছে চারশো বছর আগে থেকে। চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-গদাধর-শ্রীবাস পর্বের পর বাংলার বৈষ্ণবধর্মের বিচ্ছিন্নতা ও শির্ণতার মধ্যে আকণ্ঠ হয়ে পড়ে তার থেকে তাকে বাঁচাতে বৃন্দাবন থেকে শ্রীজীব গোস্বামীর দীক্ষিত শিষ্য নরোত্তম-শ্রীনিবাস-শ্যামানন্দ এবং পরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, নরহরি ও রাধামোহন যতই চেষ্টা করুন তবু বৈষ্ণবধর্মের পতন ও বিচ্ছিন্নতা রোখা যায়নি। খেতুরিতে মহাসম্মেলন থেকে সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে নরোত্তম বাংলার সব বৈষ্ণব নেতাকে এক জায়গায় বসিয়ে সমন্বয়ের শেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু হরিভক্তি বিলাসের কাঠিন্য, শুদ্ধিকরণ আর ব্রাহ্মণ্যত্বের নেতৃত্ব কি ঠেকাতে পারে কোনও স্ফূর্ত বৈষ্ণব গণশক্তিকে? মহাসম্মেলনে সেই মানুষগুলোকে ডাকা হলো যারা অবহেলিত ও মানহারা জাত বৈষ্ণব নাম দিয়ে কি কেবলই ঠেলে দেওয়া হয়নি দুষ্টবুদ্ধি মূর্খ ও গুরুদের হাতে। আর সেই সুযোগে প্রকৃতি সাধনায় এক জীবনপন্থি আহ্বানে শাঁইজিয়া আর বাউল ফকিরেরা কি ধীরে ধীরে অশিক্ষিত নিম্নবর্ণের অনেককে টেনে নেয়নি রসের পথে? এভাবেই ঐতিহাসিক পুরুষ শ্রীচৈতন্য হয়ে যায় গোপ্য সাধনার স্তরান্বিত সংকেতা। নিত্যানন্দ হয়ে যান যোগসাধনার এক গূঢ় ইঙ্গিত। কৃষ্ণ আর রাধাকে তত্ত্বরূপে 'আরোপ' করা হয়। মানুষ মানুষীর শরীরী মিলনে।" এভাবেই শ্রীদাম হয়ে ওঠেন শ্রীধাম। 'শ্রী' এখানে লক্ষ্মী তথা নারী। আর ধাম হচ্ছে তার দেহ।

ছিদামরে ভাই বলি তোরে ফিরে যা ভাই আপন ঘরে

বিভিন্ন করণ ধর্মে প্রকৃতি থেকে পুরুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। পুরুষতত্ত্ব হিসেবে প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যাওয়ায় প্রকৃতি অনেকটা ভাবশূন্য, পুরুষ নির্ভরশীল হয়ে যাচ্ছে। সেজন্যে শ্রীরূপে ফিরে যাবার অর্থ হচ্ছে পুরুষকে তার আপন আলোয় ফিরে যাবারই নামান্তর।

ছিলা

পঞ্চবানের ছিলা কেটে স্বরূপদ্বারে প্রেমযাজনের নির্দেশনা শাঁইজি জারি করেন আপন ঘরের (অহলে বাইতের) অনুসারীগণের জন্যে। মদন, মাদন, পোষণ, স্তম্ভন ও মোহন নামক পঞ্চবানের ছিলা সাধককে প্রেমাস্ত্রে কাটতে হয়।

ছিলাম কোথায় এলাম হেথায় আবার আমি যাই যেন কোথায়

এখনে মানবজন্মের বিষয় বলা হয়নি। জ্ঞান তথা স্বরূপ চৈতন্য হিসেবে বর্তমানের যে উপস্থিতি, এই বোধ এই চেতনাপ্রাপ্তির পূর্বাবস্থা কেমন ছিলো আবার এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংঘবদ্ধ চৈতন্যের পরবর্তী দশা কী হবে? এই নিয়ে নানান কৌতূহল। কিন্তু ফকিরিতত্ত্বে কামের দ্বার বন্ধ করে সৃজন প্রক্রিয়াকে যেমন আটকে ফেলা হয় তেমনই জীবন্তে মরা প্রেমসাধনার মাধ্যমে পরবর্তী জীবনের কৌতূহল থেকে বিমুক্তির সম্ভাবনার পথও মুক্ত করে তোলা হয়।

একজন সাধক কোনো এক বিখ্যাত পণ্ডিতকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন; যেমন:

'তুমি কে? এলে কোথা থেকে?
'আমি মানুষ ছিলাম পিতার মস্তকে, বিন্দুরূপে'।
'বাঃ বেশ। পিতার বিন্দু কোথা থেকে এলো?'
'দানা শস্য ফল মূল থেকে। তার মূল পঞ্চভূত।'
'তো পঞ্চভূত কী?'
'ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম'।

সাধক পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যা এভাবে দিচ্ছেন, 'ব্যোম মানে চৈতন্য, মরুৎ নিতাই, তেজ অদ্বৈত ক্ষিতি, ধর আর অপগদা হলেন শ্রীবাস।

ছিলো কোন কারে

আল্লাহর আকার নিয়ে কথা হচ্ছে। ফকির লালন শাঁইজি দর্শনের একটি আদি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তাঁর পদাবলীতে 'ছিলো কোন কারে'?

আল্লাহ খুব মোটা হরফে নিজ পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যে, আমার কোনও শরিক নিই এর আমি নিরাকার। কিন্তু আল্লাহ নিজের পরিচয় নিজ থেকে দিতে পারেননি। তাঁর মাধ্যম হিসেবে রসুলকে ব্যবহার করতে হয়েছে। রসুলগণ কিংবা তাঁর বান্দাসকল যথার্থ অর্থেই কী আল্লাহর পরিচয়ে যে শর্ত রয়েছে তাকে মানতে পেরেছেন? যেমন আল্লাহর কোন কোনও শরিক নেই। কিন্তু বান্দার মস্তিষ্কে তিনি অবস্থায় নিরাকারতত্ত্ব খারিজ হয়ে যায়। কিন্তু ফকির লালন শাঁই আল্লাহর আকারকে ভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন। যেমন তিনি বলছেন:

'যে মুর্শিদ সেই তো রসুল ইহাতে নাই কোনও ভুল খোদাও সে হয়'
আবার বলেছেন: 'আপনি আল্লাহ ডাকো আল্লাহ বলে' ইত্যাদি।

ছিলো মনের তিনটি বাঞ্ছা

'বৃন্দাবনে রসরাজ ছিল
রসের তাক না বুঝে ধাক্কা খেয়ে
নদেতে এলো

'ব্রজে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ কোন বসের তাক বোঝেন নি যার জন্যে তাঁর নবদ্বীপ লীলা?' 'তাঁর ছিলো না সহজ স্বভাব তাই করতে পারেননি সহজ সাধনা। ঈশ্বরের কি সহজ স্বভাব হতে পারে? কী করে হবে? পিতামাতার কামনায় রজবীজে জন্ম হয়নি তাঁর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই স্বভাবে কামশূন্য কামছাড়া প্রেমের উদ্দীপন নেই। প্রেম ছাড়া সহজ সাধন হয় না। তাই তাঁকে জন্মদাতা হলো নদীয়ায়। রজবীজে জন্ম এবার। কামনাময় দেহধর্ম। সেই কামনাকে অতিক্রম করতে নিলেন সন্ন্যাস। শচীকে নিয়ে পরকীয়া সাধনে এবার হল সহজানন্দ।

তিন বাঞ্ছা হচ্ছে:
এক. ওরে আমি করেতে কৌপীন পরবো,
দুই. করেতে করঙ্গ নেবো।
তিন. মনের মানুষ মনে রাখবো।
'শেষ বাঞ্ছাটাই হচ্ছে আসল, 'মনের মানুষ রাখবো মনে'।

▌ছিলো মায়ের উদরে

মায়ের উদর মানে বাহ্য ধারণের অধীন থাকা। এর সাফল্যের দিক অনেক। সাধকের যদি কুপথে পরিচালিত হওয়ার লক্ষণ দেখা দেয় তখন বাহ্য ধরন-ধারণ সাধককে আপন পরিচয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, আত্মবিস্মৃত হওয়া থেকে সাবধানী করে তোলে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌জ▐

▌জগত জুড়ে জাতের কথা লোকে গল্প করে যথাতথা

বৈদিক বিধানে শ্রেণী বিভাজন, জাতপাত ভেদ প্রবর্তিত হয়, কিন্তু নিম্নবর্ণের তথা শূদ্রের জন্যে যা অনেকটা বিধি হয়েই দেখা দেয়। কিন্তু বিধান ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জাত নিজেকে প্রমাণ দিতে পারে না। তাতে মূলত বিধানের পক্ষপাতি হয়ে ওঠাই বুঝায়।

▌জগত জোড়া

আল্লাহর অস্তিত্ব সর্বত্র। কিন্তু কোথাও তাঁকে চিহ্নিত করা যায় না। আবার বলছেন, যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তা আছে নিজভাণ্ডে। অখণ্ড মানবদেহের ভেতরেই সমস্ত প্রকৃতি জগৎ তথা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। মানব দেহের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে নূরে মোহাম্মদী সত্তার মধ্যে।

আল্লাহ ছাড়া কাউকে সেজদা করা হারাম। কিন্তু মুসলমান সমাজ কাবাঘরকে সামনে রেখে আল্লাহর ঘর বুঝে সেজদা দিয়ে থাকে, স্থান কালের দূরত্ব বাদ দিয়ে যে সকল বস্তু এবং বস্তুকে কেন্দ্র করেই তো প্রার্থনা চলছে। আল্লাহর ঘর এবং আল্লাহ এক নয়। আসলে মূল গোলমালটা রয়েছে আল্লাহকে দেখা না দেখার মধ্য দিয়ে।

আলিফ পদাকারে দুটি পদ
না দেখে রূপ মোহাম্মদার কি করে ভজি
কেবল শুনি কর্ণেতে দেখিনিকো চোখেতে।
এবং
অনুমান সাধন কোন হবেরে ঠিক
রূপ দেখে সাধো তাঁকে তবে তো হইবা রসিক।

আসলে ইসলামে 'সেজদা' বা প্রণাম খুব গুরুতর বিষয়। আল্লাহ ছাড়া কাউকে সেজদা দেওয়া হারাম। নামাজে সেজদা এক উল্লেখযোগ্য পর্যায়। অথচ অদৃশ্য আল্লাকে সেজদা দিতে চান না মারেফতি ফকিরিরা। তাঁদের বক্তব্য যেমন আবেদের পদে:

না দেখে সেজদা করা মেহনত বরদাত গুনায় ধরা
না দেখে তার নামে সেজদা করে যত ধোপার গাধা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফকিররা সেজদা করেন গুরু মোর্শেদকে। তাঁরা ব্যক্তির খোদ মধ্যে দেখেন খোদাকে। আসলে মারেফতিদের প্রধান প্রতিবাদ সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর ইসলামী বাহ্য আচরণবাদের বিরুদ্ধে। তাই কলেমা, নামাজ, রোজা, জাকাত, হজ এই পাঁচটি শরিয়তি কৃত্য তাদের টানে।

॥ জগত জোড়া মীন অবতার

দেহের ভেতর বিন্দুর হাজিরা আর সন্ধির মর্ম সন্ধি বলতে বোঝায় মহাযোগ। এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে শাঁইজির ভিন্ন একটি পদ রয়েছে তাতে বলেছেন:

তিনদিনের তিনমর্ম জেনে
রসিক সাধলে ধরে তা একই দিনে
অমাবস্যা প্রতিপদ দ্বিতীয়র প্রথমে সে তো
লালন বলে তাঁর আগমন সেই যোগের সনে ॥

'নারীর রজঃস্রাবের সময়কে বলে অমাবস্যা। এই সময় বাঁকা নদীর বাঁকে অধর মানুষ মহামীনরূপে খেলতে আসেন। তাঁকে ধরতে হয় সেই সময়। সেটাই হলো মহাযোগ। নারীর রজঃস্রাবের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের মাঝামাঝি সময় নারী শরীরে আলেকের দোলা। তাঁকে ধরতে পারলে পাওয়া যাবে কোটি জন্মের সুখ আর উলটো যদি ঘটে যায় বিন্দুপতন তবে সাধককে চিবিয়ে চুষে খাবে কাম কুমির। সাধকের পতন হবে পাকালে।

আবার আকাশে যখন পূর্ণিমা তিথি তখন পুরুষের জোয়ার আর সেই সময়ই যদি নারী সঙ্গিনীর ঘটে অমাবস্যা তবে সেই সংযোগ হলো সেরা সাধন সময়। এমনটা খুব কমই ঘটে সচরাচর।

॥ জঠর যন্ত্রণা পেয়ে এসেছিলাম করার দিয়ে

মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে আসার কথা বলা হচ্ছে। গুরুভজনার অঙ্গীকার ভুলে বস্তুমোহ পূজার ফলে অনুতাপ।

॥ জননীর জঠরে যখন আধোমুণ্ডে ছিলেরে মন বলেছিলে করবো সাধন

'জননীর জঠরে যখন অধোমুণ্ডে ছিলেরে মন বলেছিলে করবো সাধন' বাক্যটির চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন সনাতন দাস নামক একজন সাধক ও গায়ক কথক ঢঙ্গে। তিনি বলেছেন:

নয় মাসেতে নয় দ্বার প্রকাশ
দশ মাসে দশ ইন্দ্রিয় না রহে গর্ভধামে।

নবদ্বার বলতে বোঝায় দুই চোখ, দুই কান, দুই নাক, মুখবিবর, পায়ু আর লিঙ্গ। দশ মাস হয়ে গেলে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় আর পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় ফুটে ওঠে। তখন গর্ভমধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তান ছটফট করে; বলে: 'মুক্তি দাও এ অন্ধকার থেকে। বাঁচাও আমাকে এই গর্ভকষ্ট থেকে; এ যে শোণিতময় পিচ্ছিল'। স্রষ্টা তখন বলেন: 'জন্ম হলে কি করবি মনে থাকবে তো'? 'হ্যাঁ মনে থাকবে। করবো মানুষ ভজন। নির্বিকার হয়ে করবো সাধন'। কিন্তু ঘটে ঠিক উল্টো তাই:

গোঁসাই কান্না বলছেন শোনরে গোপালে
বায়ু কর্তা নেত্র এলো বাহির মহলে
এইবার জীব মূলে ভুলে কাঁদিছে পড়ে ভূতলে।

প্রসবের সময় প্রথমে তো মুণ্ডুই বোঝায় তাতে থাকে চোখ। সেই চোখ প্রথম পৃথিবী দেখে আর মায়ার ঝাপট লাগে সেই চোখে। সে কেঁদে ফেলে আর সেই সুবাদে মূলেই ঘটে যায় গলদ।

সে কাঁহা কাঁহা কাঁহা কাঁহা বলে।
জীবের সম্বন্ধ তাই ঠিক থাকে না
যখন উদয় সেখানে ॥

সে কেবল কাঁহা কাঁহা বলে। কোথায় সে কোথায় আমি? কোথায় ছিলাম আর কোথায় এলাম। কোথায় গেলো আমার স্রষ্টা। তখন জননী দিলো স্তন। আঁকড়ে ধরে দুহাতে শিশু দিলো টান। জন্মালো তার কামনা। ভেসে গেলো প্রতিজ্ঞা। এই তো দুনিয়ার জীবন।

AMARBOI.COM

▌জন্মগুরু রাধা আমার প্রেমকল্পতরু

যার মাধ্যমে জন্ম হয় তিনিই হচ্ছেন জন্মগুরু। কিন্তু জন্ম তো কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে হয় না, হয় বিন্দুর মাধ্যমে। অপরদিকে আপন বিন্দুর উর্ধ্বগতিই হচ্ছেন রাধা। আবার দেহের ভেতরের যে শক্তি তার পরিচয় যখন গুরুর মাধ্যমে শিষ্যের কাছে জন্ম গ্রহণ করে তখন আত্মজ্ঞানের জন্মদাতা হিসেবে গুরু বিবেচ্য হয়ে থাকেন।

▌জন্মবীজ যার নাপাক মৌলভীগণে

জন্মবীজ পাকও নয়, নাপাকও নয়। কারণ পাক এবং নাপাক মানুষের জ্ঞান কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়। কিন্তু জন্মবীজ সৃষ্টি হয় প্রকৃতিসত্তা থেকে যার সাথে মানুষের কোনও প্রকার সম্পৃক্ততা থাকে না। অকাট মূর্খ মৌলভীগণে কেবল বৃথাই প্রশ্ন তোলে পুরুষ প্রকৃতির ভেদ কিছু না বুঝেই।

▌জন্মমৃত্যু যার এই ভবের পর

বিন্দু আসে জন্মমৃত্যু সম্পন্ন মানবদেহ থেকেই। বিন্দু মানে জন্মবীজ। কিন্তু বীজের অস্তিত্ব জন্মমৃত্যু নিরপেক্ষ। তা না হলে মানুষ মৃত্যুর সাথে সাথেই মানবসত্তার বিলুপ্তি নিশ্চিত হতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌জন্মমৃত্যু হয় যদি তার শরার আইন কই চলে

যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরসত্তার প্রকাশ তিনি যদি জন্মমৃত্যুর অধীন হন, তাহলে বিধান দানের ক্ষেত্রে ইশ্বরসত্তা এবং তাঁর বান্দার আরোপিত আইনও অটল নয়।

▌জন্ম যাঁর এই মানবে ছায়া তাঁর পড়ে নাই ভূমে

আল্লাহর পূর্ণ পরিচয় রয়েছে তাঁর সৃষ্টিমূলে। রসুল হচ্ছেন তাঁর প্রতিনিধি যিনি পূর্ণ বিকশিত সত্তা আর নবির জন্ম এই মানব মূলে। অথচ তাঁর ছায়া দৃশ্যগোচর নয়। কেন নয়? বিষয়টি গুরু ধরে শিখে নেবার অপেক্ষা রাখে।

▌জন্মিলে মরিতে হবে কুল কি কারো সঙ্গে যাবে

জন্ম হলে যেমন মৃত্যু অনিবার্য তেমনই উদয় হলে অস্তও রয়েছে। কিন্তু জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়ে যে কূলজ্ঞান লাভ করে তা জন্মমৃত্যুরহিত একটি তৃতীয় অবস্থা থেকে মানুষ প্রাপ্ত হয়। অথচ ঐ সমস্ত বাহ্যাচার জন্ম এবং মৃত্যু উভয় অবস্থার সাথেই মিলে যায় না অথচ যার দন্তে মানবকূল ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

▌জন্মে নবি ম'লেন কী কারণে

'নবি' জন্মমৃত্যুর উর্দ্ধে অবস্থিত সত্তা। কিন্তু নবি মোহাম্মদকে (সঃ) আমরা ইন্তেকাল হতে দেখি। আসলে নবিসত্তার গঠন যে সমস্ত কারণে সব কারণ সর্বভূতে বিলীন হয়ে যাওটাই হলো তাঁর মৃত্যুর কারণ। কিন্তু নবির নূর ও তাঁর চর্চার আচরণ পালনীয়। এছাড়াও নবির মৃত্যু বলতে আর দশটি সাধারণ মৃত্যুর মতো নয়, দ্বীনের পূর্ণতাই হচ্ছে নবির মৃত্যুর অন্যতম কারণ। মরার আগে যিনি মরেন জন্মমৃত্যুর উর্দ্ধে তিনি।

▌জন্মের ভাগী অনেক জনা কর্মের ভাগী কেউ তো হয় না

প্রতিটি জন্মের ভেতর প্রকৃতি এবং পুরুষসত্তার অংশ থাকে। কিন্তু সৃষ্টি হবার পর জীব যখন কর্ম শুরু করে তার অংশীদার কেউ হতে চায় না। গগন বৈরাগ্য বলছেন:

এক বেদগুহ্য কথা কহিবার নয়।
বেদধর্ম কর্মভোগ জানিও নিশ্চয় ॥

শিশুর জন্ম আশ্চর্য ঘটনা অথচ তাতে পিতামাতার রয়েছে এক বিশেষ অংশগ্রহণ কিন্তু তাতে শিশুর কোনো চৈতনিক যোগ থাকে না। গগন বৈরাগ্য বলছেন আরো :

কামে মাতি উভয়েতে শৃঙ্গার করিল।
সৃষ্টিকালে ভালোমন্দ নাহি বিচারিল।
মারিল আমারে আর নিজে মরে তারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর বলছেন :
ক্ষণিকের তৃপ্তিহেতু হয়ে মাতোয়ারা।
মারিল আমারে আর নিজে মরে তারা।
মধ্যে পড়ি আমি যবে ভাসিয়া বেড়াই।
উদ্ধার করিতে মোরে আর কেহ নাই।
কিছুকাল কষ্টভোগ করি গর্ভ মাঝে।
আইলাম অবনীতে দোহার গরজে।

শেষে বলছেন :
আমার আসার গরজ কিছু নাহি ছিল।
দুজনার ইচ্ছায় আমার আসিতে হইল ॥

▌জপো ঐ নাম দিবারাতে

গুরুরাজ্যে প্রবেশ করার পর শিষ্যকে প্রথম খুদবা দান করেন, তা হচ্ছে নাম; যে নামের অধীন থাকে শিষ্যের বিকাশধারা তাকে বীজমন্ত্র বলে। ভারতীয় সাধন প্রণালিতে নাম মাহাত্ম্য অত্যধিক। মারেফতি ধারায়ও নাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সাধন অঙ্গ। বিভিন্ন গুরুমুখি সাধন প্রণালিতে শিষ্যদের বিভিন্ন নামান্তর দান করে থাকেন। একই নাম সর্বত্র প্রয়োগ হয় না। গুরু যে নাম দান করেন, দিবারাত্রি অর্থাৎ চেতন-অচেতন উভয় অবস্থায় নামের স্মরণ-সংযোগে থাকাই হচ্ছে শিষ্যের কর্তব্য।

AMARBOI.COM

▌জবর

চরম যান্ত্রিক কালই হলো শাঁইজির 'কলির জবর'।

▌জয় রাধা নামের গুরু ঘরে ঘরে নাম মাতালে

সিদ্ধপুরুষ হয়ে শ্রীচৈতন্য নদীয়ালীলা করে প্রতিটি জীবের কানে 'হরে কৃষ্ণ' নাম বিলিয়ে মাতাল করে তুললেন। চর্তুবর্ণে বিভক্তিতে সমাজ এতোকাল খণ্ডিত ছিলো। একই অখণ্ড নামের মহিমায় সকল শ্রেণী আবার একই নামের পতাকাতলে আশ্রয় লাভ করলো।

শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণ হয়ে রাধার সঙ্গে লীলা করতে চাননি। বরং নিজে রাধাভাব রপ্ত করে রাধার বিরহ নিজের মধ্যে আত্মাস্থ করে কৃষ্ণকে বুঝতে চেয়েছেন। একই সাথে রাধাকৃষ্ণ উভয়কে একভাণ্ডে ধারণের চেষ্টা করেছেন। রাধা মানে হচ্ছে বীর্যের উর্ধ্বগতি। তার জয় জয়কারই হয়েছে সহজিয়া বৈষ্ণবদের ঘরে ঘরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জল দিয়ে সব চাতকিনী করে সান্ত্বনা
প্রকৃতির কাছে পুরুষ সত্য। প্রকৃতির কাছে অনুগ্রহের বিষয় হিসেবে পুরুষ থাকে। পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির সাথে যে-মাধ্যম দিয়ে সম্পর্ক সৃষ্টি করে।

জলন্ত অনলে যদি ঘৃত রাখে নিরবধি
'জলন্ত অনল' শব্দটি নারী শরীরের সমার্থক। ঘৃত শব্দটি বিন্দু হিসেবে বিবেচিত। উভয়ের যখন একত্রিত করা হয় তখনই বোঝা যায় সাধক তার আত্মজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের মূলকরণ কতদূর পরীক্ষিত করে তুলেছেন।

জল সেচে নদী শুকায় কার বা এমন সাধ্য হয় পায় পরশখানা
আত্মজ্ঞান সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞাত হলে শাস্ত্র প্রবর্তিত বিধান ব্যবস্থার মাধ্যমে যে বিভাজন গড়ে ওঠে, শাস্ত্রজ্ঞানে হারিয়ে যাওয়া মানুষদের কাছে উক্ত বাহ্যজ্ঞানই হয়ে ওঠে আপন জাতের পরিচয় ও অহঙ্কার কিন্তু ফকির লালনের জীয়ন্তে মরা প্রেমসাধনার মাধ্যমে জাত-পরিচয় সংহার বোঝায়।

জ্বলে উঠবে নূর তাজেল্লা
সার্বিক 'লা'এর সাধনা পদ্ধতি হচ্ছে সর্বকালীন বিমুক্তি দর্শন। নূর সান্নিধ্যে এসে অর্থাৎ একজন অভিজ্ঞ আওলার তত্ত্বাবধানে থেকে গ্রহণবর্জনের মাধ্যমে শিষ্যকে প্রথমে আপন গুরুসত্তাকে অর্জন করতে হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে আহাদ ও সামাদ সত্তার ভেদাভেদ বুঝে একাত্তিন অবস্থাপ্রাপ্ত হলে সার্বিক লা স্তরে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। আর তখনই সাধক অন্তরে জ্বলে উঠবে নূর তাজেল্লা। বিষয়টা লেখার হরফে অত্যন্ত বর্ণনামূলক হলেও গুরু ব্যতীত যার সাধনা একদম অসম্ভব।

জলে গেলে হরি পায় কাছিম সে মন্দ নয়
জলকে কেন্দ্র করে বৈদিক ধর্মাচরণ প্রকাশিত ও বিকশিত হয়েছে। জলস্নান, জলপান, জলাশ্রয়ী হলেই যদি হরিকে পাওয়া যায় অর্থাৎ হরি যদি জলের মধ্যেই থাকেন তাহলে জলে বাস করা কাছিম তো তাকে জন্মগতভাবেই পেয়ে গেছে।

জহুরা
জগজ্জননী মা ফাতেমা তুজ জহুরার নামে সৃজনশীল নূর জহুরা। এ নূর স্থানকালে আবদ্ধ নয়, সর্বকালীন ও সর্বজনীন। সম্যক গুরুর আরেক নাম নূর জহুরা। তাঁর নূর থেকে নূরান্বিত আরো মহাপুরুষ সৃষ্টি হয় বলেই শাঁইজির এ কুদরতি নূরের নাম নূর জহুরা।

কুদরতে হয় নূর সিতারা
তাইতে মা তোর নাম জহুরা
লালন হয়ে দিশেহারা জহুরা রূপ প্রকাশিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌জাত এলাহী ছিলো জাতে

আল্লাহ প্রথমে নির্গুণ অবস্থায় ছিলেন। অর্থাৎ সেই 'আদি ধরন'-এর মুহূর্তটি যখন তিনি একাই ছিলেন। কিন্তু একা থেকে নিজের কাছেই তিনি নিরুপায়। সেজন্যে বললেন 'হও'। হয়ে গেলো। সৃষ্টির পূর্বেও তিনি জাত সেফাতে স্রষ্টা কিন্তু সৃষ্টি ছাড়া তাঁকে পরিপূর্ণ করে তোলার ভিন্ন কোনও অবস্থা থাকেনি। শাঁইজি বলেছেন, কীরূপে এলো সেফাতে। নূরে মোহাম্মদীর মধ্যে দিয়েই সেই 'সেফাত'-এর প্রকাশ।

▌জাত গেলো জাত গেলো বলে একী আজব কারখানা

শ্রীচৈতন্যের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারকালে গোড়া ব্রাহ্মণ পুরোহিত সমাজ এই জিকির তুলেছিলো।

▌জাত না গেলে পাইনে হরি

মানবদেহ ও জ্ঞানের সাথে যে কৃত্রিম সংস্কার যুক্ত করে মানুষকে খণ্ডিত করা হয় 'লা মোকাম' সাধনার দ্বারা সে সমস্ত সংস্কার প্রথমেই হরণ হয়ে যায়। কালশূন্যতা দিয়ে শূন্যের অর্থাৎ হরির মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

▌জাত বলিতে কি হয় বিধান

জ্ঞানের মাধ্যমে মানসিকভাবে সমর্পিত হওয়া। কর্ম যার পদ্ধতি। কর্ম ও জ্ঞান উভয়ই উপাসনার বাধক। ভক্তি বা অংশ হওয়ার সাথে যার সম্পর্কে অত্যন্ত ক্ষীণ।

AMARBOI.COM

▌জাতবিচারী দুরাচারী যায় তারা সব দূর হয়ে

'নিগূঢ়তত্ত্ব'-এর কোনোরূপ স্থূল বাহ্যচিহ্ন ধারণ দ্বারাও কখনো পদাধিকারীর অবস্থান টিকে যেতে পারে না।

▌জাত হাতে পেলে পোড়াতাম আগুন দিয়ে

'জাত' শব্দটির ধর্ম প্রকাশিত অথচ তার দেহটি লুকিয়ে আছে বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থের ভেতর। যেহেতু স্বার্থ নির্ভর করে উৎপাদন এবং ভোগের ভাগাভাগিতে। সে কারণে জ্ঞানের মৌলকর্ম আছে উৎপাদন ও বন্টনের শরীরে। উভয় ব্যবস্থাই উৎপন্ন হয়েছে 'জ্ঞান'এর মাধ্যমে। জ্ঞান যেহেতু স্পর্শ করা যায় না সে কারণে জ্ঞান দিয়ে জ্ঞান খারিজ করা ছাড়া উৎপাদন ও বণ্টনের সাম্য কল্পনা করাও অসম্ভব।

▌জাতের গৌরব কোথায় রবে সেদিন

মৃত্যুকালে মানুষের কূল অহঙ্কার কী কাজে আসবে– এ প্রশ্ন তুলেছেন শাঁইজি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌জাতের বোল রাখালো না সে করলো একাকারময়

শ্রীচৈতন্যের মাধ্যমে জাতপাত, লিঙ্গভেদ বিচার এসব স্থূলতা থেকে মুক্ত একটি ভাব মণ্ডল গড়ে ওঠে নদীয়ায় যেখানে জ্ঞান ও কর্মের কারণে কেউ বিভাজিত, বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেনি, একাকার হয়ে একে অপরকে বৈষ্ণব শ্রদ্ধা অর্পণ করেছিলেন।

▌জানতে হয় গভীরই

সাধনার স্তরগুলো সম্পর্কে পুরোপুরি তত্ত্বজ্ঞান জানা। শরিয়তের মাধ্যমে যার শুরু এবং মারেফতের স্তর অতিক্রম করে আত্মানুশীলনের মাধ্যমে হকিকতে উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্যে যার পূর্ণতা। একটি পয়ারে রয়েছে:

শরিয়ত বৃক্ষ জানো তরিকত ডাল
মারফত বৃক্ষপত্র হকিকত ফল ॥
মারেফত পূর্ণ নহে বিনা শরিয়তে।
শরিয়ত পুরা নহে বিনা মারেফতে ॥

শরিয়ত নাই কিন্তু নিষ্ফলা গাছের মূল্য কি? তরিকত হলো পথ অর্থাৎ ডাল, যাতে ফল ধরবে। মারেফত পাতা অর্থাৎ আইন কানুন জ্ঞান যার ছায়ার আওতায় ফল ধরবে। ফল ধরাটাই আসল কিন্তু গাছ তো চাই। সেইটুকুই হকিকত। বলা হচ্ছে:

হকিকত মানে হলো ফল।
ফলকে পরিচালনার রাস্তা হলো তরিকত।
ওই রাস্তা চলতে হলে ইক ধরো, সেটাই মারফত।
অর্থাৎ অখণ্ড মহাসত্য এক।
যাবে কোথায় হকিকত।

AMARBOI.COM

▌জানাও নবির দ্বীন

রেসালতের মাধ্যমে প্রাপ্ত একজন আওলাই কেবল তাঁর মুর্শিদের ধর্ম প্রকাশের সুযোগ রাখেন। কারণ নবি তাঁর রেসালত দানের পূর্বশর্ত হিসেবে চারস্তর উত্তীর্ণ সাধকদেরই নির্বাচন করে থাকেন। যিনি নবির সাধন স্তর বুঝে শুনে চর্চার মাধ্যমে বান্দার জন্যে একজন খবরদানকারী অভিভাবক মহাপুরুষ হয়ে থাকেন।

▌জানো নারে প্রাণ গোবিন্দ আমার হইল কপাল মন্দ

প্রতিটি জন্মের ভেতর প্রকৃতি এবং পুরুষসত্তার অংশ থাকে। কিন্তু সৃষ্টি হবার পর জীব যখন কর্ম শুরু করে তার অংশীদার কেউ হতে চায় না। গণেশ বৈরাগ্য বলেছেন: এক বেদগূহ্য কথা কহিবার নয়। বেদধর্ম কর্মভোগ জানিও নিশ্চয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌জামাল

জালাল তথা উগ্রতার বিপরীত প্রশান্ত স্বভাব। অসীম দুঃখ কষ্টকে হাসিমুখে গ্রহণ করে যে সাধক স্নিগ্ধমধুর স্বভাব সম্পন্ন হন তিনি জামালিয়াত অর্জন করেছেন। শাঁইজি বলেন: যবনবংশে জামালকে বৈরাগ্য দেয়।

▌জাল বৈরাগী বাসায় গেলে কিছুই নাই

আত্মজ্ঞান কিছুই অর্জিত হয়নি অথচ সাধু সন্তের বাহ্য পোষাক পরে, বেশভূষণ ধারণ করে অনেক জাল-বৈরাগী নিজেদের প্রদর্শনী করে। অথচ একজন সম্যক গুরু যখন তাদের দৈহিক গঠনের দিকে তাকান তখনই তাদের শনাক্ত করতে পারেন বাহ্যাচারী হিসেবে।

▌জাহাজ লয়ে সাত সমুদ্রের জানা

সামান্যজ্ঞানের অধিকারী হয়ে ভব-তরঙ্গের খবর নেয়া অত্যন্ত কঠিন। 'সমুদ্র' শব্দটি বিশালতা ও গভীরতার পরিপূরক। জাহাজ শব্দটি ভেসে থাকার নামান্তর। নদীতে যেমন আমরা বাঁধ বা ব্রিজ দিয়ে এপারওপার সংযোগ ঘটানোর চেষ্টা করি, সমুদ্রের ক্ষেত্রে ঠিক তদ্রূপ ভাবি না। সে কারণে, গভীরতা জানার জন্যে যেমন ডুব দেয়ার প্রয়োজন অত্যধিক ঠিক তেমনি বিশালতা মাপবার জন্যে ভেসে থেকে নিশানা ঠিক করাটাও সঙ্গত। গুরু ব্যতীত শিষ্যের জন্যে যা উভয় সংকট হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

AMARBOI.COM

▌জাহের

দৃশ্যগোচর যে আচরণ। বাহ্যাচরণের ভেতর প্রকাশিত বিধান। ঈশ্বরসত্তার মূর্তরূপ যা প্রকৃত অর্থে বান্দার জন্যে কেবল উদাহরণ হিসেবে সব সময় সামনে থাকে।

▌জাহের আছে ত্রিসংসারে

জীবের তিন স্তরেই আল্লাহর প্রকাশিত চিহ্ন রয়েছে। আল্লাহ, আদম ও মোহাম্মদ।

▌জাহের নয় সে রয় গভীরই জিহ্বাতে কে নাম ধরে

উচ্চারণ বদলের গভীরে অর্থাৎ শেকড় সংস্থানেই অবস্থান কিন্তু উচ্চারিত সে ভিন্ন প্রকৃতি হয়, ভিন্ন নামে দ্যোতনা ছড়ায়। কিন্তু 'লা মোকাম' সাধনায় সাধকের দেহচর্চায় সামাদ সত্তার পূর্ণরূপ ধরা দিতে বাধ্য হয়।

▌জাহের বাতেন উপাসনা রসুল হতে প্রকাশিলে

দৃশ্য এবং অদৃশ্যের যে জ্ঞান তা চিহ্নিত হয়ে আছে আত্মতত্ত্বগত সাধকের আচরণে। তাঁদের দিকে সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি রেখে বিচরণ করলে উভয় তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা সম্ভবপর হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আল্লাহর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়েছে একমাত্র রসুলের মধ্য দিয়ে। রসুলই হচ্ছেন আল্লাহর পূর্ণ পরিচয়দানকারী সত্তা বিশেষ।

▌জ্ঞান উপাসনা

জ্ঞানের মাধ্যমে মানসিকভাবে সমর্পিত হওয়া। কর্মই যার পথ ও পদ্ধতি। জ্ঞান ও কর্ম উভয়ই প্রেমোপাসনার বাধক। ভক্তি বা অংশ হওয়ার চেয়ে যার সম্ভাবনা অতিক্ষীণ।

▌জ্ঞানচক্ষু আঁধার

যুক্তি অথবা প্রথাসিদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা সৃষ্টি হওয়া দৃষ্টিভঙ্গি দেহভ্যন্তরের খবর ঠিকঠাক মতো অর্জন করতে পারে না, সেজন্যে প্রয়োজন দেহতত্ত্বের সন্ধান জানা। মারেফতি শিক্ষাদীক্ষা ছাড়া যা অসম্ভব।

▌জিকির

দেহ ও মনের সাথে সম্পর্কিত গুরুনাম উচ্চারণই জিকির। স্মরণ থেকে সংযোগে উচ্চারণ কেবলমাত্র সাধককে বিষয়– ধর্মমোহ থেকে সাবধান রাখে। নামধর্মে তথা গুণমানে স্থিত রাখার কাজ করে যায় জিকির।

AMARBOI.COM

▌জিন্দা চারযুগের উপর

বৈদিক সভ্যতায় 'চারযুগ' বলতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। কিন্তু চারযুগের মাঝে এক দিব্যযুগ রয়েছে যা অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে আছে বঙ্গীয় সাধন ভজনের ধারাবাহিকতায়। সেই জিন্দা সত্তা হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য গোঁসাই। ফকির লালন শাঁই বলেন :

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি হয়।
গোরা তার মাঝে এক দিব্যযুগ দেখায় ॥

এখানে স্পষ্টই ভারতীয় পৌরাণিক যুগসংজ্ঞার ধারণা আর অবতারতত্ত্বের নামে সাম্রাজ্যবাদী ভাগাভাগির রাজনীতিকেও বাতিল করা হয়েছে। ফকিরি উদার ভাবনায় 'দিব্যযুগ' শব্দটি এক নতুন সৃষ্টি। দিব্যযুগে এক আদর্শ স্বপ্নের যুগ যা ব্রাহ্মণ্য পোষিত নয়, রাজন্য শাসিত নয়, শ্রেণী-বর্ণে দীর্ণ নয়। গৌরাঙ্গ যদি কোনো সুস্থ সমাজ গঠনের আদর্শ এনে থাকেন তবে তা মুক্তবিশ্ব মুক্তমানবসমাজ। আদি নারায়ণী সাম্যবাদ মানবিকতায় সমুজ্জল, দেহধর্মে উষ্ণ, কামনা-বাসনায় সত্যধর্মী এই বোধে দীপ্ত লোকোত্তরদর্শনের সার ভাষ্য হলো :

বেদপুরাণ সব দিচ্ছে দুষে সেই আইনের বিচারমতে / এনেছে এক নবীন গোরা নতুন আইন নদীয়াতে। গোরার অন্তর্লীন এই আইনই বিষয় বাসনারহিত ফকির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরবেশ সন্ন্যাসীগণের অভয়মন্ত্র। এই আইনের বলেই তাঁরা শাস্ত্রকে খাটো করে মানুষকে বড় করে দেখেন। স্থূল পূজার বিরোধিতা করেন। অথচ প্রকৃত সত্য না জেনেই লোকেরা পুরুষ আর নারীর মধ্যে আরোপ করে কৃষ্ণরাধার মিথ।

▌জিন্দা পীরের খান্দানে দেখিয়ে দেবে সন্ধানে

সার্বিক আপন লা সত্তায় উত্তীর্ণ সাধকই হচ্ছেন জিন্দা পীর যিনি জীবন্মৃত অথবা বিষয় বাসনাশূন্য। সহজ মানুষের সন্ধান একমাত্র তিনিই দিতে পারেন।

▌জিমেতে হয় জেকেরের ধ্বনি

গুরুর স্মরণ-সংযোগ থেকে জিহ্বা ও কলবের সংযোগ ঘটে জেকের তথা নাম জপের মাধ্যমে। 'জিম' অক্ষরটি দেহমনের রূপক একটি সংকেত বিশেষ। যার মধ্যে মারেফত অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টার গোপন সম্পর্কের খবর রয়েছে।

▌জীব ও পরম

জীবসত্তা হলো মানুষ। মানুষ অখণ্ড সত্তার প্রতীকী চিহ্নও বটে। মানুষের ভেতরেই আছে অ-উ-ম বা 'ওঁ' ধ্বনি। কিন্তু অত্যন্ত অন্তর্তর্কতাবশত ভুলে গেছে তার করণধর্ম। ফলে আপন সত্তার বিচ্ছিন্ন অংশে হয়েছে পরম 'ওঁ'। আপন সত্তা থেকে গুরুসত্তা এভাবে খণ্ড বা পর বা বিচ্ছিন্ন হওয়ার ধ্বনিকে আপন কলবে অচ্ছেদ্যভাবে প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়েই 'অখণ্ডমণ্ডলাকারং' সম্ভব।

▌জীব তরাতে অংশ হতে বাঞ্ছা করে নিজে আসিতে

'ভব' শব্দটির অর্থ হচ্ছে হওয়া আর ভক্তি শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'অংশ'। জীবকুল সদাই ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়ে সংস্কাররাশিতে ডুবে বস্তুধর্মের আঘাতে আপন কর্তব্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে পড়ে। উক্ত অবস্থা থেকে পরিত্রাণ করতে জীবকুলের সচৈতন্য হয়ে ফিরে আসতে আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন।

▌জীবাত্মা পরমাত্মা

জীবাত্মা হলো শিষ্যের নিজ সম্পর্কিত জ্ঞানের চিহ্ন আর পরমাত্মা হচ্ছেন গুরুরূপের প্রকাশ। প্রবর্ত সাধক অবস্থায় উভয় দেহের ও জ্ঞানের খানিকটা পার্থক্য থাকলেও সাধক সিদ্ধি অর্জন করলে উভয়ের ভেতরে আর ভেদ লক্ষণ দেখেন না। বাহ্য পরিচয় খারিজ হয়ে গিয়ে একমেবাদ্বিতীয়ম হিসেবে পরিচিত লাভ করেন।

▌জীবাত্মা পরমাত্মা ভিন্নভেদ জেনো না

জীবাত্মা হলো শিষ্যের আপন সত্তা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের চিহ্নস্বরূপ। অপরদিকে পরমাত্মা হলেন গুরুরূপের স্বরূপ প্রকাশ। প্রবর্ত সাধক অবস্থায় উভয় দেহের ও জ্ঞানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পার্থক্য থাকলেও সাধক সিদ্ধি অর্জন করলে উভয়ের মধ্যে আর প্রভেদ দেখেন না। বাহ্য পরিচয় খারিজ হয়ে যায় এবং 'একমেবাদ্বিতীয়ম' পরিচয় লাভ করেন।

▌জে'তে দমের ঠিকানা

হাওয়ার আশ্রয়ে প্রাণী জগতের বিকাশ। কিন্তু হাওয়াকে দম তথা আদমের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করাটাই হলো সুফি সাধকদের করণ। 'জে' সংকেত ধ্বনির ভেতর রয়েছে দেহে সূক্ষ্মভাবে প্রয়োগ পদ্ধতির ইশারা।

▌জেনে করো তাঁহার অর্থ

'জেনে করো তাঁহার অর্থ' মানে আহাদ ও আহ্‌মদ সত্তার মধ্যেকার যে পার্থক্য, সংযোগ এবং সমন্বিত রূপ তার প্রকৃত অর্থ জেনে সাধক জীবন নিরবিচ্ছিন্ন উপায়ে পালন করা।

▌জেনে লও দিন থাকিতে

নবিসত্তাকে জানা। খবরদানকারীর যথোপযুক্ত খবর নেয়া। এর পদ্ধতি বিভিন্ন স্থানকালভেদে বিভিন্ন রকম হলেও উদ্দেশ্য বরাবর এক থাকে। নবিজির অধীন সাধনায় চারটি স্তর। তার যথোপযুক্ত করে দেহমন তৈরি করে তবেই স্তরগুলো কায়েম করতে হয়। তারপরে নবি মিলে যায় আপন দেহমনে। 'দিন থাকিতে' বলতে দেহের ভরা অবস্থাকে বুঝিয়েছেন।

AMARBOI.COM

▌জেয়ারত

সার্বিক লা সত্তায় আপন দেহকে উত্তীর্ণ করে মন দিয়ে তার চতুর্দিকে সদা সর্বদা বিচরণ করাকেই জেয়ারত বলে। ক্রিয়াটি জীবন্তসত্তার সচেতন অবস্থার। আপন দেহের ভেতর সমাধি অবস্থাকে পাহারা দেবার নাম জেয়ারত।

▌জোয়ার

দেহের ভেতরে বিন্দুর অবস্থান থাকাকালীন সময়টাই হলো মহাযোগ সাধনার উৎকৃষ্ট সময়কাল।

▌জোয়ার যেতে ভাটা

মস্তিষ্ক অভিমুখে বিন্দুর ঊর্ধ্বগতিকে জোয়ার আর সাধকের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হয়ে নিম্নমুখি প্রবাহকে ভাটা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় সাধুবিধানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝ

ঝরার ঘাটে যোগান্তরে হয়েছেরে উদয়
নিত্যানন্দের দ্বার আর বিন্দুধারণের লিঙ্গ সহযোগে যখন চূড়ান্ত অবস্থায় পৌছে তখন চেতনা সদয় উদয় ঘটে। এই উদয়কে দীর্ঘস্থায়ী করার মধ্যে দিয়ে ভেসে থাকা নৌকার সৃষ্টি হয়। তখন মহাযোগ অতিক্রম করেও একিভূত সত্তার চিহ্ন জেগে উঠে।

ঝরিয়ে (নুর) দুনিযা সৃষ্টি করে
'দেহ' বিচ্ছিন্ন বিন্দুর মাধ্যমেই দুনিয়া সৃষ্টি হয়। দুটো জিনিস নিয়ে জগৎ চলছে। দুনিয়া মানে দুনিয়া। সেই দুই হলো জিহ্বা আর লিঙ্গ।

ঝরে পড়ে ফুল (সেই না গেছে)
দুল মানে বিন্দুর বিকশিত সত্তা নিত্যাসঙ্গে দ্বারে পতিত হওয়া বুঝায়।

ঝলসে জানা
বস্তুজগতের দাপ যখন মানুষের দৃষ্টি শক্তিকে আচ্ছন্ন করে রাখে সেই অবস্থা।

ঝোলা
বাহ্যবস্ত্র, প্রান্তবস্ত্র যার মধ্যে রেখে ফকির বিচরণ করে থাকেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌ট▐

▌টলার কার্য নয়

গুরুকার্য টলার নয় অটল কার্য। গুরুময় পরমসত্তার সঙ্গে পূর্ণভাবে মিলনরত সত্তা আল্লাহর নূরের জ্যোতিতে মোহাম্মদী গুনাবলির অনুশীলন দ্বারা পরিণামে নিজেও একজন মোহাম্মদে পরিণত হন। এখানেই মানব জীবনের চরম উৎকর্ষ।

▌টলে জীব বিবাগী

বিষয়মোহ মানে নারী আসক্তির টানে জীব বাগ ছেড়ে বিবাগী হয়ে পড়ে মানে পতিত হয়। বীর্য বা বিন্দুর নির্বিচার অপচয় করে। কিন্তু সম্যক গুরু সব সময় প্রজ্ঞাময় হালে থাকেন। তিনি টলেন না বলেই অটল। আর জীবেরা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া পতঙ্গের মতো পুড়ে মরে টলে টলে যায়।

▌টাকশাল

মনোজগত, রহস্য জগত, সম্যক গুরুর উচ্চতর জ্ঞানজগত।

AMARBOI.COM

▌টিমটে মারি হামজা ঘরে জেলে তাও মুর্শিদের দ্বারে

আপন সত্তার মধ্যে নিহিত মূলসত্তা নূরে মোহাম্মদীর সন্ধান পেতে হলে সম্যক গুরুর প্রতি সমতিতি হতে হয়।

▌টের পাবা

সম্যক গুরুর মধ্যে আল্লাহ ও রসুলকে একরূপে না দেখে যারা অলীক ধারণার বশে তথাকথিত নিরাকার আল্লাহর পূজা করে মাথার উপর মুগুর পড়লে মানে অপমৃত্যুকালে তারা নিজের ভুল দেখতে পায়। অবশ্য যার যার গুরুজিই তা দেখিয়ে দেন।

চিরদিন ইচ্ছা মনে আইল ডিঙ্গায়ে ঘাস খাবা।
মন সহজে কি সই হবা
ডাবার পর মুগুর প'লে সেইদিন গা টের পাবা ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌টেকা

বস্ত্রবয়নযন্ত্রের অংশ বিশেষ যা বস্ত্র বুননের কাজের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ। টোকা এড়ানে রূপকার্থে দৈহিক বিষমোহে মনের চঞ্চল বা অস্থির অবস্থা যার কারণে শুদ্ধজ্ঞান সাধনার পথ বাধাগ্রস্ত হয়।

▌টোট্‌কায় দিয়ে ফটকায় ফেলে

ধর্মের নমে অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী মোল্লা মুন্সিরা ফতোয়া, খোতবা, ওয়াজ, নসিয়তের ধুয়া তুলো মানুষকে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতের টোটকা ব্যবস্থা দিয়ে ধোঁকাবাজির মধ্যে ফেলে দেয় নিজেদের জাগতিক ধর্ম ব্যবসা রমরমা রাখে মূলত তারা শোষক শ্রেণীর ভাড়া খেটে মিথ্যে প্রচার চালায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌ঠ▐

▌ঠকে গেলাম কাজে কাজে

দেহের চাহিদা পূরণের জন্যে সারাজীবন কাটিয়ে শেষে এসে যখন উপলব্ধি করা গেলো যে, দেহাতিরিক্ত মন বলেও কিছু একটা আছে। মনের সাধন না করে শুধু হৃদয়হীন মুখস্থ কথা পড়ে কিংবা অঙ্গভঙ্গির নামে নামাজের বোঝা টেনে পরিশেষ দেখা গেলো ঠকে গেলাম কাজে কাজে ঘিরিল ঊনপঞ্চাশে। উনপঞ্চাশ বায়ু প্রবাহ মানবদেহের মৃত্যুমুখি অবস্থা।

▌ঠনঠনা

জ্ঞানহীন; ফাঁকা; সাধুভাবশূন্য; নিরর্থক; ফলপ্রাপ্তিহীন। ডুবারু জন পায় সে রতন তোর কপালে ঠনঠা
ভালো এক জলসেচা কল পেয়েছো মনা ॥

AMARBOI.COM

▌ঠাঁই / ঠায়

স্থান; আশ্রয়; সম্যক গুরু জিন ও ইনসানের তথা ভক্ত ও বিশ্বাসীদের ঠাঁই বা আশ্রয়।

▌ঠাকুর

ফারসি উৎসের শব্দ তু. 'তাগরি' অর্থাৎ দেবতা থেকে সংস্কৃত ঠক্কুর হয়ে ঠাকুর। সম্যক গুরু; ইশ্বর; অধীশ্বর; রাজা; প্রভু; মালিক; দেবতা।

▌ঠাহর

মনোযোগপূর্বক দর্শন; দৃষ্টি দ্বারা নিরীক্ষণ; নির্ধারণ। শাঁইজির কালামে সাধকের অন্তর্দৃষ্টিকে ইঙ্গিত করা হয়।

▌ঠিক নাই তারই

জীবের মৃত্যু কখন হয় তা অত্যন্ত অনিশ্চিত। কিন্তু সিদ্ধপুরুষ ত্রিকালদ্রষ্টাস্বরূপে জন্মমৃত্যুর চক্র জয় করে অমর হয়ে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌ঠিক পড়ে না

অনির্ণিত, ভুল, ভ্রান্তি। বিষয়মোহে মজে থাকলে গুরুর প্রতি আচরণে ঠিক পড়ে না।

▌ঠিক রেখো মন অভয় চরণ

সম্যক গুরুর শ্রীচৈতন্যই ভক্তের অভয় চরণ। গুরুচরণ সার করলে তার মনের অন্ধকার দূর হয়। সৃষ্টি রহস্যের জ্ঞান জানা যায়। তাই মৃত্যুকে জয় করে চিরঞ্জীব হওয়া সম্ভবপর হয়ে থাকে।

▌ঠিকের ঘরে ভুল

আল্লাহর আকার সাকার গুরুরূপ অস্তিত্বকে অস্বীকার, অগ্রাহ্য করে তথাকথিত নিরাকার আল্লাহর সাধনা হলো শাঁইজির পরিভাষায় ঠিকের ঘরে ভুল, হকের ঘরে ফাসেকি।

▌ঠুকনি: সাধকের ঠুকনি বস্তুগত নয়, ভাবগত। এখানে শাঁইজি দেহের বিন্দু বিকাশ প্রক্রিয়াকে বোঝান।

পাথরেতে অগ্নি থাকে
বার করে লয় ঠুকনি ঠুকে ॥

AMARBOI.COM

▌ঠুসি

ফল আহরণের জালি বিশেষ, প্রতিবন্ধক। সাধক আপন নফসে ঠুসি দিয়ে সাধনালব্ধ ফল আহরণ করেন ধ্যানযোগে।

▌ঠেঠা

শাঁইজির কালামে আছে 'মাঝি বেটা বড় ঠেঠা' মানে জীবেব নফস অতিঅবাধ্য; বেহায়াপনা; ধৃষ্টতা, নির্লজ্জতা।

▌ঠেলা

সজোরে আঘাত করে অগ্রসর করানো; যা ঠেলে চালাতে হয়। বাহার তো গেছে চলে পথে যাও ঠেলা পেড়ে কোনদিনে পাতাল ধাবা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ ড ॥

॥ ডিম্ব

শাঁই, বিন্দুমণি, শ্রীকৃষ্ণ। 'যেদিন ডিম্বভরে ভেসে দিলেন শাঁই' বাক্যটি দিয়ে শাঁইজি পুরুষ থেকে প্রকৃতিসত্তার ভেতর বিন্দুকে প্রবেশ করানোর পর, সেখানে ডিম্বর যে ভাসমান অবস্থা তাকেই বুঝিয়েছেন।

॥ ডিম্বু ভেঙ্গে আসমান জমিন গঠলেন দয়াময়

বিন্দুকে প্রকৃতির ভেতর প্রবেশ করিয়ে অপর মানুষ হিসেবে বের করে নিয়ে আসাই হচ্ছে ডিম্বু ভাঙ্গা। মানব সত্তার উপর এবং নিচ অর্থাৎ আসমান জমিনের মধ্যবর্তী অবস্থা হচ্ছে মানব দেহ। এই দেহই দয়াময় গঠন করেছেন আপন বিন্দুমনিকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে।

॥ ডুবতে যদি পারে রসিক তারা

ক্ষেত্রমানসে বিন্দুকে স্থির রাখাই হচ্ছে বিন্দুর স্বভাবের মৃত্যু। সেই সাথে সাধকেরও সাধ্য দেহে বিন্দুর অবস্থান হচ্ছে নদীতে জোয়ার এবং ভাটার মধ্যবর্তী সময়ে জলের যে স্থিরতা। সেই স্থিরতার মধ্যে সাধকদেহে বিন্দুর অবস্থান ধরে রাখা।

॥ ডুবতে চেয়ে খাবি খেয়ে সুখটা বোঝে তৎক্ষণা

বিন্দুর পতনের ভেতর একটা তাৎক্ষণিক সুখ থাকলেও পরিশেষে বিধান থেকে তার সাধকত্ব খারিজ হয়ে যায়।

॥ ডুব না জেনে ডুবতে চাওরে মন

নিত্যানন্দ দ্বারের ভেতর আপন দণ্ড প্রবেশ করিয়ে ও নিজভাণ্ডে বিন্দুমণিকে রাখতে না পারার কৌশল আয়ত্ত না করেই যুগল আরাধনায় মত্ত হওয়া।

॥ ডুব পাড়িস কেন তাড়াতাড়ি বইচালা দেয় ঘড়ি ঘড়ি

বিন্দুধারীকে ক্ষেত্রের ভেতর ওঠানো নামানো বোঝায়। উক্ত ক্রিয়ার কালে যে ঘর্ষণ, পরবর্তী সময়ে বিপর্যয় ডেকে আনে, সে বিপর্যয় সাধকের বিপন্নতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌ডুবাও ভাসাও হাতটি তোমার

'রাধা শব্দটি দিয়ে আবার কখনও নিজ দেহকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেখানে কৃষ্ণ হচ্ছেন শ্বাস-প্রশ্বাস। প্রণায়ামের মাধ্যমে শ্বাস প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে বিন্দুর পতন অনিবার্য। অতএব বিন্দুর ডোবানো এবং ভাসানোর কর্তৃত্ব কেবল মহৎগণের শ্বাসতন্ত্রের হাতেই থাকে।

▌ডুবারু জন পায় সে রতন তোর কপালে টিকল না

শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে যে আপন বিন্দুকে ক্ষেত্রমধ্যে ডুবিয়ে রাখতে জানেন তিনিই ডুবারু। আর সেই ডুবারুই ক্ষেত্র থেকে বিন্দু দিয়ে সিন্ধুকে তুলে আনেন নিজ সত্তায়। কিন্তু যার প্রবর্তদশা ঘটেনি তার কপালে কেবল কামকুম্ভিরের কামড়ই থাকে।

▌ডুবায়ে ভাসাইতে পারে

কৃষ্ণের ক্ষেত্র হচ্ছে রাধা। ক্ষেত্র মানে কৃষ্ণ যা ক্ষয় করেন। কোথায় করেন? রাধার ভাণ্ডে। রাধা যদি সহায় হয় তাহলে সঠিক সিদ্ধি অর্জন করতে পারেন। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে সাধক তার আপন দূর্বলতাহেতু রাধাভাণ্ডে ডুবে যান। কিন্তু প্রবর্তদশা ঘটলে অবলীলায় রাধা সাধককে জাগিয়ে তুলতে পারেন।

AMARBOI.COM

▌ডুবে দেখ নবীর দ্বীনে নিষ্ঠা হয়ে মন

একাগ্র চিত্তে, আত্মসমর্পিত হয়ে নবীর ধর্মকে ধারণ করা। বস্তুভাব ব্যতীত নবীর ভাবের কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে তাঁর আচরন ধরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢ

ঢং

সম্যক গুরুর কাছে সমর্পিত না হয়ে নিজে নিজে হঠাৎ গুরু সেজে যারা লোকের কাছে সাধুর ফ্যাশন বচন নিয়ে ভন্ডামি করে বেড়ায় তারা ঢং দেখায় নানা ছলে। চিত্তশুদ্ধ না করেই সাধু সাজলে সাজা বাড়ে বৈ কমে না।

না জানি এই কলির শেষে
আর কতো ঢং উঠবে ভেসে
লালন ভেড়োর দিন গিয়েছে যে বাঁচো সে দেখবে ভাই।

ঢলঢল তনু তাঁরই

শ্রীচৈতন্য নদীয়ার পথে পথে জাতকুল ধর্মের সংস্কার ভেঙে এমন চরম তুরীয় ভাবে উত্তুঙ্গ নৃত্য লীলাকীর্তন করলেন, সম্পূর্ণ আমিত্ব হারা তন্ময়ভাবের সে চিত্র আঁকেন সাঁইজি এভাবে, ঢলঢল তনু তাঁরই বুজি পড়ামাত্র মরে যায়।

ঢাকনি

দেহ বিন্দু বা নূরে মোহাম্মদীর আবরণ কী ঢাকনা।

AMARBOI.COM

ঢাকা

স্থূলদেহবুদ্ধির মোহে জ্ঞানসত্তা চাপা পড়া। বিষয় চিন্তায় নূর মোহাম্মদীর জাগরণ দেহমনে রুদ্ধ করে রাখা।

ঢুঁ ঢুঁ ভারি

আল্লাহ হরি নামের ঢুঁঢুঁ ভরি মোল্লা বামুনদের কথায় কেবল কাজের বেলায় অন্তসারশূন্য অর্থাৎ প্রকৃত ভক্তিভাব থেকে কোটি কোটি মাইল দূরে তাদের মন।

হরি নামের ঢুঁঢুঁ ভারি তিন গাছি জপের মালা।

ঢুঁড়ে

দেহের মধ্যে বিন্দুরূপ নূরে মোহাম্মদীর সন্ধান করা, আত্মদর্শনের গভীর সাধনায় নিয়োজিত থাকা। আপন দেহ ঢুঁড়ে অখণ্ড সত্যকে দর্শন করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢেউ

দেহের মধ্যে বিন্দু স্বরূপ নূরের দোলা। এছাড়াও শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারা দেহের রক্ত প্রবাহ। স্থূল অর্থে বাতাসে বা স্রোতের বেগে পানির উচ্চতা বা উচ্ছ্বাস বা তরঙ্গ বা আন্দোলন।

ঢেঁকি গেলা টাকশালে সই না তো

মন চাইলেও কাঠমোল্লা মুন্সিদের কথায় কথায় মজে যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে তারা অনুরোধে ঢেঁকি গেলার মতো ধর্মাচার করে। কিন্তু তাদের করণ আল্লাহ্ তথা সম্যক গুরুর দরবারে গৃহীত হয় না।

জোর জবরদস্তি যান্ত্রিক ধর্মাচারের বিধান কোরানে নেই। যার মন যেমন উপাসনার যোগ্য তাকে তা করতে দেয়াই নবির ইসলাম ধর্মের মূল চরিত্র।

ঢোল

মানবদেহ আল্লাহর ঢোল। প্রতিনিয়ত আমাদের হৃৎপিণ্ডে ঢোলকের এ বাদ্য সাধক ব্যতীত অন্য কেউ শোনার জন্যে নিজের মধ্যে কান পাতে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত

তবেই সে ভেদ জানতে পারো

খদ এবং খোদার মধ্যকার পার্থক্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম আহাদ ও আহম্মদতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে সেই ভেদ বোঝা দুরূহ।

তবে কেন যায় অদেখা ভাবুক দল

খদকে না চিনলে খোদাকে চেনা যাবে না। যারা ঈশ্বরকে কাছে না পেয়ে অন্যত্র খুঁজে বেড়ায়, একজন গুরুর কাছে আত্মদর্শন না করে যিনি নিজেই অদেখা একজন; তাদের দলে ভিড়ে ঈশ্বর থেকে আরো দূরে সরে যাওয়া বুঝায়।

তবে নিরাকার নূর চোয়ালো প্রমাণে কী গো তার (নবির আকার ছাড়া নূর নেই)

আল্লাহ ও রসূলসত্তার আড়াআড়ি সম্পর্ক। আল্লাহর নূর থেকেই যদি রসূল পয়দা হন তাহলে রসূল ব্যতীত সেই নূরের অবস্থিতি কোথায়।

AMARBOI.COM

তবে যাবে খোদাকে চেনা

খোদাকে চিনতে হলে আগে খদকে চিনতে হবে। ফকিরদের মতে খদ মানে ব্যক্তি বা মানুষ। সেই মানুষ না ধরিলে খোদা কভু না মিলে।

খদ আর খোদা উভয়ে একজন।
খদকে ধরো করো ভজন।

'একেবারে হক কথা তা খদকে যদি মানি তবে তার মধ্যে খোদাকেও মানি। নয়কি? তাহলে খোদাকে যদি সেজদা করি তবে খদকে সেজদা করতে আর বাধা কী? 'সেজদা দু'রকমের। "সেজদা অবুদিয়ত" বা এবাদত আর সেজদা-এ তাহিয়া বা তাজিম।'

সেজদা অবুদিয়ত মানে শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে প্রণাম তাকে বলে। তার বহু নিয়ম আছে। আর সেজদা এ তাহিয়া বা তাজিম আলাদা জিনিস। তাজিম মানে হলো গিয়ে সম্মান। তার মানে সম্মান করে সেজদা সকলকেই করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌তরিক দিচ্ছেন জাহের বাতেনে

নবি জ্ঞান ও সাধনার স্তর জেনে ভক্তকে তরিকা বা পন্থা দান করেন। ভক্তের জন্যে একজন সম্যক গুরু প্রকাশ্যে বাক্য দ্বারা যেমন মনোজগতেও এলহাম বা অহি দ্বারা ভক্তকে আপন পথে আকর্ষণ করেন।

▌তরিকার নৌকায় চড়ো

চার স্তর বিশিষ্ট জ্ঞানের জ্ঞানী। তথা দেহমণ্ডলী, প্রতিটি স্তরের ভেতরেই আল্লাহ সত্তার উপস্থিতি আছে। তবে সবচেয়ে বিকশিত অবস্থা হিসেবে তিনি হকিকতের মূর্ত প্রতীক। সম্যক গুরুর রূপধ্যানে সার্বিকভাবে সক্রিয় থাকাকেই তরিকার নৌকায় চড়া অর্থে শাঁইজি বুঝিয়েছেন।

▌তলবে দুনিয়া

দেহের মধ্যে 'লা-মোকাম' সাধনার মাধ্যমে দুইকে ডেকে তোলা এবং তাদের স্বরূপ চেতনা বাদ দিয়ে 'লা' তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে পরিশুদ্ধ করে আপন দেহে স্থান করে দেওয়া।

▌তলবে মাওলা

মাওলা শব্দের অর্থ প্রভু বা স্রষ্টা। পার্থিব প্রত্যেকটি মানুষের দেহভাণ্ডে তিনি সুপ্ত অবস্থায় আছেন। সাধনার মাধ্যমে তাঁকে জাগিয়ে তুলে দেহমনের সমন্বয়ে বিকশিত করে তোলাই হচ্ছে সাধকের ধর্ম।

AMARBOI.COM

▌তলে তলে তলগোজা খায়

সাধন-ভজনে প্রবেশ করার পরও সংসার ধর্মের কাজ করে যাওয়া বোঝায়। প্রবর্তদশা অধিকারের পরও যে কামের ঘর বন্ধ করতে পারেনি এখনো। দুর্বল সাধকের অবস্থা।

▌তাইতে আমার দ্বীন দয়াময় মানুষরূপে ঘোরে ফেরে

মোহাম্মদী সত্তার ভেতর নবি ও মানুষসত্তা উভয়ই বিদ্যমান। নূর হিসেবে তিনি খোদার অংশ আর খবরদানকারী হিসেবে তিনি মানুষের অংশ। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তিনি মানুষ হিসেবে আছেন। মোহাম্মদী সত্তায় এই থাকা মানেই আল্লাহ সত্তারও থাকা বোঝায়।

▌তাজেল্লা

নূরে মোহাম্মদীর বিচ্ছুরিত বিকাশ। সাধকের দীপ্তকার সপ্ত ইন্দ্রিয় দ্বারপথের শোধনাগারে পরিশুদ্ধ হয়ে সাধকের ভেতর যখন রসুলভাবের সম্যক উদয় ঘটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌তা না না না

বেহুদা তালবাহানা; ফাঁকিবাজি। আত্মজ্ঞান না জেনে অপরাপর বস্তুমধ্যে পতিত হয়ে জীবের হাবুডুবু অবস্থাকে প্রকাশ করতে 'তা না না না' ব্যবহার হয়েছে।

▌তামাম শোধ লিখেছে

রসুলসত্তার ভেতরেই সমগ্র সৃষ্টি ও ভাবজগতের চিহ্ন রাখা হয়েছে। উভয় সত্তার বিকশিত অবস্থার মধ্যে দিয়েই পরিপূর্ণ স্রষ্টার ধারাবাহিকতা বিদ্যমান। সাধারণ মানুষের গতি তাঁকে কেন্দ্র করেই ধাবমান।

▌তাঁর কি আছে কভু গোষ্ঠখেলা

শ্রীকৃষ্ণের কথা বলা হচ্ছে। গোষ্ঠখেলার মধ্যে একজন অংশগ্রহণকারী হিসেবে অনেকক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশ করা হয়। অথচ তিনি হচ্ছে অনাদির আদি। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়লীলারও পূর্বাবস্থা। যে অবস্থায় জীব তাঁর ইন্দ্রিয়ধর্ম উপলব্ধি করতে পারে না। সর্বোপরি তিনি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ জীবের ইন্দ্রিয়কে পরিচালনা করেন, তিনি নিজে পরিচালিত হন না। সহজিয়া বৈষ্ণবদের তত্ত্বটি অবশ্য এখানে একেবারে ভিন্ন।

▌তিব্বত নিয়ম অনুসারে এক নারী বহুপতি ধরে

কথাটি রূপক অর্থে প্রযুক্ত। ভক্ত জ্ঞানপত্রি অনুসারে কোরান মতে তিনবার গুরু পরিবর্তন করতে পারে। স্থানকালপাত্র ভেদে যে বিভিন্ন বিধান হতে পারে, সকলের জন্যে যে সমান হয় না বাক্যটি দ্বারা সেই সত্যও প্রমাণিত হয়।

▌তিল পরিমাণ জায়গা

দেহের কেন্দ্রমূলে অবস্থিত বিন্দু; নূরে মোহাম্মদী ভাষা বাক্যে যাঁর কোনো তুলনা হয় না। শাঁইজি কইছেন, হাওয়াদমে দেখ নারে তাঁর আসল বেনা।

▌তারে নৌকায় নেবে কেনে

নবির নৌকা মানে হচ্ছে নবির দেহভাণ্ড, শিষ্যকুল তাঁকে ভক্তি জানালে নবি তাঁর সাথে শিষ্যকেও অংশ করে নেন। অথচ যে ভক্তি জানে না সে ভক্তি পথের পথিক নয়। সে সাধারণত নবির অংশ হতে পারে না। তাই ঘোর তুফানে কীরূপে নবি তাকে তরাতে পারেন?

▌তিনজনা

'আলিফ লাম মিম' মানে আল্লাহ, আদম ও মোহাম্মদ– এ তিন স্তরের জ্ঞান-বিজ্ঞান। নামে নামে, বিভিন্ন স্থানে, সম্প্রদায় পরিচয়ে আলাদা হলেও তিন স্তর বিশিষ্ট জ্ঞানচর্চা অপরাপর ধর্মমণ্ডলীর সাধনায়ও দেখা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌তিনটি বাঞ্ছা অভিলাষ করে

তিনটি বাঞ্ছা কালক্রমে–

এক, ওরে আমি কটিতে কৌপিন পরবো।
দুই, করেতে করঙ্গ নেবো।
তিন, মনের মানুষ মনে রাখবো।

▌তিনজনা (আল্লাহ নবি রাসূল)

মানুষ, আল্লাহ এবং মোহাম্মদ সত্তার মধ্যে কাকে প্রথম ধারণা করবে। মানুষের জন্যে সবচেয়ে নিকটবর্তী সত্তা হিসেবে মোহাম্মদ আছেন। তাঁকে ধারণ করে করে কেবলমাত্র মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে আল্লাহকে কিন্তু আল্লাহকে মাধ্যম করে মোহাম্মদী সত্তা অর্জনের সাধনা যা একেবারেই ভুল সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে।

▌ত্রিগুণে সৃজিলেন সংসার

ত্রিগুণ বলতে এখানে বৈষ্ণবদের কাছে স্বত্ত্বঃ রজঃ তমঃগুণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব; আল্লাহ, আদম, মোহাম্মদ বোঝায়। পাত্রভেদে, স্থানভেদে ভিন্ন নাম ধারণ করেছে কেবল।

▌ত্রিজগতের চিন্তা শ্রীহরি

ত্রিজগৎ দেহ মন, ও জ্ঞান। তিনের সমষ্টি চৈতন্য-চিন্তা শ্রী হরিকে নিয়ে। শ্রী হচ্ছে নারী দেহ। হরি তখন বিন্দু বা কৃষ্ণ 'কৃষ্ণ যদি বিন্দু হয় তবে তাঁকে ধারণ করে আছে যে পুরুষ দেহ সেই হচ্ছে ক্ষেত্র তথা অন্তকৃষ্ণ বর্হিরাধা।

▌ত্রিতাপজ্বালা

দেহ, মন ও জ্ঞানের যে উত্তাপ তার দ্বারা জীবসত্তার বিভিষীকাময় অবস্থা বুঝায়।

▌তুমি বৃন্দে নামটি ধরো জলে অনল দিতে পারো

জীব দেহের বীর্যই জল। আবার সাধনালয়ে তাকে বলে বিন্দু। স্থূল পর্যায়ে সেই বিন্দুর স্বভাব থাকে উত্তাপের, অনলের। স্থূল দশা কাটলে ধীরে ধীরে তা প্রকাশিত ও শান্ত সভাব গ্রহণ করে। এটাকেই বিন্দুর দাস্যভাব বলে।

▌তুমি ভক্তি তুমি মুক্তি অনাদীর হও আদ্যশক্তি

তুমি ভক্তি মানে হচ্ছে তুমি আমার ও আমি তোমার অংশ। অধিকারী হিসেবে চিহ্নিত তুমি। মুক্তি মানে তোমার মতো আমাকে মুক্তসত্তা করো, যেভাবে তুমি আমাকে অংশ করে তুলেছো। তুমি আমাকে ইতিহাসের ভেতর থেকে বের করে, তুমি যেরূপ অনাদি হয়েছো ঠিক সেই শক্তির অংশ দান করো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌তুমি সখা আমি সখী

কৃষ্ণকে সখা হিসেবে বিবেচনা করে সাধক নিজেকে ক্ষেত্র করে অর্থাৎ রাধা জ্ঞান করে সখী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, কারণ কৃষ্ণ মানে ভগবান নয়, কৃষ্ণ মানে মানুষ, কৃষ্ণ মানে যে কার্য করতে পারে। কৃষ্ণ মানে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ। যে ক্ষেত্র বুঝে কর্ষণ করতে পারে। বুনতে পারে বীজ। বীজ মানেও কৃষ্ণ, অর্থাৎ বিন্দু আর রাধা হলো ক্ষেত্র, সাধকের দেহভণ্ড।

▌তুমি হও খোদার দোস্ত অপারের কাণ্ডারী সত্য

মোহাম্মদী সত্তা কেবলমাত্র খোদার অংশই নন, আপন সত্তার সমরূপও হয়ে আছেন। সকল জীব জগৎ সৃষ্টির আদিতে উভয়ের অবস্থান ছিল একাকারে সীমাবদ্ধ।

▌তোমার গন্ত বোঝা ভার ওরে মন আমার

মোহাম্মদ সত্তা ব্যতীত আল্লাহর অবস্থান বোঝা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বিষয় কারণ আল্লাহ নিজেকেই মোহাম্মদের মাধ্যমে প্রকাশিত করেছেন।

▌তোমা হতে জ্ঞান পেয়েছি আছি সান্ত্বনা

নূরে মোহাম্মদী হতে যে চারস্তরের জ্ঞান প্রকাশিত হয়েছে, সেই জ্ঞান হচ্ছে একজন সাধকের জন্য হাউজে কাওসার থেকে পানি পান করে আত্মতৃপ্ত করার সমরূপ।

AMARBOI.COM

▌তোর গৃহে আর থাকবে না

দেহ ভাণ্ডের ভেতর বিন্দুদর্শন করার পরে অন্য কোনও বস্তুতে একজন সাধক তাঁর প্রতিচিত্র দেখতে চাইবেন না।

▌তোর গৃহে আর থাকবে না

শ্রীকৃষ্ণ আর অপরের গৃহে থাকতে পারছেন না। কারণ অপর গৃহে থাকা মানেই হচ্ছে অপরাপর জীবেন্দ্রীয়ের অনুবর্তী শাসনের আওতাভুক্ত থাকা।

▌তোর গোপালের ক্ষুধা পেলে দণ্ডে দণ্ডে ননী খাওয়াই

বাহ্যবস্ত্র দিয়ে আপন ইন্দ্রিয়ের পালনকর্তার সংহার ঘটানোকে বুঝানো হয়েছে।

▌তোরা ঈশ্বর বলিস যাঁর কাঁধে চড়িস তার কোন বিচারে

স্কন্দ হচ্ছে শক্তির আধার। শক্তিকে ধারণা না করে, শক্তিমান না হয়ে কেবলমাত্র তার উপর ভর করে জীবের কাজ সমাধা করার ব্যাপার ব্যক্ত করা হয়েছে এখানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌তোরা বলিস সব রাখাল ঈশ্বর গোপাল মানিস কইরে

কৃষ্ণকে বলা হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের পালনকর্তা। ঈশ্বর কিন্তু রাখাল বানিয়ে তাকে সংস্কাররাশির সাথে একিভূত করে ফেলা হলো।

▌তাঁর ভাবে সে বুঝায় স্পষ্ট কেবল কৃষ্ণ সুখে সুখী

যে সাধক কৃষ্ণনামের ঔধন থাকেন, তার প্রেমে মশগুল থাকেন, তিনি অপারের অধীন না হয়ে আপনি আপন কর্মপন্থা অনুযায়ী পরিচালিত হবার মানদণ্ড পেয়ে যান। সাধকের কাছে, বিন্দুই চেতনা বিন্দুই কৃষ্ণ। বিন্দুর আরেক নাম মনি। মনিকে জানতে পারলে সাধকের করণ ঠিক হয়। বাউল গোঁসাই গাইছেন–

তুমি ঘুমালে যিনি জেগে থাকেন
সেই তো তোমার গুরু বটে
সে যে আছে, দেহের মাঝে
তারে ভালোবাসা অকপটে।

জীব চলে বলে ফিরে
শুধু তো তাহারই জোরে
সুখ দুঃখ আদি করে
সকলই ঘটায় এই ঘটে।

AMARBOI.COM

করিলে তার সাধনা
সকলই যাইবে জানা
হবে না আর আনাগোনা
এ ভব সংসার সংকটে।

সে যেদিনে ছেড়ে যাবে
তোমারে তো শব করিবে
কেনা বেচা ফুরিয়ে যাবে
এত সাধের ভবের হাটে।

'শ্বাসই তাহলে গুরু? সেই চালায় তাই চলি। সে না থাকলেই আমি শব মাত্র আর সেই শ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে জ্যান্তে মরার অনুভূতি হয় অর্থাৎ। দেহমনের বাস্তব চেতনা থাকে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌থ ▐

▌থাকতে পারে ভেদ মুর্শিদের ঠাঁই

নবীর আইনে কোথাও মুর্শিদ এবং আল্লাহ সত্তার ভেদ নাই। মুর্শিদের দরবারে অর্থাৎ দেহে স্রষ্টা সত্তার আশ্রয় রয়েছে। মেরাজ থেকে আগমন করার পর আবু বকর (রা) প্রমুখদের সাথে নবীর আলাপের দিকে নজর দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে। শাঁইজি বলেছেন, আপনার শক্তির জোরে নিজ শক্তিরূপ প্রকাশ করো আর সাধক বা মুর্শিদের সত্তার মধ্যে দিয়েই পরম সত্তার প্রকাশ ঘটে।

▌থাক সে চাঁদের গুণ কেঁদে কয় যখন আমার নাই উপায় গৌরচাঁদ বিনে

চাঁদের উদয়ের সাথে অর্থাৎ পূর্ণচাঁদের প্রকাশের সাথে পুরুষ বিন্দুর (কৃষ্ণ) সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু সাধক দেহে যখন গৌর চাঁদ অর্থাৎ পরিপূর্ণ বিন্দুর বিকাশ ঘটে যায় তখন সাধক সেই অবস্থার সাথেই অবস্থান করতে চান।

▌থাক সে ভবের ভাই বেরাদার প্রাণপালি সে সময় আপনার

আপন শ্বাস প্রশ্বাসের যাবতীয় প্রকাশের রূপই হচ্ছে সাধকদেহের পরমআত্মার আত্মীয়া সকল সামাজিক কোড দিয়ে যা কখনোই বিবেচিত হয় না। অপরসত্তার সামনাসামনি নিজ সত্তার ক্ষতি সাধন করে বরং আপন সার্বিক লা অবস্থার নিজগুণ প্রকাশে ব্যতয়ে ঘটে থাকে।

▌থেকোরে নিহারী

সার্বক্ষণিক দেখা, সবসময়ে দেখার সাথে থাকা নিরীক্ষণ করা, দর্শন করা। ইন্দ্রিয় দ্বারা পথ দিয়ে যে সমস্ত বাহ্য বিষয়রাশি মানুষের ভেতর প্রবেশ করে সত্তার অংশ দাবী করে 'আদি ধারণ' থেকে– সেই সমস্ত বিষয়রাশি নিরীক্ষণ করার মধ্যে দিয়ে পরিশুদ্ধ হয়ে গুরু মুখ হওয়া, গুরুকে অবজার্ভ করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌দ▐

▌দণ্ড

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে সময়ের একক বা পরিমাপক ১ দণ্ড = ৬০ পল। ১ প্রহরের সাড়ে ৭ ভাগের ১ ভাগ = ২৪ মিনিট = ১দণ্ড। শাইজির পল দণ্ড রয় না অর্থাৎ কখনো দাঁড়িয়ে থাকে না, চলমান। মহাবিশ্বের কোথাও কিছুই স্থিরবদ্ধ বা জমাট হয়ে নেই। প্রতিসেকেণ্ডে নেনোসেকেণ্ডে গ্রহ-নক্ষত্র ঘূর্ণায়মান।

পৃথিবী নামক গ্রহটি সূর্যকে কেন্দ্র করে বিরামহীন ঘূর্ণির মধ্যে আবর্তমান। সূর্য উঠছে আবার ডুবছে, জোয়ার ভাটা প্রবহমান, কোথাও ভাঙছে তো কোথাও গড়ছে। সময় চলছে অবিরাম। সাধক জীবনে মহাজাগতিক রশ্মি, গ্রহ নক্ষত্র, চন্দ্রসূর্যের বিভিন্ন বর্তনগুলো আপন দেহের মধ্যে বিম্বনের মাধ্যমে সাধনার মধ্য দিয়ে আত্মস্থ করা সাধুকর্ম। লালন বলে তাহার সময় দণ্ড রয় না।

▌দণ্ডধারী

দণ্ডবিহীন কোনো দেহ নেই। প্রতিটি মানুষ দণ্ডধারী। তার দণ্ডমূল আপনদেহের মেরুদণ্ড। এ মেরুদণ্ডের মধ্যে সৃষ্টি রহস্যের অতিসূক্ষ্ম স্নায়ু ও শক্তিপথ লুকিয়ে রয়েছে। মেরুদণ্ডের উপরই আমাদের চিন্তা ভাবনার কারখানাস্বরূপ মাথাটি দাঁড়িয়ে আছে। কর্মশক্তির উপায় বা মাধ্যম হাত দুটোও মেরুদণ্ডের সাথে বাঁধা।

'দণ্ড' কথার বহু রকম অর্থ। শাস্তি অর্থেও দণ্ড দেয়া হয়। কারো কারাদণ্ড, কারো প্রাণদণ্ড, কারো অর্থদণ্ড। স্থূল মানবদেহ নিয়ে পৃথিবীতে আসাটাও পূর্বজন্মের অর্জিত শাস্তিপূর্ণ কর্মফলের দণ্ডভোগ-ভোগান্তি।

অন্যদিকে সাধক সমাজে দণ্ডের বিশেষ ধারা চলমান। প্রত্যেক নবির হাতেই সর্বকালে যে দণ্ড থাকে তার নাম ন্যায়দণ্ড। এটি মূলত শাসনদণ্ড। শিক্ষকের হাতে লাঠি না থাকলে ছাত্রেরা ভয় পায় না। রাখালের হাতে তেমনি লাঠি না থাকলে গরু চরানো কঠিন হয়ে পড়ে। শাইজির হাতেও শাসনদণ্ড আছে। শাইজির বাক্যগুলো সেই শাহেনশাহী শাসনের সুচক্রদণ্ডী।

নবির রোহবানিয়াত বা সন্ন্যাস গ্রহণও দণ্ড বিশেষ। দণ্ড যিনি ধারণ করেন তিনিই দণ্ডধারী। তাই দণ্ড গ্রহণ মানে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করাকেও বোঝায়। গুরু দণ্ডধর, ভক্ত দন্ডধারী। দণ্ডধর অর্থ পাপীর শাসক যম, যষ্টিধারী। দণ্ডের আরেক নাম হলো বিধান বা আইন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌দম থাকিতে আগে মরো

দেহ মানেই দম বা শ্বাস। প্রাকৃতিক নিয়মে মৃত্যুর দ্বারা মানুষের দম বেরিয়ে যায়। সাধুব্যক্তি দম যাবার আগেই দমকে কুম্ভকে স্থির করেন বা থামিয়ে ফেলেন। প্রাকৃতিক মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুকে জয় করে দমকে ধরে সাধক আদমরূপে চিরঞ্জীব হয়ে যান।

▌দম শুমারে ধরো

প্রতিদিন কতোবার শ্বাসপ্রশ্বাস আগমন ও নির্গমন হয় তা গণনা করা সাধকদেশের কাজ। সাধকের অগোচরে তার শ্বাসপ্রশ্বাস কেন দেহের কোনো কর্মকাণ্ড কিছুই ঘটতে পারে না। প্রতিটি শ্বাসের মতো প্রতি পদক্ষেপ তিনি শুমার অর্থাৎ গণনার মাধ্যমে ধরেন। গণনা মানে ধ্যান, গ্রহণ বর্জনের প্রজ্ঞা।

▌দমের উপর আসন ছিলো তাঁর

শাঁইজি আমাদের দেহসৃষ্টির পূর্বাপর দমের উপর আদম হয়ে বসে আছেন। 'দম' কোরানের শব্দ। দম অর্থ দেহের বায়ুক্রিয়া বা শ্বাসপ্রশ্বাস। আমরা শ্বাস নিয়ে টেনে তুলি কপালের নিচ পর্যন্ত প্রসারিত নাসারন্ধ্র দিয়ে। নাসিকার ঠিক ঊর্ধ্বপ্রান্তে দুই ভ্রুর ঠিক মাঝখানে শাঁইজির আসন প্রতিটি মানবদেহের শীর্ষে লুকিয়ে আছেন দ্বিদলচক্রে তৃতীয় নয়নরূপে। কপালের নাম গোপাল চন্দ্র আবার কপালের নাম গুয়ে গোবরে হয় যার যার ভাব, চিন্তা ও কর্ম অনুসারে। কিন্তু শাঁইজি এসব ভালোমন্দের উপর নিরপেক্ষ দ্রষ্টারূপে আমাদের দেহ দমের উপর প্রহরায় সার্বক্ষণিক নিয়োজিত আছেন।

▌দমের মালা জপারে লালন

দেহের মধ্যে মনের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণকালে সাধক শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়ার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখেন। অন্তর্মুখি দায়েমি সালাতি সাধক দেহমনের প্রতিমূহূর্তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কার্যক্রমের উপর প্রহরা দেন ওয়াচ ডগের মতো। শ্বাসপ্রশ্বাসের এ সাধনাকে দমসাধনা বা প্রাণায়াম তথা নাড়িশুদ্ধিক্রিয়াও বলা হয়।

আমরা মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়েই শ্বাসগ্রহণ শুরু করি। ক্ষুদ্র আকরের শিশু অবস্থা থেকে পরিণত দেহগঠনের মূলে বাতাসই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেহত্যাগকালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়। প্রতিদিন আমরা কতো কোটিবার জন্মমৃত্যুর এই সাঁকো পার হই সাধারণ মানুষ না জানলেও সাধুগণ সে হিসেবে ঠিকই রাখেন। 'দমের মালা জপ' মানে বায়ুক্রিয়ার এ উচ্চাঙ্গিক সালাতের দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস তথা জন্মমৃত্যুর মধ্যবর্তী ফাঁক ধরে অমরত্বের রহস্যলোকে প্রবেশ করা। মালা অর্থ জ্ঞান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌দরদের ভাই বন্ধুজনা

মানুষ পৃথিবীতে আসে একা কাঁদতে কাঁদতে। আবার যায়ও একা নিঃস্ব হয়ে। মধ্যবর্তী এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে অনেক ভাই বন্ধু সঙ্গী সাথী জোটে। কতো জনের কতো দরদ, কতো দাবি, কতো গলাগলি-গোলাগুলি। ভবের পিরিত ভূতের কীর্তন ক্ষণে বিচ্ছেদ ক্ষণে মিলন। এখানে সব সম্পর্কে দেহ তথা স্থূল বস্তুমোহভিত্তিক শেরেকে কলুষিত। ভবজীবনের দরদীরা নশ্বর এ দেহের নিরাপত্তার জন্যে মনে মনে কতো নির্ভরতা সৃষ্টি করে। কিন্তু ওরা শাঁইজির উপর নির্ভর কখনো করে না।

মৃত্যুকালে এ ভবপিরিত কাউকেই রক্ষা করতে আর পারে না। কোনো দায় দরদ, কোনো বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার বাঁধন অসালাতি ব্যক্তির অপমৃত্যু বা বিষমোহাচ্ছন্ন অকৃতকার্য মৃত্যুকে ঠেকাতে পারে না। ভবজীব বিষমোহে দিক্‌ভ্রান্ত বলেই সম্যক গুরুর উপর নির্ভরতার ভার ছেড়ে মরার আগে মরে মৃত্যুঞ্জয়ী হতে পারে না।

দরদের ভাই বন্ধুজনা
ম'লে সঙ্গে কেউ যাবে না মন তোমারই।
তোমায় খালি হাতে একা পথে বিদায় করে দেবে তরী।

▌দরবেশ

বিষমোহের কালিমা মন থেকে চিরতরে ধুয়েমুছে 'সাফা' করে যিনি নির্মলচিত্ত ও স্নিগ্ধস্বভাব সম্পন্ন। সুপ্রখর অন্তর্দৃষ্টির ঔজ্জ্বল্যে প্রকাশ্য ও গোপন সব বিষয়বস্তুর রহস্যজ্ঞান তাঁর করতলগত। বিষয়মোহের উপর সদা ভাসমান 'পরমহংস' স্বভাব। যাঁর দেল স্বয়ং আল্লাহর দরবার হয়ে গেছে তেমন একজন কামেল মহাপুরুষকে সুফিগণ 'দরবেশ' বা অতিন্দ্রীয় মহাসত্তারূপে সেজদা করেন।

▌দরমিয়ানে লাম

দরমিয়ান অর্থ মধ্যবর্তী; 'আলিফ' মানে স্বয়ং বা আমি এবং 'মিম' মানে মোহাম্মদ। এ দুই হরফের মধ্যবর্তী 'লাম' আপন সার্বিক 'লা' এর প্রতীক। লালন মানে অবিরাম 'লা'এর বিস্তার।

▌দরশনে যায় মনের ময়লা পরশে প্রেমতরঙ্গ

সাধুগুরুকে স্বচক্ষে দেখার সুযোগ লাভও বহুজন্মের সৌভাগ্যস্বরূপ। সিদ্ধ কোনো 'আদম' পর্যায়ের ক্লাস ওয়ান গুরু আজকের বিশ্বে দুর্লভ হলেও দু একজন আছেন। পাপীলোকও যদি তাঁর সামনে অন্তরে ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে আসে তবে সে সুপথ ও সত্যের সরাসরি সাক্ষাৎ লাভ করে অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহকে সে চর্মচোখেই দেখা পায় আকারে সাকারে।

সম্যক গুরুর উন্মিলিত শুদ্ধদৃষ্টির মধ্যে ধ্যানলব্ধ নূরের যে তরঙ্গভঙ্গ লীলাবর্তন করে তা জীবের অন্তরকে ইতিবাচক পরিবর্তনমুখি করে দেবার শক্তিতে মহাশক্তিমান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেজন্যে শাঁইজি বলেন: সাধুর দরশনে যায় মনের ময়লা। মনের ময়লা হলো বিষয়মোহর বন্ধন। মানব গুরুকে না চিনে যারা বিষয়াসক্তিতে ডুবে থাকে তাদের মন আবর্জনার ভাগাড়। ভোগবাদ আর ভোগান্তির আবর্জনায় ভরা অন্তরে দুর্গন্ধ আর ইতর কীট পতঙ্গের
খেয়োখেয়ি, কাড়াকাড়ি আর মারামারি চলে। অন্যদিকে সদানন্দ সাধুর অন্তর বিষয়মোহর কলুষমুক্ত স্বর্গীয় পুষ্পোদ্যান। সাধুকে মলয় পর্বতের চন্দন বৃক্ষরূপে আমাদের নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে চিনিয়ে দেন শাঁইজি সুরমধুর ঘ্রাণে আঘ্রাণে। শিষ্যের অন্তরলোকে সালাত বা ধ্যানশিক্ষার দ্বারা বাহ্য বস্তুমোহের কলুষ-কালিমা বিদূরণ করাই সাধুগুরুর সর্বকালীন ডিউটি। তাই সম্যক গুরুলাভ মানে স্বয়ং আল্লাহর রহমত বা ভগবৎকৃপা লাভ। তাঁর দর্শন শুদ্ধতত্ত্বজ্ঞান দিয়ে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের পথ সূচনাকারী। তাতে সংসারের ত্রিতাপজ্বালা, কাম, ক্রোধ দূর হয়ে যায়। তাপিত প্রাণ ভক্ত প্রকৃত প্রেমের সুশীতল স্পর্শ অনুভব করে পরিস্নাত হয়। সাধুর পরশে মাটির মানুষ সোনার চেয়েও মূল্যবান 'পবিত্র পাথর' হয়ে যান। আল কোরানের পরিভাষায় 'সাইয়েদান তাইয়্যেবা'।
বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী ॥ শব্দসংজ্ঞা ॥ কোরানদর্শন।

▌দরুদ কালাম পড়ো সকলে

বিষয়মোহে মন ডুবিয়ে রাখলে বিষয়ভোগের পর যে বিষময় ভোগান্তি দেহমনে জ্বালা-যন্ত্রণারূপে ছাড়িয়ে পড়ে কোরানের পরিভাষায় তা-ই মানব সমাজে 'উবহায়জাত মুসিবত' বয়ে আনে। জীবন যে দুঃখময়, এ সত্য ভোগমোহে ভুলে থাকলেও দুর্ঘটনা, দুরারোগ্য ব্যাধি, মৃত্যু, ঝড়, জলোচ্ছাস,মহামারি, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তির আঘাতে মানুষ দিশেহারা হয়ে দরুদ কালাম পড়ে মানে গুরুর নাম নেয়।
বিপদ কেটে গেলে শাঁইজির দরুদ কালাম কিছু আর ভুলেও মনে পড়তে চায় না। কোরান বলেন: পর্যাপ্ত সালাতের অভাবে বিভিন্ন জনপদে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসে। এমন কি কোনো কোনো জনপদ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মাধ্যমে ধ্বংস করা সম্যক গুরুর নিরপেক্ষ বিধান। তাই শুধু বিপদাপন্ন হলে আল্লা বিল্লা করে উদ্ধার পাওয়া যাবে না। শক্তি-সামর্থ্য থাকতে সুস্থ মনদেহে সম্যক গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করে আত্মরক্ষার সার্বিক সালাত শিক্ষা করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

▌দস্তখত নবুয়ত যার হবে

সম্যক গুরু যাকে সই নবুয়ত দেবেন তাঁর ভাবখাতায় সে-ই কেবল প্রকৃত জ্ঞানসূর্যের আলোয় নিজেকে আলোকিত করে তুলতে পারে। নবুয়তের নূরসাধনা সর্বকালে জারি আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : তত্ত্বভূমিকা, নবিতত্ত্ব, অখণ্ড লালনসঙ্গীত ॥ আবদেল মাননান ॥ রোদেলা, ঢাকা ২০০৯।

আপন দেহমনের মোহত্যাগ করে গুরুরূপে ডুব দিয়ে ফানা ফিল্লাহ সাধনার সৎআমল দ্বারা গুরুর দাসগণ যুগে যুগে নবুয়তির খাতায় সই পেয়ে থাকেন। প্রকৃষ্ট ভক্তহৃদয়ে তিনি মহানবির প্রতীক ।

▌দর্শন

চোখ থাকলেই দেখা যায় না। কান থাকলেই শোনা হয় না। চেহারা বা মুখবয়ব, চোখ, দর্শন (দর্শনেন্দ্রিয়), দৃষ্টি, দৃষ্টিপাত, অবলোকন, সাক্ষাৎকার, জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, যুক্তি প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্র ইত্যাদি অতিপ্রচল আভিধানিক ব্যাখ্যার চেয়ে শাঁইজির দর্শন আরো বহুতলস্পর্শী বাতেনের বিস্তারে নিগূঢ় গভীর। 'চোখে দেখা' অর্থে যদি দর্শন হয় তবে বিচার করলে বোঝা যায়, যারা চোখ থাকতেও দেখে না তাদের দৃষ্টিশক্তি (অন্তর্দৃষ্টি) দান করানোর জন্যেই আপন কণ্ঠে শাঁইজিকে গান তুলে নিতে হয়েছে।

আর যারা বস্তুবাদী ক্ষীণদৃষ্টি দিয়ে তাঁকে দেখতে বুঝতে আসে সেসব একচোখা পাণ্ডা-পণ্ডিতদের তিনি অন্ধ বানিয়ে রাখেন অবলীলায়। গান শোনাতে শোনাতে ভক্তের চোখ যখন বুজে আসে দেহের ভেতর দরজার দিকে তখন সে বহির্জগতে অন্ধ। এমন অন্ধেরও যে মহাদর্শন থাকতে পারেঃ

কানায় শোনো
আঁধেলায় দেখে
ন্যাংড়ার নাচনা
কে বানাইলো এমন রঙমহলখানা
হাওয়াদমে দেখোরে তার আসল বেন ॥

লালনদর্শন চোখের ভেতরে এবং বাইরে দুমুখি দর্শনকে একটি শূন্যকেন্দ্র পোস্তা করে বেঁধেছে। পূর্বাপরের সব ধর্মদর্শনের সার এতে নিহিত। বিস্তারিত জানার জন্যে দ্রষ্টব্যঃ লালনদর্শন ॥ আবদেল মাননান ॥ রোদেলা, ঢাকা ২০০৯।

▌দল

পল্লব, পাতা, পাপড়ি, খণ্ডসমূহ, গুচ্ছ, পত্র ইত্যাদি। মানবদেহের বাতেনে তথা রহস্যলোকে 'ষড়পদ্ম' বা ছয়টি পদ্ম বা সুপ্ত শক্তিবিকাশ কেন্দ্র রয়েছেঃ যেমনঃ মাথার ব্রহ্মতালুমূলে বিরাজ করছে হাজার দল বিশিষ্ট পদ্ম, নাসিকার উপর দুই ভ্রূ'র মধ্যস্থলে দ্বিদলচক্রে দুইদল বিশিষ্ট পদ্ম, বক্ষে বারোটি দলযুক্ত দ্বাদশ দলপদ্ম, নাভিমূলে আছে দশদল পদ্ম। নাভির নিচে সরোবরে দশম দলযুক্ত পদ্ম এবং মূলাধারে চতুর্দলযুক্ত পদ্ম অবস্থিত। প্রাচীন ভারতের মহৎ-সাধকগণ নানা দলযুক্ত পদ্মে শক্তির বিকাশকে আকার সাকারে সুবিন্যস্ত করেছেন। পদ্ম দিব্যজ্ঞানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতীক। দল এখানে শক্তিবিন্দুর নানামুখি বিকাশের মাত্রাকে দ্যোতিত করে। দলগুলো বিভিন্ন শক্তির শক্তির বিকাশসাধক। সেই শক্তিবিন্দু যখন বহুমুখি বিকাশ নিয়ে উর্ধ্বে উঠতে থাকে তখন ক্রমে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া লোপ পেতে থাকে। উপযুক্ত সাধক ব্যতীত দেহরহস্যের এ বিশেষ সাধন পদ্ধতির রূপক ভাবধারা সাধারণ লোকের কল্পনার অতীত বিষয়।

▌দশা

'দশ' থেকে হয়েছে দশা। এর দ্বারা দেহমনের এক একটি বিশেষ অবস্থা বা স্তর যেমন বোঝায়, আভিধানিক অর্থে প্রদীপের পলিতা বা সলতে, বস্ত্রপ্রান্ত ইত্যাদিকেও বোঝায়। অবশ্য আমরা স্থূল অর্থের দশা ছেড়ে ভাবদশা সন্ধান করবো সংক্ষেপে। সাধু জগতে মানুষের মনোজগতের দশবিধ অবস্থা; যথাঃ অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্তন, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা, মারণ দশা।

আবার মানবদেহের দশটি পর্ব বা জীবনের দশটি সময়কালের অবস্থান্তরের ইঙ্গিত এতে লুকিয়ে আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়ঃ ১. গর্ভবাস ২. জন্ম ৩. বাল্য মানে শৈশব ৪. কৈশোর ৫. কৌমার ৬. যৌবন ৭. প্রৌঢ়ত্ব ৮. স্থবিরতা ৯. জরা ১০. প্রাণরোধ বা মৃত্যু।

আবার সুফিগণের মতো বৈষ্ণবগণের শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, পাদসেবন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন, স্বীয়ভাব–এ দশটি ভক্তিভাব বা সমাধি ভাবাবেশ।

AMARBOI.COM

▌দাওন ধরো

সম্যক গুরুর আদর্শিক নিশানারূপে আপন দেহমনকে গঠন করা। কামেল মোর্শেদের সত্যাভিযানে সেবার মন নিয়ে সবৃস্ব পণে ঝাঁপিয়ে পড়া।

▌দাউদ নবি

আল্লাহর খাস পয়গম্বর। মোহাম্মদী ইসলামের আদি নবি ঘরনার বিশিষ্ট প্রতিনিধি। তিনি তালুতের পুত্র। ছোটবেলা থেকে পশুচারণ করতেন। তাঁর স্বাস্থ্য ছিলো ক্ষীণকায় কিন্তু তেজ ছিলো পরাক্রমশালী। অত্যাচারী রাজা জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শুরুতেই মাত্র কয়েক খণ্ড পাথর ছুঁড়ে তাকে হত্যা করে ইসরাইলের রাজা হয়েছিলেন দাউদ নবি। তাঁর সৃজনীক্ষমতাও ছিলো অসাধারণ। দাউদ নবির গাওয়া ভাবসঙ্গীত সঙ্কলনের নাম 'জবুর' যা ইহুদিগণের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। তাঁর রাজত্বের উত্তরাধিকারী হন সোলায়মান নবি। খ্রিস্টপূর্ব ১০ম শতকে তিনিও ছিলেন ইসরাইলের রাজা। দাউদ নবির আমলেও শিরিক-বেদাত সমাজে ব্যাপকভাবে ছিলো। সর্বকালীন মুক্তির পথ আত্মদর্শনের মূলভিত্তিস্বরূপ বিষয়মোহের সালাত ও জাকাত তিনি সেকালেও শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে। আল কোরানে বিস্তারিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উল্লিখিত রয়েছে। সর্বকালীন সত্যধর্ম ইসলাম শুধু মহানবির কালের নতুন ধর্ম নয়, তার পূর্বউৎস যে সুপ্রাচীন, সেকথা বোঝাতে শাইজির কালামেও দাউদ নবির প্রসঙ্গ অখণ্ডধারায় ব্যক্ত রয়েছে।

▌দায়মাল

গুরুরূপী আল্লাহকে 'আদম'জ্ঞানে সেজদা না করলে আখেরে দায়মাল অর্থাৎ অবাধ্যচারিতার জন্যে অপরাধী হতে হয়। যারা এ জীবনে সম্যক গুরুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ দ্বারা তাঁর উপাসনা করে না বরং তাঁর মিশনের বিরোধিতা করে আজীবন উদ্ধত অহঙ্কারে জীবন কাটায় তাদের কপালে অপরাধীর কালোসিল পড়ে যায়। মহাপুরুষ দায়মালদের দেখেই চেনেন। পরজন্মে পশুকুলে তারা দেহধারণ করে এসে চুরাশি লক্ষ যোনিতে কোটি কেটি বার জন্মে আর মরে। সম্যক গুরুকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করা মানে নবিকে অমান্য ও অমর্যাদা করা। নবির মর্যাদা আর আল্লাহর মর্যাদা এক। এটাই লালনশাহী ওয়াহাদানিয়াত বা অখণ্ডতত্ত্ব।

▌দায়ে ঠেকে বলছোরে মন আল্লাহ গনি

বিপদ আপদে পড়লে লোকেরা অলি আল্লাহগণের দরওজায় যায়, দয়া ভিক্ষা চায়, মোল্লাদের দিয়ে মিলাদ খতম পাঠ করায়, মুখে আল্লাবিল্লা করতে করতে ফেনা তুলে বিহ্বল হয়ে পড়ে। বিপদে না পড়লে গুরুরূপ আল্লাহর পূজা ভুলে মন শয়তানের পূজায় চব্বিশ ঘন্টা রত থাকে। মনের আমিত্ব নিয়ে বিষয়মোহে অন্ধলোকেরা আল্লাহকে আপন দেহের বাইরে সাত আসমানের শিকেয় উঠিয়ে পৃথিবীর মাটি ও মনকে কলুষিত করে বেড়ায়।

▌দায়েমি নামাজের দিশে ফকির লালন জানায়

আরবি কোরানের 'দায়েমি সালাত' দীর্ঘকালীন বিদেশি শাসন প্রভাবে আমাদের দেশে 'নামাজ' নামে জনপ্রিয় ছিলো। কোরানের সালাত দায়েমি অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টার নিরবিচ্ছিন্ন ধ্যান, সূর্যোদয়ের পর সূর্যাস্ত আবার সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত বিরামহীন। মানে আল্লাহর প্রেমে চব্বিশ ঘন্টার প্রেমিক, ওয়াজিয়া বা পার্টটাইম লাভার। ফুল টাইম লাভার কখনো নয়।

আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে সংযোগ প্রচেষ্টার নাম সালাত। দায়েমি সালাতিকে 'মুসল্লি' বলা হয়েছে কোরানের মতো লালনভাষায়ও। মুসল্লির পরিচয় দ্রষ্টব্য: আল কোরান ৭০ ১৯-৩৫ বাক্য। কর্মই সালাতের উপাদান। তাই ইমাম জাফর সাদেক (আ.) বলেন: 'সম্যক কর্ম সম্যক সময়ে যথাবিহিত সম্পাদনের নাম সালাত'। সকল কর্ম ও চিন্তাকে ভেঙে ভেঙে তার স্বরূপকে জ্ঞান দ্বারা বিস্তারিতভাবে দেখার নাম সালাত। কর্মকে যতোই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে দেখা যায় ততোই সালাতের গভীরতা আসে। স্মরণ থেকে সংযোগ পর্যন্ত সার্বক্ষণিক সালাতের বিস্তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চব্বিশ ঘণ্টার দায়েমি সালাতের দুটি রূপ; যথা: একটি জাহেরি অংশ, অপরটি বাতেনি অংশ। প্রভাত থেকে আরম্ভ করে অবিরাম 'এশা' পর্যন্ত অর্থাৎ অবিরাম অন্ধকারের সালাতের পূর্ব পর্যন্ত সময়কাল দায়েমি সালাতের বাইরের অংশ। কর্মব্যস্ত অবস্থায় মানুষের মধ্যে থেকে বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির সালাত সম্পাদন করতে হয়। এইরূপ সালাত প্রকাশ্য সময়ের সালাত।

এশার সালাত অর্থ অন্ধকারের সালাত। এ সালাত অবিরাম চলতে থাকবে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ প্রকাশ্য সময়ের সালাতের আরম্ভ হবার পূর্ব পর্যন্ত। এ সময়টি অন্ধকারের সময়। জগত সংসার থেকে মনের বিচ্ছিন্ন অবস্থা। নিজের মধ্যে নিজের সমাহিত অবস্থা। এ সময়ের সালাতের সাথে ঘুমের সালাত জড়িত। ঘুম অবস্থাটিও সমাহিত বা সমাধি অবস্থার আর এক অংশ। অন্ধকারের এ সময়টির সালাত নিজস্ব ভঙ্গিতে নিজের ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রিত হতে থাকবে। এতে আত্মসংশোধনে যে অবস্থা বিরাজ করবে তা অন্যসব অবস্থা থেকে ভিন্নরূপ। এটা একান্তই নিজস্ব রূপ। নিজস্বরূপে নিজেকে দর্শন করে আত্মসমালোচনার যে প্রয়োজন আছে তা সম্পাদিত হবে সালাতের এ অংশে।

দিনে একে অপরের উপরে সেবার যাতায়াত করতে হয়। সালাতের এ অংশ অন্যের যাতায়াত থেকে মুক্ত থাকবে। একান্ত প্রয়োজনে কোনো সেবার খাতিরে এ নীরবতা বা প্রাইভেসি ভঙ্গ করার প্রয়োজন হলে তা গুরুর অনুমতিসাপেক্ষে হতে হবে। দায়েমি সালাতের এই অংশের গুরুত্ব ক্ষুণ্ন করা চলবে না। আল্লাহর পরিচয় অর্জনের জন্যে সালাতের রাত্রিকালীন এই অংশের গুরুত্ব অত্যধিক। দায়েমি সালাতের গভীর অনুশীলন না করা পর্যন্ত মানে আত্মদর্শনে প্রবেশ না করা পর্যন্ত সকল মানুষই হকিকতে অন্ধ, খোঁড়া ও মানসিকভাবে রুগ্ন। সালাতই সালাম লাভের উপায়। সালাত ব্যতীত শান্তি কোথাও নেই। আপন দেহঘরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত অর্থাৎ দেহের ভেতর মনোযোগী ভ্রমণ দ্বারা সালাতের আত্মদর্শন না করা পর্যন্ত মানুষ শেরেকমুক্ত হয় না। সুতরাং নফসের শুদ্ধিও অর্জন করতে পারে না। সালাতই একমাত্র ব্যবস্থা যা বিষয়বিক্ষুব্ধ মনকে প্রশান্ত রাখতে পারে। দায়েমি সালাত অর্থাৎ নিরবিচ্ছিন্ন সালাত করতে পারলেই মনের প্রশান্তি চিরস্থায়ী হয়ে থাকে।

বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী ॥ কেবলা ও সালাত ॥ সদর প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৮।

▌দারোয়ানি

আমাদের চোখ, নাক, কান ইত্যাদি সাতটি ইন্দ্রিয়ের দুয়ার পথ দিয়ে মনে যে বিষয়রাশি অবিরত প্রবেশ করে মোহচাঞ্চল্য সৃষ্টি দ্বারা অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন করে ফলে তার প্রতিটির উপর গভীর প্রহরা মানে ধ্যান প্রয়োগ করে 'লা'ময় করে তোলা হলো ইন্দ্রিয় বা নফসের উপর আল্লাহর দারোয়ানী বা রাজত্ব। আপন ইন্দ্রিয় মোহ কপাটের উপর অতন্দ্র প্রহরী হয়ে উঠলে সম্যক গুরু সালাতি সাধকের রহস্যলোকের তথা মনোলোকের ভেতরকার গুপ্তজ্ঞানদ্বার খুলে দেন ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌দ্বাপর

শাঁইজির বাক্যেও খুঁজে পাই বেদ-বেদান্তের 'সত্য' 'ত্রেতা' 'দ্বাপর' 'কলি' ইত্যাদি শব্দ। বলেনও তিনি 'সৃষ্টিলীলা দ্বাপরলীলা আমি দেখতে পাই'। আবার গৌরলীলায় 'দ্বাপরের সঙ্গিনী রাধারঙ্গিনী কলির ভাবে তারা কোথায় গেলো'? বিরাট এক প্রশ্ন ফকিরের। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা এ প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব তখনো দিতে পারেনি। এখনো যদি দিতে বলি তাহলে নির্ঘাত উল্টো বকবে।

দ্বাপর, কলি ইত্যাদি কাল যা তারা শাস্ত্রে পেয়েছেন তার উৎপত্তি সম্বন্ধে গবেষণায় জানা যায়, বৈদিক কালে প্রকাশ্যে জনপ্রিয় জুয়া খেলার গুটি হিসেবে দ্বাপর, ত্রেতা, সত্য, কলি ইত্যাদি নাম জনপ্রিয়ভাবে চালু ছিলো। ধর্মের নামে আমাদের জীবনটাও বৈদিক মেঘে আজ জুয়াখেলার ঝুঁকিসঙ্কুল আসর হয়ে পড়েছে। না হলে নিজে মরে অন্যের প্রতি ধর্মের নামে মানুষ এতো হিংস্র, মারমুখি ও পাশবিক হয়ে ওঠে কী করে।

'দ্বাপর' কথাটির কোনো দোষ নেই। দোষগুণ আরোপ মানুষের মনের, শব্দের নয়। একদেশে যা পাপগণ্য অন্যদেশে তা পুণ্যই। বৃহদাগমে দ্বাপর অর্থ তৃতীয় যুগ। কিন্তু শাঁইজির ভাবধারায় স্থূলসৃষ্টি থেকে সূক্ষ্মসৃষ্টির রহস্যে প্রবেশের পথই দ্বাপর মনে দ্বিতীয়তত্ত্ব, কোরানুল হাকিমের ভাষায় মাসানি। দেহমনের শুদ্ধিকর্ম সাধনাকালে সম্যক গুরু শিষ্যের সপ্ত ইন্দ্রিয়ের উপর দ্বিতীয়তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে অতীন্দ্রিয় রহস্যরাজ্যে প্রবেশের উপযুক্ত করে তোলেন। যার সুবিস্তার আছে কোরানের 'সপ্তম মাসানি' শব্দে।

বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী ॥ কোরানদর্শন।

▌দ্বার

মানব দেহ অসংখ্য দ্বার বা দুয়ার দিয়ে ঘেরা একটি দুর্গ। মহাগুরুর এ আজব কারিগরি। মানবদেহে অসংখ্য লোমকূপের মধ্যেও অজস্র বহির্মুখি দুয়ার লুকিয়ে আছে। দেহের ভেতরে বাইরে অসীম দুয়ার গুপ্ত আছে। তবে মানবদেহের মূল নবদ্বার বা নয়টি দুয়ার বাইরে থেকে বিষয়রাশি গ্রহণবর্জন করে; যেমনঃ দু চোখে দুটো দরজা, দুই কানে দুই দরজা, নাকে দুই দরজা, মুখে এক দরজা, গুহ্য এক এবং লিঙ্গে এক। এই মোট নয়টি দ্বার মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ কর্মেন্দ্রিয়। আবার সাধকের কাছ মৃত্যু মানে নবজীবনের দ্বার।

▌দিন আখেরি

দিনে দিনে হলো আমার দিন আখেরি / বোঝে না সে আপন মরণ এ কী অবিচারি। দুদিনের সংসার ভ্রমণে এসে মায়াভ্রমে পড়ে মানুষের মন ভুলে যায় আপাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোগাভোগীতে সামনের কঠিন দুঃখময় পরিণতিকে। প্রতিমূহূর্তের আমরা শ্বাসপ্রশ্বাসক্রমে মৃত্যুর নিকট থেকে আরো নিকটতর হচ্ছি। এখন যে শ্বাস নিলাম আর ছাড়লাম ঠিক এ মুহূর্তটি জীবনে আর ফিরে আসবে না। প্রতিমুহূর্তে আমরা বর্তমানকে অতীত করছি আর বর্তমান পায়ে পা এগিয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যতে মিশে। তাই সাধকের কাছে বর্তমানই হলো মহাকাল। বর্তমানে আমরা থাকলেও বর্তমানও আখের হয়ে যাচ্ছে। আখের আরবি কোরানের শব্দ, এর অর্থ হলো 'শেষ'। "ইহার পরে দুনিয়ার জীবন আর থাকে না। ইহা সৎকর্মশীল লোকের আখেরাত। সৎকর্মশীল এইরূপ জীবন অর্থাৎ আখেরাত সত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত জীবন। সৎআমলহীন লোকের পরবর্তী আখেরাত হইল পরবর্তী জাহান্নামের জীবন। উক্ত দুই প্রকার অর্থ মিলাইয়া এক কথায় প্রকাশ করিলে আখেরাত অর্থ 'পরকাল', পুনর্জীবন বা 'নতুন জীবন'।
উৎস: সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী ॥ শব্দসংজ্ঞা ॥ কোরানদর্শন।

▌দিনকানা

এক জাতীয় পাখি যারা দিনে ঘুমায় আর রাতে শিকার খুঁজে বেড়ায়। সত্যধর্ম-সৎকর্ম না করে জ্ঞানরাজ্যের বাইরে বিচরণশীল মানুষকে দিনকানা পাখির সাথে তুলনা করেন শাঁইজি। দিনে কানা থেকে রাতে চোখ মেললে সত্য পাওয়া যায় না। জীবন থাকতে আল্লাহর সাথে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ না করে পরকালে তার সাথে মোলাকাতোর আশায় যে আহাম্মকেরা লোকদেখানো ধর্মকর্মের বাড়াবাড়ি করে শাঁইজির চোখে ওরা নিতান্তই দিনকানা।

▌দিন থাকিতে মুর্শিদরতন চিনে নে না

প্রতিটি মানুষ জন্মলগ্নেই তার মুর্শিদকে সাথে নিয়ে আসে। মুর্শিদ ছাড়া কোনো মানুষজন্ম নেই, থাকতে পারে না। কিন্তু পৃথিবীতে এসে বিষয়মোহর কবলে পড়ে আমরা মুর্শিদরতনকে চিনে বুঝে খুঁজে নিতে পারি না। কিন্তু তাঁকে খুঁজে বের করা এবং 'আদম'রূপে তাঁর চরণে সেজদা করার নির্দেশ কোরানেই রয়েছে। আমার মুক্তির জন্যে আমার আপন মুর্শিদকে খুঁজে নিতে হবে আমাকেই । সুতরাং সাধকদেশের এ গানে যে ভাগ্যবান সাধক মুক্তির সর্বজনীন শিক্ষাদাতা গুরুকে জাহারে পেয়েছেন তাঁকে বাতেনে আপন স্বরূপে জাগিয়ে তোলার প্রেরণা শাইজির।

▌দিব্যজ্ঞানী নইলে কে তা পায় জানিতে

'দিব' থেকে 'দিবা' ও 'দিব্য'। দিব্যের উদায় হয়েছে 'দেব' থেকে। সূর্যের আরেক নাম দিব। দিব+আলোক=দিবালোক। শাঁইজির দিব্যজগত সব সময় নূরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদীময় জ্ঞানসূর্যের আলোয় আলোকিত। তিনি প্রদীপ্ত প্রদীপস্বরূপ মানুষের চেতনার আলোকবর্তিকা। দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ লোকাত্তর মহাজ্ঞানরাজ্য, এলেমে মারেফত। দিব্যদৃষ্টি অর্থ তৃতীয় ধ্যানচক্ষু যার দ্বারা নিকট ও দূরের সকল বিষয়বস্তুর সর্বদিক দর্শন করা যায় এবং রহস্যময় সৃষ্টিজগতের পরমজ্ঞানে জ্ঞানী 'আরেফ' হবার এটাই পথ। এজন্যে কামেল মোর্শেদমাত্রই অতীন্দ্রিয় দিব্যদৃষ্টিশক্তির অধিকারী, জাহের ও বাতেনজ্ঞানে মহাজ্ঞানী। একজন মহাপুরুষ বা মাওলা তিনি যে কোনো বিষয় সম্বন্ধে জানার জন্যে মাত্র আড়াই সেকেণ্ড ধ্যানই যথেষ্ট।

▌দীপ্তাকার

অন্ধকার, ধন্ধকার, নিরাকার, কুওকারের পর হুহুঙ্কারে ঝঙ্কার মেরে হয় দীপ্তাকার। মাতৃগর্ভের অষ্টম দলপদ্মে অষ্টকারে স্থূলদেহ গঠনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রথম মাসে মাংস শোণিত স্তর দিয়ে। দ্বিতীয় মাসে নাভিমূল, মেরুদণ্ড, অস্থি সংস্থান; তৃতীয় মাসে ত্রিগুণে অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে জীবের মাথার গঠন হয়। চতুর্থ মাসে চোখ, কান, ঠোঁট ও লোম গঠন হবার পর পঞ্চম মাসে গঠিত হয় হাত পা। ছয়মাসে হয় জীবের আকারসাকার মানে ষড়রিপু স্থাপনকাল। সপ্তম মাসে দেহে সপ্তধাতুর সমন্বয়ে অর্থাৎ শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মেদ, মাংস, অস্থি, ত্বক সংযুক্ত হবার পর সম্যক গুরু যখন মাতৃগভের অষ্টম দলপদ্মে জীবকে দর্শন দিয়ে পরমার্থিক তত্ত্ব জানানোর মাধ্যমে আপন দীপ্তির প্রবর্তন করেন সেই কারকে বলা হয় দীপ্তাকার। দীপ্তাকার আলোকিত সত্তার প্রকাশ-বিকাশ।

AMARBOI.COM

▌দ্বীন

বিধান বা নিয়ম। দ্বীন দুইরূপ: আল্লাহর দ্বীন ও মানুষের দ্বীন। আল্লাহর দ্বীন মানবজাতির জন্যে দু ভাগে ভাগ করা যেতে পারে; যথা:

১. প্রাকৃতিক নিয়ম (Law of Nature)। ২. মানুষের জন্যে অনুমোদিত বিধান (constitution)। সম্যক গুরুরূপে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করলে প্রকৃতির নিয়মকে জয় করে মানুষ জান্নাতবাসী হয়ে ওঠে। অন্যথায় জন্মজন্মান্তরে মানুষ জাহান্নামে এসে পড়ে। মানুষের রচিত দ্বীন বা জীবনবিধান অসংখ্য এবং চিরপরিবর্তনশীল। এ দ্বীনগুলো সম্যক গুরু তথা আপন রবের দ্বীনের রঙে রঞ্জিত করে রচনার জ্ঞান অতিমানবগণকে দেয়া হয়ে থাকে। সম্যক গুরুদের দ্বারা রচিত হলে এগুলোয় ইসলাম অর্থাৎ আপন রবের প্রতি আত্মসমর্পণের ভাব সুষ্ঠুভাবে নিহিত থাকে। তখন সেই দ্বীন আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকে। এর বাইরে মানুষের তৈরি করা বাকি সব দ্বীন বা ধর্ম আল্লাহর থেকে দূরে মানে শয়তানের জাহান্নামে ডুবন্ত অবস্থায় থাকে। দোজখও মানুষের জন্যে চিরস্থায়ী অবস্থান নয়। দোজখের সাতটি স্তর রয়েছে। তাই দোজখ চিরস্থায়ী হয় না। প্রতিটি সৃষ্টি মহাগুরুর বিকাশমান বিধানে পরিবর্তমান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌দ্বীন দুনিয়ায় অচিন মানুষ আছে একজনা

প্রতিটি মানুষের মধ্যে মূলমানুষটি বাইরে থেকে আড়াল থেকে যায়। শাঁইজির কালামের ছত্রে ছত্রে এই মানুষকে নানা নামে আখ্যায়িত করা তাঁর তত্ত্বসাহিত্যের বিশিষ্ট একটি ধরন। যেমনঃ 'অচিন মানুষ', 'মনের মানুষ', 'অধর মানুষ', 'অধরা', 'অনামক', 'অচেনা', 'রসিক', 'স্বরূপ', 'ব্রহ্মা, 'নূরে মোহাম্মদী', 'অচিন পাখি', 'মানুষ রতন', 'মানুষবর্ত' প্রভৃতি বহু বহু অভিধা নেড়েচেড়ে হাতের কাছে খুঁজলেও জনমভর মেলে না। স্বরূপশক্তি হয় যে জনা

কে করে তার ঠিক ঠিকানা?
জাহের বাতেন যে জানে না
তার মনেতে প্যাঁচ পড়েছে ॥

এ অচিন মানুষই আমাদের প্রকৃতিগত দেহের মধ্যে প্রকৃত মূলসত্তা মানে স্রষ্টা। সে মনমানুষ আপন শক্তির জোর স্বয়ং শক্তিরূপ প্রকাশ করে। কোরানের কথায় রব গুরুসত্তারই ভাবনাম। নাম মানেই গুণরাজি।

▌দুই অবতার

প্রতিটি মানবদেহের একটি অঙ্গে দুই অবতার বিরাজমান। নীর ও নূর অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টারূপে আল্লাহ ও নবি দুই অবতার আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই লীলারত রয়েছেন। আত্মদর্শনের মাধ্যমে একের মধ্যে প্রকৃতিপুরুষের দ্বৈতরূপ সাধক দেখে থাকেন।

AMARBOI.COM

▌দুইকুল

ভোগ ও ত্যাগ দুই কুল। দেহ ও মন দুই কূল। বস্তু ও রহস্যজ্ঞান দুই কুল। গুরুত্ব ও আমিত্ব দুইকুল। বর্তমান জীবন ও পরবর্তী জন্মোত্তর জীবন দুই কুল। খণ্ডিত মনের বস্তুভিত্তিক নির্ভরতার উপর যে আশ্রয় নিয়েছে অর্থাৎ টাকা পয়সা ধনসম্পদকে নগদ আল্লাহ বলে হরদম তার উপাসনা করে সেই লোকের আত্মজ্ঞান ক্ষীণ হয়ে যায়। যারা আল্লাহ চায় আবার টাকাকড়িও চায় তারা শঠ ও আত্মপ্রতারক।

গুরুকে চাইলে আমিত্ব ছাড়তে হবে। মনের 'আমি ও আমার'মুখি ধারণাকে গুরমুখি রঙে রাঙিয়ে না তোলা পর্যন্ত প্রকৃত আত্মজ্ঞান অর্জনের কোনো শুদ্ধপথ জগতে আদিতেও ছিলো না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। গুরুকুলে যেতে হলে লোককুল সব ছাড়তে হয়।

দুইকূল ঠিক রয় না গাঙ্গে ।
এককূল গড়ে এক কূল ভাঙ্গে ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌দুঃখী বোঝে দুঃখীর ব্যথা

সাধকের দুঃখ সাধক ব্যতীত সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করতে পারে না। জ্ঞানী ব্যতীত জ্ঞানীকে কেউ চেনে না।

▌দুটি নিহার

নিহার মানে দেখা, নিরীক্ষণ করা। আপন দেহের ভেতর মনোযোগের দৃষ্টি দিলে নূরের দুই রূপ দৃষ্ট হয়। নূর থেকে নীর। জ্যোর্তিময় গুরুসত্তা থেকে নূর অসীম জ্ঞানবারি রূপে যখন চিত্তাকাশে বর্ষিত হয় তখন তা নীর বা জল প্রপাতের ফোয়ারা তৈরি করে। তখন দুইরূপের কোনটাতে দৃষ্টি স্থির রাখা যায়– সাধকের প্রশ্নটিই শাঁইজি এখানে তোলেন। আবার তার উত্তরও দেন। নূর থেকে সৃষ্ট নীরের মূলতত্ত্বে পৌছাতে হলে নূরের কেন্দ্রে স্থির হওয়াই সাধকের জন্যে কঠিন পরীক্ষাস্বরূপ, নূর সাধনেই নিরঞ্জনকে জানা যায়। আকারের মধ্যে নিরাকার আবার নিরাকারে আকার। অর্থাৎ জাহের বাতেন এবং বাতেনে জাহের লুকিয়ে আছে।

▌দুদিন কেবল মোড়াজোড়া

দেহ গঠনের কালে মাতৃগর্ভে যখন ছিলাম তখন কোনো লজ্জা শরম ছিলো না। মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসে শিশুকালে কোনো লাজ লজ্জাবোধ থাকে না। বয়স হবার সাথে প্রাকৃতিক অখণ্ডতা থেকে আমাদের নফস বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে পোশাক পরিচ্ছদ ধারণের মাধ্যমে। কৈশোর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বস্ত্রধারণ করে লোকের কাছে আবৃত থাকলেও মানুষ নিজের কাছে উলঙ্গই থেকে যায়। মানবীয় আমিত্বকে জাহিরের জন্যে লোকেরা দামী বস্ত্র ব্যবহার করে থাকে। একেই শাঁইজি বলেন দুদিনের মোড়াজোড়া। কিন্তু আপন দেহকে কোরান বলছেন 'তাকওয়ার পোশাক' দিয়ে ঢাকার জন্যে। তাকওয়া অর্থ কর্তব্যপরায়ণতা, গুরুনিষ্ঠা। লালন কয় আগাগোড়া জেনে মাথা হয় মুড়াতে কারণ 'আসতে ন্যাড়া যেতে ন্যাড়া পায়ের গোড়ালি থেকে মাথার তালু পর্যন্ত সর্বস্ব গুরুময় করে তোলা গেলে শাঁইজির 'মাথা মুড়ানো' সম্ভব।

▌দুনিয়া

পৃথিবী 'আর' 'দুনিয়া' এক কথা নয়। 'দুনিয়া' বস্তুবাদী মনের মস্তিস্কে জন্মলাভ করে। দুনিয়ার জীবন মানে বিষয়মোহর কালিমায় আচ্ছন্ন এবং নিম্নমানের জাহান্নাম।

সুফি কোরানের পরিভাষায় মনের আমিত্ব বা অহমকেই দুনিয়া বলা হয়। মানুষ ও জিন জাতির মন ব্যতীত সৃষ্টির কোনো কিছুই দুনিয়ায় বাস করে না। পরীক্ষামূলক আমিত্ব বর্জন করে মনকে আল্লাহর বিধানের রঙে রঞ্জিত করলে দুনিয়া থেকে মুক্তিদান করে আল্লাহর দ্বীনে উত্তরণ হয়ে থাকে। এবং এটাই জান্নাত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়া মানেই জাহান্নাম। সম্যক গুরুর কাছে সার্বিক আত্মসমর্পণের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে জান্নাতে উত্তরণ ঘটে জীবের জীবৎকালেই। নিম্নমানের জীবসমূহের জন্যে জাহান্নামের পরীক্ষা নাই, জান্নাতও নেই। জাহান্নামের মধ্যে মানুষ আমিত্ব বুদ্ধির উপর তথা অহঙ্কারের বশে চলাফেরা করে।

মাসুম জন্ম ব্যতীত প্রতিটি মানুষের মস্তিষ্কে দুনিয়ার বীজ জন্মলগ্নেই বপন করা হয়ে থাকে। উর্বর ক্ষেত্র না পেলে এ দুষ্ট বীজ বিশাল হলো দুনিয়া হয়ে উঠতে পারে না। শাঁইজির মনোনীত সমাজ ব্যবস্থায় মস্তিষ্কে অবস্থিত এই বীজ শক্তিশালী বিষবৃক্ষরুপে গজিয়ে উঠতে পারবে না।

মোমিন ব্যতীত জিন এবং মনুষ্য জাতির মস্তিষ্কের মধ্যেই শুধু দুনিয়ার মিথ্যে অস্তিত্ব বিরাজ করে। মৃত্যুর দ্বারা তা বারবার ভেঙে যায়। 'দুনিয়া' কলুষিত মানব মনের ক্ষণকালীন বা অস্থায়ী সৃষ্টি।

▌দুম্বা বলির আদেশ কোথায়

শরিয়তী মুসলমানেরা প্রতিবছর কোরবানির নামে যেভাবে বেপরোয়া পশুহত্যা করে ভোগ করে কুধর্মের এ রাজসিক বর্বরতাকে শাঁইজি চ্যালেঞ্জ করেন কোরানে বর্ণিত ইব্রাহিম নবির পুত্র কোরবানি প্রসঙ্গের অবতারণা করে। কোরানে 'প্রিয়বস্তু' কোরবানির যে নির্দেশ আছে তার প্রকৃত অর্থ হলো, মনের বস্তুমোহ বা নারীমোহ কোরবানির মাধ্যমে স্বভাব থেকে পশুত্ব ঝেড়ে ফেলা। আত্মদর্শন তথা হজের মাধ্যমে কোরবানি সম্পাদনের প্রক্রিয়া। কোরানে কোথাও একটি 'দুম্বা' নেমে আসার বা তাকে হত্যার কোনো বাক্য নেই। আব্বাসি-উমাইয়া রাজারা সমাজে মহাপুরুষ তৈরির আত্মশুদ্ধিমূলক কোরবানির ত্যাগকে মানব সমাজ থেকে মুছে দেবার জন্যে ভাড়াটে কোরান তফসিরকারী মুন্সিদের দিয়ে তাঁহা মিথ্যা কল্পকাহিনি জনপ্রিয় করে রেখেছে। কোরানের নামে দেশের 'গরুখোকা মুসলমানেরা ধর্মের নামে আজো খেয়োখেয়ির মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে আছে। এ পপুলার ধর্মাচার যে কোরানবিরোধী এবং নবিবিরোধী ভোগবাদী কুধর্ম সে কথা প্রমাণের জন্যে শাঁইজির প্রশ্ন তোলা।

▌দুষে বেড়াও জাত ভালো না

জগতের ধার্মিক লোকেরা এক জাত অন্য জাতের দোষ খুঁজে আর পরধর্মের নামে কুৎসা রটনা করে বেড়ায়। পৃথিবীর সব ধর্মই এক মূল 'মানুষবর্ত' সম্যক গুরুজন থেকে উৎপত্তি হয়েছে। অথচ, শরিয়তি মোল্লামুন্সির গোষ্ঠী ইহুদি, খ্রিস্টান বা নাছারাদের কাফের ফতোয়া দেয়। অথচ কোরানে মুসা ও ইসা নবির যতো বিস্তৃত কীর্তন আছে তা স্বয়ং মহানবিরও ক্ষেত্রেও করা হয়নি। তাই শাঁইজি কোরানের মূলধারায় আমাদের প্রত্যাবর্তনে সজাগ করে তোলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুষে বেড়াও জাত ভালো নয়
আপন জাতের খবর রাখো নিই
লালন বলে এমন দিনকানা আর তো দেখি নাই।

দেখনারে মন পুনর্জনম কেমন করে হয়

জন্মান্তরবাদ কোনো কালসীমায় আবদ্ধ বা ধর্মতত্ত্বের সাম্প্রদায়িক বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শক্তির ধ্বংস বা বিনাশ নেই, রূপান্তর তথা বিকাশ আছে। মানুষের দেহ ধ্বংস হয়ে গেলেও চেতনার মৃত্যু নেই। মনের অর্জন অনুসারে পুনর্জন্ম বা জন্মান্তর সর্বজনীন ও সর্বকালীন সত্য। আল কোরানের পাতায় পাতায় রূপক মোড়কে জন্মান্তরবাদের রহস্য ছাড়িয়ে আছে। তাই শাঁইজি জিজ্ঞেস করেন

মরে যদি ফিরে আসে স্বর্গ নরক কে বা পায় / দেখ নারে মন পুনর্জনম কেমন করে হয়। পিতার বীজে পুত্রের সৃজন তাতে পিতার পুনর্জনম / পঞ্চভূতে দেহ গঠন আলক্বরূপে ফেরে শাঁই।

বৃক্ষবীজের মধ্যে যেমন পূর্ণবৃক্ষ বিরাজ করে মনুষ্যবীজের মধ্যেও পূর্ণ একটি সমগুণের মানুষ বিরাজ করে। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। কিন্তু আল্লাহর রহমত যে, মানুষকে তিনি ভালোমন্দ নির্বাচনের অধিকার এবং এর উপর প্রবল ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন। এ ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে সে তার স্বভাবের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারে ও মানুষের গড়া স্বভাবকে আল্লাহর গড়া স্বভাবে পরিণত করতে পারে। মানুষের মধ্যে বীজরূপে নিহিত তার জন্মগত গুণাবলি ভুলিয়ে দিয়ে সম্যক গুরু তাকে নিষ্পাপ ফেরেশতারূপে জাহান্নামের পরীক্ষাক্ষেত্রে সংশোধনের জন্যে পাঠিয়ে থাকেন।

সদ্যজাত শিশুর মধ্যে পিতামাতার স্বভাব চরিত্র বীজরূপে অপরিস্ফুট অবস্থায় নিহিত রয়েছে–একথা সত্য। অর্থাৎ পিতামাতার মৌলিক পাপ তার মধ্যে বীজরূপে রয়েছে কিন্তু পূর্বজন্মের সকল অধ্যায় ভুলিয়ে দিয়ে সংসার ক্ষেত্রে তাকে ফেরেশতা বানিয়ে পাঠানো হয়ে থাকে। সম্যক গুরুরূপে শাঁইজির প্রবর্তিত ন্যায়নীতিপূর্ণ শাসনের মধ্যে বড় হতে থাকলে সে পরিবেশে পাপ তাকে স্পর্শ করবে না এবং অন্তরে নিহিত পিতামাতার কাছ থেকে পাওয়া পাপের স্বভাব জেগে ওঠার সম্ভাবনাও থাকবে না।

কিন্তু বৃক্ষের ব্যাপারে এমন নয়। বৃক্ষ তার বংশের স্বভাব জিনোমিক্সের মধ্যে নিয়েই বড়ো হয়ে উঠবে। মিষ্টি ফল টক কিংবা টক ফল মিষ্টি হবে না। স্থান বা মাটির পরিবর্তনের সামান্য পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু মানুষ তার গুণাবলিকে সম্যক গুরুরূপে আল্লাহর গুণের অনুকরণ দ্বারা সম্পূর্ণ সুন্দর করে গড়ে নিতে পারে। এমন উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরির জন্যে রাষ্ট্র ও সমাজে শাঁইজির শাসন একান্ত প্রয়োজন। এ জন্যে আমাদের সকল কলুষের বিরুদ্ধে জেহাদ করা দেশকে শাঁইজির শাসনাধীন করে গড়ে তোলা মানুষের প্রধান কর্তব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌দেখলাম এ সংসার ভোজবজি প্রকার

জীবনটা আসলে কি? আমি তুমি আপন পর সবই কয়দিনের ছলাকলা। মানুষ বহু আশায় সংসার বানায়। কিন্তু আমিত্বের আহমে ভরা সংসার মানে কারাগার, কোরানের পরিভাষায় 'দুনিয়া' বা 'জাহান্নাম'। স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে কতো দুশ্চিন্তা। কিন্তু নশ্বর জীবনের সংসার কালের করাল গ্রাসে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। সন্তানের অপকর্মের জন্যে পিতামাতাকে কতো দুঃখ অপমান সইতে হয়। সংসার সুখের ধারণা পরিণত হয় দুঃখময় জ্বালা-যন্ত্রণা বোঝায়। স্বার্থের টানে স্ত্রী স্বামী ছেড়ে পরপুরুষের রক্ষিতা হয়ে উঠে। স্বামী স্ত্রীর আচরণে বিরক্ত হয়ে পরনারী হরণ করে বেড়ায়। ছেলে বাপকে খুন করে সম্পদ পাবার লোভে। মেয়ে মাকে মেনে নিতে পারে না। কে কোথায় ছিটকে পড়ে, কার খবর কে নেয়? মিছে টাকাকড়ি ঘরবাড়ির জন্যে মানুষের জীবনভর দৌড়াদৌড়ি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। যৌবন যায়, বার্ধক্য আসে। অতীতের কোনো সঞ্চয়ই তাকে অপমৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারে না। দুদিনের মোহে বহুদিনের শাস্তি বর্তায় জন্ম-জন্মান্তরে।

আমি দেখলাম এ সংসার
ভোজবাজি প্রকার
দেখিতে দেখিতে কে বা কোথা যায় ॥

AMARBOI.COM

▌দেখাতে গেলেন ইসলাম

ইব্রাহিম নবি আপন রবের নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র 'ইসমাইলকে দেহের মধ্যে মনের ধ্যান' দ্বারা নফসের বস্তুমোহ তথা অসীম নারীত্ব কোরবানি বা উচ্ছেদের শিক্ষা দিলেন। আমাদের সামনে সর্বকালীন এই দৃষ্টান্তই রেখে গেলেন, হেরাগুহার আত্মদর্শন (হজ্ব) নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা গেলে ইসলাম মানে চিন্তা চেতনা আচার ব্যবহারে প্রশান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। কোরবানি কখনো পশুহত্যাকে বোঝায় না আপন মনে যে পশুটি ঘাপটি মেরে আছে তাকে দেখেশুনে চিহ্নিত করা এবং তাকে চিরদিনের জন্য উচ্ছেদ বা ধ্বংস করা। এটাই সার্বজনীন ইসলামের আচরণ, মুসলমানের প্রধান কাজ। কোরান বলেন 'হজ্বতুল বাইতা' গৃহটির অর্থাৎ দেহের হজ্ব করা। আত্মদর্শনের আরবি শব্দ হজ। হজ্বের মধ্যেই কোরবানি লুকিয়ে আছে। 'ইব্রাহিম নবি (আব্রাহাম তথা ব্রহ্মা) হজের তরে পুত্রকে কোরবানি দেয়'।
বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : নবিতত্ত্ব ॥ অখণ্ড লালনসঙ্গীত ॥ আবদেল মাননান ॥ রোদেলা, ঢাকা ২০০৯।

▌দেখাদেখি সাধলে যোগ ঘটবে বিপদ বাড়বে রোগ

সমাজ প্রচলিত যে দেখাদেখি করে নামাজ, পুজা আয়োজন করা তাঁ সম্পূর্ণ ধর্মজ্ঞানে অজ্ঞ মোল্লামুন্সি, বামুনপাদ্রির অনুসরণে করলে হিতে অবশ্যই বিপরীত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটবে। একজন কামেল মোর্শেদের কাছে মানে আদমের কাছে আত্মসমর্পণ করলে তিনি যার জন্যে যে শরিয়ত তথা বিধান দেবেন সেটাই তার জন্যে যথাযোগ্য অনুসরণীয় যোগসাধন। জন্ম ও কর্ম অনুসারে একজনের সাথে অন্যজনের চিন্তা-চেতনার পার্থক্য থাকবেই। তাই সবার জন্যে এক শরিয়ত সঠিক হতে পারে না। কোরানের বিধান অনুসারে সালাত কখনো জামাতবদ্ধ মানে স্থির জমাটবদ্ধ হয়ে করার উপায় নেই। মোরাকাবা ও মোশাহেদা অর্থাৎ আকারের ধ্যান ও বিষয়ের ধ্যান কোরানের নির্দেশিত মৌলিক হোরাগুহার সালাত। এ সালাত গভীর নির্জনতার সালাত। একজন মানুষের আকার ও বিষয়ের স্তর অনুসারে লালন বিশ্বে বিভিন্ন প্রকারের বৈচিত্র্যের মূল এককের বহুমাত্রিক সালাত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠবে। যার প্রদান কাজ হবে দেখাদেখি সালাতকে একাকী সালাতের পথে ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে বিকশিত করা।

▌দেখো কোথা নূরের বসতি

আপন দেহের নাভিমূলে স্থির মণিপুরচক্রে দশম দলে গঠিত পদ্মের মধ্যে দেহনূরের বসতি। এখান থেকে সাধক প্রণায়াম মানে বায়ুক্রিয়ার সাহায্যে নূর বা তেজবিন্দু আজ্ঞাচক্রে আকর্ষণ করে সহস্রারে স্থিত থাকেন।

AMARBOI.COM

▌দেড়ি

বর্ধিষ্ণুতা, মনের বাড়তি অবাঞ্ছা প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু। শব্দটি নদীয়া অঞ্চলের। একের চেয়ে বাড়তি আরো অর্ধেক হলে বলা হয় দেড়। দেড় থেকে দেড়ি। সেরে সুরে মনের দেড়ি ভাব দে নারে।

▌দেল আরশে আল্লাহ নবি দুইজনাতে করে বিহার

মানবদেহের মূল চালক মন। মন আদেশ দেয় দেহ তা কার্যকর করে। প্রতিটি মানুষের হৃদয় কন্দরে আল্লাহ নবি বন্দি হয়ে আছেন। দেল আরশ মানে মনের সিংহাসন বা চিত্তাকাশে। সাধকদেহের চিত্তাকাশে চব্বিশ ঘণ্টাই আল্লাহ নবির বিহার এবং নিহার নিরবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এমন মহান দেল আরশ থেকেই যুগে যুগে মহামানবগণের কোরানধারা উৎসারিত হয়েছে। আসল অর্থে দেল আরশই আর্শাল্লাহ বা আল্লাহর আসন মানে জাগ্রত কোরানজ্ঞান।

▌দেলকেতাব

রহস্য জগত বা অসীম মনোজগতের বিকাশ বিজ্ঞান বিস্তারিত দ্রষ্টব্য 'কেতাব'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌দেলকোরান

নবি অর্থাৎ পরিশুদ্ধ মহান গুরুর বাক্য তাঁর দেল তথা ভাব এবং তাঁর মানবদেহটা নবি। অনাদি কোরান কালে আদি নবি নুহ, ইব্রাহিম, দাউদ, মুসা, ইসা, মোহাম্মদ, আলী, হোসাইন হয়ে জালাল উদ্দিন রুমি, হাফিজ, লালন, নজরুল ইসলাম, সদর উদ্দিন আহ্‌মদ বহু নামে ব্যক্ত হলেও মূলভাবে এক এবং অখণ্ড দেলকোরান অসীম মনোলোক তথা গুরুগণের অনন্ত জ্ঞানজগত বা রহস্যজগত। কাগজ কোরানের তথা বাক্য কোরানের জনক দেলকোরান।

▌দেল ঢুঁড়িল জানতে পাবি

আপন সত্তার মধ্যে সাধক অখণ্ড আহাদ বা প্রকৃতি জগতের উৎস বা জ্যোতিস্বরূপ দেল ঢুঁড়ে সব সত্য উদ্ধার করা সম্ভব। দেল দরিয়ায় সন্ধান করে মহাজন আল্লাহর দিদার লাভ করেন ধ্যান সাধনায়।

▌দেশ

জীবের বাসস্থান। 'দেশ' দেহের সাধুনাম। দেহকে জগতও বলা হয়। শাইজির কালামে কোরানের মতো মানবদেহের বহু রূপক নাম দেখা যায়; যথা: ঘর, মাটি, গাছ, পাহাড়, কবর, বিছানা, দোলনা, কারাগার, কাহাফ ইত্যাদি। শাঁইজি মানবদেহের পূর্বজন্মিন কর্ম ও অর্জন অনুসারে মূলত চারদেশ এবং সূক্ষ্ম অর্থে চব্বিশ দেশ বা চব্বিশ চন্দ্রতত্ত্বরূপে বিভক্ত করেন; যথা: স্থূলদেশ, প্রবর্তদেশ, সাধকদেশ ও সিদ্ধিদেশ। দেশ সমস্যা অনুসারে শাইজির বিভিন্ন বিধান।

বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : দেশভূমিকা ॥ অখণ্ড লালনসঙ্গীত ॥ আবদেল মাননান।

▌দেশান্তর দৌড়ে কেন মরছোরে হাঁফায়ে

লোকেরা নিজের দেহটাকে দেশ বা জগতরূপে না জেনে না বুঝে ভৌগলিক স্থলে মক্কা মদিনা, গয়া, কাশি, হরিদ্বারে ছোটাছুটি করে। হজ-তীর্থের নামে পৃথিবীর প্রচলিত লোকপ্রিয় ধর্মগুলোর অনুসারীদের এমন ভ্রান্ত ধারণামূলক ধর্মাচারকে শাঁইজি কোরানের তুলনা দিয়েই খারিজ করেন।

ওরা আল্লাহকে আপন দেহের বাইরে অলীক উপায়ে খুঁজতে গিয়ে নিজেরা যেমন বিপদের গুহায় পড়ে আছে তেমনিই মানুষকেও বিভ্রান্ত করে মারে। আপন দেহের মধ্যেই মক্কা মদিনা গয়া হরিদ্বার কাশিবৃন্দাবন। তাই শাঁইজি আমাদের দেহের ভেতর আল্লাহর কুদরতি সন্ধানের পথ দেখান যাতে লোকেরা ভান্তি থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর দিদার লাভ করতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌দেশ সমস্যা অনুসারে বিভিন্ন বিধান প্রচারে

জীব যে স্থানে বাস করে তার নাম দেশ। আপন দেহই যার যার আসল দেশ। দেহ নামক দেশ আছে বলেই একটি স্থানে ও কালে আমাদের বাঁধা পড়তে হয়। প্রাচীন সকল ধর্মে দেহকে পৃথিবীও বলা হচ্ছে। তাই শাঁইজির দেশ সমস্যা দেহের বাইরের স্থূল ভাগাভাগির ভৌগলিক রাষ্ট্রসীমার দেশ নয়। এ মূলদিকটি বোঝা গেলে সাধকদের সমস্যা অনুসারে সম্যক গুরুর প্রণীত পৃথক পৃথক সংবিধিবদ্ধ পথ ও পদ্ধতি প্রবর্তনার গুপ্ত রহস্য কিয়ৎ পরিমাণে পাঠকের পক্ষে জানা সম্ভব হবে।

ভারতীয় বৃহদাগমে স্থূলদেশ, প্রবর্তদেশ, সাধকদেশ ও সিদ্ধিদেশ আছে। হোসাইনি শরিয়ত, তরিকত, মারেফত ও হকিকত নামে জ্ঞানগত চারটি স্তর বা পর্যায় আছে। প্রত্যেক দেশের পৃথক পৃথক কাল পাত্র আশ্রয় আলম্বন ও উদ্দীপন আছে।

আবার এক মূল উৎস থেকে সবাই আগত হলেও দেশকালভাষায় বিভিন্ন ঢংয়ে বলা হয়েছে বিভিন্ন বিধান।

▌দেশান্তরি

বিদেশগত, স্বদেশত্যাগী, নিরুদ্দেশ ইত্যাদি অর্থ লোক সমাজে চালু থাকলেও সাধু সমাজে দেশান্তরের ভিন্ন অর্থ আছে। দেশান্তর মানে দেহান্তর। স্থূলদেহ থেকে প্রবর্তদেহে প্রমোশন, প্রবর্তদেশ থেকে সাধকদেশে প্রবেশ লাভ, সাধকদেশ থেকে সিদ্ধিদেশে বিকাশ লাভ। সিদ্ধিদেহ থেকে মহাসিদ্ধির বিস্তার। মৃত্যুর প্রাকৃতিক পরিণতির দেহমন থেকে সত্তাকে 'আলক্ব' বা পৃথক করে সাধুগণ মরার আগে যে মরণকে হাসিমুখে বরণ করে লন, জ্যান্তে মরা এমন প্রেমসাধনও একার্থে দেশান্তর। মাটির দেহঘর থেকে সার্বক্ষণিক ধ্যানের মাধ্যমে বেরিয়ে নূরদেহে প্রবেশ করাই শাঁইজির অনাদি দেশান্তর লীলা। একে তিনি ব্রজলীলা বলেও রঙ লাগিয়েছেন।

▌দেহ

মানবদেহ বিশ্বজগতের প্রতিরূপ। মহাবিশ্বের গাঠনিক যতো উপাদান আছে সবই মানবদেহের মধ্যেও লুকানো আছে। পাঁচটি মূল উপাদান; যথা: আকাশ, আগুন, বাতাস, জল, মাটি মানবদেহের সৃষ্টিগত মৌলিক উপাদান। দেহ আমাদের সাময়িক আবাসস্থল। এটা আমাদের মনের ক্ষণস্থায়ী একটি পরীক্ষাগার। এ দেহই মনের কারাগার। এ দেহরক্ষা ও তার নিরাপত্তার জন্যে মনকে গাধার খাঁটুনি খেটে বিপর্যস্ত হতে হয়। দেহ আছে বলেই মন স্থানকালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

মানুষ তার আপন নফসানিয়াতের কারণে স্থূলদেহ ধারণ করে। দেহ সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত। নফসের জন্যে তার দেহটি হলো তার সমগ্র সৃষ্টি। মানুষ চিরদিন দেহী থাকবে না। এক সময় তাকে বিদেহীও হতে হবে। মৃত্যু ঘটনা দ্বারা দেহ আঘাতের পর আঘাত খেয়ে নফস থেকে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। তখন দেহের পতনের দ্বারা সমগ্র সৃষ্টি নফসের জন্যে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে বস্তুজগত এতোদিন শাঁইজিকে তার অন্তরালে রেখেছিলো তা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার কারণে মানুষ মৃত্যুর পর তাঁর মুখোমুখি হয়ে স্থূলদেহের অসারতা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করে।

দেহমনের সমস্ত রাজত্বই বিশ্বপতি শাঁইজির। তিনি বিশ্বজগতের বিশ্বরব। তিনি চিরবর্ধিষ্ণু, বরকতওয়ালা। সৃষ্টির রাজত্ব তাঁর হাতে। তিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করে তার দ্বারা সৎআমলের পরীক্ষা গ্রহণ করে মানুষকে আপন দাস বানিয়ে নেন। এবং তাঁর প্রতিনিধিরূপে সৃষ্টির প্রভু গড়ে তোলেন। তাই দেহ আকারে মানব জনমে এসে দুনিয়ার দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে রবের দাসত্ব এবং সৃষ্টির উপর প্রভুত্ব পেতে চাইলে দুনিয়ার জীবনে শাঁইজির দাসত্ব বরণ করে চলতে হবে। স্বেচ্ছাচারী ও বস্তুবাদী না হয়ে আপন রবের জাগরণের জন্যে তাকে ব্যস্ত থাকতে হবে। তবেই তিনি জাগ্রত হয়ে উদ্ধারপর্ব সম্পন্ন করবেন এবং সৃষ্টির উপর তাঁর দাসকে আপন রাজত্ব দান করবেন। এমন মহান রাজত্বের অধিকারী হতে চাইলে 'সামা আদ্ দুনিয়া'য় অবস্থিত সাধকগণের সঙ্গ গ্রহণ করতে হবে।

▌দেহমক্কা ঢুঁড়লে পরে মিলবেরে সেই পরোয়ার

আকাশ পাতাল ঢুঁড়ে আল্লাহর সন্ধান বস্তুবিজ্ঞানীরা কোনো কালে পায়নি। অহাবি সুন্নি ইত্যাদি গোত্রীয় নামে বিভক্ত ইট লোহার সিমেন্টের মসজিদ পুজারিরাও তেমনই দেহের বাইরে অর্থাৎ মানুষের বাইরে অলীক খোদায়িশক্তি খুঁজে বেড়ায়। পরওয়ারদিগার আল্লাহ প্রতিটি মানবদেহের গোপন গুহায় বন্দি হয়ে আছেন। তাই শাঁইজি দেহকে 'মক্কা' বলছেন। দেহমক্কায় ঢোঁড়া মানে আপন দেহের মধ্যে মনের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। কোরানুল মজিদের 'দেহমক্কা' সাধনার সাথে লালনভাব একাঙ্গীকৃত। কোরান মতে চারমাস বহির্মুখি না হয়ে নিজের দেহের মধ্যে অবস্থিত আপন হাল হকিকতের মধ্যে চিন্তার ভ্রমণ সীমাবদ্ধ করা। মুক্তিলাভের জ্ঞান অর্জনের জন্যে এই ভ্রমণের নির্দেশ কোরান দান করেছেন। অজ্ঞাত কোনো তত্ত্ব ও সত্য জানতে চাইলে চারমাসের এই সাধনায় আত্মনিয়োগ করা প্রয়োজন। এতে আপন দেহের মধ্যকার সকল কার্যক্রম এবং চিন্তা-ভাবনার গতিধারা অবলোকন করে আপন পরিচয়ের মাধ্যমে সৃষ্টি রহস্য প্রত্যক্ষ করা যাবে।

চারমাস সময়কাল মানুষের জন্যে এমন একটি পরিমিত সময়কাল যার সাধনা দ্বারা বেসামাল মনকে সংযত করা যাবে। শরিয়তের বিধানেও চার মাস 'শাহরুল হারাম' বা 'হারাম মাস' যখন মনের জন্যে দুনিয়া হারাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

▌দোকান

সাধারণজ্ঞানে দোকান মানে ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান বা ঘর। কিন্তু শাঁইজি সর্বকালীন অমূল্য দোকান খুলে রেখেছেন। সেখানে স্থূল বস্তুগত কোনো ধনসম্পদ বিকিকিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলে না, মন দিনে মনের মণিকাঞ্চন বিনিময় চলে। সহজ কথায়, সম্যক গুরুদেহই ভক্তের প্রেমদোকান; এখানে যে ভক্তির বিনিময়ে যা চায় সে তাই পায়। গুরুদেহ দোকান এবং গুরুমন বা গুরুজ্ঞান এখানে মাল, অমূল্য ধন। বিনা কড়ির ধন তিনি সেধে দেন, যে লয় সে মহাভাগ্যবান আর যে গ্রহণ করে না সে ভয়ঙ্কর বিপদ বিপাকে পড়ে।

সম্যক গুরু তাঁর অনুগত দাসদের প্রকাশ্যে এবং গোপনে (জাহের বাতেনে) দেহমনের বন্ধন থেকে মুক্তির সার্বিক 'লা' বা 'না' শিক্ষা দান করেন। মানবজাতির কল্যাণের জন্যে তিনি নবুয়ত-রেসালতের যে দরবার তথা দোকান খুলে বসেন তাতে শাঁইজি নিজে দোকান, নিজেই দোকানদার, নিজে দ্রব্য এবং নিজেই খরিদদার।

খরিদদার মহাজন যেজন বাটখারাতে কম
তারে কসুর করবে যম
গদিয়াল মহাজন যেজন বসে কেনে প্রেমরতন।

কিংবা,

অমূল্য দোকান খুলেছেন নবি
যে ধন চাবি সে ধব পাবি
রোজা আর নামাজ ব্যক্ত নহি কাজ
গুপ্তপথ মেলে ভক্তির সন্ধানে।

অন্যত্র আছে 'কুতর্কের দোকান' না করার জন্যে ভক্তদের প্রতি শাইজির রূপক নির্দেশ।

AMARBOI.COM

▌দোজখ

নরক বা দোজখ জ্যান্ত মানবদেহের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। দেহের বাইরে কোনো অলীক দোজখ বেহেস্তের অস্তিত্ব লালন শাঁইজি দেখেন না। দোজখ ফার্সি শব্দ। কোরানে বর্ণিত জাহান্নামকে মানুষের বোঝার সুবিধার্থে দোজখ বলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। মানবদেহে ও মনে দোজখ স্থাপন আল্লাহর অতিসূক্ষ্ম পরীক্ষামূলক সৃষ্টি।

মানবীয় 'আমি ও আমার'-এ মনোভাবই দোজখ বা জাহান্নাম। সোজা কথায়, এ দুনিয়ার জিন্দেগি দোজখেরই জিন্দেগি। সাময়িক এ জীবন বহু প্রকার দুঃখ কষ্টে ভরা। দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি অনেক ধরনের কষ্ট থেকে উদ্ধার বা রক্ষা পাবার জন্যে মানুষ নির্ভরযোগ্য আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়। লোকেরা কখনো ধনসম্পদকে আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করে। আবার কখনো বা স্বাস্থ্য, ক্ষমতা, মান মর্যাদা, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদি বিষয়কে মানে বস্তুগত আশ্রয়কে বিপদমুক্তির আশ্রয়রূপে গ্রহণ করে। কিন্তু সম্যক গুরু তথা আল্লাহ ব্যতীত বস্তুর সব আশ্রয়ই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক দোজখ থেকে আরেক দোজখে নিক্ষেপ করে থাকে। এমন আশ্রয় গ্রহণের ফলাফল মানে বস্তুজগতের বৃদ্ধি বা তথাকথিত উন্নয়ন। এক কথায়, সম্যক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ না করে মানুষ যতোক্ষণ মানবীয় আমিত্বের জন্যে বিষয়মোহর কারাগারে বন্দি থাকে ততোক্ষণ সে দোজখবাসী। সদ্‌গুরুপ্রাপ্তি জান্নাতে প্রবেশের প্রথম দ্বার।

▌দোনে

দুনিয়া উচ্চারণের আঞ্চলিক অপভ্রংশ।

▌দোটানা

আল্লাহকে আপন মূলসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন জ্ঞান করে দেহের বাইরে তিনি বিশেষ স্থানকালে আবদ্ধ আছেন ভেবে লোকেরা কেউ মক্কায়, কেউ গয়ায়, কেউ কাশিতে তীর্থে যায়। ঈশ্বর দর্শনের নামে কুসংস্কারাচ্ছন্ন এমন অলীক ধারণা ও ভ্রান্ত তৎপরতাকে শাঁইজি দোটানা মানে 'দোদেল বান্দা কলেমা চোর' প্রবণতারূপে তুলোধুনো সমালোচনা করতে ছাড়েন না।

তীর্থ ভ্রমণ করে কিংবা জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েও আল্লাহ পর্যন্ত পৌছানো যায় না কখনো। অন্তরে নিহিত আপন রবের সাথে সাক্ষাতের জন্যে কামেল মোর্শেদের কাছে সমর্পিত হয়ে ফানা ফিল্লাহ বা নিষ্কর্মের শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করার মাধ্যমে সাধক আপনাতে আপনি ফানা করে আল্লাহর সন্ধান পেয়ে থাকেন। তাই বলেন শাঁই:

কাশি কি মক্কা যাবি চলরে দেখি যাই।
দোটানাতে ঘুরলে পথে সন্ধ্যাবেলা উপায় নাই।

▌দোধারাতে খাবি খায়

প্রচলিত অনুষ্ঠানবাদী বা অহবিপন্থি শরিয়তি ইসলাম আল্লাহ ও মোহাম্মদের মধ্যে দেয়াল তুলে দিয়ে যে দ্বৈতবাদে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে ধর্মের লোকপ্রিয় অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে তা শাঁইজির দৃষ্টিতে দোধারাতে খাবি খাওয়া। এর ফলে তাদের ধর্মাচার ব্যক্তি জীবন থেকে বিশ্বজীবন সর্বত্র দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে বিভক্ত, খণ্ডিত। মাধ্যমরূপে কোন মহাপুরুষকে গ্রহণ করায় নিজের বিরুদ্ধে আল্লাহকে অলীক ধারণার উপর দাঁড় করিয়ে রেখে ভ্রান্ত জীবন যাপন করে থাকে। আল্লাহ ওদের দিকে ফিরেও তাকান না।

▌দোসর

বন্ধু, সহচর। আলী নবির দোসর। শিষ্য গুরুর দোসর। একদিন শাঁই নিরাকারে ভেসেছিলেন একেশ্বরে অচিন মানুষ পেয়ে তারে দোসর করলেন তৎক্ষণা ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌দোহার

সৃষ্টি ও স্রষ্টার, সত্তা ও মূলসত্তার, দেহ ও মনের, গুরু ও শিষ্যের, পুরুষ ও প্রকৃতির মিশ্রণে এ জীবন জগত। অন্ধকার ছাড়া আলোর মূল্য বোঝা যায় না। অসাধু থাকলে সাধুও আছেন। বিপরীতধর্মী চৌম্বক আকর্ষণ বিকর্ষণ ছাড়া সৃষ্টিরাজ্যে কোনো জ্ঞান নেই। মানবদেহে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই নিহিত। প্রকৃতি পুরুষকে ঘিরে বন্দি করেছে অর্থাৎ মোহ আচ্ছন্ন করে রেখেছে জ্ঞানকে। দেহমনের মোহজয়ী ইন্দ্রিয়জিৎ সম্যক গুরুর প্রভাব বলয় (Megnetic field) জাহের বাতেনে শিষ্যের দেহমূলকে শুদ্ধপ্রেম সাধনপথে টেনে ঊর্ধ্বমুখি রাখে। দোহার প্রেমশৃঙ্গরে মেতে রয়, উভয়ের শেষে লোনাদেনা হয়। 'দোহার প্রেম সাধনা' সামান্যজ্ঞানে হয় না। বিশেষজ্ঞানের সূক্ষ্ম সাধনায় এ 'তৌহিদ' তথা সর্বশ্বেরবাদ বিকশিত হয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধ

ধন

মানুষের মূলসত্তায় নিহিত আল্লাহর জাত নূর বা নূরে মোহাম্মদী আসল বস্তু বা মাল বা ধন যে নামেই উল্লেখ করি না কেন, তা অপার্থিব, স্বর্গীয় মহাজ্ঞানের ভাণ্ডার। স্থূল বস্তুগত ধন বিতরণ করলে ফুরিয়ে যায় কিন্তু আল্লাহর জ্ঞানভাণ্ডার বিলিয়ে দিলে বৃদ্ধি পায়। খুজে ধন পাই কি মতে পরের হাতে কলকাঠি। এ অবিনাশী ধনের সন্ধানে রাজা রাজত্ব ছাড়ে, গৃহী গৃহত্যাগী হয়ে গভীর নির্জন পথে ছোটে, সংসারী সংসার ভোলে। যুগে যুগে আল্লাহর বন্ধু অর্থাৎ অলি আল্লাহ-দরবেশগণ এ ধনের আশায় জীবন, যৌবন, ধন, সম্পদ, পদ, পদবি সব বিসর্জন দেন।

ধনধরা গজবাজি

'গজ' মানে হাতি। বস্তুবাদের স্থূল প্রতীক হাতি। ধনধরা মানে বিষয়মোহের কবলে পড়া। পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ ভাগ্য উন্নয়ন তথা বৈষয়িক বৃদ্ধির জন্যে ধনধরা গজবাজি অর্থাৎ স্থূলতাকে আরো ফাঁপিয়ে তোলার কাজে অতিশয় ব্যস্ত হয়ে সময় কাটায়। কিন্তু পরিণতি চিন্তা কখনো করতে চায় না। এরই নাম তথাকথিত জাগতিক বা বৈষয়িক উন্নতি। তাতে আত্মিক শক্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং মানুষ নরপশুর স্তরে নেমে আসে চিন্তা চেতনায়। ধনধরা গজবাজি ত্যাগ করে সাধুর চরণে জীবন-মন লুটিয়ে দিতে পারলে তাঁর মনে জ্ঞানের প্রবাহ সঞ্চার করেন সম্যকগুরু।

ধন্ধকার

মাতৃগর্ভের ভ্রূণবন্ধ হবার আগে দেহ গঠনকালে মূলসভা ধন্ধে থাকে। নিরাকার থেকে আকারে আসার সময় চেতনা ও স্থূলবস্তুর গঠনিক দ্বন্দ্বে সত্তা ধন্ধে পড়ে। দেহ মানেই দুঃখ জ্বালা শাস্তি। বিদেহ থেকে সত্তা যখন দেহ গঠনের প্রক্রিয়ার অধীন হয় ধন্ধ মানে ধাধা, সংশয় ও আশঙ্কায় থাকে। দেহাকারের প্রথম পর্ব তাই ধন্ধকায়। মাতৃ জরায়ুতে পূর্ণাঙ্গ মানবদেহ গঠনের নয়মাস পর প্রসবের সময় মাতৃযোনি থেকে যখন মাথাটি বের হয় প্রথম তখন পৃথিবীর ঝাঁঝালো আলোয় মায়ার কাপট লাগে শিশুর চোখে। অন্তর প্রকৃতি থেকে বহির্প্রকৃতির দিকে বহিমন কালে শিশুচিত্তে বিরাট ধন্ধ লাগে। এ ধন্ধে পড়ে শিশু কাহা কাঁহা বলে কেঁদে ফেলে আর ভাবে কোথায় সে আর কোথায় আমি? কোথায় ছিলাম আর কোথায় এলাম? সত্তার এ দ্বিবিধ দ্বন্দ্ব বা ধন্ধকালই ধন্ধকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধন্বন্তরি

বৈদিক-আলঙ্কারিক অর্থে দেবচিকিৎসক যিনি সমুদ্রমন্থনে সুদাহস্তে সমুদ্র থেকে উত্থিত হন। শাঁইজির কালামে 'ধন্বন্তরি' বলতে একজন কামেল মোর্শেদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যাঁর কাছে মনদেহের আরোগ্য লাভের ব্যবস্থাপত্র (শরিয়ত) লাভ করতে পারে বিষমমোহে অসুস্থ মানবজাতি।

ধন্য আশেকি জনা এ দ্বীন দুনিয়ায়

ধনী ধন দিয়ে, রাজা রাজ্য দিয়ে, সুন্দরী রূপ যৌবন দিয়ে সম্যকগুরুর মন টলতে পারে না। কিন্তু আত্মহারা তন্ময় প্রেমিক তথা আশেকের ডাকে তিনি আকাশ থেকে মাটিতে নেমে আসেন। গগনের চাঁদ পাতালে নামানোই আশেক দিওয়ানার প্রেমধর্ম। আশেক নাম জপে না, কামও করে না তবু শাঁইজি তার প্রতি সদয়। আশেকের প্রেমশক্তি এতো সূক্ষ্ম যে, বিনা তেলে বাতি জ্বলে, শুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে হাতি প্রবেশ করে। আশেক ধন্য তার মাশুকি নামাজের একাগ্রতার জন্যে।

ধন্যভাব গোপীভাব আ মরি মরি

সর্বকালীন প্রয়োগিক অর্থে সাধু জগতে 'কৃষ্ণ' অর্থ যিনি কর্ষণ দ্বারা ভক্তের উৎকর্ষণ করেন এবং গোপী অর্থ যারা মানসিকভাবে সর্বক্ষণ গুরুর স্মরণ, সংযোগ ও সেবায় নিয়োজিত থাকে। শাঁইজি যেসব সাধককে ধন্যবাদ জানান যারা ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য ভুলে গুরুর সন্তোষ বিধানে সজাগ থাকে। কৃষ্ণসুখেই গোপীকার সুখ। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ছিলো যে যেভাবে ভজন করুক তাতেই চলবে। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গলেন গোপীদের নিষ্ঠাপ্রেমে। গোপীভাব সামান্য নয়, বিশেষভাব। শাঁইজি গোপীকাদের নিষ্ঠামনের এমন ভক্তিপূজাকে প্রশংসিত করছেন ধন্য ধন বলে।

ধনি

শাঁইজির বাক্য নদীয়া অঞ্চলের বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এখানে ধনি শব্দটি দু রকম অর্থে প্রয়োগ হয়ে থাকে। প্রথমত শাঁইজির নদীয়ায় নারী চরিত্র সম্বোধনসূচক শব্দরূপেও ব্যবহৃত হয়েছে ধনি; যেমন

তুমি ধনি মান ছেড়ে দাও কৃষ্ণপানে সচক্ষে চাও/দেখো সে তোমারই নিশ্চয়। লালন বলে দাসীরে বেহাল করো চিরকাল/কেবল সে মানের দায়। কিংবা ধনি বলে ও ললিতে বল গা ওকে উঠে যেতে। অন্যদিকে বিষয়মোহে আচ্ছন্ন মানুষকে প্রকৃতি বা নারীরূপে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কতো ধনির ভারা যাচ্ছে মারা পড়ে নদীর তোড় তুফানে কি সন্ধানে যাই সেখানে মনের মানুষ যেখানে। আবার ধন যে ধরে আছে তাকেও এ নামে ডাকা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধ্বজা

'ধ্বজ' অর্থ পতাকা, নিশানা, পরিচয় দণ্ড। ধ্বজ + অর্তৃ = ধ্বজা; ধ্বজাবজ্রাঙ্কুশ, ধ্বজ, বজ্র ও অঙ্কুশ, সম্যক গুরুরূপে পালনকর্তা বিষ্ণুর চরণতলস্থ এই তিনটি রাজচিহ্নবিশেষ।

আবার সম্যকগুরুর নূরের সন্তান রসুলগণ নবরি ধ্বজাধারী তথা আদর্শের পতাকারাহক। ফকিরের ধ্বজা উড়িয়ে মহামজা লুটেন শাঁইজি আমার।

ধর্ম

'ধৃ' ধাতু থেকে সংস্কৃত 'ধর্ম' শব্দের উদয়। 'ধৃ' অর্থ ধারণ। ধৃ + তব্য (র্ম) = ধর্ম। যা ধারণযোগ্য, গণনা করা যায়, বিচার বিবেচনা করা যায় তাই ধর্ম। সোজা কথায় মানবমনের যা ধর্তব্য তাই ধর্ম। ধর্মের বহু প্রচলিত অর্থ জনপ্রিয় আছে, যেমন ঈশ্বরোপসনা পদ্ধতি, আচার-আচরণ, পুণ্যকর্ম, সৎকর্ম, পরজন্মের নির্দেশ ও তত্ত্ব, শাস্ত্রবিধান, সুনীতি, সাধনপথ, স্বভাব, শক্তি, গুণ, ন্যায়বিচার (ধর্মাধিকরণ) ধর্মের কল নানা ঘাটে বাজে। আবার মানবধর্ম, কালের ধর্ম, আগুনের ধর্ম, সংসারের ধর্ম, নারীধর্ম, রাজধর্ম, বীরধর্ম কতো শত ধর্মের সম্পর্ক। তেমনই আছে ইসলাম ধর্ম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, ইহুদি ধর্ম। আবার ধর্মের উপদলগুলোও নিজেরা আলাদা হয়ে নাম ধরেছে সুন্নি ধর্ম, আহারি ধর্ম, শিয়া ধর্ম, কাদিয়নি ধর্ম, শিখ ধর্ম, ব্রাহ্মণ্যধর্ম, শূদ্রধর্ম, হীনযান ধর্ম, মহাযান ধর্ম, ক্যাথলিক ধর্ম, প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম, তান্ত্রিক ধর্ম–এমন অসংখ্য ধর্মাধর্মে কেবল ভারতবর্ষেই অর্ধশতাধিক ধর্মের অনুসারী আছে। কিন্তু এসব ধর্ম মূলসত্য থেকে বিচ্যুত।

আমার চোখ দিয়ে দৃশ্য, কান দিয়ে শব্দ, জিহ্বা দিয়ে স্বাদ বা বাক্য, নাক দিয়ে ঘ্রাণ, হাত দিয়ে স্পর্শ, মন দিয়ে ভাব ইত্যাদির দ্বারা দেহের বাইরে থেকে মোহাকর্ষণের ফলে যা কিছু অবিরাম গ্রহণ করে মনে জায়গা দিই সেগুলোই আমাদের ধর্ম, তাই মনের ব্যাপার। মন যদি গুরুকে আল্লাহ আদমরূপে ধরে সেটাই আল্লাহর ধর্ম। আর যদি অগণিত বিষয়রাশি বা নারীমোহকে মনে ধরে রাখে সেটা হয় আমার মোহের ধর্ম তথা শয়তানের ধর্ম, আল্লাহ-রসুলের ধর্ম নয়। শাঁইজি তাঁর সপ্ত ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়ে যা কিছু মনে প্রবেশ করে সেগুলো প্রত্যেকটি দেখে শুনে ত্যাগ করে লা শরিক তথা অধার্মিক হয়ে যান। এমন অধার্মিক মহাপুরুষ সত্তাই মানুষের জন্যে আল্লাহর ধর্ম।

ধর্ম কুলাগোত্র জাতির তুলবে না কেহ জিকির

ভবিষ্যতে শাঁইজি শাসিত পৃথিবীতে মানুষে মানুষে সম্পদে বৈষম্য যেমন থাকবে না তেমনি ধর্মকুলগোত্রে জাতির জিকির তুলে আজকের মতো মানব জাতিকে বিভক্ত ও পরস্পরবিদ্বেষী করে রাখতে পারবে না কেউ। শাঁইজির আদি নারায়ণী সাম্য ব্যবস্থা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বে কোনো রাষ্ট্রসীমা, সেনাবাহিনী ও যুদ্ধ রাখবে না। শোষণমূলক সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংকিং সিস্টেমও পুরোপুরি পাল্টে যাবে। হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবারই আল্লাহর মেহমানরূপে সম্মান ও স্বীকৃতি ভবিষ্যৎ লালনরাজ্যে সুনিশ্চিত থাকবে।

▌ধর্মাধর্ম নাই সে বিচার

সম্যমগুরুর সাথে রসিক ভক্তের গভীর ভাবময় প্রেম যেমন লোকগ্রাহ্য কোনো শব্দ বাক্যের অপেক্ষা রাখে না তেমনই সংসারে প্রচলিত ধর্ম অধর্মের সীমানাও ছাড়িয়ে যায় আদি প্রেমভক্তি রসের প্লাবন।

ধর্মাধর্ম নাই সে বিচার কৃষ্ণসুখে সুখ গোপীকার হয় নিরন্তরই। তাইতে দয়াময় গোপীর সদয় মনের ভ্রমে তা জানতে নারি।

▌ধর্মের জন্যে অসুখ ভালো

কুধর্মচর্চার মাধ্যমে অন্তরে মিথ্যা প্রবোধ দেয়া আত্মপ্রতারণার নামান্তর ॥ কুধর্মের এমন অস্থায়ী সুখের চেয়ে সত্যধর্মের জন্যে ত্যাগ তিতিক্ষা, দুঃখ কষ্টকে হাসিমুখে বরণ করে নেয়া সাধকের পক্ষে ভালো শুধু নয়, শ্রেয়।

AMARBOI.COM

▌ধরন

পদ্ধতি, পন্থা, চলন, গমন, আকৃতি, প্যাটার্ন।

▌ধরা

শাঁইজির পদে 'ধরা' কথাটির বহুমুখী ব্যবহার রয়েছে। পীতধরা মানে নীলবস্ত্র। প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়, যেমন পরিধান অর্থেও এর বিষয়মোহে আকৃষ্ট হওয়াও ধরাপড়া, আবার 'মনচোরা পড়েছে ধরা রসিকের হাতে' অধিকার করা অর্থে প্রযুক্ত হতে দেখি। 'অধর ধরা' মানে বাতেনী রহস্যকে আয়ত্ত করা। গোষ্ঠলীলায় সাক্ষাৎ অর্থে এমন বাক্যও আছে: 'আর বুঝি দিবি না ধরা' অন্যত্র 'ধরাতে শাই সৃষ্টি করে' অর্থে ধরাকে প্রকৃতি অর্থে ব্যক্ত করেন। যেখানে 'ধর গো হরি ভেসে যায় রাইসাগরে নামলো শ্যামরাই' আছে সেখানে অনুসরণের নির্দেশনাই প্রধান হয়ে ওঠে 'ধরা'কে যে কতোভাবে শাঁইজি ধরেছেন তা বুঝাতে গেলে আরেকটি পুরোদস্তর বই লিখতে হবে।

▌ধরাতে শাঁই সৃষ্টি করে

নিরাকার মানে অধরা। আকার সাকার মানে ধরা। ধৃ + অ (র্তৃ) + আ = ধরা, যে ধরে, যে ধারণ করে তথা দেহ। দেহরূপে শাঁই আমাদের বর্হিদেশ গঠন করে অন্তর্দেহে গোপনে বিরাজ করেন। শাঁইজি বলেন

ধরাতে শাঁই সৃষ্টি করে ছিলেন শাঁই নিগম ঘরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌ধড়ে কোথায় মক্কা মদিনে চেয়ে দেখ নয়নে

স্কন্ধ থেকে নিতম্ব পর্যন্ত দেহাংশ কিংবা মাথাহীন দেহকে ধড় বলা হয়। মানবদেহের ভেতর মক্কা মদিনার অস্তিত্ব আছে বলেই দেহের বাইরেও এর প্রতীক প্রকাশ রয়েছে। শাঁইজির বহু গানে 'দেহমক্কা'র বিমূর্ত প্রকাশ রয়েছে। শাঁইজি এখানে মাথা হাত পা ব্যবচ্ছেদ করে সুনির্দিষ্টভাবে ধড়ের কোথায় মক্কা আর কোথায় মদিনা অবস্থিত সে প্রশ্ন তুলছেন।

মানবদেহের নাভিমূলে দশমদলে যুক্ত নীলবর্ণ পদ্ম পরমাত্মার বাস। দেহসৃষ্টির সূচনা ঘটে নাভিমূলযোগে। হেরা সাধকের স্বরূপ মক্কা লুকিয়ে আছে। মণিপুর বা নাভিচক্রে। সাধুর মদিনাও এই ধড়ের মধ্যে বিরাজ করে। হৃদয়দেশে বারো দলযুক্ত উজ্জ্বল রক্তিমাভা পদ্মমূলে মদিনার অধিবাস।

▌ধরোরে অধর চাঁদেরে

ধরোরে অধর চাঁদেরে অধরে অধর দিয়ে। মন বিষয়মোহের চঞ্চলতা ছেড়ে সমাধি লাভ বা কাহাফে প্রতিষ্ঠিত হলে নিজেই অধর চাঁদ হয়ে ওঠেন।

যা ধরা যায় না তা-ই অধর। তবে শাঁইজি যা ধরাছোয়ার বাইরের বস্তু তা কেন ধরতে বলেন। অধর হলেন রহ্যজগত বা আধ্যাত্মজ্ঞান মারেফত। বস্তু দিয়ে বস্তু ধরা যায়। বস্তু ধর্মের উর্ধ্বে উঠে সার্বিক লীলা অবস্থায় সাধক অধর হয়ে অধর চাঁদকে বিন্দুরূপে ধারণ করে বৃত্তরূপে বিকশিত করেন।

AMARBOI.COM

▌ধার চিনে উজান ধরো

ধার থেকে ধারা, স্রোতধারা। দেহের মধ্যে মেরুদণ্ডের সূক্ষ্মতন্ত্রী দিয়ে বিন্দু ব্রহ্মতেজ উজানভাটি দুদিকে চলাচল করে। গুরু ধরে সাধক ব্যক্তি ধারাকে রাধায় উন্নীত করেন। দেহমনের নিম্নগামী ভোগমূলক গতিকে গুরুর আচরণ দ্বারা উর্ধ্বমুখি করাই উজান ধরা। সাধারণ মানুষের মন মোহমাখা বিষয়রাশি দৃষ্টি দ্বারা দেহে প্রবেশ করিয়ে মেরুদণ্ড বেয়ে নাভি লিঙ্গমূল হিয়ে পায়ের পাতা দিয়ে পৃথিবীর মাটিতে ছড়িয়ে দেয়।

অন্যদিকে গুরুর কাছে আশ্রয়গ্রহণকারী সাধক কপালে ধর্ম মন্দিরে সালাত প্রয়োগের মাধ্যমে বিষয়মোহ সংহার করে বিষয়ের নির্যাস বা আলোকটুকু গ্রহণ করে তাকে বুকে পর্যন্ত নামান কিন্তু নাভির নিচে নামতে দেন না। সাধক ব্যক্তি গুরুর কাছে হাতে কলমে ধারা ধরে উজান মুখে অর্থাৎ উপরের দিকে চেতনাকে প্রবাহিত রাখেন। এ পথে গুরুপ্রেমই তার অনুরাগের তরুণী। এমন সাধকই মূল ঠিকানার সন্ধান লাভ করেন বলে শাঁইজি আশ্বস্ত করছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌ধারা বয় নিরবধি

সম্যকগুরু সৃষ্টির আদিতে ছিলেন, বর্তমানেও তিনি জীয়ন্ত আছেন, অনাদিকালেও তাঁর ধারা বহমান থাকবে। অর্থাৎ মহাসত্তা গুরু যুগে যুগে আপন ভক্তদের উদ্ধার এবং দুর্জনদের সংহারের জন্যে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে জগৎ সংসারে বিরাজ করেন। সম্যকগুরুর জ্ঞানপ্রবাহ সর্বকালীন এবং সর্বজনীন। তাই তাঁর আদর্শিক গৃহের ধারা তথা আহলে বাইতের জ্ঞান প্রবাহ সর্বকালেই সচল আছে। কোনো কালেই এ ধারা থামে না। নবির রেসালত অবশ্যই সৃষ্টির মধ্যে চলমান আছে। প্রতিযুগে সম্যকগুরুরূপে তার রহস্যজ্ঞানের বিকাশ প্রকাশ তিনি আপন দাসদের দিয়ে প্রকাশিত করেই চলেছেন। এ মহাজ্ঞান ধরার মধ্যে কোনো ছেদ বা বিরতি নেই। শাঁইজি সে কথাই বলেন :

কোথায় আবহায়াত নদী
ধারা বয় নিরবধি
যে ধারা ধরবি যদি দেখবি অটলের খেলা ॥

▌ধারা শোধ চিরদিন তা প্রচলিত আছে কিনা

যেমন কর্ম তেমন ফল। যে ভক্ত গুরুর চোখের এক বিন্দু অশ্রু ঝরাবে হাজার ফোটা অশ্রু ঝরিয়ে তার শোধ দিতে হয়। রাধা কৃষ্ণকে যতো না কাঁদাবে তারচেয়ে বেশি কাঁদতে হবে। এটাই চিরদিনের রীতি। শাঁইজির কৃষ্ণলীলায় বাধার মানভঞ্জনের ভূমিকায় এ মন্তব্য করলেও জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমরা অবশ্য বুঝে না বুঝে যতো কষ্ট লাঞ্ছনা দিই তা ঘুরে দ্বিগুণ হয়ে নিজের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে। যে যতো ব্যথা দেবে গুরুকে তাকে ততো ব্যাথিত হতে হবে।

▌ধ্যান

মন যে দেহের অধীন নয়, সব বস্তুর চেয়ে শক্তিমান সেই শক্তিসামর্থ্য লাভের উপায় বিশেষ। মনকে একটি লক্ষ্যে ধীর, স্থির, অচঞ্চল, মোহমুক্ত, অটল রাখাই মূলত ধ্যানযোগ। সহজ কথায়, অবিরাম সাতটি ইন্দ্রিয় দুয়ার দিয়ে আগত বিষয়রাশি খুটিয়ে দেখে শুনে গ্রহণ বর্জন সমন্বয় করাই ধ্যানীর কাজ। বিষয় মোহের আকর্ষণীয় ফাঁদ থেকে বেরিয়ে শুদ্ধমুক্ত সামাদসত্তা হবার অদ্বিতীয় পথ।

▌ধুবা

ধোপার কার্জ, অপরিচ্ছন্ন কাপড় ধোপা যেমন ধুয়ে পরিস্কার-পবিত্র করে সুফিসাধক ও আপন মন-মানাসিকতা তথা স্বভাব চরিত্র গুরুজ্ঞানের সাবান দিয়ে ধৌত করেন। ইল্লতে স্বভাব হলে পানিতে যায়রে ধুলে। খাসলতি কিসে ধুবা? পানি নিয়ে ইল্লত মানে খারপ জিনিস ধুয়ে পরিচ্ছন্ন করা যায় কিন্তু স্বভাব চরিত্রের কলুষ কিসে ধোয়া যাবে এ প্রশ্ন তোলেন শাঁইজি। গুরুর করণ ভিন্ন কোনো উপায় নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌ধুয়া

ধোয়া শব্দের সমার্থক। শাঁইজির ধুয়া মন থেকে বিষম মোহ ধুয়ে ফেলার সুফিসাধনা বা বিশুদ্ধিমার্গ। সালাতের অবিরাম জ্ঞানবারি মন থেকে বিষয়মোহের কলুষ কালিমা ধুয়ে দেয়। কিন্তু জনগণের কাছে ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়া যতো প্রিয়, ততোই অধিক কষ্টকর বিষয়বাশির উপর নিরবিচ্ছিন্ন মনের জেহাদ তথা দায়েমি সালাত। শাঁইজি আমাদের দুঃখজনক অবস্থাকে নিজের করেই গাইতে থাকেন। বসতবাড়ির ঝগড়া কেজে আমার তো কই মিটালো না/কার গোহালে কে ধুয়া দেয় সব দেখি তা না না না।

▌ধুঁয়ো দিলি

গ্রামবাংলার কৃষিজীবী সমাজে গরুর গোয়াল ঘরে ও ধুপধোঁয়ার ব্যবহার হাজারো বছরের প্রাচীন। শাঁইজির গোয়াল ঘরে সকালসন্ধ্যা নয় আমাদের আপন আপন দেহঘর। এ দেহকে 'আমার' মনে করে ভোগ-মোহের স্বেচ্ছাচারী স্বভাব থেকে মুক্ত করতে সম্যকগুরুর কাছে সম্পর্ণ, তাঁর স্মরণ ও সংযোগ প্রতিষ্ঠা করাই নিজের গোয়াল ঘরে ধুয়ো দেয়া। কিন্তু লোকেরা সম্যকগুরুর ঘরে ধোঁয়া দেয় না। বিষয়মোহের পূজায় তারা সত্যকে ভুলে থাকে।

AMARBOI.COM

▌ধুলে কি তা পাক করা যায়

মৌলোভীরা কয় নাপাক পানি (বীর্য) থেকে মানুষের জান পয়দা হয়েছে। শাঁইজি ওদের তাই প্রশ্ন করেন নাপাকে পাক হয় কেমনে? জন্মের প্রাক্কালে পিতামাতার চিন্তার মধ্যে যে যৌনমোহের তাঁড়না থাকে তা সন্তানের মানস গঠনের মধ্যেও সক্রিয় থাকে। শরিয়তি নামাজিরা দিনে পাঁচবার অজু করে থাকে পূত পবিত্র হবার জন্যে। কিন্তু তাদের কথামতো নাপাক জলে যে দেহ তৈরি হয় তা কি ধুলেই পবিত্র হয়ে যায়? এখানেই শাঁইজির জিজ্ঞাসা।

বীর্য বা দেহ পবিত্র নয়, অপবিত্রও নয়। বিষয়মোহ বা যৌনলোভই মনে কলুষ কালিমার কারণ। মনের ভেতরে লালসার থলি লুকিয়ে রেখে গোসল অজু করেও পবিত্র হওয়া যায় না। মনের শুদ্ধিক্রিয়া থেকে দেহশুদ্ধির প্রক্রিয়া শুরু হয়। মন থেকে বস্তুমোহ উচ্ছেদ না করে গেলে কোনো ধোয়ামোছা চুনকাম দিয়ে খবিশি দূর হবার নয়।

▌ধেনু

নবপ্রসূতা বা দুগ্ধবতী গাভী। শাঁইজির ভাবে মনোবলোকে সম্যকগুরুর সাধনা করার কালে শিষ্য হৃদয়ে ধেনুরূপ দুগ্ধ প্রবাহের মতো তার অন্তরলোক তথা চেতনার অনুসারীগণ ধেনু। লালন সঙ্গীততে ধেনু শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত রূপকমণ্ডিত যার সাথে বহির্জগতের আভিধানিক ব্যাখ্যা কখনো মিলবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধোঁকা

বাইরে থেকে দেহের সাতটি ইন্দ্রিয় পথ দিয়ে যে বিষয়রাশির মোহমনে ঢুকে নানা চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা তৈরি করে তাতে মানুষের প্রকৃত জ্ঞান চাপা পড়ে। বিষয়মোহ মানে নারীমোহই মানুষের জ্ঞানোদয়ের পথে বড়ো ধোঁকা। সালাতের মাধ্যমে মোহহীনভাবে বিষয়রাশি গ্রহণ করতে পারলে বিষয় থেকে বিষ উৎপাদিত না করে অমৃত অর্থাৎ জ্ঞান আহরণ করা যায়।

বিষামৃতে আছেরে মাখাজোখা।
কেউ জানে না কেউ শোনে না যায় না জীবের দেলের ধোঁকা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌ন▐

▌নইলে ঘিরবে এসে কালশমন

নবির দ্বীন নবুয়তির ধারাবাহিকতায় এখন বেলায়েতরূপে আপন কামেলের মোর্শেদের মধ্যে সন্ধান না করলে নিছক ঐতিহাসিক বা অতীত নবি কখনো বর্তমান জীবদের ভার নিতে পারেন না। নবির আদর্শের গৃহ 'আহলে বাইত' তথা ইনসানে কামেলরূপ কোনও মহাপুরুষকে মধ্যমরূপে (উসিলা) গ্রহণ করতে হবে। নয়তো কালগ্রস্ত হয়ে মারতে হবে। পরজন্মে তার রূপান্তর সৃষ্টির কবলে পড়ার বিপদ অবধারিত হয়ে যায়।

▌নগর

মানদেহের রূপক নামারোপ। দেহ নামক নগরে যে বসবাস করে সে নাগরী। আত্মতত্ত্ব জগতে যাঁরা শাঁইর নিগূঢ় লীলা দেখছে তাঁরা নীরে নিরঞ্জন অকৈতর ধন লালন খুঁজে বেড়ায় বনজঙ্গলে।

AMARBOI.COM

▌নজর একদিকে দিলে আর একদিকে অন্ধকার হয়

নূর এবং নীর তথা আলো ও জ্ঞানবারি বর্ষণ যখন সাধকের চিত্তাকাশে অবিরাম হয়ে যায়। সম্যকগুরু নবির বেলায়েতের অধিকারী বলেই বহির্জগতে তিনি শিষ্যের চোখে স্বয়ং নূর মোহাম্মদী আবার মনোজগতে তিনি নূরের উৎস থেকে অনুরাগী ভক্তচিত্তে যখন অবিরাম জ্ঞানবারি প্রবাহিত করেন তার মধ্যে ভক্ত এতো তন্ময়-মাতোয়ারা হয়ে থাকে যে স্থূল দেহরূপ তাতে ঢাকা পড়ে যায়। এমন সাধন জগতের জাহের বাতেনের অদ্বৈত লীলা শাঁইজির গানে অভিব্যক্ত হয়েছে।

নজর একদিকে দিলে আর একদিকে অন্ধকার হয়।
নবি আইন করলেন জগতজোড়া সেজদা হারাম খোদা ছাড়া
সামনে মুর্শিদ বরজোখ খাড়া সেজদার সময় যুই কোথায়
সকল রাবেতা বলে বরজোখ লিখলো দলিলে
তুমি কারে থুয়ে কারে নিলে একমনে দুই কই দাঁড়ায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌নতুন আইন নদীয়াতে

শ্রীচৈতন্যদেব আজ থেকে প্রায় সাতশো বছর পূর্বে ব্রাহ্মণ্যবাদী কায়েমি স্বার্থবাদী বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন প্রেমভক্তির শক্তিতে। তিনি বেদবিধির সব পূজা, ব্রত, অনুষ্ঠান, আচার বাতিল করেন হরি তথা মানুষ ভজনের প্রেমোন্মাদনায়।

এনেছে এক নবীন গোরা নতুন আইন নদীয়াতে।
বেদাবিধি সব দিচ্ছে দুষে সে আইনের বিচারমতে ॥

▌নদীয়া নগরে ছিলো যতোজন

শ্রীচৈতন্য নদীয়া নগরের প্রকাশ্য পথে হরিনাম সংকীর্তনের দ্বারা সবারে প্রেম বিলিয়ে জাতপাত বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে মহাভাববিপ্লব সংগঠিত করেন ত্রয়োদশ শতকে। মানুষ মহা প্রভুর প্রেম থেকে সৃষ্টি। তাকে প্রেমের শক্তিতে জেগে ওঠার মন্ত্র দিলেন তিনি :

নদীয়া নগরে ছিলো যতোজন
সবারে বিলারে প্রেমরত্ন ধন
আমি নরাধম না জানি মরম তাই চাইলে না হে গৌর অমা পানেতে।

AMARBOI.COM

▌নদে

নদীয়া, নদেয় মানে নদীয়ায়।

▌ননী

সাধক জগতের রূপক ভাব-ভাষা সাধারণ জগতের লোকেরা নিজেদের মানবীয় বিচার বুদ্ধিতে বুঝতে গিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায়। সাধুর কাছে ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়ে আগত প্রতিটি বিষয় সালাতের মন্থন দ্বারা গ্রহণ করা দুধ থেকে ননী আহরণের মতো, বিষয় থেকে জ্ঞান আহরণের প্রক্রিয়া। সাধুর মন জ্ঞানকে মাখন বা ননীরূপে আহার করেন। সাধনার পরম পর্যায়ে ভালোমন্দ সব বস্তুগুণই মন থেকে সরিয়ে নিতে হয়।

▌নন্দ

যিনি আনন্দের জন্ম দেন। নন্দ থেকেই নন্দন বা আনন্দের জন্ম হয়। শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতার নাম নন্দগোপ। শ্রীকৃষ্ণকে তাই 'নন্দের নন্দন' বলা হয়। তাঁকে 'নন্দলালা' বলেও শাঁইজি অভিহিত করেন।

▌নফর

নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের দাস বলে শ্রীদাম যে উক্তি করেন কৃষ্ণলীলায় শাঁইজি তাতে নতুন ব্যঞ্জনা যোগ করেন ফার্সি 'নফর' শব্দযোগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌নফি এজবাত

To nellify the attachment of an action both physical and mental. To negate the effect of an action for the doer of the action. ইন্দ্রিয়পথ দিয়ে আগত বিষয়রাশির মোহ মন থেকে উচ্ছেদ করা বা সরিয়ে দেয়াই নফি এজবাত। প্রতিটি বিষয়ের মধ্যেই আল্লাহর পরিচয় নিহিত আছে। সালাতের সাহায্যে এগুলো নিয়মিত গ্রহণ-বর্জন-সমন্বয় সাধন করা গেলে তাতে আল্লাহর পরিচয় মেলে। গভীর ও প্রকৃত অর্থে 'নফি এজবাত' অর্থ 'না'-এর প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা সত্যদৃষ্টি। মন থেকে বস্তুভার উৎসর্গ করতে পারলেই সত্যের উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান পরিস্ফুট হয় এবং জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়।

প্রতিটি কর্ম ছাপ ফেলে কর্মী বা সম্পাদনকারীর মনের ওপর। কোনো কর্মের উপর সালাত প্রয়োগ করলে তথা নফি এজবাত কবলে বা নিষ্কাম কর্ম করলে সে কর্মের ফল (effect of the action) আর থাকে না। এর আরেক নাম নিহিকরণ। গুরুর মহোচ্চ মহিমার ছায়াতলে দেহমনের আমিত্ব বিলীন করে দেয়াই শাঁইজির ঘরানায় নফি এজবাত।

নফি এজবাত যে জানে না।
মিছেরে তার পড়াশোনা।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রসুলাল্লাহ' অর্থ আজীবন নাই কোনো নির্ভরযোগ্য নারী ইলাহ তথা উপাস্য পুরুষ ইলাহ ব্যতীত। মোহাম্মদ আল্লাহর রসুল। নারী ইলাহ তথা দুর্বল আল্লাহ মানে বস্তুমোহের উপর নির্ভরতা ত্যাগ করে একজন পুরুষ আল্লাহ তথা সম্যকগুরুর উপাসনা করাই নফি ইজবাতের সার কথা। 'নফি এজবাত' রসুলাল্লাহর বিধান। আল্লাহর নবির কলেমা শুধু শব্দ উচ্চারণ দ্বারা পাঠ করলেই হবে না। গুরুর রূপ ধ্যানের মাধ্যমে এ কলেমার ভাব অন্তরে জাগিয়ে তুলতে না পারলে নফি এজবাত হবে না। যিনি সম্যকগুরুর ভজনা দ্বারা নফি এজবাত করেন তিনি কোরানের পরিভাষায় 'এবাদতুল্লাহ' সম্যকগুরু বিষয়মোহের উপর ভাসমান থাকেন অটল হয়ে তাই এ কারণে তিনি লা-শরিক। সম্যকগুরুর রূপ, বাণী ও ভাব অন্তরে বিস্তার করাই লা এর বিস্তার। বহুগামী মনকে একমুখি তথা ধ্যানমুখি করার ক্ষেত্রে গুরুর রূপধ্যান পদ্ধতি বহু প্রাচীন কিন্তু কার্যকর পদ্ধতি। আর কোরানেও এ পদ্ধতি আছে যার প্রকাশ শাঁইজির কালাম।

▌নবদলের রাসবিহারী

নয়টি ভক্তিরসে যিনি সত্তা পূর্ণ করেন; যথা

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। শাঁইজির কৃষ্ণলীলায় শ্রীচৈতন্যকে নদীয়ায় নবদলের রাসবিহারী বলে অভিষিক্ত করেন। তাঁর উপরোক্ত গুণবাজির পরিপ্রেক্ষিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌নবি

'আরবি শব্দ 'নাবা' অর্থ-খবর, বহুবচনে আমরা। যিনি ঊর্ধ্বলোকের খবর জানেন তিনি 'নবি', বহুবচনে 'আম্বিয়া'। নবিগণ যে সকল সংবাদ মানুষের কাছে নিয়ে আসেন তা বিরতিহীন সংবাদসমূহ থেকেই আনয়ন করেন। ধর্মরাশির আগমন বিরতিহীন। ধর্মরাশির মোহ বর্জন বা ত্যাগ করতে পারলে তার মধ্যে নবির বাক্যের সত্যতা স্বরূপ আল্লাহর পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কাষ্ঠ ধার্মিকগণ মনের বিষয়মোহ ত্যাগ তথা জাকাত করে না। ফলে তারা পূর্বে যেমন এখনো নবির উম্মত সেজে ঘরের শত্রু বিভীষণ। সব নবিই তাঁর অনুসারীদের দ্বারাই সবচেয়ে বেশি লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হয়েছেন যুগে যুগে। মহানবির বংশের চৌদ্দজন মাসুম ইমাম সুন্নি মুসলমানদের হাতেই নির্মমভাবে প্রাণ দিয়েছেন।

নবি সর্বধর্মের উপর মানসিকভাবে ভাসমান লা অবস্থায় বিরাজ করেন। এ কারণে তিনি ধর্মসংহারকারী, কালাপাহাড় বিষয়মোহই মনে মোহের মূর্তি। নবিগণ মনের ভেতরের মোহমূর্তি চূর্ণ করেন। নবি দর্পহারি। তিনিই আল্লাহর চেহারা, হাত, পা, বাক্য। অন্যথায় আল্লাহর কোনো আকার প্রকার নেই।

নবির দৈহিক অনুপস্থিতিতে তাঁর 'আহলে বাইতগণ' আল্লাহর রজ্জু। লোকেরা নবির সর্বকালীন উপস্থিতি 'আবহায়াত' এর স্বরূপ কখনো উপলব্ধি করতে পারে না। যারা সালাত সাধক তারা বস্তুবাদের মোহত্যাগের অনুশীলন দ্বারা অর্থাৎ অলৌকিক পদ্ধতি গ্রহণ করে মোহমুক্ত হয়ে গেছেন। তাঁরাই হলেন নবির 'আল' অর্থাৎ বংশধর। নবির বাঁশিকে বা বংশীকে যাঁরা ধরে রাখেন তাঁরাই নবির বংশীধারী বা বংশধর।

▌নবি না মানে যারা মোহাম্মদ কাফের তারা

নবি করিম কোরানে 'আলিয়েম মোরশেদ' 'ভজনার বাক্য জারি রেখেছেন। তাঁর কথার বিপরীতে গিয়ে তথাকথিত নিরাকার আল্লাহর বেনিশানা নামাজ পাঁচবেলা মোল্লা– মুন্সিরা পড়ে এবং পড়ায় দু পক্ষই শাঁইজির বিচারে মোহাম্মদ কাফের। কামেল মোরশেদকে মান্য করাই নবিকে মানা, নবিকে আকারে সাকারে ভজন করাই আল্লাহর খাস এবাদত। নবির নামাজ চব্বিশ ঘণ্টার, ফাঁকফোকরহীন চিত্তশুদ্ধির দায়েমি সালাত।

নবিদ্রোহী কাঠমোল্লা– বামুনেরা কপালে কালো সিল মারা দায়মাল অপরাধীরূপে আল্লাহর হাতে মৃত্যুকালে কঠিন শাস্তি লাভ করে 'বেহিসাব দোজখ' মানে পরবর্তী জীবনকালে অসংখ্যবার পশুকূলে ঘুরে ঘুরে মরবে। মোরশেদ, নবি, আল্লাহ তিনে এক। একের বাইরে আল্লাহকে দুই বা তিন যারা বলে তারা সরাসরি কোরানের শত্রুপক্ষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌নবি না চিনলে সে কি আল্লাহ পাবে

নবি ছাড়া আল্লাহ নামক উচ্চারণযোগ্য কোনো কিছুর অস্তিত্ব আদিতেও ছিলো না, এখনো নেই, অন্যকালেও থাকবে না। নবির বাক্যই আল্লাহর বাণী। নবির চেহারা আল্লাহর চেহারা। নবির চেহারা ব্যতীত আল্লাহর কোনো চেহারা আদি অন্তে নেই। কোরানের পরিভাষায় নবির নবুয়তের অনুপস্থিতি কালে তাঁর প্রতিনিধিত্বের ধারা মাওলাতন্ত্র মোর্শেদা'র মাধ্যমে জারি আছে। দেলকোরান পাঠ করলে তাঁর বিধান মেলে। মনের আঁধার যায়। এ জন্মে যে ব্যক্তি শাঁইজিকে চিনবে না সে নবিকেও চিনবে না, আল্লাহকে চেনার জনমে জনমেও তার পক্ষে সম্ভব নয়। সম্যকগুরুর তথা মহাপুরুষের মাধ্যম গ্রহণ না করে কেউ আল্লাহ পর্যন্ত পৌছাতে পারে না।

▌নবি বাতেনে হয় অচিন

নবিকে আমরা যে রূপ দৈহিক বা জৈবিক মানুষ বলে সাধারণ মানুষের মতো ভুল করে ভাবি সেটা আমাদের অজ্ঞানতার কারণে হয়। তিনি রক্ত-মাংসের দেহধারণ করেও স্থূল দৈহিক নন, দেহাতীত নূর তাজেল্লার উৎস। সাধক যখন হেরাগুহা সাধনায় নবির সাথে মিলন করেন সেটা মোটেই স্থূল দেহগত মিলন নয়, নূরের সাথে নূরের মিলন। সে সাধকের অন্তরে সুগভীর মূলসত্তা নূরে মোহাম্মদীর অনির্বাণ জ্যোতি প্রবাহমান হয়ে যায়। এরই কোরানিক বিশেষণ আবহায়াত।

AMARBOI.COM

▌নবি মেরাজ হতে এলেন ঘুরে

নবি আপন শিষ্যকে সালাত, জাকাত, সিয়াম, হজ ও কোরবানি শিক্ষা দান করেন তাদের মেরাজে অর্থাৎ চেতনার ঊর্ধ্বলোক উন্নীত করার জন্যে। নবির মেরাজ করার দরকার পড়ে না। শিষ্য অনুসারীদের শিক্ষার জন্যে তিনি প্রচার করেন মেরাজতত্ত্ব মানে সৃষ্টি রহস্য উন্মোচন দ্বারা স্রষ্টার সাথে প্রত্যক্ষ দর্শন। কিন্তু তিনি ভেদ কথা কিছুই বলেন না। মাওলা আলীর প্রশ্ন 'দেখে এলেন আল্লাহ কেমন' প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'আল্লাহ ঠিক তোমার মতোন করো আমল আমি বলো যাঁবো। এভাবে আবু বকর, ওমর, ওসমান প্রমুখও আল্লাহ রূপ, আকার প্রকার বিষয়ে নবির কাছে জানতে চাইলে তিনি এক কথায় সব কথার উত্তর দেন

ঠিক তোমার আকার আইনাল হক তাই কোরান ফুকারে। যেমন তুমি তেমন ঠিক পরওয়ারে। সোজা উত্তর তুমি যেমন রূপ আকার প্রকার আল্লাহ ও অনুরূপ। সৃষ্টি ও স্রষ্টা এক। নবির কথায় আল্লাহর এ বিচিত্র রূপ নিয়ে শেষ পর্যন্ত 'নবিজি যা বুঝাইল/চারজনা চারমতে প'লো/লালন প'লো মহাগোলে।

▌নবির আইন পরশরতন চিনলি না মন দিন থাকিতে

'আইন' কথাটি বাংলা 'বিধিবিধান' অর্থে প্রযুক্ত হলেও আরবি কথায় চোখে দেখা ও াইন প্রত্যক্ষ পরোক্ষে নবির দৃষ্টি সম্যকগুরুর মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে সৃষ্টির সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রয়েছে। তাঁর সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানচক্ষুর বলয়ে আমিত্বশূন্য বা অহঙ্কারহীন চিত্তে প্রবেশ করে মহাধন ভাণ্ডার লাভের সাধনা না করলে গুণময় পরশরতন মেলে না। জগতবাসী শাঁইজির পরশ রতনের পরশে সোনার মানুষ হতে চায় না সহজে। অতএব, সুধার লোভে গরল খেয়ে মরলিরে মন বিষজ্বালাতে।

▌নবির তরিকতে দাখেল হলে সকলই জানা যায়

কামেল মহাপুরুষের দরবারে রেসালাতের মাধ্যমে নবির তরিকাই জীবিত আছে অনন্ত কাল থেকে। সম্যকগুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করলে নবির শরিয়ত বা ব্যবস্থাপত্র দান করেন শাঁইজি। শরিয়ত মেনে ধৈর্য্য ধরে চলতে পারলে তরিকত অর্থাৎ সুপ্রশস্ত উচ্চপথ পাওয়া যায়। তরিকতে পরিপূর্ণ দাখেল হয়ে গেলে তার মারেফত রাজ্যে সৃষ্টি রহস্যের মহাবিজ্ঞান আয়ত্ত হয়। এলমে মারেফত থেকে হকিকতের অখণ্ড, অব্যয়, অমর, চিরঞ্জীব তৌহিদে প্রবেশ লাভ ॥

▌নবির নৌকা

বিষয় বিক্ষুব্ধ মোহ সমুদ্রের উপর নবির দেহমন সদাই মহাশূন্যভাবে ভাসমান থাকে। এজন্যে কোরানের সুরা বহমান-এর ভাষ্যে নবিদেহকে নৌকা বলা হয়েছে। নবির আদর্শবলয়ে যারা আশ্রিত বস্তুত তারা নবির নৌকাতেই নিরাপত্তার আশ্রয় পেয়েছেন। রূপকাষ্ঠের এই নৌকাখানি নাই ডোবার ভয়/পারে কে যাবি নবির নৌকাতে আয় ॥

AMARBOI.COM

▌নবির হুকুম এই সদাই

কোরানে নবি একটি মূল কথাই তুলে ধরেন তা হলো 'অলিয়েম মোর্শেদা'র কাছে সমর্পিত চিত্ত হয়ে আপন শরিয়ত বা ব্যবস্থাপত্র জেনে সেই অনুসারে সাধনার তরিকায় প্রবেশ দ্বারা সৃষ্টি রহস্যজ্ঞান অর্জন তথা মারেফত হাসিল করা। শরিয়ত, তরিকত, মারেফত, হকিকত সম্বন্ধে গভীর তত্ত্ব জানতে বিস্তারিত পড়ুন, সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী ॥ কেবলা ও সালাত ॥ ঢাকা ১৯৮৬।

▌নবি চেনা রসুল জানা

প্রচলিত শরিয়তি ইসলাম ধর্ম সাম্রাজ্যবাদী রাজতন্ত্রী শাসকদের হাতে যুগে যুগে এমনভাবে নিগৃহীত হয়েছে এবং দিনকে রাত বানিয়েছে যে, এখনো বিশ্বের বেশির ভাগ মুসলমান নামধারী লোক 'নবি' বলতে বোঝে বেতনভূক্ত রাজসিক কাঠমোল্লা–মুন্সির শেখানো মুখস্থ তোতাবুলিকে। এসব নবিদ্রোহী এজিদি মুন্সি-মোল্লারা তাদের প্রভুদের (সৌদি রাজতন্ত্র ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী খুশি রাখতে এখনো মধ্যযুগীয় প্রচার চক্রান্তকে এখানে বহাল রেখেছে। মহানবি দেহত্যাগের পর নবির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোষিত 'মাওলা' আলীকে (আঃ) অগ্রাহ্য করার জন্যে আবু বকর মাওলাইয়াতকে পাশ কাটিয়ে 'আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত' নামক ফ্যাকড়া তৈরি করে ফতুয়া দিলো 'আল্লাহ ও রসুলকে দুটি পৃথক সত্তা বলে। এ কথা সরাসরি কোরানবিরোধী। কারণ কোরান বলেন: যারা আল্লাহ ও রসুলের মধ্যে পার্থক্য করে তারা স্পষ্টত কাফের। আবু বকর, ওমর, ওসমান, আয়েশা, মাবিয়া, এজিদের সুন্নতি মুসলমানদের সাথে এক্ষেত্রে অহাবিদের মৌলিক দূরত্ব নেই।

শাঁইজি লালন হাজার বছরের খেলাফতী রাজতান্ত্রিক ভ্রান্তচিন্তা খারিজ করেন কোরানের মূলসূত্র সামনে তুলে ধরে:

নবি চেনা রসুল জানা ও দিনকানা তোর ভাগ্যে জোটে না
আল্লাহ, মোহাম্মদ, নবি তিনে হয় একজনা
কোথায় আল্লাহ কোথায় নবি
কোথায় সে ফাতেমা বিবি
লেহাজ করলে জানতে পাবি প্রেম করেছে এ তিনজনা।

▌নবুয়ত অদেখা ধ্যান বেলায়েত রূপের নিশান

হেরাগুহার ধ্যান নবির মোরাকাবা মোশাহেদা লোক সমাজের দৃষ্টির আড়ালেই থাকে। তাঁর প্রতিনিধিত্ব বেলায়েত মাওলা আলীর নেতৃত্বের মাধ্যমে সর্বকালে জারি আছে। সাধক স্বরূপ দর্শন এবং বিষয় দর্শনে যখন দ্বিধাগ্রস্ত হয়, বাতেন না জাহের কোনটাকে ধরে কোনটাকে ছাড়বে এই ভাবনায় দ্বন্দ্বদাহীর্ণ হয়। তাই :

নবুয়ত অদেখা ধ্যান বেলায়েত রূপের নিশান
নজর একদিকে যায় আর দিক অন্ধকার হয়
দুইরূপে কোনরূপ ঠিক করি ॥

▌নবুয়ত তার এমনই মেলে

নবুয়ত প্রকাশ্যভাবে 'খতম' মানে সীলমোহর বা সত্যায়ন হয়ে গেলেও মাওলা আলীর বেলায়েতের মারেফত রাজ্যে প্রবেশের মাধ্যমে শিষ্য প্রসিদুর ভেদ অর্থাৎ অসীম মনোলোকের অসীম জ্ঞানবারি দ্বারা সঞ্জীবিত হয়। নবুওয়াতের জ্যোতি বিকিরণ হয়। শাঁইজি এমনই বলেন:

পুসিদার ভেদ জানতে পারলে নবুয়ত তার এমনই মেলে।
কেতাব কোরান না ধরিলেও দেল কোরানে সব পাবে ॥

▌নরলীলা

সম্যক গুরুর আদম সুরতে আল্লাহ আমাদের প্রতিটি ঘটে পটে নররূপে নারায়ণ হয়ে লীলারত আছে। সৃষ্টি নামক পর্দার অন্তরালে স্রষ্টার অনন্ত বিকাশক্রিয়া জন্মজন্মান্তর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরে চলে আসছে। সূক্ষ্মজীব তা বুঝতে পারলেও বদ্ধজীবেরা এ সত্য মোটেই বিশ্বাস করতে চায় না :

হারালে চায় পেলে লয় না
ভবজীবের ভ্রান্তি যায় না
লালন কয় দৃষ্ট হয় না এ নরলীলা ॥

▌নয় দরজা

মানবদেহের ভেতর অসংখ্য দরজা বা প্রবেশ ও নির্গমন পথ গুপ্তব্যক্ত আছে। অন্তর্মুখি প্রতিটি দরজার বহির্মুখি প্রকাশ রয়েছে। নয়টি ইন্দ্রিয় পথ বা ইন্দ্রিয় দরজা তার মধ্যে প্রধান। যেমন: দুই চোখে দুই দরজা, দুই কানে দুই দরজা, দুই নকে দুই দরজা, মুখে এক দরজা, পায়ু পথে এক এবং লিঙ্গে এক দরজা। এ নয় দরজাকে নবদ্বার বলা হয় সাধুশাস্ত্রে।

নয় দরজা খাঁচাতে
যায় আসে পাখি কোন পথে
চোখে দিয়ে ভেলকি
দরবেশ সিরাজ শাঁই কয় বয় লালন বয় চাঁদ পেতে ঐ সিঁদমুখি।

▌নয়ন চাঁদ প্রসন্ন যার

গুরুচাঁদকে চিন্তা ও কর্মের সামনে রেখে যিনি মোহমাখা দৃষ্টিকে পবিত্র করতে পেরেছেন তার দেহও শুদ্ধ হয়ে গেছে। যার দৃষ্টিসীমা থেকে বিষয়মোহের আবরণ অপসৃত হয়েছে সকল চাঁদ মানে সকল জ্ঞান বা তত্ত্ব তিনি আপন চরিত্রে আয়ত্ত করেছেন।

▌নয়ন থাকিতে সদাই হলিরে কানা

মানুষকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে আল্লাহর চেহারা উদ্ধার করার জন্যে। মানুষকে কান দেখা হয়েছে আল্লাহর বাক্য প্রত্যক্ষ শোনার জন্যে। কিন্তু তারা বিষয়মোহে চোখকে ডুবিয়ে রাখে। কানে দেয় বিষয় বিষের তালা। তাই এদের নয়নের উপর মোহর বা সিল মেরে দিয়েছেন সম্যক গুরুরূপে আল্লাহ তালা।

আল্লাহকে আকার সাকারে গুরুরূপে এক না দেখে তাঁকে নিছক নিরাকার বলে যারা আসমানের ওপারে নির্বাসিত করে অনুষ্ঠানবাদী ধর্মকর্ম করে তারা চোখ থাকতে ও অন্ধ। চোখ বন্ধ হলে এরা কিভাবে আল্লাহর দেখা পাবে।

▌নাই ভয়শমন

আল্লাহকে পাবার পথে মুরশিদ পদে যে সাধক ডুব দেয় মৃত্যুভয় বলতে তার আর কোনো দুঃখজ্বালা থাকে না। মুরশিদ পদ লাভ আল্লাহ লাভের সমার্থক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌নাচারি

পয়ার ছন্দে গীত ও বাদ্যের সাথে যিনি অভিনয় সমেত নৃত্যের মাধ্যমে মূলভাব স্ফূর্ত উচ্ছ্বাসে প্রকাশ করেন।

▌না ছিলো আসমান জমিন পবন পানি

যখন দেহ সৃষ্টি হয়নি তিনি পুরুষোত্তমরূপে বিরাজমান ছিলেন। পুরুষ সামাদ আপন অখণ্ড নূরকে খণ্ডিত করে আহাদ বা প্রকৃতিরূপে প্রকাশ বিকাশ করেন। নূরনবিকে না চিনে নূর চেনা যাবে না অর্থাৎ সম্যকগুরুর জাত নূরে নূরনবি না হলে আত্মতত্ত্বে পূর্ণতত্ত্ব জ্ঞানী হওয়া যায় না। আল্লাহ ও নবিসত্তাকে শাঁইজি আমাদের কাছে বোধ্য করে বলেন 'আল্লাহ নবি দুটি অবতার/গাছে বীজে দেখি তার প্রচার'। আমাদের জন্যে এ গোলক ধাঁধা ভারি রহস্যপূর্ণ হলেও মানুষ যেন সৃষ্টি রহস্যের মূলে যাবার প্রয়াসী হতে পারে সে উদ্দেশ্যেই শাঁইজি 'গাছ বড় কি ফলটি বড়' তা বিচার করে নিতে বলছেন।

▌না দেখলাম যাঁরে চিনবো তাঁরে কেমন করে

এ জীবনে চোখ থাকতে যে আল্লাহকে কোথাও দেখলো না, আসমানে তিনি আছেন বলে শুনে শুনে অলীক ধারণা করে কতো নামাজ, রোজা, হজ্ব করে গেলো সে কি রূপে মৃত্যুর পর আল্লাহর দর্শন পেতে পারে–এ প্রশ্নই শাঁইজি তোলেন শরিয়ীত ধর্মের অনাচার বাড়াবাড়ি দেখে। কোরান বলেন

আল্লাহর চেহারা আছে। আল্লাহর সাথে দাউদ, ইব্রাহিম, নূহ, মুসা, ইসা, মোহাম্মদ-আলী সাক্ষাৎ করেছেন। তবে শরার অনুষ্ঠানবাদীগণ কেমন এবং কোন আজগুবি আল্লাহর এবাদত করে? কামেল মোর্শেদের মহব্বত সহব্বত ছাড়া আল্লাহর কোনো প্রেমধর্ম জগতে নেই। কিন্তু কানা মোল্লা অহবিদের কাষ্ঠধর্মের ধোঁকায় পড়ে মুসলমান সমাজ যে তিমিরে ডুবে আছে এর থেকে তাদের বের করার জন্যে শাঁইজির আকারে সাকারে আবির্ভাব ত্রিজগতে।

▌নাম

বস্তুগত কোনো শব্দসীমানা নয়, নাম অর্থ গুণরাজি। আল্লাহর নামগুলোকে অবলম্বন করেই আল্লাহর স্বভাবে স্বভাবান্বিত হতে হয়। শাঁইজির 'ফকির' নামের মধ্যে অতিসূক্ষ্ম আরো ছয়টি নাম গুপ্তরূপে রয়েছে। 'ক্বাফ' থেকেই 'ফকির' শব্দের উদয়। ফে + কাফ + ইয়া + রে = ফকির। কোরানুল করিমে 'ক্বাফ' হরফটি আল্লাহর ছয়টি নামের ইঙ্গিত বহন করে; যথা

১. কাইউম ২. কুদ্দুস ৩. কাবিউ ৪. কাদির ৫. কাহ্হার ৭. কাবিদু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাইউমুন হলেন চিরস্থায়ী শক্তি। কুদ্দুসন হলেন পতিতপাবন শক্তি তথা অধপাতিতকে উন্নত মর্যাদাদানকারী, কাদিরুন হলেন কর্মক্ষমতা ও কর্মবৃত্তদানকারী শক্তি। কাহ্হারুন হলেন অপ্রতিহত শক্তি বা মৃত্যুদানকারী শক্তি যার দ্বারা যা ক্ষণস্থায়ী, মিথ্যা মোহ তা ধ্বংসপ্রাপ্ত করা হয়। কাবিদু হলেন মরার আগে মরে আত্মনিয়ন্ত্রক শক্তি। আল্লাহর বাণী কোরান পাঁচটি নামে আল্লাহই নামকরণ করেন। নামগুলো হলো

১. কোরানুল করিম ২. কোরানুল হাকিম ৩. কোরানুল মজিদ ৪. কোরানুল আজিম ৫. কোরানুল মোবিন। কিন্তু জনপ্রিয় কোরান 'শরিফ' নামটির কথা আল্লাহ বা তাঁর রসুলের দেয়া নয়, ধর্মদ্রোহী আব্বাসিয় উমাইয়া রাজাদের দেয়া। মুসলিম সমাজ রাজাদের সিদ্ধান্ত ও কালচার অন্ধভাবে আঁকড়ে ধরে কোরানের জীবনদর্শন থেকে সরে বিভ্রান্তির অতলে তলিয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছে। কোরানের নবরূপে আদি নারায়ণ সমাজ ব্যবস্থা এবং শুদ্ধ জীবনদর্শনকে রাজশক্তি অত্যন্ত ভয় পেয়ে থাকে। এজন্যে নানা রূপে নামের উপর তাদের তাদের প্রভাব বিস্তার করা হয়েছে। নতুন নামকরণ তার মধ্যে অন্যতম।

রাজা দরবারী পণ্ডিতদের উদ্দেশ্যমূলক আবিস্কৃত অর্থের মিথ্যা রূপায়ণ সমাজে এতো প্রবল যে, জ্ঞানীর পলায়ণ ছাড়া উপায় থাকে না। ধর্মীয় বহু শব্দেরই এমন করুণ পরিণত ঘটেছে। রাজ নিয়ন্ত্রণ এখন আর নেই কিন্তু হাজার বছর আগের রাজ নিয়ন্ত্রিত সাম্রাজ্যবাদী অর্থ তথাকথিত আলেম সমাজ আজো ভাঙ্গা রেকর্ড বাজানোর মতো বাজিয়েই চলেছে। তাদের অনুসৃত মিথ্যাকে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেও মিথ্যাকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করার সৎসাহস এখনো তাদের হলো না। আফসোস!

আমাদের আরবি শিক্ষিত 'জ্ঞানচক্ষু আঁধার' পণ্ডিতগণ রসুলাল্লাহ ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি সূক্ষ্মভাবে শত্রুতা প্রকাশের মানসিকতা এখনো সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারেনি। তাই তারা পূর্বের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার প্রতিটি ক্ষেত্রে রসুলাল্লাহ এবং তাঁর বংশধরগণের নির্দেশের মধ্যে না থেকে ধর্মের দুশমন এজিদদের দ্বারা রচিত বিকৃত বিধানাদি সূক্ষ্মভাবে সযত্নে রক্ষা করে চলেছে। সাম্রাজ্যবাদী রাজতান্ত্রিক ধর্মের গোলামি থেকে স্বাধীনতা অর্জনের সুবুদ্ধি তাদের এখনো অবশ্য হয়নি। এমন শতশত প্রমাণের একটি ছোট দৃষ্টান্ত হলো কোরান নামের শেষে বেহুদা 'শরিফ' কথাটির অত্যাধিক ব্যবহার।

ওরা নব্য এ আবিষ্কারটিকে এতো ভালোবেসেছে যে, যেখানে সেখানে এর যথেচ্ছ ব্যবহার দ্বারা কথাটাকে পপুলারাইজ করার মাধ্যমে প্রভুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চূড়ান্ত করে ছেড়েছে। উদাহরণস্বরূপ

আজমির শরিফ, মক্কা শরিফ, হেরেম শরীফ, কাবা শরিফ, মাজার শরিফ, ওরশ শরিফ, মিলাদ শরিফ, খানকা শরিফ ইত্যাদি 'শরিফ'বাহুল্য যথাতথা চোখে পড়ে। অর্থের দিক থেকে 'শরিফ' মানে 'ভদ্র' না খাটলেও এর প্রচলন দীর্ঘায়িত করতেই হবে। এ যে বিদেশি ফর্সা প্রভুদের সূক্ষ্ম একটি অবদান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌নামের সহিত রূপ ধ্যানে রাখিয়া জাপো

কলেমা পাঠের সময় বা আল্লাহর নাম উচ্চারণের সময় সম্যক গুরুর মধ্যে আল্লাহর চেহারা যারা সন্ধান করতে জানে না তারা মুসলমানই নয়। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' গুরুরূপহীন ধারণায় কেউ যদি ডাকে তবে সে আল্লাহর রূপ কি ভাবে দর্শন করতে পারে? সম্যক গুরু দীন দয়াময়রূপে যুগে যুগে ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন।

আল্লাহ কোনো শব্দের মধ্যে নেই। শব্দাতীত, দেহাতীত ধ্যানের নির্জন গুহায় তিনি নূর তাজেল্লা স্বরূপ দর্শন দান করেন যে তাঁকে দেখে শুনে বুঝে ডাকে এবং তাঁর দাসরূপে তদ্‌ময় বা তন্ময় হয়ে যান।

▌নামে রুচি

নাম অর্থ গুণ। সম্যক গুরুর সদ্‌গুণের প্রভাবে এসে তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে ওঠাই নামে রুচি হওয়া। গুরুনামে রুচি হলে গুরুর কৃপালাভ সহজতর হয়।

নামে রুচি হলে কেন জীবে দয়া হবে না।

আগে গুরুরতি করো সাধনা ॥

▌নারী

সমগ্র সৃষ্টিজগতই নারী বা প্রকৃতি। মানুষের সকল কল্যাণের উৎস হলেন নফসে ওয়াহেদ (আল্লাহর উচ্চতম পরিষদ তথা সম্যক গুরুগণের হাইয়েস্ট এসেমব্লি)। তাঁদের ইচ্ছা অনুযায়ী জগতে অতিস্বল্প সংখ্যক পুরুষ এবং অসংখ্য নারী সৃষ্টি হয়ে চলেছে। উশৃংঙ্খল মানুষকে বাধ্যগত ইনসান বানিয়েছেন শাঁইজির নফসে ওয়াহেদ (আহাদ থেকে ওয়াহেদ) তথা মোহাম্মদী নফস দিয়ে।

তিনি সকল সৃষ্টির মূল উৎস। সেই কারণে শাঁইজি সশরীরের এসেই জীবগণকে শিক্ষাদীক্ষা দান করে ইনসান বানান। তারপর ইনসানের মধ্য হতে হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন শাঁইজির হেদায়েত অধিক লাভ করে পুরুষ হতে পারেন। অবশিষ্ট কোটি কোটি মানুষ যারা প্রকৃতির তথা প্রবৃত্তির অধীন থেকে যায় তাদের নারী বলা হয় সুফি কোরানে। আরবি কোরানের 'নেসা' অর্থ
'নারী'। বিস্তারিত
সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী। কোরানদর্শন; প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ২০৯।

▌নাড়ি

মাতৃগর্ভে মাতৃনাড়ির সাথে ভ্রূণ মধ্যস্থ সদ্যপ্রসূত শিশুর প্রাণ সংযুক্ত থাকে। জন্মনাড়ি কেটে মানবদেহ বাইরে পৃথক হলেও তার ভেতর অসংখ্য সাধনার সূক্ষ্ম স্তরে উন্নীত হলে তা হয় নাড়ির সাধনা। সূক্ষ্ম নাড়ি সংযুক্ত থাকে। অভিধানে নাড়ি বলতে সাধারণ অর্থে রক্তবাহী শিরা বা ধমনী বোঝায়। কিন্তু শাঁইজির দেশ বা দেহ সাধনায় মানবদেহে গুপ্তসুপ্ত কোটি কোটি নাড়ির বিস্তার। মানুষের দেহের নাভিচক্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুপ্ত দশম দলপদ্মে কুলকুণ্ডলিনী চক্র শক্তিকেন্দ্র। নাভির নিচে জলতত্ত্বের স্থান। সেখানে রয়েছে সরোবর। তাতে গুপ্ত আছে অষ্টদলপদ্ম। এ অষ্টদলের মধ্যেই রয়েছে সাড়ে তিন কোটি নাড়ি। সেখানে ঘিরে আছে আরো বাহাত্তর হাজার নাড়ি। এদের মধ্যে প্রধান হলো সাতশো নাড়ি। তার মধ্যে শতাধিক নাড়ি শ্রেষ্ঠ। একশো ছাব্বিশ নাড়ির মধ্যে বত্রিশ নাড়ি মুখ্য। তার মধ্যে চব্বিশটি অতি বিখ্যাত যা চর্তুবিংশতি বা 'চব্বিশ চন্দ্রা ভেদতত্ত্ব নামে সাধক দেহ সাধন জগতে আয়ত্ত করেন তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে তিনটি নাড়ি, যথা

ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নড়ি। বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গল ও মধ্যে সুষুম্না মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রাণপ্রবাহ ধরে আছে।

জগতে সকল বস্তুই গতিশীল। সবই স্পন্দন বিশিষ্ট। স্পন্দনের গতি মূলাধার থেকে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে সুষুম্না নাড়ি দিয়ে মস্তিষ্কের মধ্যে সহস্রারে যাতায়াত করে। কাজেই যে কোনো পথ বা পদ্ধতি অবলম্বন করা হোক না কেন সাধনাকালে মন ও প্রাণ দিয়ে গুরুর ধরন করণ করলেই সুষুম্না পথ আপনা আপনি খুলে যাবে। কেবল তখনই বোঝা যাবে, বিভিন্ন মত অবলম্বন করে চললেও শেষ পর্যন্ত উর্ধ্বারোহণের একটি পথ-সুষুম্না পথই মিলবে এবং উদ্দেশ্যেও সহস্রারে এক বলে প্রত্যক্ষগোচর হবে।

AMARBOI.COM

▌নিকাশী ফাঁস বাঁধবে গলে

সম্যক গুরু চিত্তশুদ্ধির যে পথ দেখিয়েছেন তার বাইরে চললে হয় সরাসরি গুরুবাক্য লঙ্ঘন। জেনে শুনে গুরু জ্ঞানকে পাশ কাটিয়ে নিজে নিজে আন্দাজি পণ্ডিত হলে মৃত্যুকালে সে নিম্নগামী হয়ে পশুকুলে অবনমিত হবে। নিকাশী ফাঁস মানে পরজন্মের কঠিন শাস্তির জোয়াল।

গুরুবাক্য লঙ্ঘালে
আন্দাজি পণ্ডিত হলে
নিকাশী ফাঁস বাধবে গলে ॥

▌নিকাশের দায়

শেষ হিসাব, চূড়ান্ত ফয়সালা, বিনাশ বা ধ্বংসের সময়। মানুষের মৃত্যুর পূর্বাহ্নে তার বিগত জীবনের আমল তথা কর্মফল অনুসারে পরবর্তী জন্মের কর্মকাণ্ড সম্যক গুরু কর্তৃক সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন।

▌নিকাহ

সিদ্ধপুরুষ গুরুর মুরিদ হওয়াকে তরিকতপন্থিরা নিকাহ বলে। কোরানে সূরা 'নেসা'য় চারবার নিকাহ বা গুরু পরিবর্তনের ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে। শাঁইজির প্রশ্ন 'নবি চৌদ্দ নিকা' কই করেছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামাদসত্তা তথা পুরুষগণ শক্তিশালী এবং সম্যকগুরু। যদি পুরুষ গুরুর সন্ধান পাওয়া না যায় অথবা পেলেও তাঁর ভাবজগতের মধ্যে যদি আমাদের সমন্বয় সাধন না হয়, অর্থাৎ যোগ্যতার অভাবে যদি তাঁর প্রতি সুবিচার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না হয় তাহলে একজন নারী গুরুকে নিকাহ করার নির্দেশ রয়েছে কোরানের সূরা নেসায়। যিনি হন অনুষ্ঠানবাদী এবং সম্যক গুরুর খাঁটি ভক্ত। সেখানেও যদি মন না লাগে তবে নারী পর্যায়ে গুরুগণের মধ্য থেকেই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এবং চতুর্থ 'নিকাহ' অর্থাৎ সংযোগক্রিয়া সাধন করার নির্দেশ রয়েছে'।

সূক্ষ্ম বিচারে যদি তাদের কারো সাথে মনের মিল বা সমন্বয় না হয় তাহলে নিজেকে নিয়ে আপাতত একা থাকাই ভালো। আপন ঈমানে দৃঢ় থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অবশ্য তা এতো সামান্য কল্যাণ বহন করে যে, তার দ্বারা আত্মিক উচ্চতা লাভ করা যাবে না। আপন জ্ঞান-বুদ্ধির উপর ভিত্তি করে তাতে দৃঢ় থাকলে পতনের আশঙ্কা অবশ্য থাকবে না। অন্তত বর্তমান সমপর্যায় নিয়ে পুনরায় জন্মলাভ করা যাবে। নিম্নগতি হবে না। শরিয়তের বিধানমতে দৈহিকভাবে নারীগণ গুরু হতে পারে না। আত্মিক উন্নতির গুরু পরিবর্তনের কথাই কোরান বলছেন।
সম্যকগুরুকে নিকাহ করলে তাঁর সাথে সার্বিকভাবে সংলগ্ন থাকার নির্দেশ দেন শাঁইজি। এটিই কোরানের শুদ্ধ ভাবধারা। সম্যকগুরুর ভাব বলয়ে যারা অবস্থান করে তারা উচ্চতম জান্নাতবাসী। এখনো তারা জ্ঞান ও কর্মে নিয়োজিত আছে, 'লা' মোকামে উত্তরণ হতে পারেনি তাই তারা নারী বা স্ত্রীলিঙ্গ বা প্রকৃতি। কোরানে জান্নাতবাসীগণ স্ত্রীলিঙ্গে প্রকাশিত হয়। ইন্দ্রিয়গুলো মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো চোখ। মোহমাখা চোখ যারা সংযত করতে পেরেছেন তারাই কামিয়াব হয়ে থাকেন। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী ॥ সূরা বাকারা কোরাদর্শন প্রথম খণ্ড পৃ. ৪০॥ সদর প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৮।

▌নিকুঞ্জ বন

সাধক দেহকে নিকুঞ্জ বন, বৃন্দাবন, হেরাবন ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা হয়েছে। লতা দ্বারা আবৃত গৃহাকার স্থান বা লতা গৃহকে নিকুঞ্জ বলা হয়। মানবদেহ বুনোলতার মতো কোটি কোটি সূক্ষ্মনাড়ি ও তন্ত্রীজাল দিয়ে ঘেরা। নাড়ির মধ্যে দিয়ে তেজ উর্ধ্বমুখি করা গেলে এ নিকুঞ্জ বনে প্রেমের ফুল ফোটে, জগতের মন আকর্ষণ করে।

▌নিগম

তন্ত্রকে নিগম বলা হয়। বেদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করতে গিয়ে তন্ত্রশাস্ত্রে বেদকেই যেন নির্বেদ করে তোলা হয়েছে হিন্দুধর্মে সম্প্রদায় গুরুগণের পরম্পরায়। 'তন্ত্র' কোনো স্বতন্ত্র শাস্ত্র নয়। নিগমে বৈদিক ভজনার শুষ্ক কঠিন পথ ছেড়ে মুক্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহজ উপায় নির্ধারিত ও স্বয়ংশিব কর্তৃক প্রবর্তিত। জীবন্ত বর্তমান ভজা এখানে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় অতীত ব্রাহ্মণ্য কর্তৃত্ব ও শ্রুতি-স্মৃতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ মত এতে প্রতিভাত হয়েছে।

তন্ত্রের অবিকৃত প্রকৃত বিষয় বর্ণিত হয়েছে যার মর্মরহস্য রুচিরোগগ্রস্ত মূর্খদের পক্ষে উদ্ধার করা অসাধ্য। আজকের হিন্দু সমাজে শুদ্ধ তন্ত্রসাধনা তাই অত্যন্ত বিরল। নিগম বা তন্ত্রের সাত্তিক সাধন যেন হারিয়ে গেছে। কেবল রাজসিক ও তামসিক প্রণালি চালু আছে নামকা ওয়াস্তে।

নিগমকে যোগের কল্পভাণ্ডার বললেও অত্যুক্তি হয় না। জ্ঞান ও কর্মকাণ্ড এ দুভাগে তন্ত্রশাস্ত্র বিভক্ত। অর্থাৎ মানসিক ও বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের সাধন পথ ও পদ্ধতি এখানে ব্যক্ত হয়েছে। নিগমশাস্ত্রের মূলভিত্তি কপিলের সাংখ্যদর্শন। তিনি যে প্রকৃতিপুরুষের তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন তাতে গুরু উপাসনার প্রণালি বিধিবদ্ধ হয়েছে। কপিল মুনির পুরুষই পরিশেষে হিন্দু উপাসনায় নানারূপে বিকশিত হয়ে রুচি ও অধিকারভেদে নানামূর্তিতে উপাস্য হয়েছেন। প্রকৃতিই ভগবতী দেবীর প্রথম আবির্ভাব। তিনি কালী।

প্রকৃতির সত্ত্বাধিক্যে পুরুষের সান্নিধ্যে মহত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব উৎপন্ন হয়। বুদ্ধিতত্ত্ব থেকে অহঙ্কার এবং এই অহঙ্কারের ভিন্ন ভিন্ন বিকার হতে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় (অর্থাৎ দেহমন) উভয়ের উৎপত্তি হয়েছে। পুরুষই চৈতন্যশক্তি, সুখদুঃখশূন্য, ইনি অকর্তা, কোনো কাজই করেন না। সমস্ত সৃষ্টি জগতটাই প্রকৃতির কাজ। পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পরসাপেক্ষ। লোহা যেমন চুম্বকের কাছে গেলে সেদিকে ছুটতে চায় তেমনই প্রকৃতিও পুরুষ সান্নিধ্যে বিশ্ব রচনা তথা দেহসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে। প্রকৃতিরই সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব–এটাই নিগম মত। নিরাকার নিগম্ভ ধনী

তাও তো সত্য জানি সবাই জানি
তুমি আগমের ফুল নিগমে রসুল
এসে আদমের ধড়ে জান হইলে
আল্লাহ কে বোঝে তোমার অপার লীলে ॥

▌নিগূঢ়

অতিসূক্ষ্ম, রহস্যময়, একান্ত গোপনীয়, জটিল, অত্যন্ত গভীরতলস্পর্শী যা মুখের কথায়, লেখার ভাষায় বলে বোঝানো যায় না।

▌নিগূঢ় কারখানা

রহস্যময় মানুষের মন। মানুষের জন্যে আল্লাহ রহস্য। আল্লাহর জন্যে মানুষ রহস্য। মানুষের মনই তার কর্মফল অর্জন দ্বারা পরজন্মের দেহ সঞ্চয় করে। এখানে আল্লাহর ভূমিকা নিরপেক্ষ। তিনি যার যার অর্জন অনুসারে জ্ঞানদান করে পাঠান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু নবির মনের যে নিগূঢ় কারখানা তাতে আরো মহাপুরুষের উৎপাদনই মূলকাজ।

▌নিগূঢ়প্রেম

শাঁইজির প্রশ্ন প্রচলিত সর্বমতের ধার্মিকদের উদ্দেশে 'নিগূঢ়প্রেম' কি? যে নিগূঢ়প্রেমে আল্লাহ নবি এক হয়ে যান দুই থাকেন না। আইন সিন কাফ এ তিন অক্ষরে ইশক বা মহব্বত কথাটি কোরান থেকে ভাষান্তরিত করেন দেলকোরানে একীভূত অবস্থা। প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনের আরেক নাম। নিগূঢ়প্রেম মানে রহস্যময় প্রেম যা ভাষাবাক্য দিয়ে সম্পূর্ণ কহতব্য নয়। মানুষসহ সমগ্র সৃষ্টির মূলে লুকিয়ে আছে প্রেম। স্থূল থেকে সূক্ষ্ম সর্বত্র প্রেমের বিস্তার। শাঁইজির ধর্মতত্ত্ব ও কোরানের প্রেমতত্ত্ব আশেক মাশুকের একদেহ অবস্থা। সৃষ্টির ভেতরই স্রষ্টার লীলা। মেরাজ দেহলীলার সূক্ষ্ম উত্তরণ। দেহমনসত্তার চরম পরম প্রজ্ঞাময় মিলন। ফানা ফিল্লাহ থেকে বাকা বিল্লায় আরোহণ। আল্লাহ, রসুল ও মুর্শিদ তিন যার দেলে একেশ্বর হয়ে উঠেছেন তার হৃদয়ে নিগূঢ়প্রেমের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে।

▌নিগূঢ়লীলা

মানব দেহমনের সৃষ্টিলীলাই অতিনিগূঢ়লীলা শাঁইজির। মানবদেহের আবরণে ঢাকা অসীম মনোজগত তথা রহস্যজগতের গোপনলীলাই শাঁইজির নিগূঢ়লীলা। সোজা কথায়, সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার লীলাকে নিগূঢ়লীলা বলা হয়।

আমরা যা কিছু দেখি, শুনি, জানি বা অনুভব করি, মন তা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে করে থাকে। সুতরাং মন দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের কর্তা। মানুষ যখন নিজের কথা ভাবে তখন দেহ সংযুক্ত মনের কথাই ভাবে। স্থূলদৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা দেহাতিরিক্ত মনকে সম্পূর্ণ পৃথক বলে ভাবতেই পারে না। দেহবিশিষ্ট মনকে নিয়েই তারা 'আমি ও আমার' অহম পোষণ করে থাকে। 'আমি' কথাটি অনুসন্ধানের বিন্দু পরিমাণ চেষ্টাও করে না। অন্যদিকে সম্যক গুরুর শিক্ষাদীক্ষা চরিত্রগত করে সাধক যখন ধ্যানপ্রণালি আত্মীকরণ দ্বারা দেহঘর থেকে মনকে 'লা'এর উচ্চতায় পরমস্বরূপে দর্শন করেন তখন অসীম মনোলোকে তথা শাঁইজির অনন্ত সত্তার পরিচয় তিনি লাভ করেন। মনের মেরাজ অর্থাৎ অভাবের জগত থেকে ভাবজগতে সাধক যখন বিহার করেন সেটাই জীবের জন্যে নিগূঢ় লীলা।

▌নিজ মোকাম ঢেঁড়ো বেশি দূরে নাই

দ্বীন দরদী শাঁই প্রত্যেকের মধ্যেই লুকিয়ে আছেন। মানুষ বাইরের লোহা ইট কাঠের তথাকথিত স্থূলবস্তু নির্ভর মসজিদ মন্দিরে আল্লাহকে না খুঁজে নিজ মোকাম অর্থাৎ আপন দেহের মধ্যে সন্ধান করলে তাঁকে স্বরূপে দর্শন করা যায়। সম্যক গুরু আপন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিষ্যদের মোরাকাবা ও মোশাহেদা অর্থাৎ আকার ও বিষয়ের ধ্যানের মাধ্যমে আপন রবের সাথে সাক্ষাতের শিক্ষাদীক্ষা দান করে কামালিয়াতের পথে এগিয়ে নেন।

▌নিতাই এসে সব ভেঙ্গে দিলো

বৈষ্ণবধর্মে বৈদিক ব্রাহ্মণদের প্রভাবজাত সংস্কারের যে অবশেষগুলো ছিলো সবই নিতাই উচ্ছেদ করলেন। সাধুদের দণ্ড, কমণ্ডলু সব ভেঙ্গে দিলেন। পূর্বেকার ব্রাহ্মণ্যবাদী পূজা, ব্রত, আচার, বিচার, ভেদ সব পরিত্যাগ করলেন: নাহি ব্রত পূজা নাহি অন্য লাভ। অবিরাম হরিনাম।

▌নিদানের কাণ্ডারী গুরু ভবপারের কর্ণধার

অন্তিমকাল বা মৃত্যুর সময়কালকে নিদান বলা হয়। সাধক মরার আগে মরে গিয়ে আপন গুরুর উপর দেহমনের সব ভার ছেড়ে দেন। এমন সাধক অনুরাগীর ভজন সাধনের কোনো প্রয়োজন হয় না। তিনি সাক্ষাৎ মহাপুরুষ। গুরুর রূপনগরে আসন নিয়ে এ জীবন তথা ভবপারের কর্ণধাররূপে মানবীয় আমিত্ব ভাব চিরদিনের জন্যে ত্যাগ করেন।

▌নিদ্রাত্যাগী

আহার, নিদ্রা, মৈথুন ও ভয় হলের নিত্যসঙ্গী জীব স্বভাব। গুরুর ঘরে শিক্ষাদীক্ষা দ্বারা সাধক জৈবিক চাহিদাকে জয় করেন। মরার আগে মরে তিনি শিব হয়ে যান। তিনি নিদ্রাত্যাগী একজন আলী অর্থাৎ উচ্চতাপ্রাপ্ত সিদ্ধপুরুষ। নিদ্রা বা অবসন্নতা বা ক্লান্তি তাঁকে অবসন্ন করে মুহূর্তের জন্যেও সত্য থেকে সরাতে পারে না। প্রতিটি মানবদেহে গুরুসত্তা নিরপেক্ষ দ্রষ্টারূপে নিদ্রাত্যাগী হয়ে গোপন আছেন। দেহের ভেতরে গুরু যদি নিদ্রাত্যাগী না থাকেন তাহলে যখন লোকেরা ঘুমিয়ে পড়ে তাদের শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া কে তখন পরিচালনা করে থাকেন?

▌নিধি

রত্নভাণ্ডার, অপার্থিব মহাধন। মানুষ মুর্শিদই অমূল্যনিধি।

▌নিমাই

শচীমাতার দেয়া চৈতন্যদেবের বাল্য নাম। জন্মগ্রহণের পর তিনি মাতৃস্তন গ্রহণ না করায় জননী চিন্তিত হলেন এবং সদ্যজগত একমাত্র পুত্রের মঙ্গল আশাঙ্কায় কান্না করতে লাগলেন। তখন এক বিলাসিনী বললেন, "ইহা ষষ্ঠীর খেলা। ইহাকে বৃক্ষের উপর রাখা"। শচীমাতা পুত্রকে নিমবৃক্ষে রাখলেন। পরে আচার্য শচীর কানে নাম দিলেন নিমাই। নিম তিক্ততার সাথে আদরের আই যুক্ত হয়ে নিমাই। যমের মুখে যা অপ্রিয় প্রেমীর মুখে সেটাই তো পবিত্র প্রেম নাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌নিরঞ্জন

নির+অঞ্জন, কলঙ্কশূন্য, নির্মল ইত্যাদি। আধ্যাত্ম রহস্যরাজ্যে দেহমনের মূলবস্তু নূরে মোহাম্মদী তথা বিন্দুরূপ স্বয়ং নিরঞ্জন। আলী তথা শিবের প্রতীকী নাম নিরঞ্জন। যিনি অধীন ভক্তদের মন থেকে বিষয় মোহের মূর্তি ধ্বংস করে জ্যোর্তিময় সত্যের উদয় ঘটান। নিরঞ্জন মানে তাই নিরাকার ॥ নীরেতে নিরঞ্জন হলো/ নীরের জন্ম কে দিয়েছে–সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে এটাই শাঁইজির কেন্দ্রীয় প্রশ্ন।

▌নিরাকার

যার কোনো আকার নেই কিন্তু সব আকারের উৎস। যথায় শূন্য তথায় পুণ্য। মহানবির নূর টলে নিরাকার হয়। নিরাকার থেকে হয় হুহুঙ্কার বা ব্রহ্ম।

▌নিরাকারে একা ছিলো হুহুঙ্কারে দোসর হলো

মাতৃগর্ভের জরায়ুর মধ্যে দেহ ও মন গঠনের সাতটি কার বা সাতটি পর্যায় রয়েছে। অন্ধকার, ধন্ধকার, কুওকার, দীওকার, আকারসাকারের পর নিরাকারে মনোলোক তথা সপ্ত আকাশ গঠন সম্পন্ন হয় তখন নূরে মোহাম্মদীর হুহুঙ্কার নাদ সঞ্চারণ করেন শাঁইজি। এ হুহুঙ্কার ধ্বনির সাথে গুরু আপন ভক্তের সত্তায় রুহ ফুৎকার করেন।

এতোদিন মাতৃগর্ভের বন্দি ভক্ত ছিলো নিরাকারে একা মেরে, গুরুর হুঙ্কারের দ্বারা ভক্তের সাথে গুরু তাঁর কুদরতে একদেহে দুইজন বা দোসর হয়ে যান। মনে শেরেক বা মোহ উৎপন্ন করার পূর্ব পর্যন্ত গুরু দোসর হয়ে লীলা বিলাস করেন।

AMARBOI.COM

▌নিষ্ঠাপ্রেম

বিষয়মোহ ত্যাগী, বৈদিক সংস্কারমুক্ত সম্যক গুরুর শুদ্ধচিত্ত ভক্তই নিষ্ঠাপ্রেম করেন। কারণ তাঁর প্রেম জাগতিক কোনো ফলপ্রাপ্তির আশা করে না। পারত্রিক কল্যাণই তাঁর প্রেমের সাধনা। শাঁইজি নিষ্ঠাপ্রেমের কীর্তন করেন– শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ

পঞ্চেতে হয় নিত্যানন্দ
যার অন্তরে সদানন্দ নিরানন্দ জানে না সে।

▌নিষ্ঠারতি

অণু বা বিন্দুর প্রতি সজাগ থাকা। আপন দেহে রবের অভিব্যক্তির সাথে নিরবিচ্ছিন্ন সংযোগ প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখা নিষ্ঠাপ্রেমের মূলকরণ। এ প্রেমরতি নিঃশব্দ কিন্তু অব্যর্থ। সম্যক গুরুর চেহারা বা আদম সুরতে বিলীন হয়ে থাকা, তাঁর বাক্যের উপর আপন ধরনকরন ও চরিত্র দাঁড় করানো, শাঁইজির অখণ্ড ভাবলয়ে বা চৌম্বকক্ষেত্রে লোহার মতো আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে থাকার বাস্তব চর্যাই গুরুনিষ্ঠারতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌নিশি

বিষয়মোহে আচ্ছন্ন মনের চেতনাহীন অবস্থা বা বিষয় কালিমার অন্ধকার।

▌নিঃশব্দের কুঁড়ে

নিঃশব্দের ঘর মানবমস্তিষ্কে। শব্দের ঘর কানে। মহাচৈতন্য শব্দ বা বাক্যহীন। ভাবজগত অর্থাৎ জ্যোর্তিময় রহস্যজগত। ভাবরাজ্যের ভাব শব্দ-বাক্যের সংস্কাররূপে প্রকাশ পায় দেহের বাইরে। দেহমনের সীমানা ছাড়িয়ে চেতনার মহাশূন্যলোক তথা নির্বিকল্প সমাধিলোক বস্তুত নিঃশব্দ, নিরপেক্ষ ও নিরাকার। নির্বিকল্প সমাধিলোক বস্তুত নিঃশব্দ, নিরপেক্ষ ও নিরাকার। এই নিরাকার থেকে হুহুঙ্কার তথা নাদ বা ধ্বনির উদয় ঘটে। সমাধি বা কাহাফ সাধনার কালে সাধক শিষ্য বাগেন্দ্রিয় ব্যবহার না করে মৌনব্রত অবলম্বন দ্বারা নিঃশব্দের কুঁড়েঘরে অবস্থান গ্রহণ করে থাকেন। ইনাদের বলা হয় মৌনী বা মুনি ঋষি। শব্দ মানেই সংস্কার, স্থূল আকার, খণ্ডিত মানবীয় আমিত্বের হুঙ্কার। অপ্রয়োজনীয় বাক্যজাত শব্দদূষণে মস্তিষ্কের অমূল্য রত্নভাণ্ডার বিনষ্ট হয়। সাধক নির্বাক, নির্বাত, নৈঃশব্দ ও নির্জনতাপ্রিয় তাই।

▌নিষ্কলহ

সুখ থেকে স্বস্তিকে শ্রেয় মনে করেন সাধু তাই ভোগবাদ মানে কলহ থেকে বিরত থাকেন। তিনি যেমন ধর্ম নিয়ে কারো সাথে কলহে লিপ্ত হন না তেমনই প্রাপ্যবস্তু থেকে বঞ্চিত থাকলেও নিষ্কলহ জীবনযাপন করেন।

খাই বা না খাই নিষ্কলহ তাতে যদি মুক্তি পাই
আজ আমায় কোপনি দে গো ভারতী গোঁসাই।

▌নিত্য

লোক সমাজে প্রাত্যহিকতাকে নিত্য বলা হলেও লোকোত্তর সাধুবিশ্বে এ কথার অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত। সাধুশাস্ত্রে 'নিত্য' অর্থ যার উৎপত্তিবিলুপ্তি বা জন্মমৃত্যু নেই এবং যাতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ লাভ হয়। ধ্রুব; অপরিবর্তনীয়; সতত; সর্বদা ইত্যাদি যার প্রতিশব্দ হতে পারে।

▌নিহেতু প্রেম

হেতু প্রেমের পেছনে উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু নিহেতু প্রেম সমস্ত কামনা বাসনাশূন্য, নিষ্কাম মানে ফলাকাঙ্ক্ষাহীন। যার বশ আমার শাঁইজি স্বয়ং। আত্মমুক্তির আকাঙ্ক্ষা যেখানে সেখানেও হেতু নিহিত থাকে। নিষ্কাম গুরুপ্রেম সব ক্ষুদ্র আত্মস্বার্থের চেয়ে বড়। গুরুর ইচ্ছা অনিচ্ছাই তার ইচ্ছা অনিচ্ছা। গুরুসেবায় সে কোনো লাভক্ষতি, পাপপুণ্য, ধর্মাধর্ম মানে না। এ প্রেম লোকজগতের চিন্তার অতীত বস্তু লোকোত্তরের নিগূঢ়লীলা। আত্মতত্ত্বে জ্ঞানীগণ এমনই হেতুশূন্যমনা হয়ে থাকেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌নীর

লোক সমাজের ব্যবহারিক অভিধানে 'নীর' অর্থ পানি বা জল হলেও সাধুশাস্ত্রে এর অর্থ পদ্ম। মানব বীজকেও নীর বলা হয়ে থাকে। সাধুগণ ধ্যানের উচ্চমার্গে পৌঁছে মস্তিষ্কের মেরুরজ্জু পান করে থাকেন, ঐ মহার্ঘ নীর পান করলে ভব তৃষ্ণাক্ষুধা আর রয় না।

▌নীরে নিরঞ্জন অকৈতব ধন

আল্লাহই আল্লাহ বলে ডাকে দেহাদেহে। প্রতিটি মানবসত্তার রক্তপ্রবাহে নীর ও নিরঞ্জন লবণ ও চিনির অপরিহার্য উপস্থিতির মতো পরস্পর বিপরীত কিন্তু একত্রে সহাবস্থান করে। এ দেহ বহু বিরুদ্ধশক্তির সংশ্লেষণ। আপন দেহের ভেতর জ্ঞানদৃষ্টি ক্ষেপণ করে সাধক নাভিমূলের নিচে অবস্থিত সরোবর থেকে মন্থন করা তেজ উর্ধ্বমুখি প্রবাহে মানে উজানে তোলার দ্বারা নীর থেকে নিরঞ্জন সৃজন করেন। তা অকৈতব ধন মানে সাধারণ ভাষায় বলে কয়ে বোঝানোর মতো সম্পদ নয়, গুপ্ত নূরে মোহাম্মদীর সদাদীপ্র অসীম ভাণ্ডার।

▌নূর

নূর মানে নূরে মোহাম্মদী, আল্লাহর জাত নূর। আল্লাহর নূর থেকে নবির নূর। নবির নূর থেকে সারা সৃষ্টি। শাঁইজি বলেন: 'নূরেতে কুল আলম পয়দা'।

আল্লাহ বস্তুগত আলো নন, তিনি দেহমনের আলো। দেহমন বলতে একটি জীবসত্তা বোঝায়। স্বর্গীয় সে নূরে নূরান্বিত বা সমুদ্ভাসিত হয়ে যখন ওঠেন সেটাই আল্লাহ। আল্লাহ তথা সম্যক গুরুর নূরের দৃষ্টান্ত হলো প্রদীপদানির মধ্যে একটি প্রদীপ। আল্লাহর নূরে নূরান্বিত মানুষকে উজ্বল একটি তারকার সঙ্গে তুলনা করে প্রকাশ করা হয়েছে। একেই শাঁইজি 'নূর সিতারা' মানে 'নূরতারকা' বলে আখ্যা দেন সঙ্গীতে। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: নূরতত্ত্ব: তত্ত্বভূমিকা ॥ অখণ্ড লালনসঙ্গীত ॥ আবদেল মাননান সম্পাদিত ॥ রোদেলা, ঢাকা ২০০৯ ॥

জয়তুন বৃক্ষতুল্য একজন মহাপুরুষ বর্ধিষ্ণু হয়ে থাকেন। তিনি তাঁর আলোদান করে আরো অধিক মহাপুরুষ তৈরি করেন। জয়তুন বৃক্ষতুল্য একজন মহাপুরুষ পূর্বেরও নন, পশ্চিমেরও নন। তিনি সর্বজনীন, সর্বদেশীয়, স্থানকালে কোথাও আবদ্ধ নন। তিনি তাঁর আলোর উৎস হতে অবিরাম আলোদানের কৌশল গ্রহণ করেন যা আলোকিত বস্তুগত আলো নয় তা বোঝানোর জন্যে কোরান বলেন: "ইহা আগুন দ্বারা প্রজ্বলিত হয় না। এই আলো প্রেমাগ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত হয়। প্রজ্জলিত হলে আলোয় আলোময় হয়ে ওঠে। এটাই আল্লাহর নূর। শাঁইজি আল্লাহর নূর দান করার জন্যে তাদেরকেই হেদায়েত করেন যারা হেদায়েত পাবার অবিরাম ইচ্ছা রাখে। আল্লাহের নূর বিকাশের পথে ধৈর্যের সাথে তথা শুদ্ধিকর্মে অগ্রসর হলে নূরের সন্ধান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাওয়া যাবে। কামেল মোর্শেদের শান এতোদূর যে, তিনি প্রতিটি বিষয়ের সাথে জ্ঞানবান থাকেন। সপ্ত ইন্দ্রিয়ের উপর তাঁর সজাগ দৃষ্টির প্রাখর্য এতোদূর যে, যা কিছু আসে তার একটিও অজ্ঞাতাসারে মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে পারে না। তিনি পরিপূর্ণভাবে ইন্দ্রিজিৎ এবং পরিপূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়াতীত। বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ সদর উদ্দিন আহমদ্ চিশতী ॥ কোরানদর্শন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥ সূরা নূর ॥ বাক্য ব্যাখ্যা ৩৫।

▌নূর তাজাল্লা

আল্লাহর নূরের মুকট। নবির মাথায় এ মুকুট চিরকাল শোভা পায়। নূর তাজেল্লা অর্জনের কোরানসম্মত সালাত হলো মোরকাবা ও মোশাহেদা। মস্তিষ্কের সহস্রারে সহস্রদলপদ্মে বিন্দুকে বিকাশের মাধ্যমে উচ্চস্তরের নূরী সাধকগণ নূর তাজেল্লা সাধন করে থাকেন।

আল্লাহর এ জাতনূর সম্যক গুরু সর্বকালে উপযুক্ত ভক্তের চিত্তাকাশে উদ্ভাসিত করেন। সম্যক গুরু, নবি ও আল্লাহর একাঙ্গিক উদ্দণ্ড প্রেমে এ নূর তাজেল্লা জ্যোতিস্মান হয়। যেদিন জ্বলে উঠবে নূর তাজাল্লা / এই অধর মানুষ যাবে গো ধরা / আল্লাহ নবি দুই অবতার / এক নূরেতে মিলন করা / ঐ নূর সাধিলে নিরঞ্জনকে অমনি যাবে ধরা / ফকির লালন বলে শাঁইর চরণে / ভেদ পাবা না মুরশিদ ছাড়া।

▌নূরসাধন

আল্লাহ তথা সম্যক গুরুর স্বভাব হলো তিনি স্বতোৎসারিত 'বিদ্যুত' তথা নূর অর্থাৎ জ্ঞানের আলো বৃদ্ধি করেন এবং তা দিয়ে কেড়ে নেন ভক্তগণের বস্তুবাদী ক্ষীণদৃষ্টি। সমস্ত কর্মকাণ্ড গুরুভাবের মধ্যে থেকে সম্পাদিত তখনই হয় যখন কোনো মহাপুরুষ তাদর জন্যে অসীম আলো জ্বালিয়ে দেন। মহামানবের সংস্পর্শ ছাড়া মানুষ নিজ থেকে এ আলো জ্বালিয়ে নিতে পারে না। বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ সদর উদ্দিন আহ্মদ চিশতী ॥ সূরা বাকারা, ২০ নং বাক্য ব্যখ্যা ব্যাখ্যা ॥ কোরানদর্শন, প্রথম খণ্ড প.১০১ ॥ সদর প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৮।

▌নূরেতে নূর আছে ঘেরা

বিশ্ববর তাঁর আপন রূপ বা স্বর্গীয় মহান আলো 'নূরে মোহাম্মদী'রূপে বিকশিত করে তাঁকে চিরবর্ধিষ্ণু করেই রেখেছেন। বস্তুগত বর্ধিষ্ণুতা প্রাকৃতিক নিয়মে আপনাআপনি তাঁর থেকে বর্ধিষ্ণুতা বিশ্ববরের সুজন দাসগণের মধ্যে অতি ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়ে চলেছে। মহান এ নূরের মাধ্যমে তিনি তাঁর দাসগণের জন্যে চিরবরকতওয়ালা হয়ে রয়েছেন। যে কেউ তাঁকে বরণ করে নেবার জন্যে এগিয়ে আসতে পারেন। তিনি নবুয়াতের সূর্যরূপে নূরে মোহাম্মদী প্রকাশ করেছেন। আলী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিত্বকে বেলায়েতের চন্দ্ররূপে প্রকাশ করেছেন। এখন নবুয়ত আড়াল কিন্তু বেলায়েত স্থিতমান রয়েছে।

▌নূরে নূরনবি

আল্লাহর তথা অনন্ত অসীম মনোজগতের নূর থেকে নূর আহরণ করে নবিজি নূরে মোহাম্মদ তথা নূরনবি। আল্লাহর নূর অপ্রকাশ্য। নবি নূরের প্রকাশ্য পরিচয়।

▌নূরের বিন্দু

মানবদেহের মূলকেন্দ্রে একচ্ছটা নূরে মোহাম্মদী। এই বিন্দুর মধ্যেই লুকিয়ে আছে সৃষ্টি রহস্যের সপ্তসিন্ধু। আত্মদর্শন না করলে কথায় নূর বিন্দু বা শাঁইজির 'নুক্তা'র আকার সাকার প্রকাশ বিকাশ হয় না।

▌নূরের ভেদ অকূল সমুদ্দুর

আল্লাহর পাক জাতের সঙ্গে রসুলাল্লাহর 'রহমতুল্লিল আলামিন গুণ' ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সমস্ত আলমের সমগ্র সৃষ্টির জন্য তিনি আল্লাহর 'রহমত' অর্থাৎ নূরে মোহাম্মদীরূপে তিনি সৃষ্টির সর্বত্র বিরাজ করছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর পাক জাত থেকে সমস্ত সৃষ্টি (দেহ) জন্মলাভ করে এসেছে এবং আসছে। আল্লাহ হতেই নূরে মোহাম্মদীর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে থাকে। 'আমি আল্লাহর নূর হইতে এবং আমার নুর হইতে সমস্ত সৃষ্টি' (হাদিস)। আল্লাহর জাত থেকে নূরে মোহাম্মদী বিকশিত করে তা থেকে সমস্ত সৃষ্টি না করলে লোকেরা সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার অস্তিত্বের স্থূল ধারণা পোষণ করতো এবং তাঁকে শেরেকের পর্যায়ে নিয়ে আসতো। সম্যকরূপে আল্লাহর গভীরে নিমজ্জিত হয়ে সত্যদর্শন না করা পর্যন্ত লোকে বলতো স্রষ্টা নিজেই রূপান্তরিত অবস্থায় সৃষ্টিরূপে বিরাজ করছেন। এবং লোকেরা ভুল করতো। এ ভুল জগতে এখনো কম হচ্ছে না। এইরূপ শেরেক থেকে নূরে মোহাম্মদী দুনিয়ার মানুষকে উদ্ধার করেছেন।

তা সত্ত্বেও নূরে মোহাম্মদী দর্শনের মাধ্যমে সৃষ্টিময় এককভাবে আল্লাহরই নূরের বিকাশ প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত মানুষ কমবেশি শেরেকের মধ্যে বাস করে। অথচ অখণ্ড একক অস্তিত্ব ও একক বিকাশের সঙ্গে মনের পূর্ণ সমন্বয়ের দ্বারাই শেরেকরূপ পর্দা মন থেকে দূরীভূত হতে পারে। এটাই আল্লাহর সঙ্গে মানুষের মিলন। মিলনের পূর্ব পর্যন্ত কমবেশি শেরেক মানব মনে থাকবেই। কারণ একক অস্তিত্বে বাস করাই তৌহিদ। বহুত্বে বাস করাই শেরেক। আল্লাহর দেওয়া এ রহমতুল্লিল আলামিন খেতাব এমনই রহস্যময় ও চরম মর্যাদাসম্পন্ন যে, তা দুনিয়ার মানুষের জ্ঞান বহির্ভূত। তাই শাঁইজি নূরের ভেদ বা জ্ঞানকে অসীম সমুদ্ররূপে ব্যক্ত করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী ॥ মসজিদদর্শন ॥ পৃ. ১১৩-১১৮, সদর প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৮।

▌নূরের হিল্লোল

মানব মস্তিস্কে নূরে মোহাম্মদী তথা জ্যোতির্ময় নূরের স্বরূপ তরঙ্গ। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য সদর উদ্দিন আহ্মদ চিশতী ॥ কোরানদর্শন ॥ ত্রিখণ্ড।

▌নেংটা

মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হবার পর শিশু নেংটা থাকে। তার মন থাকে বস্তুমোহমুক্ত তথা শিরিকমুক্ত। সাধক সালাতের সাহায্যে মনের বিষমোহ ত্যাগের দ্বারা ক্রমে আদি অবস্থার দিকে অর্থাৎ শিশু অবস্থার দিকে মনকে নেংটা করে ফেলেন। এটা কোরানেরই বিশেষ একটি সাধন পদ্ধতি। এসেছি নেংটা, যাবো নেংটা।

▌নেহাত যাবে মনের সংশয়

সম্যক গুরুরূপে শাঁইজি যে নবি ও আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ এ সত্য অহাবিদের কুপ্রভাব ও মিথ্যা প্রচারের কারণে লোকেরা মানতে চায় না। কিন্তু অন্তরে অগাধ ভক্তিবিশ্বাস নিয়ে তাঁর কাছে কেউ সমর্পিত হলে এবং তাঁর প্রেমসেবা করলে জীবের মনের ধোঁকা সহজে দূর হয়ে যাবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌প▐

▌পঞ্চ আত্মা

জীবাত্মা, ভূতাত্মা, পরমাত্মা, আত্মারাম, আত্মারামেশ্বর।

▌পঞ্চবান

মদন, মাদন, পোষণ, স্তম্ভন, মোহন।

▌পঞ্চবেনায় শরা জরি

মোহাম্মদী ইসলামের আদি মূল এগারোটি বেনাকে হানাফি মানে প্রচলিত সুন্নিমতে পাঁচটি বেনায় নামিয়ে আনা হয় শতশত বছর পূর্বে। এ পঞ্চবেনা হলো যথাক্রমে নামাজ, রোজা, জাকাত, হজ, খুমস। মোহাম্মদী ইসলামের আদিভিত্তিসমূহ চুরমার করে জবরদস্তির দ্বারা রাজশক্তির আরোপিত মিথ্যাকে শাঁইজি প্রশ্নবিদ্ধ করেন :

পঞ্চবেনায় শরা জারি
মৌলভিদের তম্বি ভারি
নবিজি কি সাধন করি নবুয়তি পায়?

বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী ॥ কেবলা ও সালাত ॥ পৃষ্ঠা ৮১-৯৬ ॥ সদর প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৯।

AMARBOI.COM

▌পঞ্চভূত / পঞ্চতত্ত্ব

পঞ্চভূতই সৃষ্টির মূল, মধ্য ও শেষ। এগুলো সম্যক গুরুর বিভূতি। এদের সংযোগে চৈতন্য, বিয়োগে মৃত্যু। মাটি, পানি, আগুন, বায়ু ও আকাশ দেহগঠনের মূল উপাদান পাঁচটিকে পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চভূত বলা হয়।

▌পঞ্চমুক্তি

সাষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য, সালোক্য, সাযুজ্য।

▌পণ্ডিত

একাডেমিক ধারায় পণ্ডিতের বিশেষণ বিস্তর; যথা: বিদ্বান, শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ, নিপুণ– বাংলা বা সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক ইত্যাদি। পণ্ড (বদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জলাশয় বা পুকর) + (জাত অর্থে) ইত = পণ্ডিত। পণ্ডিতেরা আমিত্ববুদ্ধির এক একটা বদ্ধ জলাশয়। কিন্তু শাঁইজি মহাসমুদ্র। 'লা নামক মহাশূন্যতা তথা মোহশূন্যতার অভিব্যক্তি বিস্তারের দ্বারা তিনি দুই সমুদ্রের মিলনমোহনা। বিত্তবান রাজা বাদশা আমির ওমরা প্রমুখ প্রাসাদবাসীর প্রলোভনের কাছে যুগে যুগে পণ্ডিতগণ আত্মবিক্রয় করেন কিন্তু সাধুগুরুর নির্বাণশক্তি তথা ক্বাফশক্তি কুফরির তথা মিথ্যের কাছে কখনো আত্মসমর্পণ করে না।

▌পতি

সম্যক গুরু; স্বামী; কর্তা; প্রভু; অধীশ্বর; রাজা; পালক; রক্ষক; প্রধান ব্যক্তি; পরিচালক; নেতা; অধিকারী; সর্বাধিনায়ক; সর্বাধ্যক্ষ; মালিক। 'পতি'শব্দটি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে আগত। পা (পালন ও রক্ষণ) + অতি (তৃ) = পতি।

সাধু বিধানে সম্যক গুরুই শিষ্যের দেহমনসত্তার পতি। তিনিই জন্ম কর্ম ধর্মের পতি। তিনিই অধপতিতের পতি, অগতির গতি, অনাথের নাথ, অভাবীর ভাব, অন্ধের দৃষ্টি। যেখানে সৃষ্টি মানে প্রকৃতি আছে সেখানে সঙ্গেই স্রষ্টা মানে পতি আছেন অবশ্যই। সৃষ্টি ছাড়া কি রূপে তিনি সৃষ্টিকর্তা, কীর্তিকর্মা হবেন? পতি বলেই শাঁইজি আমাদের মতো পতিতদের উদ্ধারের জন্যে পতিতাপাবন পরমেশ্বর।

অগতির না দিলে গতি
ঐ নামে রবে অখ্যাতি
ফকির লালন কয় অকূলের পতি কে বলবে তোমায়?

AMARBOI.COM

▌পতিত

পত + ত (তৃ) = পতিত। বৈদিক সংস্কৃত ভাষা থেকে এ শব্দটি উদ্ধৃত। দেহরূপে ভবসংসারে জন্ম নিয়ে বদ্ধজীব হয়ে থাকাটাই হলো লোকের পতিত অবস্থা। পতিতের নানা ধরন; যেমন

পড়ে গেছে মূল উর্ধ্বলোক থেকে ভূমণ্ডলে, ঝরে গেছে এমন; পথভ্রষ্ট; স্খলিত চরিত্র; অধোগতি অর্থাৎ পৃথিবীর বস্তুমোহে বা নারীমোহে রমিত হয়ে পড়া; মাধ্যাকর্ষণশক্তির বন্ধন জালে জড়িয়ে পড়া; দুর্দশাগ্রস্ত; পাপী; অকর্ষিত; অনাবাদী; স্ত্রীলিঙ্গে জড়িয়ে পড়া; চরিত্রহীনা, কুলটা, ভ্রষ্টা ইত্যাদি।

সম্যক গুরুর উচ্চভাব ও শানমান থেকে যারা চিন্তা-চেতনায় বহু নিচে পড়ে আছে, কোনোভাবে নিজে আর উঠে দাঁড়াতে পারছে না তারাই পতিত বা পতিতা।

▌পতিতপাবন

চিন্তা-ভাবনায় মানসিকভাবে দুর্বল তথা নিম্নস্তরের অজ্ঞান জীবকে পাবনের কারণেই শাঁইজি কালান্তরে নানাদেশে নানাভাষার বহুনামে পতিতপাবন গুরু হয়ে অবতীর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হন। পাবন অর্থ পাপীর ত্রাণকর্তা, উদ্ধারকারী একজন সম্যক গুরু। আরবি কোরানের পরিভাষায় 'সাফায়াতকারী।' পরিশুদ্ধ সত্তা কামেল মোর্শেদ পাপীতাপী ভক্তগণের পতিতপাবন। এ ভাবধারাই শাঁইজির কালামের অভিব্যক্ত। আমি নাম শুনেছি পতিতপাবন তাইতে দিই দোহাই।

পারে লয়ে যাও আমায় ॥

ভারতীয় বৈদিক সাহিত্য থেকে শব্দটি এসেছে বাংলা ভাবসাহিত্যে। একজন সর্বমোহত্যাগী পুরুষ গুরুই জগতের পতিতপাবন; যোগ্য সদ্‌গুরু। বৈদিক সাহিত্যে পতিতপাবনের স্ত্রীলিঙ্গ হলো 'পতিতপাবনী' শাঁইজির কালামে পাই:

গঙ্গা মা জননী পতিতপাবনী
সেও সাধুর চরণ বাঞ্ছা করে ॥

▌পথের গোড়া

প্রবর্তের গুরু ভক্তের মুক্তিপথের মূল অভিভাবক বন্ধু। সম্যক গুরু হলেন সাধনা জগতে দিক নির্দেশক এবং মূলাধারস্বরূপ। পথের সূচনা তিনিই করেন। পথের শেষে তিনিই থাকেন শুধু।

▌পদ

বাক্য বা জ্ঞান। গুরুর পদ ভক্তের আশ্রয় ও নিরাপত্তাস্থল।

▌পদ্ম

বহির্জগতে এক প্রকার জলজ পুষ্প। কিন্তু আধ্যাত্মজগতে মেরুদণ্ডের গোড়া থেকে মস্তিষ্কের তালু পর্যন্ত ষড়পদ্ম বা ছয়টি পদ্মচক্রের অবস্থান। পদ্মফুল আধ্যাত্মিক চেতনার দ্যোতক। মস্তিষ্কের সহস্রারে হাজার দল বিশিষ্ট দলপদ্ম। নাসামূলে দুই ভ্রূর মধ্যে দ্বিদল পদ্ম। কণ্ঠে ষোলোদলপদ্ম। হৃদপদ্ম দ্বাদশদলযুক্ত। নাভিমূলে কুলকুণ্ডলিনী দশদলযুক্ত পদ্ম। নাভির নিম্নভাগে অষ্টদলপদ্ম।

দেহের মূল শক্তিচক্রগুলো বহুবর্ণ পদ্মাঙ্কিত। চর্তুদল থেকে সহস্রদলে উর্ধ্বমুখি বিন্দু বা তেজ উত্তোলন দ্বারা নিত্যবস্তু নূরে মোহাম্মদীর প্রকাশ এই দুই পদ্মে প্রকাশ পায় সাধকদেহে। এ ষটচক্র মেরুদণ্ডে মৃণালগতি সঞ্চারণকারী শক্তি ॥ শির ভেদ করে অখণ্ড মহাকেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

▌পনেরো বছর হেরাগুহায়

মহানবি কোরানজ্ঞান তথা নবুয়তি লাভের জন্যে হেরাগুহায় মোরাকাবা-মোশাহেদা করে তবেই নবি হয়েছেন। আদতে, নবির কোনো সাধনার দরকার নেই, শিষ্যদের শিক্ষাদীক্ষার পথে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত সৃষ্টির জন্যে এসব জাহেরি কর্মকাণ্ড করেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগা মুসলমানেরা আজ হেরাগুহার সাধনাকে তাদের জীবন থেকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিত্যাগ করেছে। লোকদেখানো পাঁচবেলা নামাজ পড়ে আল্লাহর স্বরূপদর্শন সম্ভব নয়।

▌পবন

বায়ু বা বাতাস; শ্বাসপ্রশ্বাস। জন্মমৃত্যু যার মধ্যে প্রতিনিয়ত চলমান।

▌পর

পরম; প্রধান, চরম, মোক্ষ, মুক্তি বা নির্বাণ, ব্রহ্ম। আপন সত্তার অচৈতন্য বা অচেতন রূপ।

▌'পর

উপর 'ভবের পরে' "গাছের 'পরে' ইত্যাদি 'উপরে' অবস্থান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

▌পরওয়ারদিগার

সৃষ্টির স্রষ্টাসত্তা, সত্তার মূলসত্তা, প্রকৃতির পুরুষসত্তা।

▌পর্বত

কোরানে ও লালনে পর্বত অর্থ মানবদেহ। ধ্যানিযোগে পর্বত চলমান হয়।

AMARBOI.COM

▌পরম

পর+ওম = পরম। যা আপন সত্তার থেকে পর হয়ে আছে তাই পরমসত্তা। চূড়ান্ত অস্তিত্বই পরমসত্তা বা স্বরূপ ব্রহ্ম। জীবসত্তার ভেতরই পরমসত্তা নিহিত আছেন। পরমসত্তার অবস্থান মানবদেহের নাভিমূল দশমদল পদ্মে। পরমাত্মা জায়াশক্তি, সূক্ষ্মজীব। তার বর্ণ বিদ্যুত বর্ণ। পরমের আহার হলো বায়ু। নানা মত চিন্তাই পরমাত্মার কাজ। তার ভাব সখ্যভাব।

▌পরশ

স্পর্শ; সাধুর চরণ পরশ পেলে জীবও সাধনামুখি হয়ে গুরুপ্রাপ্ত হয়। সাধুর যুগল চরণের ধুলি যার মর্মমূল স্পর্শ করে তিনি অতিভাগ্যবান জীব। সম্যক গুরুর চরণ পরম পেলে বদ্ধজীবের মনের ময়লা মানে বিষয়মোহের কালিমা দূরীভূত হয়ে নিষ্কাম শুদ্ধতার উদয় ঘটে।

▌পরাৎপর

সম্যক গুরু পরাৎপর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর, মহতের মহত্তম, ভক্তের ভগবান বা জগদীশ্বর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রহ্ম বিষ্ণু শিব তিনে
ভজে তোমায় নিশিদিনে
আমি জানিনে কো তোমা বিনে তুমি গুরু পরাৎপর ॥

▌পলকে হইবে সংহার

জীবদেহধারী মানুষ দৈহিক-বৈষয়িক অহঙ্কারে মত্ত হয়ে ধরাকে সরাজ্ঞান করে। কিন্তু তারা ভুলে যায়, যে কোনো মুহূর্তে বা নিমেষে চক্ষুর পাতা ফেলতে যেটুকু সময় লাগে ঐটুকুতেই তাদের শ্বাস স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে।

▌পড়িলে আউজুবিল্লাহ

কোরানের তাউজকে সাধারণভবে আউজুবিল্লাহ বলা হয়। 'আউজুবিল্লাহি মিনাস শাইতানের রাজিম' বলে লোকেরা পাঠ করলেও এর প্রকৃত পাঠ হলো
'ফাইজা কারা তাল কোরআন ফাসতাইজ বিল্লাহ মিনাশ শাইতানের রাজিম'। শাঁইজি বলেন পড়িলে আউজুবিল্লাহ দূরে যায় সব লানাতুল্লাহ। এ বাক্য পাঠ সঠিক ভাবধারায় অর্থাৎ সম্যক গুরুর কাছে আশ্রয় নিয়ে বস্তুমোহের বন্ধন থেকে মনকে মুক্ত করতে পারলে আল্লাহর লানত তথা শাস্তিজ্বালা থেকে মুক্তিলাভ করা যায়।

AMARBOI.COM

▌পড়ো কালাম দেলে মুখে

শুধু আল্লাহর বাক্য মুখস্থ পাঠ করা নয় তার সাথে আপন গুরুর রূপ অন্তর দিয়ে দর্শনের মাধ্যমে তাঁকে শ্রবণদর্শনে একীভূত করে তোলা গুরুধ্যানের গুরুত্বপূর্ণ দিক।

▌পড়ো নামাজ আপনার মোকাম চিনে

আপন দেহের ভেতর আল্লাহর মসজিদ পরিচয় উদ্ধার করে দেহের ভেতর মনের সাধনা করতে শাঁইজির নির্দেশনা।

▌পয়ার

সৃষ্টি ও স্রষ্টার তথা প্রকৃতি ও পুরুষের মিলিত গতি। পিতৃ শুক্রাণু থেকে মাতৃ ডিম্বাণুর মধ্যে মূলসত্তা দেহলাভ করার সময় পয়াররূপ ধরে। সৃষ্টির সূচনাকালে দেহের কোনো লিঙ্গ থাকে না।

পয়াররূপ ধরিয়ে সে যে
দেখা দিলো ঢেউতে ভেসে
কি নাম তাহার পাইনে দিশে আগমে ইশারায় বলা কওয়া তাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌পাক পাঞ্জাতন

মহানবি, মাওলা আলী, মা ফাতেমা, ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন নবিবংশের এ পাঁচজন নিয়ে পাক পাঞ্জাতন। পাক পাঞ্জাতনই সৃষ্টির মূল। তাঁদের মাধ্যম গ্রহণ না করলে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছানো অসম্ভব।

▌পাখি

মানবদেহের গোপন কুঠারির ভেতর বন্দি হয়ে আছে নিজের মূলসত্তা নূরে মোহাম্মদীর মূর্ত অবতরণ বা হুর। সাধকের চিত্তাকাশে স্বরূপ নূরে মোহাম্মদীর অবতরণ ও বিকাশের সূক্ষ্ম রূপ 'হুর'কে শাঁইজি বলেন পাখি।

▌পাগল নয় সে পাগলের পারা

গুরুর শুদ্ধপ্রেম রাগে যে সাধক প্রেমসাধনা দ্বারা বিষয়মোহ ত্যাগ করেছেন তিনি পাগল না হয়েও পাগলের মতো সর্বহারা হয়ে যান।

পাগল নয় যে পাগলের পারা
দুনয়নে বহে ধারা
যেন সুবধূনির ধারা
লালন কয় ধারায় ধারা মিশে আছে রে

AMARBOI.COM

▌পাগলপারা

পাগলের মতো, আত্মঅনাত্ম। বিবেকহীন, প্রেমে উন্মাদ, হিতাহিতভেদশূন্য সাধক।

▌পাগল বিনে পাগলের কি বোঝে মনের ব্যথা

আমিত্বহারা চিত্তশুদ্ধ সাধক সমাজে পাগল মোস্তানরূপে পরিচিত। শুদ্ধচিত্ত সাধকের দুঃখকষ্ট মর্মবেদনা সাংসারিক-সামাজিক লোকেরা কোনো যুগেই বুঝতে পারে না।

▌পাছে

পিছে; পিছনে; পরে; পরবর্তী কালে; পশ্চাতে।

▌পাথার

সাগর; সমুদ্র; বিস্তীর্ণ জলরাশি। বস্তুত মনোজগতে বিষয়রাশির স্রোত।

▌পান কাউর

পানকৌড়ি পাখির আঞ্চলিক উচ্চারণ। কালো রঙের হাঁস জাতীয় মৎস্যশিকারী পাখি। দেহের মধ্যে সাধক যখন বিন্দু তথা অণুকে ধারণ করেন এমন সাধক চারিত্র্যকে শাঁইজি পানকাউর বা পানকৌড়ির রূপকে ব্যক্ত করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌পানি

আল কোরানে 'পানি'র উপর অসীম মদচিহ্ন অঙ্কিত করে এর চিরকালীন অস্তিত্বশীলতা নির্দেশ করা হয়েছে। এই 'পানি' অসীম জ্ঞানের তথা সম্যক গুরুর জ্ঞান ব্যতীত আর কিছু নয়। কোরানের 'কাওসার'কে শাঁইজি সহজ নাম দিয়েছেন পানি।

পানি ব্যতীত স্থূল জীবনও চলতে পারে না। প্রাণ জলময়। মানবদেহের বৃহৎ অংশই পানি। মানব সৃষ্টিও হয় বীর্জ নামক ঘোলা পানির আকার থেকে। শাঁইজি বলেন 'নূর কি পানি বস্তু জানি'। বীর্য মানবদেহের মূলবস্তু। মানব সৃষ্টির প্রয়োজন ব্যতীত এর অপচয় করা কোরানে নিষিদ্ধ। বীর্যজ্ঞান মানে নূরের বাহন। বীর্য সংরক্ষণকারীকে স্বয়ং জ্ঞানপাত্র বলা হয়েছে কোরানুল করিমে।

রূপকভাবে কোরানে এবং শাঁইজির কালামে 'পানি' দ্বারা আল্লাহর অফুরন্ত রহমাতের পানি বোঝায়। এ হলো অসীম জ্ঞানসমুদ্র। সাধক মন যখনই কোনো একটি কর্মপথের দিশে বা চিন্তাপথের পথিক হয়ে থাকে তখনই মন তার প্রতি আপন আসক্তি ও তৃষ্ণার কারণে শেরেক দ্বারা অপবিত্র হতে থাকে। সজ্ঞান অবস্থায় কর্ম ও চিন্তা অর্থাৎ সালাতকর্ম না করলে পথিক মন প্রতিটি পথেই অবশ্য কলুষে আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে।

আল্লাহর জ্ঞান তথা 'অসীম পানি' নিম্নোক্ত চার অবস্থার একটি অবস্থায়ও মিলবে না; যথা: ১. মানসিক দীর্ঘ অসুস্থতা থাকলে। ২. মন আপন হালের খবর না রেখে বাইরে ভ্রমণরত থাকলে অর্থাৎ বিষয় থেকে বিষান্তরে ঘুরলে। ৩. অসীম বা অফুরন্ত পায়খানা অর্থাৎ অসীম বস্তুমোহ থেকে মনের আগমনের শেষ না হলে মানে জন্ম জন্মান্তরে একই রূপ মোহ আগমন হতে দীর্ঘ অজ্ঞানতা আসতে থাকলে। ৪. অসীমভাবে যদি মন তার ভাবের দ্বারা মেয়েলোক স্পর্শ করতে থাকে অর্থাৎ বস্তুমোহের বিরতি যদি মনের মধ্যে না ঘটায়, অর্থাৎ যৌনমোহের বিরতি যদি মনের মধ্যে না ঘটায়, অর্থাৎ বস্তুমোহে যদি রমিত হতেই থাকে। দেহ বাস্তবভাবে ভোগ করুক বা না করুক মন যদি এই মোহ থেকে একেবারে মুক্ত হতে না পারে তাহলে শাঁইজির অফুরন্ত রহমত স্বরূপ পানি সে পাবে না। পানি অর্থ 'স্বর্গীয় জ্ঞান'। অসীম জ্ঞানে অবগাহন না করা পর্যন্ত খণ্ড জীবনের খণ্ড খণ্ড ব্যথার জ্বালা পোহাতেই হয়।

▌পাপপুণ্যের জ্ঞান থাকে না

গুরুরূপ কৃষ্ণের বাৎসল্য লীলায় ভক্ত রাখাল বালকগণ বনে কোনো ফল পেলে আগে নিজেরা চেখে স্বাদ পরীক্ষা করে তার মিষ্টতা নিশ্চিত হলে গোপালকে দেয়।

মিঠার লোভে এটো দিই মা
পাপপুণ্যের জ্ঞান থাকে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌পাবন

অশুদ্ধ দেহমনে গুরুরূপে যিনি বিশুদ্ধকর্তা বা শুদ্ধজ্ঞানদাতা, কামেল মোর্শেদ তিনি স্থান তথা দেহ পবিত্রকারী, শোধনকারী, উদ্ধারকর্তা বা ত্রাণকর্তা।

শাস্ত্রে শুনেছি খবর
পতিতপাবন নামটিরে তোর ॥

▌পামর

পাপিষ্ঠ, পাপাত্মা, নরাধম, নীচ, মূর্খমতি। যার মধ্যে এখনো গুরুজ্ঞানের পূর্ণতা আসেনি তেমন প্রবর্তন ভক্ত।

পাপ করি পামরা বটে দোহাই দিই তোমারই।
আমায় চরণ ছাড়া করো নাহে দয়াল হরি ॥

▌পার

বস্তুমোহের বন্ধন থেকে মুক্ত, প্রশান্তির মধ্যে মানসিক স্বস্তি। মসজিদ পরিচয় উদ্ধার করে দেহের ভেতর মনের সাধনা করতে শাঁইজির নির্দেশনা।

▌পারা

পারদ নামক ধাতু বিশেষ। কাচে পারদের প্রলেপ দিলে তা হয় আয়না। লোকেরা নিজের বাইরের চেহারা দেখার জন্যে পারদ লাগানো আয়না ব্যবহার করে। সাধকের আপন ইন্দ্রিয়দ্বারগুলো সালাতের সাধনায় পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমে দেহের আজ্ঞাচক্রে পারাহীন দর্পণ বা আত্মিক আয়না তৈরি হয়। যাতে দৃষ্টি দেয়া মাত্র অদৃশ্য সকল রহস্য সাধক দেলে উদ্‌ঘাটিত হয়।

▌পাড়

ঢেকিতে ধান ভানার জন্যে আরোপিত পায়ের চাপ।

▌পাড়ি

ভবসংসার পার হওয়া; উত্তরণ; ছাড়িয়ে যাওয়া; অতিক্রম করা।

▌প্যাঁচের ধারা

রহস্য জগতের ধারা, অসীম মনোলোক বা সম্যক গুরুগণের অনন্ত জ্ঞানরাজ্যের সূক্ষ্মতা, সৃষ্টি ও স্রষ্টার মিলিত বিকাশধারা। যে নূর থেকে নবি সৃষ্টি নবির সেই নূর থেকে সমস্ত জগত সৃষ্টি একথা বুঝে না বুঝেই মোল্লা-বামুনেরা নবি ব্যাখ্যা করে। কিন্তু সৃষ্টির মূল উৎস নূর কি, কেমন, কোথায় থাকে, কোথা থেকে আসে এ মহারহস্য সাধরণ মাপের মানুষের বুদ্ধির পক্ষে কঠিন প্যাঁচ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌প্যারী

আশেকের মাশুক। সুফিগণ আপন গুরুকে প্রেমিকা তথা পেয়ারী রূপে ভজনা করেন।

বলো স্বরূপ কোথায় আমার সাধের প্যারী।
যার জন্যে হয়েছিরে দণ্ডধারী ॥

▌পিঞ্জিরা

সুফির দৃষ্টিতে মানবদেহ হলো একটি খাঁচা যেখানে গোপন হয়ে আছে তার আলোকিত আপন নূরে মোহাম্মদী সত্তা যা শাঁইজির অচিন পাখি।

▌পিড়ে পায় পেড়োর খবর

পিড়ে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী কাঠের আসন। এখানে তা মানবদেহ। পিড়ের উপর যে বসে তার খবর পিড়ে যেমন টের পায় তেমনই মানব দেহে সালাত প্রয়োগ দ্বারা গুপ্তজ্ঞান ভাণ্ডারের কপাট খুলে গেলে সাধক মন তা অনায়াসে বুঝতে পারেন।

▌প্রিয় বস্তু দাও কোরবানি

ইব্রাহিম নবিকে আল্লাহর প্রদত্ত আদেশ অনুসারে তিনি প্রাণধিক পুত্র ইসমাইলকে আত্মদর্শন জ্ঞানের উন্মেষ ঘটিয়ে মানবীয় আমিত্ব তথা পশুত্বের বন্ধন থেকে চিরতরে মুক্ত করেছিলেন তথা কোরবানি দিয়েছিলেন।

▌পুরাণ

প্রাচীনকালের প্রসিদ্ধ ধর্মগুরুগণ এবং ধর্ম সম্বন্ধে রচিত আখ্যয়িকা বা কথা। যথা বিষ্ণুপুরাণ, ভগবতপুরাণ ইত্যাদি।

▌পুরুষ

পুং ধাতু থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ হলো অগ্রগামী সত্তা। এতে সাধনতত্ত্বে বায়োলজিক্যাল বা জৈবিক পুরুষকে বোঝানো হয়নি। জৈবিক পুরুষ ও নারী উভয়ে অগ্রগামী মানে পুরুষ হতে পারেন। মননশক্তি দ্বারা যিনি এগিয়ে থাকেন। সৃষ্টির মোহবন্ধনমুক্ত সত্তা অর্থাৎ নির্বাণসত্তা। সামাদ তথা সম্যক গুরুগণই পুরুষ এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে বাকি সবাই নারী।

▌পুসিদার ভেদ দিলাম সিনায়

সৃষ্টিরহস্য তথা দেহরহস্যের গুপ্তজ্ঞান সম্যক গুরু দান করেন সিনায়। পুসিদার ভেদ মানে গুপ্তজ্ঞান তিনি ভক্তের সিনায় মানে মনোজগতে দান করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌পূর্ণচন্দ্র

দেহমধ্যস্থ বিন্দুর পরিপূর্ণ বিকাশই পূর্ণচন্দ্ররূপে সাধকের আজ্ঞাচক্রে প্রতিভাত হয়।

▌পূর্ণধোঁকা

বেহেস্তলোভের আশায় যারা নামাজ রোজা করে তারা পূর্ণ ধোঁকাবাজির মধ্যে আছে। দোজখ ও বেহেস্ত এ দুটোই চিত্তশুদ্ধির সাধকের জন্যে ধোঁকা। জাহান্নাম জান্নাত পেরিয়ে লা মোকামে উত্তরিত না হওয়া পর্যন্ত দুঃখের সমাপ্তি নেই। চাই না বেহেস্ত খোদার কাছে নিত্য মোনাজাত করে।

▌পূর্বাপর

দেহ সৃষ্টির পূর্বে এবং দেহসৃষ্টির পরে অখণ্ড সৃষ্টি রহস্য।

সৃষ্টিকর্তা বলছো যারে
লা শরিক হয় কেমন করে ?
ভেবে দেখো পূর্বাপরে সৃষ্টি করলে শরিক আছে।
সব সৃষ্টি করলো যে জন তাঁরে সৃষ্টি কে করেছে ?

▌পূর্বাপরের খবর রাখো

আপন দেহসাধনার দ্বারা সৃষ্টির তথা জন্মের পূর্বেকার এবং পরবর্তী অবস্থা দর্শন করলে নবি রহস্যের স্বরূপ প্রতিটি সৃষ্টির বা দেহের মধ্যেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। আত্মদর্শন দ্বারাই কেবল নবির প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়।

▌প্রেম

অখণ্ড সত্তার সাথে খণ্ডসত্তার পরিপূর্ণ একত্মতা। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: ইশক পৃষ্ঠা ২১৯, লালনভাষা অনুসন্ধান. ১।

▌প্রেমেঘাত করে জীবন সংশয়

অস্ত্রাঘাত করলে সেই আঘাতের চিহ্ন শুকিয়ে যায় কিন্তু প্রিয়জন দূরে সরে গেলে সেই বিরহ প্রেমিকের জীবনও সংহার করতে পারে।

▌প্রেমের অঙ্কুর

সম্যক গুরুর কাছে দেহমনের সার্বিক সমর্পণের দ্বারা কাম থেকে নিষ্কাম হবার সালাতকর্ম শিক্ষা ও বিস্তার দ্বারা তা আপন চিন্তা ও কর্মের উপর প্রয়োগে ভক্তের হৃদয়ে প্রেমের অঙ্কুর বিকশিত হয়। ভক্তিলতা ও প্রেমের অঙ্কুর একই বিষয়। সালাতক্রিয়া দ্বারা অন্তর থেকে বিষয়মোহ পরিত্যাগ করা অর্থ কামমুক্ত বা নিষ্কাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে ওঠা। কাম থেকে ক্রোধ জন্মায়। কাম দূর হলে প্রেমের উদয় হয়। প্রেম অখণ্ড এবং অমর একটি বিষয়। প্রেম কখনো মোহের মতো মৃত্যুর দ্বারা খণ্ডিত হয় না। সুতরাং যাঁরা প্রেমের অধিকারী হন সে প্রেম আল্লাহতালাই সৃষ্টি করে থাকেন।
দেহের মধ্যে যেসব গুণ আছে তার সবটুকু ব্যয় করেও মানুষকে প্রেমিক বাননো যায় না। যতোক্ষণ নিজে ক্বাফশক্তি তথা নির্বাণশক্তির সাহায্যে মানসিকভাবে মোহের জগত ত্যাগ করে প্রেমের অধিকারী না হওয়া যায়। মোহের জগত থেকে উত্তীর্ণ হয়ে পরম প্রেমময় হওয়া অর্থ নির্ভরতার জগত ত্যাগ করে স্বনির্ভর হওয়া।

▌প্রেমের করণ

মোহাসক্তি তথা কামলোভের অবসান ঘটিয়ে অন্তরকে নিষ্কাম নির্বিকার করা।

▌প্রেমের রসুল

নির্মোহ নিষ্কাম না হতে পারলে প্রেমের উদয় হয় না। রসুলরূপে সম্যক গুরু মানব জাতিকে কাম, ক্রোধ, মোহ, মাৎসর্যের কবল থেকে শুদ্ধ প্রেমশক্তির দ্বারা উদ্ধার করে থাকেন। আপন গুরু ভক্তের হৃদয়ে প্রেমের উজ্জ্বল বিগ্রহ তথা প্রেমের রসুল।

▌পোছে

প্রশ্ন করা, জিজ্ঞেস করা ইত্যাদি। আশেক বা প্রেমিক ব্যতীত রসুল তথা সম্যক গুরুর রহস্য অবহিত হবার জন্যে প্রশ্ন অন্য কেউ করে না। সম্যক গুরু প্রেমিক শিষ্যের সকল প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দাতাই শুধু নয়, তিনি স্বয়ং মূর্ত উত্তরও।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

❚ ফ ❚

❚ ফকির

আল্লাহর ক্বাফশক্তি অর্জনে যিনি রাজি থাকেন। ফে ক্বাফ ইয়া রে এ চারটি আরবি হরফে গঠিত ফকির শব্দের অর্থ আল্লাহর নির্বাণশক্তি চরিত্রগত করার মধ্যে যিনি অবিরাম ডুবে আছেন।

❚ ফরজ আদায়

মানবীয় আমিত্বকে ত্যাগ করে গুরুর ইচ্ছায় সাধন জগতে প্রবেশ করা বোঝায়। ফরজ মানে ইচ্ছাশক্তি।

❚ ফরমান শাঁই'র জবানে

শাঁইজির বিধান পত্র। আল্লাহ্ আইন, তথা নবি মোহাম্মদের (সঃ) বাণী।

❚ ফল

শাঁই, নবি, বা বৃক্ষ। স্রষ্টার সৃষ্টিজগতের মূলবস্তু। সৃষ্টির মূল ধারকও বটে।

❚ ফলার দিচ্ছেন নিরবধি

দশার মানে দশাহার। গুরু বীজমন্ত্রই হচ্ছে শিষ্য শবকের জন্যে ফলাহার।

❚ ফাঁকি দিয়ে ছেড়ে যেও না

আপন দেহকে ছেড়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের চলে যাওয়া বোঝায়।

❚ ফাজেল

আত্মতত্ত্বে সফল ব্যক্তি। যিনি আত্মবাক্য জেনে সিদ্ধি অর্জনের পথে আছেন।

❚ ফাতেমা বিবি

'ফাতেমা বিবি'কে ফাতেমা দাতা' হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। ফাতেমা দাতা কি ধন দানে? এখানে ফাতেমার দান হচ্ছে পাক পাঞ্জাতনে অন্যতম মহাপুরুষ সৃষ্টির যোগ্যতা। ফাতেমাকে ফাতেমাতুক জোহরাও বলা হয়। নবির আদর্শ গৃহের সদস্য এবং ইমামগণের মাতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌ফাতরায় বেড়ায় ফুচকি মেরে
স্থূল বিন্যাসের মধ্যে থেকে লুকিয়ে দেখার প্রবণতা।

▌ফানা ফিল্লাহ
ফি + নূন = ফানা অর্থাৎ অনুদর্শনের মধ্যে বিলীন হওয়া। In the minuteness of truth.

▌ফাঁড়া কাটবে যাতে
আমাবস্যা এবং পূর্ণিমায় মহাযোগের মাধ্যমেই বিধির বাঁধা কেটে যায়। শাঁইজির পন্থায় এ পদ্ধতিই প্রচলিত।

▌ফ্যার
আল্লাহ এবং রসূলতত্ত্ব না জানা ব্যক্তির বেহাল অবস্থা। সংস্কাররাশিতে আবদ্ধ প্রকৃতি।

▌ফুল ছাড়া নাই গুরু পূজা
সম্যক গুরুকে আপন হৃদয়ের নীলপদ্মে বসিয়ে পূজো করেন ভক্তজন গুরুর পদাপদ্মে ভক্তের প্রণয় চিরকালীন। মানব জন্মের সাথে মাতৃগর্ভের ফুলের সাথে যোগ। সাধক দেহের শক্তিবিন্দুর কেন্দ্রগুলোও দলপদ্ম ফুলের আকারে বিন্যস্ত। কাজেই শাঁইজির ঘরানায় ফুলহীন প্রেমশূন্য কোনো গুরুপূজোর গুরুত্বই নেই ॥

▌ফুল ছিটাও বনে বনে মনে মনে রনমালী ভাব জ্বালো না
বাইরে কৃষ্ণমণি বর্জন করা। আপন দেহের মধ্যে বনভাব বা দেহকে প্রতিস্থাপন করে বিন্দুর বীজ রোপন করার তত্ত্ব পদ্ধতি অনেকেই জানে না।

▌ফুলবিছানা ত্যাজ্য করি গলে নিলে ছেঁড়া কাঁথা
শ্রী চৈতন্যের সংসারধর্ম ত্যাগ করে ফকিরি হালে গমন করা বোঝায়।

▌ফেতে ফাঁপর পানি পুরা
অত্যন্ত জটিলতম অবস্থায় বিন্দুর অবস্থিতি।

▌ফোরকান
ইহা উচ্চমানের সৃষ্টিরহস্যের জ্ঞানবিশেষ। বস্তুজগত, ভাবজগত এবং কর্মজগতের সর্বপ্রকার ভালোমন্দ বিচার করিবার মতো উচ্চমানের এক প্রকার যোগ্যতাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফোরকান বলে। কোরানের অপর নাম ফোরকান নহে। এইরূপ ধারণা ভ্রান্ত তথা ফরক শব্দ হইতে ফোরকান অর্থাৎ প্রভেদকারী জ্ঞান। ন্যায় অন্যায়, সত্য মিথ্যা, শের্ক তৌহিদ ইত্যাদি সবকিছুর প্রভেদ নির্ণয়কারী মহাজ্ঞানকে ফোরকান বলে। ফোরকান সর্বযুগেই খাস ব্যক্তির উপর নাজেল হইতেছে (৮:২৯)।

▌ফোরকানের দরজা ভারি কিসে হলো বুঝতে নারি

প্রভেদ নির্ণয়কারীর গৃহে প্রবেশ অত্যন্ত জটিল হয়ে থাকে। 'সহজ মানুষ' ব্যতীত অপর কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌ব▐

▌বনফুল

দেহসত্তাকেই বন হিসেবে ব্যক্ত করা হয়েছে। আর বনের মধ্যে ফুল হচ্ছে কৃষ্ণসত্তারই বহিঃপ্রকাশ।

▌বনে আজ হারিয়ে তোরে গৃহে যাবো কেমন করে

বন মানে মানবদেহ। গৃহ মানেও তাই। কিন্তু এখানে বন শব্দটির দ্বারা নিজ দেহে দেহাতিরিক্ত অন্য অবস্থায় হাজির হয়ে যাওয়া বুঝিয়েছেন।

▌বনে এসে হারালাম কানাই

কানাই হচ্ছে বিন্দুমণি কৃষ্ণ। তাঁকে প্রকৃতিসত্তার ভেতর হারিয়ে ফেলে নিজ ইন্দ্রিয় পালনকর্তার কাছে কীভাবে ফিরবেন?

AMARBOI.COM

▌বরজোখ

বরজাখ শব্দটি মূলত বরজাখ শব্দের বিকৃতরূপ। মৃত্যু হতে আরম্ভ করে মাতৃগর্ভ হতে জন্মলাভ না করা পর্যন্ত বরজাখ বলে। অর্থাৎ মধ্যবর্তী কাল।

▌বর্তমানে দেখো চেয়ে আছে স্বরূপ রূপের নিশানা

বর্তমান সাধনা মানে দেহ সাধনা। দেহের ভেতর সঙ্গ অনুষঙ্গ আত্মস্থ করে তদানুযায়ী বিন্দুমণির চর্চা করা।

▌বলেছেন শাঁই আল্লাহ নূরী এই জিকিরের দরজা ভারি

আল্লাহ নূর তথা জীবের মূলসত্তার ধর্ম ধরে আপন দেহমনের সম্বন্ধ তৈরি করা।

▌বলবো না তা কারো সনে

আপন সত্তার সাথে মিশে যাবার যে কৌশল তা কারো কাছে ব্যক্ত না করার কথা বলেছেন শাঁইজি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌ বস্তু মারফত ঢাকা আছে তায়

শরাব বা শাস্ত্রের ভেতরেই তথা কোরানের বাক্যভ্যন্তরেই বস্তু মারফত ছায়া বিদ্যমান।

▌ বহুপতি ধরে

সত্তায় বহু সৃজনকর্তা ধারণ করা বোঝায়।

▌ বড়ো আশার বাসা এ ঘর

বাহ্যবস্তু গ্রহণের যে আকাঙ্ক্ষা করে মন এই দেহকে বিন্যাস করেছে, সাজিয়ে ক্ষণস্থায়ী বাসায় রূপান্তরিত করছে, সেই দেহকে অখণ্ড প্রকৃতি জগতের ডাকে সাড়া দিতে হবে। এমন অবস্থা ব্যক্ত হয়েছে পুরো পদটিতে।

▌ বাইচালা দেয় ঘড়ি ঘড়ি

পুংলিঙ্গের মাধ্যমে দেহঘড়ির অঘটন ঘটানো বোঝাতে শাঁইজি বলছেন বাইচালা দেয় ঘড়ি ঘড়ি ডুর পাড়ো গে তাড়াতাড়ি...।

▌ বাঘ শিকারীকে বাঘে খাবে

জীবস্বভাব না বুঝে তার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করার পরিণাম বোঝতে এসব পদের অবতারণা। প্রকৃত পক্ষে বাঘ শব্দটি বিন্দু শব্দের আকারে এসেছে। নিত্যানন্দ দ্বার কাজ করার পূর্বশর্ত হিসেবে যে তাঁকে জেনে নেবার প্রয়োজন আছে।

▌ বাঞ্ছা

ইচ্ছা, আপনসত্তার মূল কারণে প্রত্যয়জ্ঞানে আকাঙ্খার প্রকাশ করা।

▌ বাতেনে মশগুল মোদাম

গোপন দৃষ্টিপথে নিমগ্ন থেকে কাউকে আপন দেহের খবর জানানো বোঝায়।

▌ বামুন চিনি পৈতে প্রমাণ বামনী চিনি কিসেরে

পৈতের মাধ্যমে যদি ব্রাহ্মণকে চেনা যায় তাহলে বামনীকে কিরূপে চেনা যাবে। যেহেতু বামনীই সেই অর্থে কোনও প্রকার পরিচয়বাহী চিহ্নধারণ করেন না।

▌ ব্যক্ত এহি কাজ

ভক্তিহীন অবস্থায় রোজা, নামাজ ইত্যাদি ক্রিয়ায় মত্ত হওয়াকেই বোঝায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌ব্রজে ছিলো জলদ কালো প্রেমসেধে গৌরাঙ্গ হলো

ব্রজের শ্যামের ভাব ছিল কাঁচা অর্থাৎ অপরিণত। সেই ভাব নদীয়ায় এসে পরিপক্ক রঙ গৌরাঙ্গ রূপ ধারণ করলেন। পথেও ছিল ভক্তিবাদের শাইজি ও প্রকৃতি পুরুষের সহযোগ পদ্ধতি।

▌ব্রজের নিগূঢ়তত্ত্ব গোঁসাই শ্রীরূপের সব জানাইলে

শ্রীরূপ মানে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ। শ্রী অর্থ প্রকৃতি ও নিত্যানন্দ দ্বারের ভেতরেই যে ব্রজের নিগূঢ় তত্ত্ব রয়েছে একথা রাঘবকে শ্রীচৈতন্য ব্যক্ত করে গেছেন।

▌বিচারে গোল বাঁধিয়েছে

আহাদ আহ্মদ ভেদ বিচার না জেনে গোল বাঁধিয়ে ফেলা।

▌বিনে সুতোয় মালা গেঁথে দেবো শ্যামের গলে

ভক্তি অর্থাৎ অংশের মাধ্যমে অসংখ্য অংশের সমন্বয়ে শ্যামের গলে পরিয়ে দেয়া অর্থাৎ শ্যাম অখণ্ডসত্তার সাথে জীবসত্তার খণ্ড অংশকে সংযুক্ত করে দেয়া বোঝায়।

▌বিপদ আপদে পাপী নিরাপদ হয় কোন স্মরণে

সচেতন অবস্থায় সাধুর গতিপথ আপন চৈতন্য দ্বারা নিয়ন্ত্রণ। বিপদ বা পদহীন অবস্থা বলে সাধু বুঝত পারেন তিনি আত্মহীন অবস্থায় আছেন তখন আপ্তবাক্য স্মরণ করেই উদ্ধার পান।

AMARBOI.COM

▌বিধির কলম

আইনের অধীন নির্বাণ শক্তি তথা লা এর জ্ঞানই হচ্ছে বিধির কলম।

▌বিষয় বিষ খাবা সে ধন হারাবা

বিষয় বিষে নিমজ্জিত হলে কৃষ্ণধন দেহভাণ্ডে ধরে রাখা অসম্ভব হবে।

▌বিষ্ণুপ্রিয়া

শ্রীচৈতন্যের গৃহস্থ যাপনকালীন সময়ের সহধর্মীনী। পিতা-মাতা কর্তৃক আবদ্ধ করা প্রকৃতি সত্তা।

▌বিসমিল্লাহ বর্ত

বিসমিল্লাহ পদটির অর্থ হচ্ছে :

'বে' অর্থ সহিত, দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক।

'ইসম' অর্থ নাম তথা গুণাবলী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"রহমান আল্লাহর এবং রহিম আল্লাহর গুণাবলীর সহিত বা গুণাবলী দ্বারা" 'বে' শব্দ যোগ করিয়া এবং ক্রিয়া পদটি উহ্য রাখিয়া ইহা একটি অসম্পূর্ণ বাক্য বা পদ্যাংশ রূপে প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহার ফলে প্রত্যেক কর্মানুযায়ী ক্রিয়া পদটি প্রযোজ্য হইতে পারিবে। যথা, আরম্ভ করিতেছি, কাজ করিতেছি, পাঠ করিতেছি, পানাহার করিতেছি, দান করিতেছি, গমন করিতেছি ইত্যাদি যে কোনও ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত হইতে পারিবে। মানবীয় আমিত্ব সহকারে বা মানবীয় গুণের দ্বারা যাহা কিছু করা হয় তাহাই শেরেকের অপরাধবহ। আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হইয়া তাহা করিতে পারলে সেই চিন্তা ও কর্ম শের্কমুক্ত এবং পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে প্রকাশ্য কর্মকে যেমন কর্ম বলা হয়, মনের চিন্তাও তেমনই কর্মরূপেই ধর্ম জগতে গণ্য হইয়া থাকে; কিন্তু যদিও শরিয়তের ব্যবস্থায় মানসিক অন্যায় প্রকাশ্য কর্মে বাস্তবায়িত না হইলে তাহার জন্য সমাজে অপরাধ ধরা হয় না। আল্লাহর গুণের সহিত সম্পৃক্ত না থাকিয়া কোন কর্ম বা চিন্তা করাই আমিত্ব জনিত অপরাধ। এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া আমরা সদা জাগ্রত থাকিতেছি। যেন সকল চিন্তা ও কর্ম সম্পাদনের মধ্যে আমরা আমিত্ব হইতে তথা শের্ক হইতে মুক্ত থাকিতে পারি। (কোরান দর্শন, সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশ্‌তী)

AMARBOI.COM

▌বিসমিল্লাহর গম্বু ভারি নামাজ রোজা তাহার সিড়ি

বিসমিল্লাহর অবস্থান অত্যন্ত উঁচুতে এবং যে স্তরে পৌঁছানোর জন্য সিড়ি হিসেবে নামাজ রোজা তাক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

▌বীজটি বড়

'গাছ হচ্ছে ধর্মের কালের অধীন। কেবল ধারণ করাটাই তার ধর্ম। তাহলে গাছ কি ধারণ করে? উত্তর হচ্ছে বীজ 'বীজ' কিন্তু অনিত্যই থাকে।

▌বুঝে দেখো ভাই সকলই অনিত্য

বীজ ব্যতিত সকলবস্তুই অনিত্য, বীজই নিজ থেকে অনিত্যবস্তু সৃজন করেন।

▌বেজাতের কাজ বেদ-বেদান্তের মায়াবাদীর কাজ নয়

প্রকৃতি সাধনার হিসাব নিকাশ বেদকাণ্ডে পাওয়া সম্ভব নয়।

▌বেতালিমে মুরিদ সে না (পীরের পীর হয় জানো না)

তালিমহীন বা শিক্ষা দীক্ষাহীন শিষ্যের মস্তান হওয়া বুঝায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌বেদ
যার দ্বারা বিদিত হওয়া যায়, জ্ঞান লাভ করা যায় সেই বস্তুই হচ্ছে বেদ।

▌বেদ পড়ে পেতো যদি সবে গুরুগৌরব থাকতো না ভবে
বেদ পাঠের মাধ্যমেই যদি রাধা কৃষ্ণের অভেদ এবং ভেদ বুঝা যেতো তাহলে নদীয়ায় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব কেন?

▌বেদবিধির পর শাস্ত্র কানা
বেদ পরবর্তী যে সমস্ত শাস্ত্র রচিত হয়েছে উভয়ই হচ্ছে মানুষ সম্পর্কে অন্ধ। কারণ মানুষই শাস্ত্র পাঠ করে থাকে। শাস্ত্র মানুষকে নয়। একমাত্র গুরুর বা জীবন্ত লা মোকাম সত্তার মাধ্যমেই বিদিত বলে সহজিয়া সাধকেরা মনে করে থাকেন।

▌বেদ পুরাণ সব দিচ্ছে দুষে সেই আইনের বিচার মতে
শ্রীচৈতন্যের আগমনে গৌড়িয় বৈষ্ণবধর্মের উদ্ভব। গৌড়ীয় বিধানে ভক্তিমার্গে ভক্তিকে কেন্দ্র করে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রীয় বিভাজনে নয়। গৌড়িয় বৈষ্ণবধর্মের ভক্তিবাদ দিয়ে বেদ পুরাণের বিধি খারিজ করে দেয়া হয়েছ।

▌বেদ পুরাণে কয় সমাচার কলিতে আর নাই অবতার
বৃন্দাবনের গোস্বামীদের ফতোয়া। তাদের মতে কলিকালে অবতার নাই। মূর্তি বিগ্রহ আর নাম জপেই কাজ সারা। এসব মাসলা তাঁরা প্রদান করেছেন শ্রীচৈতন্যের অবতার ভাবকে খাটো করে নিজেদের শাস্ত্রীয় বিধানের দ্বারা গ্রাস করার প্রবণতায়।

▌বেদবধি
বিদিত জ্ঞানের আইন হচ্ছে বেদবিধি।

▌বেদাত
বস্তুকে আকড়ে ধরার নামই হচ্ছে বেদাত। আবার বস্তুভাবে ভাবিতে হওটাও একই ব্যাপার। আল্লার মানে কারো শরীক ভাব না করা (স্থূল অর্থে)।

▌বেহেস্ত
মেরাজ বা চেতনার উর্দ্ধাগমনে গিয়ে নবী আল্লাহর যে রূপ দেখেছেন তার সাথে আপন সত্তার ভেদ অভেদ বিষয়ে কিছুই ব্যক্ত করে যান নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌বৈরাগ্যভাব বেদের বিধি গোপীভাব একেতর নিধি

বৈরাগ্যভাবের কথা অতি সহজেই ব্যক্ত করা যায় কারণ উহা বেদের মাধ্যমে একপ্রকার বিদিত হওয়া সম্ভব কিন্তু গৌবীভাব ব্যক্ত করা অসম্ভব। ঐ ভাব আপন দেহের মধ্যেই অনুভব করে নিতে হয়।

▌বোঝো জ্ঞানদ্বারে

দিব্য নজর দিয়ে আপন সত্তাকে দেখা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত

ভক্ত কবীর জাতে জোলা শুদ্ধভক্তি মাতোয়ালা

সংসার ধর্ম বিভাজনে যে প্রকৃত সাধক বিভাজিত হন না তিনিই যে ঠিকই নিজ ভক্তির জোরে কৃষ্ণমণি চিনে নিতে পারেন এরূপ দৃষ্টান্তের সাধক হচ্ছেন সন্ত কবীর।

ভক্তিকে ভর্ৎসনা করে

অংশকে দোষারোপ করা। বান্দা সবসময় নিজের অপরাধ আল্লাহর উপর আরোপ করে এক প্রকার অন্যায় করে থাকে।

ভক্তি ভক্তের সঙ্গধারী অভক্তের সঙ্গ না হেরি

যে আমার ভক্ত আমি তারই অংশ হয়ে থাকি। আমার অংশ যে নয় তার অঙ্গ বা অংশ হয়ে না থাকা বোঝায় ।

ভক্তিমুক্তির করণ সে তো উজানভেটেন দুটি পথ

নিম্নগামী হলে বিভক্ত হয়ে পড়ে আবার ঊর্ধ্বগামী হলে মুক্তি লাভ করে। বাক্যটিতে বিন্দুর দ্বিমুখী দশা বোঝানো হয়েছে।

AMARBOI.COM

ভক্তির সন্ধানে

ভক্ত শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'অংশ থাকা'। ভগ, ভক্তি, ভগবত একই গুণের ত্রিস্তর। অংশ থেকে অখণ্ড অংশের খোঁজে সাধকের সার্বক্ষণিক ধ্যানমগ্ন অবস্থা।

ভক্তের মন রক্ষা করতে গো ধেনু চরাই

গো ধেনু মানে ইন্দ্রিয়ের কুমারী স্বভাব। চরাই মানে গুরু নিজের দেহ থেকে শিষ্যের দেহে বিচরণ করা অর্থে পদটির উল্লেখ করা হয়েছে।

ভজনপথ

ভজনপথ মানে গুরুর সাথে অংশ হওয়ার পদ্ধতি বা পন্থা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌ভজনের মূল গুরুজি

মানুষ তার অঙ্গের কোন অংশকে মেরুদণ্ড তথা মূল হিসেবে চিহ্নিত করবে। বিশুদ্ধমার্গে গুরুসত্তাই শিষ্যের জন্যে মূলসত্তা হিসেবে সব সময় সামনে থাকে।

▌ভজবো সদাই গৌরহরি

সব সময় শ্রী গৌরহরির অংশ হয়ে থাকবো। যাতে করনধর্মচ্যুত না হয়ে পড়ে জগতের অবোধ জীবসকল।

▌ভজো

ভজ শব্দ থেকে ভজা। 'ভজ' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'অংশ'। অংশ হয়ে আপন স্রষ্টার আচরণকে বোঝা সাধকের অবশ্য কর্তব্য।

▌ভব

ভব থেকে ভাব। ভব শব্দের অর্থ হচ্ছে 'হওয়া'। যা হয় তাই হওয়া, মানে ভাব। কার দ্বারা কিসের দ্বারা হয়? উপাদানের প্রত্যয়ে ভব শব্দের অর্থ হলো' 'হওয়া'। ভব দুই প্রকার কম্মভব এবং উপপত্তিভব। কম্মভব স্বভাবগত ক্রিয়াশীল। উৎপত্তিভব আন্ধোভিসংস্কার মূলত কর্ম নামে অভিহিত। ভবগামী সমস্ত সংস্কারই কর্মভাব। উৎপত্তিভব হচ্ছে কর্মোৎপাদন স্কন্ধ। ইহা নয় প্রকার কামভব, রূপভব, অরূপভাব, সংজ্ঞভাব, অসংজ্ঞভব, নৈরসংজ্ঞান সংজ্ঞাভব, একস্কন্ধভব, চারস্কন্ধভব ও পঞ্চস্কন্ধভব। (বিশুদ্ধমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব । ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া। পৃ. ৭১। বাংলা একাডেমী, ঢাকা)

▌ভবতরী

গুরুবাক্যের বীজ যখন শিষ্যের ভেতর 'ভাসমান অবস্থা' তথা 'লা' অবস্থার বিস্তার ঘটায়।

▌ভবতরঙ্গ দেখে আতঙ্কেতে যায় জীবন

দেহের ভেতর বাহ্যবস্তুর যে ধর্ম বা মোহ সৃষ্টি হয় সেই ধর্মে ধার্মিক হলে যে তুফানের আবর্তে পড়ে জীব আত্মাহারা হয়ে যায়। সেই অবস্থা ঘোঁচাতে শাঁইজি বলছেন

এ ভবতরঙ্গ দেখে আতঙ্কেতে যায় জনম।

▌ভবনদীর তুফানে তার নৌকা কি ডোবে

বাহ্যবস্তুর ধর্ম যখন মানুষের ভেতর ভব সৃষ্টি করে তখন সেই মনোদেহ যদি সাধনার মাধ্যমে লা মোকাম স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে যায় তখন নৌকা মানে গুরুদেহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডোবানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। গুরুদেহ মানে লা মোকামসত্তা, সে সত্তা আপনাআপনি গুরু হয়ে ওঠেন।

▌ভববন্ধনজ্বালা যায় গো দূরে

অসংখ্য বস্তুধর্ম মানুষের ধর্মের ভেতর গাঠনিক অবস্থার সাথে ধর্মসৃষ্টি তথা দেহের সাথে অদৈহিক সম্পর্কের সৃষ্টি করে। এক কথায় বাইরের বস্তুতে দেহের ভেতর যে ভাব সৃষ্টি হয় এবং সেই ভাব যখন মানুষকে তার প্রকৃত কারণ থেকে পৃথক করে তখনই জ্বালাময় অবস্থা সৃষ্টি হয়।

▌ভবের ঘাট

হওয়া রূপের গ্রহণ এবং বর্জনের স্থান।

▌ভাগ্যবান

ভাগ্য শব্দের সাথে ভাগাভাগির সম্পর্ক বিদ্যমান। শিষ্যকুলের মধ্যে গুরু যে ভাগ বা অংশ বিতরণ করেন এবং সেই ভাগের ভাগীদারকেই ভাগ্যবান বলা হয়েছে।

▌ভানু

ভানু মানে সূর্য। কিন্তু সাধকের কাছে বিন্দু সাধনার চূড়ান্ত অবস্থায় যখন দিব্যদৃষ্টির সৃষ্টি হয়। দিব্যদৃষ্টিকেই এখানে ভানু হিসেবে পাঠ করতে হবে। ফকিরিতন্ত্রে সূর্য হচ্ছে দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে নূর মোহাম্মদের উদয়, স্থিতি ও বিলয়।

▌ভাব

'ভব' শব্দের অর্থ 'হওয়া'। যেমন: আমার 'চিন্তা' হয়। হওয়া আর করা কি এক কথা? যে কারো চিন্তা হয় অথবা যে কারো চিন্তা হওয়া কি এক? কাকে নিয়ে চিন্তা করা।

যে কারো চিন্তা হয়। এটাকে আমরা কর্মের জ্ঞান করি না অথচ দুর্ঘটনা ঘটার পর বা শাঁইজির জাতপাত বিষয়ক পদাবলি শুনে আমরা বলি: শাঁইজি বর্ণভেদ প্রথার কুফল নিয়ে কতোই না চিন্তা করেছেন। তখন 'চিন্তা করা'কে আমরা জ্ঞান করি। এই জ্ঞান হলো কর্মজ্ঞান। কারণ শাঁইজিকে পদ লিখতে না হলেও গাইতে হয়েছে। গাওয়া হলো চিন্তাপ্রসূত কর্ম তথা কাজ। অথচ কর্ম উৎপাদনই হচ্ছে সংস্কার। কিন্তু আমরা ভালো করেই জানি, শাঁইজির এমন কর্ম দ্বারা যে ভব বা ভাবের সন্ধান পাই তা বাইরে থেকে দেখলে স্থূল পর্যায়ের সন্ধান পাই। শাঁইজির ভেতর অন্যতর গভীরতার ভব হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, তিনি যদি 'জ্যান্তে মরা'ই হয়ে থাকেন তাহলে শাঁইজির মনোজগতে কিরূপ ভব হয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বোক্ত বাক্যে আমরা বুঝলাম শাঁইজি মূলত জ্যান্তে মরা হলেও তাঁর ভব বা ভাব হয়। জ্যান্তে মরা মানে মানবীয় স্থূল আমিত্ব বা অহমের অবলুপ্তি মাত্র। ঐ যে আমরা প্রশ্ন তুললাম, কিরূপে ভব হয়? এরূপটিকে যদি আমরা জানতে চাই অর্থাৎ কি রূপের প্রয়োজনে বা টানেই শাঁইজির ভেতর ভব বা ভাব হয়। এক কথায় আমরা বলতে পারি জ্যান্তে মরা বা সার্বিক 'লা'রূপের কারণেই তাঁর মধ্যে ভব হয়। এই সার্বিক 'লা'কে শাঁইজি বলেন জ্যান্তে মরা। বৌদ্ধ পরিভাষায় সমার্থক হচ্ছে 'জ্ঞান', 'সমাধি', 'ভাবনা', 'যোগ', কম্মট্ঠান ও সাধন। 'বিশুদ্ধমার্গ' গ্রন্থে অশ্বঘোষ এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। গবেষক ড. বেরত প্রিয় বড়ুয়ার 'বিশুদ্ধমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব' গ্রন্থের 'ভাব বিষয়ক অধ্যায় গ্রন্থকারের টীকাভাষ্যসহ কিয়দংশ সঙ্কলিত হলো "বৌদ্ধ পরিভাষায়, ঝান, সমাধি, ভাবনা, যোগ, কম্মট্ঠান ও সাধনা একার্থবোধক।[১] উপনিষদে 'ধ্যান' শব্দের উল্লেখ দেখা যায়[২] সংস্কৃত ধ্যান, চীনা 'ছান' বা জাপানী 'জেন' শব্দের সমার্থকরূপে পালি সাহিত্যে 'ঝান' শব্দটির বহুল ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়।[৩] আচার্য বুদ্ধঘোষ 'ঝান' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করে লিখেছেন "আরম্মণূ নিজ্ঝানতো পচ্চনীক ঝাপনতো বা ঝানং"।[৪] আলম্বনকে উপনিধ্যান করে বা প্রত্যনিক (বিরুদ্ধধর্ম) ঝাপন করে বা বিদগ্ধ করে বলে ধ্যান। কিন্তু ইহাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধ্যান বলা যায় না। ধ্যান হলো বিশেষ ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় মানসিক স্তরের নির্দিষ্ট স্তরে পৌছাবার অবস্থা মাত্র।

ধ্যানের মূল উদ্দেশ্য হলো চিত্তসংযম। প্রখ্যাত পালি অর্থকথাকার আচার্য বুদ্ধঘোষ চিত্ত এবং সমাধিকে একীভূত করে বিশ্লেষণ করেছেন।[৫] কুশল চিত্তের একাগ্রতাই সম্যক সমাধি।[৬] যা চিন্তা করে (আলম্বন করে), মনন করে তাই চিত্ত। চিত্ত শব্দের অর্থ হৃদয়, মন, এক ভাবনা, এক ধারণা, ইচ্ছা এবং প্রবৃত্তি।[৭] অধ্যাপক রিস ডেভিড্স-এর মতে: "চিত্ত বা হৃদয় হচ্ছে মনঃস্তাত্ত্বিক অবস্থা। চিত্ত হলো মানুষের হেতু স্বভাবের অধিশ্রবণ এবং কেন্দ্রবিন্দু। ইহা আধ্যাত্মিক ধাতু। চিন্তন বা মননই এর বৈশিষ্ট্য"। ভারতীয় মনঃস্তত্ত্বে চিত্ত হলো চিন্তা এবং আবাস ইন্দ্রিয়"।[৮] ইহা চেতনাকে চিন্তা করে (চেতসা চিন্তেতি)। চিন্তা করে বলেই চিত্ত। ইহা ক্রিয়াপদ। চিৎ এবং চেৎ (চিত্ত এবং চেতনা) পরস্পর অভিন্ন। মূলত চেতনাই চিত্ত। চেতনা চিত্তকে সমন্বিত করে (চেতনা চিত্তং সমন্বেতি)। সাধারণ দৃষ্টিতে এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।[৯]

১. ঝান = ধ্যান, কম্মট্ঠান = কর্মস্থান।

২. ডেভিড্স, শ্রীমতী রিস। .হোয়াট ওয়াজ দ্য অরিজিন্যাল গসপেল অফ বুড্ডসম, লণ্ডন, ১৯৩৮, পৃ. ৩৫।

৩. ডিভিড্স, টি. ডব্লু. রিস। পালি-ইংলিশ ডিকশনারি (পি.টি. এস., ১৯২৫), পৃ. ঝ ১২০।

৪. বিসুদ্ধিমগ্গ ১ম খণ্ড, সম্পা: সি. এ. এফ. রিস. ডেভিড্স। লণ্ডন, পি. টি. এস., ১৯২০, পৃ. ১৫০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫. বড়ুয়া, দীপক কুমার। অ্যান অ্যানালাইটিক্যাল স্টাডি অফ ফোর নিকায়স। কলিকাতা ১৯৭১, পৃ. ১৪২।
৬. এঞানমোলি, ভিক্ষু। দ্য পাথ অফ পিউরিফিকেশন, কলম্বো, ১৯৭৫, পৃ. ৮৫
৭. চাইল্ডার, আর. সি। ডিকশনারি অফ দি পালি ল্যাঙ্গুয়েজ, লণ্ডন, ১৮৭৪, পৃ. ১০৭।
৮. পালি-ইংলিশ ডিকশনারি। লণ্ডন, পি. টি. এস., ১৯২৫), পৃ. ৯৭।
৯. দীর্ঘ নিকায় ১ম খণ্ড; সম্পা: টি. ডব্লু রিস্ ডেভিড্স, লণ্ডন, পি. টি. এস, ১৯১০, পৃ. ২১।

সমাধি শব্দের প্রকৃতিগত ব্যুৎপত্তি হলো √সং + আ + ধা = সমাধা > একত্রিত করা, মনোনিবেশ করা। যা মনের একটি নির্দিষ্ট অবস্থাকে নির্দেশ করে।[১] সমাধান অর্থেও সমাধি হয়। একই আরম্মণে বা আলম্বনে চিত্ত-চৈতসিকের সমান ও সম্যক প্রণিধানকে সমাধি বলে। এর ফলে চিত্ত এবং চৈতসিক অবিক্ষিপ্ত ও অবিস্তীর্ণ হয়ে একই কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপিত হয়।[২]

বৌদ্ধ বিশ্বকোষ নামে অভিহিত এই বিসুদ্ধিমগ্গো গ্রন্থের দ্বিতীয় স্তরে চিত্ত বা সমাধি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। ইহা 'চিত্ত বিসুদ্ধি' নামেও খ্যাত। ইহার মূলত তিনটি ভিন্নভিন্ন বিভাগ আছে। যথা

কুৎস্না[৩] সমাধি, উপচার সমাধি এবং অর্পণা[৪] সমাধি। সবিরামভাবে প্রথমটি উপস্থিত হয় সুচিত্তের কার্যকারিতায়। ধ্যানাবস্থায় ঠিক পূর্ব মুহূর্তে দ্বিতীয়টি লাভ হয়। এই কারণে ইহাকে উপচার সমাধি বলে। তৃতীয়টি সুদৃঢ় এবং তৃতীয়টিই পরিপূর্ণ সমাধি এবং তাতে একটি ধ্যান লাভ হয়ে থাকে। প্রথমটি স্বভাবত ক্ষণস্থায়ী, দ্বিতীয়টি সুদৃঢ় এবং তৃতীয়টি দীর্ঘস্থায়ী। একজন যোগাবচর প্রথম শ্রেণীর সমাধির আলোকে বস্তুর যথার্থ স্বভাব সম্বন্ধে সম্যক অবগত হয়ে থাকেন। কিন্তু তখন ইহা খুব অনায়াসে উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত করা যায়। পরবর্তী দু'টি সমাধি পূর্ববর্তী প্রথম সমাধি থেকে সহায়তা লাভ করে থাকে।

সমাধি শব্দটি সাধারণত কর্মস্থান (কম্মট্ঠান) বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। নৈতিক, নীতিহীন এবং অনীতিকাদি সকল শ্রেণীর চিত্ত এই অবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই কারণেই অভিধর্মে ঋদ্ধিবিদ্যা উপকরণে ইহা সংযুক্ত হয়েছে এবং এইগুলি সকল চিত্তের মধ্যে বর্তমান।[৫]

কম্মট্ঠান একটি পালি শব্দ। এর অর্থ হলো কর্মের শাখা বা বৃতি, উপজীবিকা। উপজীবিকা বিভিন্ন প্রকারের আছে। যেমন কৃষি, ব্যবসা, গৃহস্থালী এবং সন্ন্যাস।[৬] কর্মের ভূমিই কম্মট্ঠান বা কর্মস্থান; এখানে কৌশলগত অর্থে ব্যবহৃত। সমাধির উপায় হলো কম্মট্ঠান। সমাধিতে অনিত্যতাকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য যে আলম্বন ব্যবহৃত হয় তাকে কম্মট্ঠান বলে (কর্মন্+স্থান = কর্মস্থান)[৭]। সমাধি কতিপয় সূত্রের উপর নির্ভরশীল। আর এই সূত্রকেই বলা হয় কম্মট্ঠান।[৮] ইহা স্মরণীয় যে, উদ্ধচিত্ত এবং নিম্নশ্রেণীর চিত্তের কর্মসংস্থান এবং চিত্ত বা সমাধির স্বরূপ ও সুফল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. এ্রানতিলোক, (দ্য) বুদ্ধ'স পাথ টু ডেলিভারেন্স। দ্য বৌদ্ধ সাহিত্য সভা, কলম্বো, ১০৫৯, পৃ. ৭৩।
২. ডেভিড্স, টি. ডব্লিউ. রিস; পালি-ইংলিশ ডিক্শনারি । পি. টি. এস, ১৯২৫, পৃ. ১৪২।
৩. কসিন।
৪. অপ্পনা।
৫. ধম্মরতন, উ। এ গাইড থ্রু দ্য বিসুদ্ধিমগ্গ । মহাবোধি সোসাইটি, সারনাথ, ১৯৬৪, পৃ. ২৭-২৮।
৬. অঙ্গুত্তর নিকায়, ৫ম খণ্ড সম্পাদনা অধ্যাপক ই. হার্ডি, লণ্ডন, পি. টি. এস., ১৯৫৮, পৃ. ৮৩।
৭. ডেভিড্স টি. ডব্লিউ. রিস। পালি-ইংলিশ ডিক্শনারি। লণ্ডন, পি. টি. এস, ১৯২৫, পৃ. ২১।
৮. চাইল্ডার, আর. সি ডিক্শনারি অফ দি পালি ল্যাঙ্গুয়েজ, পৃ. ১৭৯।

কর্মস্থানের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। শেষ সমাধিতে চিত্ত বস্তুতে নিবদ্ধ থাকে। যেখানে প্রথম সমাধিতে চিত্ত ইহা হতে দূরে থাকে। সুতরাং এই পার্থক্য হচ্ছে শ্রেণীগত, ক্রম অনুসারে পার্থক্য নয়।
আচরিয় বুদ্ধঘোষ তাঁর বিসুদ্ধিমগ্গো গ্রন্থের তৃতীয় থেকে ত্রয়োদশ পর্যন্ত এগারটি অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সমাধিকে তিনি আট প্রতিমোক্ষ ধারায় (মাতিকায়) বিশ্লেষণ করেছেন। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব ॥ ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া ॥ বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

AMARBOI.COM

▌ভাব জেনে ভাব লওয়া হলো দায়
শ্রীচৈতন্যের অংশ না হয়ে থাকলে কখন যে কার অংশ হয়ে পড়ে মানুষ এরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

▌ভাবোদয়
সাধক দেহের ভেতর ক্রমে ক্রমে চৈতন্যসত্তার পরিপূর্ণ উপস্থিতি।

▌ভাবের ভাব মোর মনে বলবো না কারো সনে
হওয়ার হওয়া। গুরু নিজেই প্রথমে নিজের করনধর্ম পালন করে দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠেন। তারপর শিষ্যকে আপন করনধর্ম দিয়ে সমকক্ষরূপে সৃজন করে তোলেন।

▌ভাবে গৌর হয়ে মত্ত দুবাহু তুলে করে নৃত্য
বিষয়মোহের চাঞ্চল্যকর আকর্ষণ থেকে সার্বক্ষণিকভাবে গৌরের অংশ হয়ে থেকে শ্রীচৈতন্যের জয় জয়কার ঘোষণা করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌ভারতপুরাণ
বৈদিক জ্ঞানচর্চার লিখিত ডকুমেন্ট। কারো পক্ষে বৈদিক জ্ঞানচর্চার বিষফল বর্জন না করা পর্যন্ত শাঁইজির সহজ সাধন ভজন বুঝে ওঠা একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

▌ভালো এক জলসেচা কল পেয়েছো মনা
জলসেচা কল বোঝাতে বায়োলজিক্যাল পুরুষের লিঙ্গকে বোঝানো হয়েছে।

▌ভাসালেন অকুল পাথারে
যে দেহের প্রান্ত নাই সেই স্থানে বিন্দুর ভাসমান অবস্থা।

▌ভাস্কর প্রতিমা গড়ে মূলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে
ভাস্কর মানে সূর্য। আবার ভাস্কর মানে আল্লাহ। আল্লাহ নিজের রূপের প্রতিরূপ সৃষ্টি করে সেখানে প্রাণদান করলেন।

▌ভিতরে লালসার থলি উপরে জল ঢালাঢালি
ভেতরে গুরুকে অংশী না করে বা গুরুময় গৃহ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না করে কথার মাধ্যমে গুরুর অংশ হবার চেষ্টা করা।

AMARBOI.COM

▌ভিন্ন জল কে কোথা পান
প্রকৃতির ভেতর বিন্দু প্রবেশের পূর্বে একই জাতে বিন্দুর অবস্থিতি। সর্ব ঘটেপটে জল বা প্রাণরূপে তিনি অখণ্ড এক।

▌ভিন্ন আচার ভিন্ন বিচার তাইতো সৃষ্টি হয়
মন দিয়ে বিভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থার ভেতর ভ্রমণ করে বিভিন্ন অবস্থার রূপ আপন সত্তার ভেতর ধারণ করে ভবরূপে পার্থক্য বাড়িয়ে তোলা।

▌ভিক্ষার ছলে বলবো হরি
তুচ্ছ অজুহাতেও শ্রীহরির স্মরণ করা। অর্থাৎ সার্বক্ষণিক শ্রীহরির চরণ আশ্রয়ে জীবনযাপন করা বোঝায়।

▌ভুগোল নাহি জানতো যার যার কথা সেই বলতো
এক স্থানে , এক ঈশ্বরে মানুষ যখন বসবাস করতো তখন যার যার ঈশ্বরের কথা সে সে ব্যক্ত করতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌ভুলেছে ভারতীর কথায় এমন কথা কেন বলো সবে

শ্রীচৈতন্যের গুরুদেবের নাম ছিলো কেশব ভারতী। মূলত শ্রীচৈতন্য আত্মবাক্য অর্জনের জন্যই সংসার ছেড়েছেন, ভারতীর কথায় নয়।

▌ভেদ

ফকিরি পন্থায় আল্লাহ এবং রসুলের মধ্যে কোনও ভেদ নেই। রসুল এবং আল্লাহ 'লা শরিকালা' পরিষদের একায়ন। যেভাবে খোদ এবং খোদার ভেদ দেখে না সহজিয়া সাধনা। কিন্তু সাধক সেই অভেদতত্ত্ব যেভাবে জেনে থাকেন সেইভাব সাধারণের কাছে ব্যক্ত করা যায় না। নির্দেশ রয়েছে এরূপ :

আপন সাধনকথা
না বলিও যথাতথা।

▌ভেদ ইশারায় লেখা তামাম

স্রষ্টা এবং সৃষ্টির ভেদতত্ত্বে যেখানে জগৎ সৃষ্টি অথচ সেই সৃষ্টির ভেতর স্রষ্টার না থাকা অবস্থা।

▌ভেদ জানলে নবুয়ত

দেহজ্ঞান এবং মনের যে উত্তাপ মানুষকে বেতাল করে ফেলে, যার ফলেই সৃষ্টি হয় অসংখ্য বিষয়রাশি, ক্রমে ক্রমে যে সংস্কার সাধকের শ্বাস এবং দেহ থেকে জ্ঞানের পার্থক্য সৃষ্টি করে ফেলে। সেই অবস্থায় শ্বাস এবং দেহ সম্পর্ককে অভেদ জেনে দমের মাধ্যমে একীভূত হয়ে অভেদভেদতত্ত্ব কায়েম করা।

▌ভেদ জেনে বান্দার লালন দেয় সেজদা খোদার রুপেতে

বস্তুগত উপাদানের দ্বারা সৃষ্টি স্থাপত্যিক কাঠামো কাবাগৃহের সাথে জীবন্ত 'লা মোকাম'সত্তার ভেদ জেনেই শাঁইজি সেজদা করেন মানুষে।

▌ভেদ পাবা না মুরশিদ ছাড়া

মুরশিদ তথা মাওলার প্রতি একমনে স্থিত থাকাই হচ্ছে একেশ্বর অবস্থা। মুরশিদ ছাড়া জ্ঞান লাভের পথ নেই।

▌ভেসেছিলেন ডিম্বভরে

শাঁইরূপে প্রকৃতি জগতে প্রকাশ হবার পূর্বকালীন অবস্থা। ইন্দ্রিয় পালনকর্তার মূলাধারে বিন্দুরূপে ভাসমান থাকাকালীন সময়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌ভেসেছিলো একেশ্বরে

প্রকৃতি জগতে দুইরূপের একাসনে স্থিত থাকাই হচ্ছে একেশ্বর অবস্থা।

▌ভোগ দিয়ে ভাগবান পেলে আল্লাহ পেতে শিরনিতে

কেবলমাত্র স্থূল অংশ দান করে যদি স্রষ্টার মূল অংশের অংশী হওয়া যেতো তাহলে সাধন ভজনের প্রয়োজন হতো না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌ম▐

▌মকবুল
কবুল থেকে মকবুল। নবি খোদার মকবুল। তিনি আল্লাহর পক্ষে থেকে গ্রহণকারী অর্থাৎ তাঁকে স্বীকার করলে আল্লাহকে গ্রহণ করা যায়।

▌মক্কা মদিনে
মানবদেহ মক্কা মদিনার জাগ্রত রূপ। মানবদেহ বাদ দিলে মোটেও বোঝা যাবে না প্রকৃত মক্কা তথা বাক্কার হাকিকত। মক্কা মূলাধারে এবং মদিনা কণ্ঠদেশ হয়ে সহস্রারে বিরাজ করে প্রতি মানবদেহে।

▌মজা
বিষমোহের আপাত মধুর রস যা মোহগ্রস্ত করে জীবকে ভোগান্তির মধ্যে ফেলে। মজে যাওয়া, বিষমোহের রমণীয় আকর্ষণে আসক্ত হয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়া।

▌মতি
রতি থেকে মতি। শাঁইজির সাধন মতে সম্যক গুরুর স্মরণ থেকে সংযোগ।

▌মদন
প্রেমের দেবতা শিবের নাম বা গুণ। তিনি সম্যক গুরুরূপে প্রাকৃত মদন ও অপ্রাকৃত মদন। প্রাকৃত মদনরূপে তিনি রতির পতি অর্থাৎ উপাসনার আসন। আবার অপ্রাকৃত মদনরূপে তিনি শিব। শব থেকে শিব এবং শিব থেকে শব্দ। শব্দকেও মদন বলা হয় সাধুশাস্ত্রে।

▌মধু
'ও ভাণ্ডে আছে কতো মধুভরা' শাঁইজি মানবদেহে নিহিত সৃষ্টিরহস্যের অসীম জ্ঞানকে মধুরুপে এবং ভাণ্ড বলতে মানবদেহ কাঠামোর রূপক পরিচয় দিয়েছেন।

▌মন
দেহাতিরিক্ত দেহের চালক; অন্তরেন্দ্রিয়, চিত্ত, অন্তকরণ, স্মৃতিশক্তি, নফস ইত্যাদি বহু বঞ্জনায় যাকে শব্দ দিয়ে আমরা ধরতে চাইলেও তা অধরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌মন কি ইহাই ভাবো

গুরুকে অস্বীকার করে আল্লাহপ্রাপ্তির ভ্রান্ত ধারণা খারিজ করে শাঁইজির ফরমান:

মন কি ইহাই ভাবো আল্লাহ পাবো নবি না চিনে।
কারে বলিস নবি নবি দিশে পেলি নে ॥

▌মনচোরা

সম্যক গুরু, যিনি ভক্তের মন চুরি করেন বা চিত্তাকর্ষণ করেন। প্রেমিক প্রণয়পাত্র। কৃষ্ণের একটি নাম।

▌মন বিবাগী বাগ মনো না

আপন খেয়ালে তথা গুরুভাব ছেড়ে যারা মোহের জগতে বাস করে তারা মোটেও নিরাপদ নয়। মন অবিরত ক্রিয়াশীল। বস্তুমোহের আঘাত মনের জন্যে বিপজ্জনক। মোহই মনের মধ্যে অন্ধকার বা অজ্ঞানতার বিস্তার ঘটায়। বস্তুমোহ মনকে টলিয়ে বারবার জাহান্নামে নিপতিত করে।

মনোজগতকে অবাধে চলতে দিলে বস্তুমোহের ঝড় এসে দেহমনের ভিত্তিমূলকে ভেঙে ফেলে। এ বিষয়টির সম্যক উপলব্ধি দুনিয়ার জীবনে হয় না। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এর উপলব্ধি স্পষ্ট হয়ে উঠে। এ কারণে কোরান 'দেহের ভেতর মনের ভ্রমণ' দ্বারা মনের গতি নিয়ন্ত্রণের কথা বলছেন। মন যেন বস্তুমোহে ছোটাছুটি না করে গুরুময় শুদ্ধহালে থাকে।

শাঁইজিকে সকল যুগেই গণতন্ত্রী-সাম্রাজ্যবাদী ধার্মিকেরা অস্বীকার করে এসেছে। এর প্রতিফল যে কী ভয়ঙ্কর তা কেবল জ্ঞানীগণ সম্যক উপলব্ধি করে থাকেন। অজ্ঞানীরা মৃত্যুর পর অবস্থাটি সম্পূর্ণ অনুভব করে থাকে বটে কিন্তু তার দ্বারা উপকৃত হয় না। কাফেরগণ শাঁইজির দ্বারা কী রূপভাবে আর কতোটুকু পরিত্যাজ্য হয়ে যায় তার উপলব্ধি মৃত্যুর পর তাদেরও হয়ে থাকে।

▌মনসুর হাল্লাজ

পারস্যের মহান সুফি সাধক। 'আনাল হক' মানে আমি সত্য বলে অদ্ব্যর্থ ঘোষণার পর প্রকাশ্যে তাঁকে পাথর ছুঁড়ে নির্মমভাবে হত্যা করে নির্বোধ জনগণ।

▌মনস্কামনা

মনের আকাঙ্ক্ষা, আন্তরিক চাহিদা, আপন ইচ্ছাশক্তি।

▌মনাতীত অধরা

সত্তার মধ্যে অবস্থিত মূলসত্তা নূরে মোহাম্মদী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌মঞ্জিল

দেহটাই জীবের মঞ্জিল। এ মঞ্জিলে লুকিয়ে আছে আরেক মঞ্জিল। কিন্তু সুফি সাধুগণের ভাবজগতে দেহের ঊর্ধ্বলোক তথা মস্তিষ্কের আজ্ঞাচক্র থেকে সহস্রার পর্যন্ত বিস্তৃত সাতটি জান্নাতের শেষ ধাপ বা মোকামে মাহমুদা।

▌মণি

জ্যেতি বা বিন্দু বা ডট বা নুক্তা বা অণু তথা নূর মোহাম্মদ।

▌মণিকোঠার ঘর

মানবদেহের নাভিমূলে অবস্থিত মণিপুরচক্র। এখানে দিব্যদৃষ্টি প্রয়োগ করে শাঁইজি আমাদের নূর বিকাশের ধারাকে রাধারূপে সচল ও সচেতন করে তোলেন।

▌মনের অন্ধকার

ইন্দ্রিয় দুয়ার দিয়ে অবিরামভবে মনে আগমনরত বিষরাশিকে মোহ দিয়ে গ্রহণ করাই মনের অজ্ঞান, দুর্বল অবস্থা।

▌মনের বেড়ি

চেতনার সম্বন্ধসূত্র বা মনোবৃত্ত। বিষয় মোহের নাগপাশ থেকে মনের বেড়ি খুলে সম্যক গুরুর চরণে সার্বক্ষণিকভাবে নিয়েজিত রাখা আত্মিক সাধনা জগতের গুরুত্বপূর্ণ কর্ম। লালন বলে মনের বেড়ি লাগাওরে মুর্শিদের পায়।

▌মনের ভাব প্রকাশিতে ভাষার উদয় ত্রিজগতে

কোরানে উল্লিখিত পৃথিবীর সকল মানুষের এক মূলজাতিত্ব অনুসন্ধান করলে আমরা দেখি, সমস্ত জন্ম ও ধর্মের উদ্ভব এই প্রাচ্যে; হিমালয় শোভিত ভারত তার প্রাণভূমি। প্রখ্যাত গবেষক অক্ষয় কুমার দত্তের 'ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সে বিষয়ে ভাষ্য রয়েছে।

আদিতে পৃথিবীর প্রথম মানবগোষ্ঠীর বসবাস শুরু হয় এশিয়া ভূখণ্ডে– এমন একটি মতবাদ ঐতিহসিক মহলে ব্যাপকভাবে চালু আছে। এখান থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আদি মানবগণ যাত্রা শুরু করেন। চীনা জাতি এখানকারই প্রাচীন আদি বাসী। হুন সাম্রাজ্যের মানুষেরাও এই স্থান থেকে পশ্চিম অভিমুখে অগ্রযাত্রা শুরু করছিলো। তারাই রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ দ্বারা অধিগত করে নেয়। তেমনই তৈমুর লং ও চেঙ্গিস খাঁন এখান থেকেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো। ঐতিহাসিক গবেষকেরাও এ বিষয়ে একমত যে, আর্যবংশীয়দের একাংশও এশিয়া খণ্ডের অধিবাসী। মনে করা হয় বেলুতার্ক ও মুস্তাক পর্বতের পশ্চিম পার্শস্থ উচুভূমিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা বসতি পত্তন করেছিল। যেমন এর প্রমাণ মেলে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার মূল বুৎপত্তিগত উৎসধ্বনির দিকে যখন এক ঝলক দৃষ্টিপাত করি। যেমনঃ সংস্কৃত শব্দ 'অস্টন্' থেকে হয়েছে যথাক্রমে আবস্তিক শব্দ 'অস্তন্', পারসিক শব্দ 'হস্তন্', গ্রিক শব্দ 'অক্টো', লাতিন শব্দ 'অক্টো', জর্মন শব্দ 'অক্টো', ফরাসি শব্দ 'আখত্', ইংরেজি শব্দ 'এইট্' এবং বাংলা শব্দ 'আট'। আবার সংস্কৃত শব্দ 'দদাসি' থেকে হয়েছে আবস্তিক শব্দ 'দধাহি', পারসিক শব্দ 'দেহ্', গ্রিক শব্দ 'ডিডোস্', লাতিন শব্দ 'ডাস'।

অপরদিকে সংস্কৃত শব্দ 'মাতৃ' থেকে হয়েছে আবস্তিক শব্দ 'মাতৃ', পারসিক শব্দ 'মাদর্', গ্রিক শব্দ 'মাটর্', ল্যাটিন শব্দ 'মাটুর্', জর্মন শব্দ 'মুতের্', ফরাসি শব্দ 'মেখ্', জর্মান শব্দ 'মদর্', বাংলা শব্দ 'মা'। আবার সংস্কৃত শব্দ 'পিতৃ' থেকে এসেছে আবস্তিক শব্দ 'পৈতর্', পারসিক শব্দ 'পাদর্', গ্রিক শব্দ 'পাটর্', লাতিন শব্দ 'পাটর্', জর্মন শব্দ 'ফাতের্', ফরাসি শব্দ 'পেখ্', ইংরেজি শব্দ 'ফাদার' এবং বাংলা শব্দ 'পিতা' ইত্যাদি।

উপরোক্ত ধ্বনিসাম্যে সহজে উপলব্ধি করা যায়, মনের ভাব প্রকাশে মানবজাতির যে ভাষাবোধ তার উদয়ের মূলে লুকিয়ে রয়েছে বিশ্বজনীন একতার প্রতিধ্বনি।

▌মনোমোহিনীর মনোকল্প

মন+মোহিনী= মনোমোহিনী অর্থাৎ যা মনকে হরণ করে, চিত্তাকর্ষক। মনোকল্প অর্থ মনের অব্যক্ত ভাব বা গুপ্তকথা। সম্যক গুরু তাঁর প্রিয় শিষ্যের মনে মনোমোহিনীর মনোকল্প। কাজী নজরুলের ভাষায় 'মায়া ভুলাইতে মায়াবী সে নাকি করে গো মায়ার ছল'।

▌মর্মকথা

নিগূঢ় অর্থ; মনের কথা; গোপন কথা; গুপ্ত রহস্য; মানবসৃষ্টির গোপন রহস্য তথা সৃষ্টিরহস্যের বাতেন বা সূক্ষ্মজ্ঞান।

▌মর্ম কাহারে শুধাই

শাঁইজির কথা অধিকাংশই প্রশ্নসূচক। এখনে শুধাচ্ছেন সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার রহস্য সম্বন্ধে। এ প্রশ্ন তুললে প্রচলিত অনুষ্ঠানবাদী ধার্মিকেরা ফকিরগণের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাতে শুধু বাহ্যতর্ক করে, গভীরে ডুবতে চায় না নিরিবিলি।

▌মরণ নাই কোনো কালে

দেহের মৃত্যু আছে কিন্তু মনের তথা চৈতন্যশক্তির মৃত্যু নেই কোনো কালে। আল্লাহর অলিগণ কখনো মরেন না–একথা কোরানে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাপুরুষগণ যে কোনো অবস্থায়, যে কোনো রূপ ধরে যাকে ইচ্ছে দেখা দিতে পারেন। যে কারো মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: লালনদর্শন ॥ আবদেল মাননান ॥ রোদেলা, ঢাকা ২০০৯।

▌মরম

মন; অন্তর; তাৎপর্য; মর্ম; সারবস্তু বা সারাংশ। মনই দেহের সার বা মরম।

▌মলয় পর্বতের উপর যতো বৃক্ষ সকলই হয় সার

মালাবার দেশ, মালয়, যবদ্বীপ মানে মালায়েশিয়ার মলয় পর্বতের উপর চন্দন বৃক্ষসমূহ পরিশুদ্ধ মহাপুরুষের সিদ্ধদেহের রূপকে শাঁইজি ব্যক্ত করেন। কারণ প্রেমভক্তিময় সাধুদেহ বিষয়মোহের দুর্গন্ধ কলুষিত সমাজে নির্মল জ্ঞানের সুবাস সঞ্চারিত করেন।

▌ম'লাম

মরলাম এর অপভ্রংশ।

▌মসনবি

পারস্যের সুফি সাধক জালাল উদ্দিন রুমি রচিত আত্মদর্শনমূলক কালাম যা ফার্সি ভাষার কোরানরূপে পঠিত এবং অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বময় আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থরূপে বহুল পঠিত গ্রন্থ।

AMARBOI.COM

▌মহাজন

সাধুগুরু; কামেল মহাপুরুষ; যিনি ইন্দ্রিয়পরায়ণতার মোহপাশ থেকে সাধনার দ্বারা মুক্ত হয়ে মনের সব হীনতা থেকে উত্তীর্ণ। সার্বক্ষণিক প্রজ্ঞাময় হালে সমস্ত বিষয়ের মোহ তরঙ্গের উপর যিনি বীরদর্পে অধিষ্ঠিত। একজন সম্যক গুরু তথা রসুল।

▌মহাদেব

সম্যক গুরু; শিব; মহেশ্বর। মহা+দেব=মহাদেব। 'মহা' অর্থ অতিশয়; বিপুল; সীমাহীন। 'দেব' অর্থ যিনি দাতা। সুতরাং যিনি উপস্থিত সম্যক গুরুরূপে শিষ্যকে মহৎ প্রেম দান করেন তিনিই মহাদেব বা মহাপ্রভু।

▌মৎস্য

সাধকদেহের মূলাধার চক্র থেকে সহস্রারে ধাবমান শক্তিবিন্দুর উর্ধমুখি বিকশিত রূপ; নূরে মোহাম্মদী। কোরানে ইসা নবির অনুসারীদের রূপক ভাষায় বলা হয়েছে 'হাওয়ারি'। এর অর্থ মৎস্য শিকারী বা জেলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌মাওলা

Vested lordship, প্রভু, গুরু। ধর্মের উপর অর্থাৎ বিষয়রশির মোহের উর্ধ্বে বিরাজ করেন সর্বদা। সংস্কার সমুদ্রে না ডুবে মানবীয় মোহের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে পরিপূর্ণভাবে শক্তিশালী বলেই সম্যক তথা পরিপূর্ণ গুরু তিনি। ধর্মের উপর যিনি নিরপেক্ষ হতে পেরেছেন তিনি ধর্মের উপর প্রভুত্ব অর্জন করেছেন। তাই সকল ধার্মিকগণের তিনি প্রভু বা মাওলা হতে পেরেছেন। কোরান মতে এমন কোনো নফস নেই যার সঙ্গে তিনি রববরূপে প্রহরায় না আছেন। আমাদের ভেতরে তিনি গোপন অবস্থান নিয়ে আছেন এবং বাইরে হেফাজতকারী সংরক্ষকরূপে নিয়োজিত আছেন। যদিও সিদ্ধপুরুষ ব্যতীত আমরা তাঁকে চিনতেই পারি না।

▌মাখন

শাঁইজি শ্রীকৃষ্ণের 'মাখন চুরি'র 'মহাভারত' বর্ণিত আখ্যানকে ব্যবহার করেন সাধকদেশের স্তরানুগ রূপক বর্ণনায়। চৈতন্যের ভাসমান অবস্থা বস্তুমোহের উপর।

▌মাড়ুয়াবাদী

যারা মাড়ুয়া খায়; মাড়ওযাড়েরর অধিবাসী; উত্তর ভারতের লোক; অবাঙালি; সাধারণভাবে হিন্দুস্থানি। বৈশ্যবৃত্তি কেন্দ্রিক অত্যন্ত স্বার্থবাজ, বিষয়লোভী, টাকা ছাড়া জগতে আর কিছুই বোঝে না। যাদের বেনিয়া 'মাড়োয়ারি' বলে আমরা চিনি।

AMARBOI.COM

▌মাতোয়ালা

আত্মহারা; বিভোর; মত্ত; মাতাল; সম্যক গুরুর আশেক দিওয়ানা। শুদ্ধভক্তি থেকে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন প্রকৃত প্রেমসাধক।

▌মাধুর্য ভজন

মধুরভাবে গুরু ভজনাকেই বলা হয় মাধুর্য ভজন। কামগন্ধহীন, দেহবুদ্ধিহীন নির্মল অনুরাগ সাধারণ মানুষের পথ নয়। যতোক্ষণ সামান্যতম দেহবুদ্ধিও থাকে ততোক্ষণ মাধুর্য ভজন বোঝা যায় না। শাঁইজি আমাদের শেখান: এই মানুষে হবে মাধুর্য ভজন / তাইতে মানবরূপ গঠলেন নিরঞ্জন।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য আর কান্তা–এই পাঁচটি ভাবকে চরিত্রগত করে নিয়ে শিষ্য তার গুরুকে চিন্তা করে। এর মধ্যে সবচেয়ে গভীর হচ্ছে কান্তাভাব বা মাধুর্য ভজন। এ ভাবের মধ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য–সব ভাবই মিলে মিশে আছে। মধুরভাব সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলছেন: 'সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়'। এমন ভালোবাসা আর কোথাও দেখা যায় না। শ্রীমতী আর গোপীদের এই গূঢ়ভাব। গোপীরা শ্রীমতীর সখী। মধুরভাবের পরাকাষ্ঠা হলেন শ্রীমতী। যারা মধুরভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলেন তারা সবাই শ্রীমতীর মতো হবার চেষ্টা করেন। শ্রীমতীই তাদের আদর্শ। নিজেদের তারা ভাবেন রমণী, সম্যক গুরু তাদের স্বামী।
মীরাবাই মধুরভাবের সাধিকা ছিলেন। গুরুরূপ কৃষ্ণকে তিনি স্বামী বলে জানতেন। একবার সেই মীরাবাই এসেছেন বৃন্দাবনে। শুনলেন রূপ গোস্বামী সেখানে আছেন। মীরাবাই রূপ গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। রূপ গোস্বামীর বলে পাঠালেন: আমি নারীর সঙ্গে দেখা করবো না:

গোসাঁই কহেন মুঞি করি বনবাস।
নাহি করি স্ত্রীলোকের সাথে সম্ভাষ ॥

তখন মীরাবাই জবাব পাঠালেন: তাহলে আপনি তো কিছুই বোঝেননি, সত্যের কিছুই জানেন না আপনি। একমাত্র পুরুষ হলেন শ্রীকৃষ্ণ। বলছেন:
এতদিন শুনি নাই বৃন্দাবনে।
আর কেহ পুরুষ আছয়ে কৃষ্ণ বিনে ॥

▌মান
গর্ব; দম্ভ ; অভিমান; বিষণ্নতা; বিমর্ষতা: প্রণয়কোপ প্রদর্শন ।

▌মান সরোবর
যদিও লোকেরা দেহের বাইরে হিমালয়ের কৈলাস পর্বতের নিকটবর্তী হ্রদের নাম মানস সরোবর বলে আখ্যায়িত করে থাকে। কিন্তু সাধকের কাছে আপন দেহের নাভিচক্রের নিচে অবস্থিত জলতত্ত্বের স্থান। গূঢ় রহস্য চেতনমানুষ ধরে জেনে নিতে হয়।

▌মানসাঙ্ক
কাগজে বা খাতায় না লিখেও মনে মনে কষতে হয় এমন অঙ্ক।

▌মানুষ
নৃ, নর, জন, মানব, মনুষ্য। চুরাশি লাখ যোনি পেরিয়ে জীবকুলে মানবজনম ঘটে। সৃষ্টির মধ্যে মানুষই বুদ্ধিমত্তায় আর সবার চেয়ে এতো উন্নত যে, তার মধ্যেই আল্লাহর চরম প্রকাশ-বিকাশের অসীম সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে।

▌মানুষ মানুষ সবাই বলে
মান+ইঁশ=মানুষ। মানুষরূপের মধ্যে কতো রহস্য লুকিয়ে আছে। চণ্ডিদাস কহেন:
মানুষ মানুষ ত্রিবিধ প্রকার মানুষ বাছিয়া লেহ।
অযোনি মানুষ, সহজ মানুষ, সংস্কারা মানুষ দেহ ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহজ মানুষ মানে একজন সম্যক গুরু ধরে আমাদের মানুষের ভেতরকার আসল মানুষটিকে খুঁজে বার করতে হয়।

▌মানুষ যাবে ধরা

গুরুর ধরনকরণ চরিত্রগত করতে পারলে মানুষের ভেতরের সূক্ষ্ম নরকে দর্শন করা যায়, যাকে শাঁইজি মানুষ রূপকে ব্যক্ত করেন।

▌মারেফত

শরিয়ত, তরিকত পার হয়ে সাধক দেহ মারেফত তথা অখণ্ড জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করেন।

▌মাসান্তে যোগ

প্রতিমাসে অমাবস্যা, প্রতিপদ ও দ্বিতীয়ার প্রথমে সাধকদেহে যে রস নিঃসৃত হয় তা ঊর্ধ্বমুখে মানে মূলধার থেকে সহস্রারে শক্তিবিন্দুরূপে নিষ্কাশন দ্বারা মহাজাগতিক অখণ্ড সত্যের সঙ্গে দেহমনের সংযোগ সাধনা।
কুলাচারী সাধক তার সহধর্মিনী অর্থাৎ সাধনসঙ্গীনিসহ তন্ত্র অনুযায়ী আসন, প্রাণায়াম ও মিলন করেন কিন্তু সাধক বীর্যক্ষয় করেন না।

তিনদিনের তিন মর্ম জেনে
রসিক সাধলে ধরে একদিনে
অমাবস্যা প্রতিপদ দ্বিতীয়ার প্রথমে সে তো
ফকির লালন বলে তাঁর আগমন সেই যোগের সনে।

আবার,

মাসান্তে সেই দুজনা
আবেশে হয় দেখাশোনা!

▌মায়ের উদর

মানবসৃষ্টির উৎপত্তিস্থল। স্রষ্টার সৃষ্টিময় গুপ্তসুপ্ত কারিগরির অসীম রহস্য মাতৃরহস্য। নারীদেহের অষ্টদল পদ্মে অবস্থিত মাতৃ জরায়ু।

▌মিম

কোরনের সাংকেতিক চিহ্নরূপে যেখানে সেখানে ব্যক্ত করা হয়েছে তা 'মোহাম্মদ'এর রূপক প্রকাশ। 'মিম' হরফ আরবি কোরানে মোহাম্মদ তথা সম্যক গুরুর প্রতীক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌মিম্বর

বাইরের স্থূলবস্তু কখনো মিম্বর নয় কোরানের দৃষ্টিতে আপন দেহের আজ্ঞাচক্রেই এর অধিষ্ঠান। শাঁইজি জানান: মুর্শিদ ধরে জানতে হবে মিম্বর আছে কোনখানে।

▌মিলন

মূলসত্তার সাথে খণ্ডসত্তার কিংবা পরমের সাথে চরমের মিলন। নীরের সাথে নূরের মিলন। প্রকৃতির মিলন পুরুষমঙ্গে। সৃষ্টি ও স্রষ্টার মিলন সাধনাই শাঁইজির জীবন দর্শন ও সিদ্ধিসাধনা।

▌মিশ গা

নবির তথা সম্যক গুরুবংশীয় রসুলগণের অখণ্ডধারায় সংযুক্ত হয়ে খণ্ডত্ব থেকে মুক্তির পথ নির্দেশনা দেন শাঁইজি।

▌মুক্তি

মন থেকে বিষয়মোহ চিরতরে অবসান; মোক্ষপ্রাপ্তি। বারবার জীবজন্ম পরিগ্রহ থেকে অব্যহতি। পরিত্রাণ; নিষ্কৃতি; রেহাই; রেহাই; ক্ষমা। জন্মচক্রকে জয় করা; নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা মুক্ত পুরুষ হয়ে ওঠার সাধনা।

▌মুরারি

মুর+অরি= মুরারি। মুর নামক দৈত্যের অরি বা শত্রু হলেন কৃষ্ণ। মুর নামক দৈত্যকে নিহত করেন যিনি তিনিই মুরারি।

▌মুর্শিদ

আরবি কোরানের শব্দ 'আলিয়েম মোর্শেদা', গুরুবাদের আদি ও অনাদি নররূপে নারায়ণতত্ত্বই কোরানের মুর্শিদ; একজন জীবন্ত মোহাম্মদ। মুর্শিদ ও মোহাম্মদ একাত্মা যাঁর মধ্যে আল্লাহও নিহিত।

আপন দেহের মধ্যে প্রত্যেকের মুর্শিদসত্তা শিরিক তথা বিষয়মোহের পর্দায় আড়াল হয়ে বিরাজ করেন। আবার বাইরেও বিশ্বরবরূপে কামেল মোর্শেদ অজ্ঞান বদ্ধজীবকে শিক্ষাদীক্ষা দানের মাধ্যমে শেরেকমুক্ত হবার পথ ও পদ্ধতি দাতারূপে সম্যক গুরু। শিষ্যগণের জন্যে মোর্শেদ পরিশুদ্ধ দেহ যেখানে আশ্রয় না নিলে আত্মদর্শনের বাস্তব কেন্দ্রই চেনা যাবে না।

আল্লাহকে অখণ্ডসত্তা ও সর্বশক্তিরূপে স্বীকার করেও দেহেরূপ মুর্শিদের মাধ্যম গ্রহণ করা শেরেক, যেমন জন্মগ্রহণ করে মাতৃস্তন্যে চুমুক দেয়াও শেরেক। শেরেক ছাড়া কোনো সৃষ্টি হতে পারে না। গুরুপুজা বা মুর্শিদ ভজন মোটেও স্থূল শেরেক নয়, সূক্ষ্ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেরেক; যা না করে উপায় নেই মানুষের। এটা সসীমের মাধ্যমে অসীমে পৌঁছার ব্যবস্থা মাত্র। বিশ্বাসের নৈকট্য লাভের জন্যে কামেল পীর সাহেবকে আপন রবরূপে ধ্যানে রেখে সাধন পথে অগ্রসর হওয়ার ব্যবস্থা প্রায় সব ধর্মীয় ব্যবস্থাতেই আছে। পীরের ধ্যান একটি সূক্ষ্ম শেরেক। অসংখ্য শেরেক মন থেকে সরিয়ে এক শেরেকে অধিষ্ঠান করাই হলো মোর্শেদের ধ্যান। এতে কামিয়াব হলে নূরের পুতুলরূপে আপন স্বরূপে মোর্শেদের চেহারার আবির্ভাব ঘটে। তারপর তিনিও মনের দৃষ্টি থেকে সরে গিয়ে পরমের সাথে সংযোগ ঘটিয়ে দেন। যখন সূক্ষ্ম শেরেকেরও বিলোপ ঘটে তখনই হয় সত্যিকার তৌহিদজ্ঞান। অন্য কথায়, একে লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপলক্ষ বলা চলে। এবিষয়ে অজ্ঞানীরা যে রকম ভুল করে থাকে তথাকথিক আলেমগণও সমাজে সেরূপ ভুলই করে থাকে। পীরের ধ্যান ভক্তিবাদী সাধকেরা করে থাকেন। পীরের ধ্যান ভক্তিবাদী সাধনার একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা। বিস্তারিত: সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী ॥ কোরানদর্শন ॥ সূরা বরাত।

▌মুর্শিদকে না চিনলে পরে হবে না তোর ভজন

সম্যক গুরুকে আপনমনে আল্লাহরূপে গ্রহণ না করে আন্দাজি মোল্লামুন্সির মতো তথাকথিত নিরাকার অর্থাৎ চেহারাহীন আল্লাহর নামাজ করে কোনো সুফল তো হবেই না বরং পরজন্মে নিশ্চিত অধোগতি ঘটার আশঙ্কা। বাস্তবে আল্লাহকে পাবার পথ প্রদর্শক ও পদ্ধতিপ্রণেতা যার যার আপন গুরু।

AMARBOI.COM

▌মুর্শিদরূপ হৃদয়ে রেখে করে আরাধনা

বহুর্মুখি বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চঞ্চল মনকে একমুখি তথা ধীরস্থির ধ্যানমুখি করে তোলার কাজে মুর্শিদরূপ ধ্যান প্রায় সব ধর্মের শক্তিশালী একটি ভিত। মুর্শিদই নিরাকার আল্লাহর লীলা আকারসাকারে সম্পাদন করেন। এটা কোরানের একটি বিশেষ পদ্ধতি। শাঁইজি কইছেন:

খোদ খোদার প্রেমিক যেজনা।
মুর্শিদরূপ হৃদয়ে রেখে করে আরাধনা ॥

▌মুর্শিদরূপে পরওয়ার

সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা কোনো অদৃশ্য বা গায়েবি আজগুবি বিষয় নন। প্রতিটি মানুষের ভেতরে-বাইরে সম্যক গুরুই তার জন্ম, বিকাশ, মৃত্যুর নিয়ন্ত্রক। তিনি সৃষ্টির পূর্বে ও পরে, প্রকাশ্যে ও গোপনে চারযুগ জিন্দা আছেন। আহাদলোকে তিনিই লোকোত্তরের আহ্‌মদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌মুর্শিদের চরণের সুধা

সম্যক গুরুর আচরণ থেকে জ্ঞানবারি পান করে তার স্বভাবের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া।

মুর্শিদের চরণের সুধা
পান করিলে যাবে ক্ষুধা
করো না কেউ দিলে দ্বিধা
যেহি মোর্শেদ সেহি খোদা
পড়ো আলিয়েম মোর্শেদা
আয়াত লেখা কোরানেতে ॥

▌মুসা নবি

মোহাম্মদী ধর্মের প্রসিদ্ধতম প্রবীণ একজন সম্যক গুরু তথা নবি। প্রতিপক্ষ মিসরের ফারাও রাজাদের প্রাসাদে বাস করেও তিনি ক্ষমতা ও বিলাসমোহের বিরুদ্ধে আত্মদর্শনের পরাক্রমশালী শৌর্যের প্রতিষ্ঠাকারী। তাঁর বর্ণিত বাক্য তৌরাত বা তোরা নামক সঙ্কলনরূপ ধর্মগ্রন্থ ইহুদিগণের প্রধান ধর্মগ্রন্থ।

শরিয়তি কাঠমোল্লারা 'ইহুদি'দের এতো অভিসম্পাত করে উঠতে বসতে অথচ মহানবির কোরান মুসা নবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কোরানে মুসা নবির প্রসঙ্গ যেমন অনেক সূরায় রয়েছে শাঁইজির কালামেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি।

AMARBOI.COM

▌মূল

বিন্দু, নূর; মানবদেহের মধ্যে নিহিত বীর্যবত্তা; মূলসত্তা; নূরে মোহাম্মদী।

▌মূলাধার

দেহের মেরুদণ্ড রজ্জু ধরে ঠিক নাভিমূলের নিচে লিঙ্গচক্রে যেখানে বিন্দু বা অণু তথা নূরের নুক্তা অবস্থান করে, লিঙ্গমূলে মূলাধার চক্র।

▌মৃত্যু

জীবনের নতুন দুয়ার। লোকেরা মৃত্যুকে ভয় পেলেও সাধুগণ মরার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে চিরঞ্জীব হয়ে যান। জীবজগত মরণশীল।

▌মেরাজ

চেতনার ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ বা উর্ধ্বারোহণ; চেতনভুবন তথা ভাবের ভুবনে আনন্দযাপন। আপনদেহে স্থূলসত্তার সাথে মূলসত্তার মিলন। প্রকৃতি ও পুরুষের যোগ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবি মেরাজের অধিপতি। আসলে তাঁর মেরাজের কোনো প্রয়োজন হয় না। তিনি সর্বদা মেরাজেই সুপ্রতিষ্ঠিত থাকেন। কেবল আপন ভক্তদের উচ্চাঙ্গিক শিক্ষাদীক্ষা দানের জন্যে তিনি মেরাজের পথ দেখান। শাঁইজির বয়ান:

নবিকে মেরাজের পথ নৃত্যগীতে নেয়।

কিংবা,

মেরাজ সে ভাবের ভুবন গুপ্তব্যক্ত আলাপ হয়রে দুজন
কে পুরুষ আকার কি প্রকৃতি তার প্রমাণ কি রেখেছে?

▌মৈথুন

রতিক্রিয়া, স্থূলদৈহিক অর্থাৎ বায়োলজিক্যাল পুংলিঙ্গের সাথে স্ত্রীলিঙ্গের যৌনসংসর্গকে যেমন বোঝানো হয় তেমনই আপন দেহমনে নিম্নমুখি বিন্দুকে ঊর্ধ্বগামী করার মাধ্যমে মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত বিস্তৃতিসাধন দ্বারা প্রকৃতিপুরুষের অভেদ মিলন। মন্থন ও মৈথুন আত্মদর্শনের সূক্ষ্ম ভাবার্থবোধক।

ক্ষীরোদ মৈথুনের ধারা
ধরোরে রসিক নাগরা
যে ধরাতে অধর ধরা থেকোরে সচৈতন্য হয়ে ॥

▌মোকাম

মানবদেহ; জীবের বাসস্থান; গৃহ; বাড়ি; আস্তানা। সুফিগণ দেহমোকামের ভেতরে আরো অজস্র মোকামের সংবাদ আহরণ করেন যাতে সমগ্র সৃষ্টি রহস্যের মূল সত্য নিহিত।

▌মোকাম বারি

সম্যক গুরু স্বয়ং মোকাম বারি। মোকাম মানে দেহ। মানবরূপে তিনি ভক্তকে সমান্তরাল করে তোলেন। এতে ভক্ত শান্ত ও স্নিগ্ধভাব অর্জন করতে সক্ষম হন। উন্নত স্তরের গুরুজনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলার জামালি শক্তি অর্জন করে।

▌মোরাকাবা

কোরান নির্দেশিত সালাতের প্রথম ধাপ। আকারের ধ্যান। মুর্শিদের এক আকারের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টিদর্শন করা।

▌মোশাহেদা

সালাতকর্মের দ্বিতীয় ধাপ অর্থাৎ বিষয়ের ধ্যান সাধনা। বিষয় থেকে আলো বা নির্যাস আহরণ করাই মোশাহেদা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌মোহাম্মদ

'হায়াতে মোহাম্মদ' আবহায়াতেরই অন্যনাম। যুগে যুগে যিনি খণ্ড খণ্ড দেহরূপ ধারণ করে একই অখণ্ড সত্যকে ধারণ ও পালন করেন। সম্যকরূপে নবি, রসুল, আহলে বাইত তথা কামেল মোর্শেদগণ।

▌মৌজা

তরঙ্গ; প্রবাহ; বিন্দুর দ্যুতিচ্ছটা। বিনা হাওয়ায় মৌজা গেলে / ত্রিখণ্ড হয় তৃণপোলে।

▌মৌলবি

নবির আদর্শ বলয়ের তথা আহলে বাইতের প্রতি বাস্তব স্বীকৃতি না দিয়ে যারা ধর্মকে রাজা বাদশা ভোগবাদীদের দাসত্বে পরাধীন করেছে সর্বকালীন-সর্বজনীন মূলসত্য কিছু না বুঝেই। পৃথিবীর সব ধর্মের মৌ-লোভীগণই মৌলবি তথা তামসিক অনুষ্ঠানবাদী রক্ষণশীল এজিদ গোষ্ঠী।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌য ▌

▌যথা আলক্ব মোকাম বারি
স্থূল পর্যায়ক্রমে সাধনার গভীরে যেতে যেতে সাধকের দেহমধ্যে নির্বাণজ্ঞান মানে আলক্বসত্তা বিকশিত হয়ে গুরুসত্তার মধ্যে অখণ্ডভাবে সম্মিলিত থাকে। সেখানে সফিউল্লাহ রূপে সম্যক গুরুই ভক্ত সাধকের উর্ধ্বারোহণের সিড়ি হয়ে ওঠেন।

▌যথাযোগ্য লায়েক
পূর্বজন্মের কর্ম ও জ্ঞান অনুসারে অর্জিত মানসিক স্তর বা জ্ঞানপাত্র অনুযায়ী এ জীবনে সম্যক গুরুর জ্ঞান লাভের যোগ্যতা বোঝায়। প্রকাশ্য ও গোপন উভয় সাধনার ক্ষেত্রে একজনের সাথে আরেকজনের পদ্ধতির স্তরগত পার্থক্য তাই থাকবেই।

নবি তরিক দিচ্ছেন জাহের বাতেনে
যথাযোগ্য লায়েক জেনে
রোজা আর নামাজ ব্যক্ত এহি কাজ
গুপ্তপথ। মেলে ভক্তির সন্ধানে ॥

AMARBOI.COM

▌যদি ফল পাড়ো সেই গাছে চড়ো
নূরে মোহাম্মদী তথা বিন্দু সাধকের সত্তা হলো সাধনার ফল। এ ফল আহরণ করতে হলে নবিবৃক্ষ তথা সম্যক গুরুর দেহে আশ্রয় নিতে হবে। আপন দেহকে বৃক্ষরূপে যদি আমরা ধারণা করি তবে ফল হলো দেহস্থিত গুপ্ত নূর।

▌যম
ধর্মরাজ সম্যক গুরু। তাঁর সেফাত থেকে যেমন সকল জীবের তিনি জন্মদাতা তেমনই তিনিই অপ্রতিহত প্রাণসংহারকারী 'কাহ্হার'। সম্যকগুরুচরণে নিবেদিত যে সাধকগণ মৃত্যুর পূর্বে মরে গেছেন; তিনি তাঁদের অভিভাবক বন্ধু। কিন্তু যারা সম্যকগুরুর ভজন করে না, আজীবন নারীমোহ তথা বিষয়মোহে ডুবে থাকে তাদের জন্যে তিনি স্বয়ং মৃত্যুদাতারূপে যমস্বরূপ।

▌যমযাতনা
বিষয়মোহে আচ্ছন্ন লোকদের মৃত্যুকালে পরজীবনের পরিণতি ও ভীতি হয় অত্যন্ত মারাত্মক। অন্যদিকে আপন ভক্তদের নিজের হাতে ধরে তারণ করেন সম্যক গুরু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরুভক্তের কাছে মৃত্যু ভীতিপ্রদ মোটেও নয়, নতুন জীবনের দুয়ার মাত্র। শাঁইজি তাই বলেন।

▌যাজন

চিত্তশুদ্ধির সালাতকর্মই শাঁইজির দৃষ্টিতে যাজন। সম্যক সময়ে কর্ম সম্পাদনই গুরুযাজন।

▌যাতে কৃষ্ণবরণ হলো গৌরবরণ

যে প্রেম সাধনার দ্বারা অপবিপক্ক কৃষ্ণরূপ হয়ে ওঠে পরিপক্ক রসালো গৌররূপ সে সাধনা রসসাধনা। রসবতীর রহস্য সাধক ব্যক্তি ভিন্ন অপরে কিছুই জানে না, বুঝবে কী?

আগে জান গা সেই রাগের করণ।
যাতে কৃষ্ণবরণ হলো গৌরবরণ ॥

▌যার যেমন বুদ্ধিতে আসে বলে বুঝি তাই

নবিজির আইন সম্বন্ধে তাঁর পরিবর্তে অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন রাজশক্তি ও তাদের পোষা মোল্লা-মুন্সিদের দ্বারা ব্যক্ত হলে সেটা নবির আইন আর থাকে না। যে যার জিনিজ খণ্ডজ্ঞান থেকে নবির আইন নামাজ-রোজাসহ বেহেস্তর লাভের সব চর্চার তথাকথিত ধারা সমাজে জনপ্রিয় ঢঙে জারি রেখেছে কালান্তরে তা-ই আজ সম্পূর্ণ নবির আইনবিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

▌যার মর্ম সে যদি না কয়

সম্যক গুরুর মর্ম তথা জ্ঞান যদি তিনিই কাউকে বুঝিয়ে না বলেন, অন্য কোনো দ্বিতীয় কি তৃতীয় ব্যক্তি সেই সত্যের ব্যাখ্যা সঠিকভাবে করতেই পারে না। পৃথিবীতে সকল মহাপুরুষের আপন বাক্য যখন অন্য কোনো মধ্যসত্ত্বভোগী বা রাষ্ট্রশক্তি ব্যাখ্যা করতে উদ্যত হয় তখন তাতে বিকৃতি ও বিভ্রান্তি ডালপালা ছড়ায়।

যার মর্ম সে যদি না কয়।
কার সাধ্য তা জানিতে পায়।

▌যাঁর মরণ নাই কোনোকালে

মানবদেহের দুটি রূপ। একটি বাইরের সত্তা বা দেহরূপ। অন্যটি দেহের অভ্যন্তরস্থ মূলসত্তা বা বিন্দুরূপ নূরে মোহাম্মদী। নশ্বর দেহের অবসান হলেও সম্যক গুরুর নূরদেহের কোনো মৃত্যু বা বিনাশ নেই। প্রতিটি সৃষ্টি বা সত্তার মধ্যে মূলাধাররূপে অমর, অজর, অব্যয় হয়ে রয়েছেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাঁরা মরণ নাই কোনোকালে
তাঁরে জানো মন অতিগহিন ॥

▌যার নাম গান সেই তো জ্ঞান কোরানেতে বলে এল্‌হাম

আল্লাহর নূর থেকে সাধকের ভাবভুবনে সুর ভেসে আসে। তাই শাঁইজির সাধুগান আর কোরানজ্ঞান রসামৃতে একাকার। সর্বকালে শাঁইজির সঙ্গীতে কোরানের সুরধুনিময় 'এলহাম'প্রবাহ স্পন্দনমান। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে সামঞ্জস্যশীল বিন্যাস দান করে নফসকে তার ষড়রিপু সম্বন্ধে অবগত করে রাখা হয়েছে। উপযুক্ত শিক্ষা না থাকলেও নফস তার আপন ন্যায়অন্যায় এবং ভালোমন্দ সম্বন্ধে সূক্ষ্মভাবে না হোক সাধারণ বিচারজ্ঞান অবশ্য পেয়ে থাকে। মানুষের নফস তার আপন শুদ্ধি ও অশুদ্ধির বিষয়ে, তার আত্মিক কল্যাণ ও অকল্যাণের বিষয়ে, প্রেম এবং হিংসা বিষয়ে সর্বপ্রকার ভালোমন্দের সাধারণ বিচারজ্ঞান বা বোধশক্তিপ্রাপ্ত হয়ে একটি সামঞ্জস্যশীল অনুভূতির অধিকারী হয়ে আছে। নফসের প্রাপ্ত প্রকৃতিগত বিচারজ্ঞানকে এলহাম বা ভালোমন্দের অনুপ্রেরণাস্বরূপ।

শাঁইজির সাধারণ বুদ্ধির এল্‌হাম দ্বারা যে সৎপথে চলে তার নফস শুদ্ধ করেছে সে সফলকাম হয়েছে। যে লোক শাঁইজির গানের মাধ্যমে প্রেরিত এল্‌হামকে তাঁর নির্দেশের ব্যতিক্রম করে ফেলেছে সে তার জীবনলক্ষ্য ব্যর্থ করে ফেলেছে। পরিবার,সমাজ বা পরিবেশের কৈফিয়ত দেখিয়ে সে কিছুতেই ব্যক্তিগত দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারবে না মানে আপন অপরাধ কিছুতেই কিছু দিয়ে আর খণ্ডাতে পারবে না।

এলহাম দু প্রকার; যথা: সাধারণ এলহাম যা প্রাকৃতিক নিয়মে সবই পেয়ে থাকে এবং বিশেষ এলহাম যা বিশেষ সিদ্ধব্যক্তির নিকট আপন রব তথা শাঁইজি থেকে সশব্দে এসে থাকে। বস্তুবাদের মোহগর্তে প্রোথিত না হয়ে যে মন নিজেকে প্রাথমিক এলহাম দ্বারা শুদ্ধ করে নেয় কেবল তেমন সাধক ব্যক্তির কাছেই পরবর্তী উন্নতমানের এলহাম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এইরূপ এলহাম সাধু মহৎজনের প্রতি তাঁদের বর তথা শাঁইজি থেকেই হয়ে থাকে।

▌যার হয়েছে সেই ফুলের উল

আপন দেহের শক্তিচক্রসমূহের মূলে যে সাধক পদ্মরূপের মানে জ্ঞানযোনির উৎসরূপে গুরুকে রহিমরূপে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেছেন তিনি সিদ্ধার্থ স্তরে পৌঁছে গেছেন। যার দেহের মধ্যে দেহাতীত মূলাধার চক্রে চতুর্দল পদ্মে নূর বা বিন্দুর জাগরণ হয়েছে তার চৌদ্দভুবন তথা চৌদ্দচক্র সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানেরও উদয় হয়ে গেছে। যে সাধক এ গভীর সত্য আত্মদর্শনের সাধনায় চৌদ্দ ভুবন মানে সাত জাহান্নাম ও সাত জান্নাতকে দীপ্তাকার করে তোলেন তিনিই জানেন পঞ্চলীলার পূর্বাপর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌যিনি মোর্শেদ রসুলাল্লাহ

সম্যক গুরু সর্বদা নিরপেক্ষ বা লা শারিক হালে বিরাজ করেন। এ কথা কোরনেই প্রামাণ্যরূপে উল্লিখিত। আপন গুরুকে আশেক মানে প্রেমিকভক্ত যদি আল্লাহজ্ঞানও করেন তবে তিনিই ভক্তের একমাত্র প্রতিপালক বা আল্লাহ হয়ে যান।

যিনি মোর্শেদ রাসুলাল্লাহ
সাবুদ কোরান কালুল্লাহ
আশেকে বলিলে আল্লাহ
তাও হয় সে।

▌যুগল চরণ

গুরুজির একটি চরণ সূর্য, অন্য চরণটি হলো চন্দ্র। এ দুই মিলে যুগল চরণ অর্থ অখণ্ড পুরুষপ্রকৃতি স্বরূপ। সৃষ্টি ও স্রষ্টার যুগলতত্ত্ব স্বরূপ গুরুর সাধুচরণবোধ এভাবে অভিব্যক্ত হয় শুদ্ধসাধক চিত্তে।

সাধুর যুগল চরণের ধূলি লাগবে কি এই পাপীর গায়।
আশা সিন্ধুকুলে বসে আছি গো সদাই ॥

▌যে খোদ সেই তো খোদা

মানবদেহের বাইরে খোদার কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই। মানুষের মূলাধারে মূলত খোদ ও খোদা অর্থাৎ সৃষ্টি স্রষ্টা এক, দুই নয়-এ তৌহিদজ্ঞানই শাঁইজির প্রতিপাদ্য।

AMARBOI.COM

▌যে চিনেছে দুই নূরিকে

আল্লাহ ও নবি দুই নূরিকে যিনি আত্মদর্শন দ্বারা আপন সত্তায় ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁর যোগে যোগে সিদ্ধি অর্জিত হয়।

▌যেজন গোপী অনুগত

দেহের মূলাধারে অবস্থিত মূলসত্তা নূর মোহাম্মদের অনুসরণ ও অনুকরণ দ্বারা অন্তর সাধনায় সফল হয়েছেন যিনি তিনিই সৃষ্টি রহস্যের গুপ্তজ্ঞান ভাণ্ডারের পূর্ণ অধিকারী হয়েছেন।

যে জন গোপী অনুগত।
জেনেছে সেই নিগূঢ়তত্ত্ব ॥

▌যেজন শুদ্ধসাধক

শুদ্ধচিত্ত সাধক আপন রব তথা সম্যক গুরুর নির্দেশনার বাইরে জীবনকে পরিচালনা করেন না। যদি অত্যন্ত কষ্টকরও হয় তবু শুদ্ধচিত্ত সাধক সর্বদা গুরুরূপে রসুলের ফরমানে চলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌যে তনে করিল সৃষ্টি

আহাদ তথা প্রকৃতি জগতের সৃষ্টি মোহাম্মদী নূর অর্থাৎ আহমদী সত্তা থেকে আগত। শাঁইজির প্রশ্ন যে নূরদেহ থেকে এ দেহ হলো সেই মূলদেহ কোথায় অবস্থিত। আহাদের মূলাধারে মূলশক্তিরূপে তিনি আড়াল হয়ে আছেন।

▌যে তরাবে এ ত্রিভুবন সে-ই যাবে গোষ্ঠের কানন

দেহমনসত্তাকে যিনি সংস্কারমোহ থেকে মুক্ত মানে ইন্দ্রিয়কে যিনি অতীন্দ্রিয় উচ্চতায় উন্নীত করবেন– সেই পরিত্রাণকারী গুরুসত্তা কৃষ্ণ সংস্কারের অরণ্যভূমি গোষ্ঠে যাবেন লীলা বিকাশে। শাঁইজির কৃষ্ণলীলার বাল্যভাব বিস্তার গোষ্ঠলীলায়। বাক্যঢঙে একে পৌরাণিক বোধ হলেও তাঁর নিরীক্ষণ সর্বমুহূর্তে বর্তমান এবং উত্তরোত্তর আধুনিক। এভাবে সুইয়ের মধ্য দিয়ে হাতি চলে।

অতীন্দ্রিয় অদ্বয়স্বরূপ হয়েও বদ্ধজীবকে অজ্ঞান অবস্থা থেকে জাগিয়ে তোলার প্রয়োজনেই গোষ্ঠ বা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানজগতে খেলার সাথী সেজে অতীন্দ্রিয় লীলায় রাখালবেশে লুকোচুরি করতে হয় গুরু কল্পতরু শ্রীকৃষ্ণকে।

যে তবারে এ ত্রিভুবন সে যাবে আজ গোষ্ঠের কানন
ঠিক রেখো মন অভয় চরণ লালন ঐ চরণের ভিখারি
তুমি গোষ্ঠে চলো হরি মুরারি ॥

AMARBOI.COM

▌যেদিন জ্বলে উঠবে নূর তাজেল্লা

সম্যক গরুর চরণে আশ্রয় নিলে পর্যায়ক্রমিক সাধনার দ্বারা মূলাধারচক্র থেকে বিন্দুর বিকাশ শুরু হয়। যে সাধক মোহমুক্তির দ্বারা এ স্তরে উন্নীত হন তাঁর তৃতীয় নয়নে নূর তাজেল্লা তথা আল্লাহর নূরের উর্ধ্বমুখি প্রবাহ পরিদৃশ্যমান হয়। যেদিন নূর তাজেল্লা জ্বলে উঠে সেদিন সাধকের মনের সব অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। এভাবে সাধক দৃষ্টি পবিত্র হয়ে যায় এবং মনও শেরেকমুক্ত হয়ে ওঠে নূরস্নানে।

▌যে ধন চাবি সে ধন পাবি

সম্যক গুরুর কাছে যে যেমন চায় তেমন কাঙ্ক্ষিত জ্ঞানই সে লাভ করে থাকে। নবি অমূল্য প্রেমের দোকান খুলেছেন। অমূল্য দোকান থেকে অমূল্য জ্ঞানবস্তু পাবার কাঙ্ক্ষা বান্দার অবশ্য থাকা চাই। তা না করলে মূল্যহীন জাগতিক সাময়িক ধন-সম্পদ মানুষকে মুক্তির দিকে তথা সম্যক গুরুর অপার্থিব মহাধন ভাণ্ডারের উত্তরাধিকারী হবার যোগ্য করে তুলতে পারে না।

বাজার সাজায়ে তুমি বসে দোকানদার ।
তুমি দোকান তুমি দ্রব্য তুমি খরিদদার ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌যে নবি করবেন পার

নবির বংশধর তথা সম্যক গুরু সর্বযুগে আপন মিশন নিয়ে তাঁর রেসালত ও বেলায়েতের অর্থাৎ প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে জগতে বিরাজমান আছেন। বাইরের দৃশ্যমান আকার আকৃতিতে পৃথকবোধ হলেও তাঁর নূরময় মূলসত্তা নবিসত্তারই মূর্ত বিকাশ। স্বয়ং তিনি আদিতে, অন্তে, গোপনে ও প্রকাশ্যে মানুষকে হেদায়েত তথা মুক্তির পথ দেখাতে যুগে যুগে সম্যক গুরুরূপে জায়মান।

যে নবি করবেন পার
জিন্দা সে চারযুগের উপর।

▌যে নামে শমন হরে

কামেল মোর্শেদের আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর গুণরাজি দ্বারা আপন স্বভাব চারিত্র শুদ্ধ ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারলে সেই ভক্তের অকৃতকার্য মৃত্যু তথা অপমৃত্যু আর হবে না, মৃত্যু তাকে বলে কয়ে আসতে হবে। কারণ গুরুভক্ত সাধক প্রাকৃতিক মৃত্যুর বহুপূর্বে দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য থাকতেই মানসিকভাবে মৃত্যুকে সাধনার মাধ্যমে বরণ করে দেহবন্ধন থেকে চিরমুক্ত হয়ে যান।

যে নামে শমন হরে
তাপিত অঙ্গ শীতল করে
ভববন্ধন-জ্বালা যায় গো দূরে জপো ওই নাম দিবারেতে।
আমার মুর্শিদ বিনে কী ধন আর আছেরে মন এই জগতে ॥

▌যে নিরঞ্জন সেই নূরনবি নামটি ধরে

আল্লাহকে নিরঞ্জন নিরাকার বলে যে বৈদিক ধারণা বামুন-মুন্সি-কাঠমোল্লাদের ভ্রান্ত প্রচার দ্বারা বিশ্বে জারি রয়েছে হাজার বছর ধরে শাঁইজি তা সম্পূর্ণ খারিজ করে দেন। নূরনবি স্বয়ং নিরঞ্জন। আকারসাকার ব্যতীত নিরাকারের প্রকাশ ও বিকাশ জগতে হতেই পারে না।

▌যে নূরে নবি পয়দা সেই নবির তারিক জুদা

নবি সৃষ্টির মধ্যে আসেন আল্লাহর পাক জাত নূর হয়ে। তাঁর পন্থা বা তরিকা সাধারণ মানুষের ধারণাতান্ত্রিক বিভ্রম থেকে একবারেই ভিন্ন। বাহ্য নূরের সমগোত্রিয় অর্থাৎ খাক নূর নয় গুরুর মোহাম্মদী নূর। আত্মদর্শনের মাধ্যমে লব্ধ মূলসত্তার অখণ্ড নূর এবং দেহমনের খণ্ডিত স্থূল নূর সম্পূর্ণ বিপরীত।

▌যে নূরে নূরনবি

আল্লাহর জাত নূর থেকে নূরনবির উদয় যাঁকে কোরানে 'নূরে মোহাম্মদী' আখ্যায়িত করা হয়েছে। নবির নূর থেকে সমগ্র সৃষ্টি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌যে পথে যার মন হলো ভাই

পাত্র তথা চরিত্র অনুসারে একই গুরুর ভক্তদের মধ্যে সাধনার পদ্ধতিগত পার্থক্য সর্বযুগে ছিলো, ভবিষ্যতেও থাকবে।

কেউ গুরুর বহিরাঙ্গিক দেহকেই আল্লাহর আকারসাকার দেহরূপে ভজনপূজন করেন। যাকে শাঁইজি বলেন সফিনার ভেদ। আবার কেউ গুরুকে রক্তমাংসের দেহরূপে মানে জীবসন্ন্যাসীরূপে বিশ্বাস না করে তাঁর স্থূলদেহ ভেদ করে অন্তর্লোকের রহস্যে তথা চেতনার অসীম রাজ্যে প্রবেশ করে নূর মোহাম্মদে বিলীন হয়ে ফানা ফিল্লাহ্ থেকে বাকা বিল্লাহ্য় পৌঁছে যান। একে বলা হয় সিনার ভেদ। সোজা কথায়, যার যেমন ভাব তার তেমনই লাভ।

সিনার ভেদ দিলাম সিনায়
সফিনার ভেদ সফিনায়
যার যে পথে মন গেলো ভাই সে-ই সে পথে দাঁড়িয়েছে।

মুর্শিদের ঠাঁই নে নারে তাঁর ভেদ বুঝে ॥

▌যে পিতা সেই তো পতি

সম্যক গুরু ভক্তের পিতা ও পথস্বরপ আদম সফিউল্লাহ। গুরু নানক বলেন এভাবেঃ তুহি মাতা, তুহি পিতা, তুহি বান্ধব, তুহি ভ্রাতা।

AMARBOI.COM

▌যে ভজে সে হবে মকবুল

সম্যক গুরুর চেহারার মধ্যে রসুল ও আল্লাহর চেহারা দর্শন করে যে ভক্ত নিরন্তর তাঁর একনিষ্ঠ উপাসনা করেন, তাঁর ভক্তিই গুরুর কাছে অবিলম্বে গৃহীত হয়। শাঁইজির ঘরে প্রেমভক্তির তুলনায় অন্য সকল সাধনপদ্ধতি তুলনায় চরম দুর্বল।

▌যে ভাব গোপীর ভাবনা

গোপী সব সময় গোপনে মানে অন্তরে গুরুরূপ সাধনায় ডুবে থাকা প্রেমসাধক। গুরুর সাথে আশেক ভক্তের যে সম্বন্ধ বা লেনদেন তা মোটেও সামান্যজ্ঞানে জানা যেতে পারে না। বিশেষ সাধন পদ্ধতি দ্বারাই গোপীর কৃষ্ণভজন আত্মদর্শনীয়।

রস বা ভাব থেকে রাগ বা প্রেমের উৎপত্তি। সম্যক গুরু কৃষ্ণ বা কর্ষণকারীরূপে শতকোটি গোপীর সাথে রসরঙ্গে রসিক নাগর হয়ে নিত্য বিহার করেন।

শতকোটির গোপীর সঙ্গে।
কৃষ্ণপ্রেম রসরঙ্গে॥

▌যেমন গাছ বীজ অঙ্কুর এই মতো ঘুর

গাছ থেকে বীজ হয়। বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম। আল্লাহর নূরবিন্দু বা বীজরূপ থেকে নবিদেহ বৃক্ষের বিকাশ প্রকাশ। নবিবৃক্ষ থেকে আবার বীজ হয়ে অঙ্কুর মানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবুয়তের সর্বকালীন ধারা অবিরাম বহমান রয়েছে জগতে। তাই আল্লাহ ও নবির মূলসত্তাগত এককত্বের উপমারূপে বীজ, বৃক্ষ ও অঙ্কুরের অখণ্ড সামগ্রিকতা শাঁইজি অভিব্যক্ত করেন।

▌যেরূপ মুর্শিদ সেইরূপ রসুল

আপন মোর্শেদের চেহারার মধ্যে রসুলাল্লাহর চেহারাই অভিব্যক্ত। সম্যক গুরুকে সর্বকালীন ও সর্বজনীন সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন বলে ধারণা করলে তার দুর্ভাগ্যের আর শেষ থাকে না। আল্লাহ, রসুল ও আপন গুরু এক এবং অবিভাজ্যথ–একথা কোরানের।

▌যৈছে

যেমন, যেরূপ। হিন্দি-উর্দুভাষার এমন বহু ভারতীয় শব্দ শাঁইজি উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে নদীয়ার শুদ্ধ বাংলাভাষা প্রধান আপন কালামে ঠাঁই দিয়েছেন।

▌যৈছেরে বিজরী

বাইরের মেঘমন্দ্র আকাশে যেরূপ বজ্রপাতের সময় মেঘের ঘর্ষণ ও ফাটল থেকে বজ্র বা বিজলির ঝলক দেখা যায় তেমনই সাধকের চিত্তাকাশে জ্ঞানস্বরূপ আত্মদর্শনকালে নূরে মোহাম্মদীর জ্যোতিচ্ছটা বিকাশ ঘটে থাকে।

রসুল মানুষের সঙ্গে নিলে ভয়-যাতনা যেতো দূরে ॥

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌র▐

▌রও শচীমাতা গৃহে গিয়ে আমারে বিসর্জন দিয়ে

সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের উদ্দেশ্যে সংসারধর্ম ছেড়ে পথে বের হওয়ার সময় শ্রীচৈতন্য তাঁর জননীকে উদ্দেশ্যে করে বলেছেন:

রও শচীমাতা গৃহে গিয়ে
আমারে বিসর্জন দিয়ে

▌রসুলরূপে প্রকাশ রব্বানা

রসূলরূপে আল্লাহসত্তার প্রকাশ বিকাশ সম্বন্ধে ফকির লালন শাঁইজি তাঁর অসংখ্য কালামে রসূল এবং খোদার খণ্ডতাহীন অভেদ সম্বন্ধের অবস্থান শনাক্ত করে বলেন:

যে মুর্শিদ সেই তো রসূল
ইহাতে নাই কোনো ভুল
খোদাও সে হয়।
এমন কথা লালন কয় না কোরানে কয়॥

AMARBOI.COM

▌রসুল বলে এই দুনিয়া মিছে ঝকমারি

আল্লাহর একজন প্রতিনিধিত্বশীল সত্তার কাছে দুনিয়ার মানে ভোগলিপ্সু জিহ্বা এবং স্থূললিঙ্গের বাহাদুরিকে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন।

▌রসূল

কেন্দ্রবিন্দুতে থাকার যে পদ্ধতি তাহা যিনি নিজের জীবনে পদ্ধতিস্থ করিয়াছেন তিনি রসূল। রসুল অর্থ প্রতিনিধি। কোরানের পরিভাষাগত অর্থে আল্লাহর প্রতিনিধি অথবা কোনও নবীর মনোনীত প্রতিনিধি। নবীর প্রতিনিধিত্ব করা আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের সামিল। প্রত্যেক নবী একজন রসূল কিন্তু প্রত্যেক রসূল নবী নহেন। মহানবী ব্যতীত নবীগণ প্রথমত রসূল ছিলেন, তারপর নবী হইয়াছিলেন। উৎস: সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশ্‌তী ॥ কোরানদর্শন, প্রথম খণ্ড, শব্দসংজ্ঞা পৃ.২২।

▌রাইসাগরে নামলো শ্যামরাই

শ্রীরাধিকার ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের কর্ষণকর্ম করা বোঝায়। নিম্নগামী বিন্দুকে উর্ধ্বগামী করার প্রাণায়াম তথা নাড়ি শুদ্ধিক্রিয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌ রাধানগরে ঘুরি সবে বনে বনে
ইন্দ্রিয় পরিপালনকারী সত্তাসমূহ দ্বারা দেহভ্যান্তরে ঘুরে বেড়িয়ে আপন গুরসত্তার অন্বেষণে লিপ্ত থাকা।

▌ রাখাল: যিনি রাখেন তিনিই রাখাল। ইন্দ্রিয় পালনকারী কর্তাসত্তা অর্থাৎ কামেল মোর্শেদরূপে গোপালকেই রাখাল বলা হয়েছে।

▌ রাখাল অলি
অলি মানেই হচ্ছে জীব, জীবজ্ঞানের প্রতিনিধিত্বকারী সার্বিক লা সত্তা। মূলসত্তা যিনি তাঁর অধীন মানুষদের হেদায়েত ও হেফাযত করে থাকেন তিনিই শাঁইজির রাখাল।

▌ রাখালে ফল খেয়ে মিঠে হলে গোপালকে খাওয়ায়
ইন্দ্রিয় পালনকারী সত্তা তার আপন গুরুকে কোনোকিছু দেবার ক্ষেত্রে প্রথমে নিজেই সেই বস্তুর গুণাগুণ পরখ করে নেন।

▌ রাগ
রাগ কথাটির অনেকগুলো অর্থ রয়েছে; যেমন: রঞ্জন, রঞ্জিত করা, রঞ্জনসাধন, অরুণিমা, অনুরাগ, প্রেম, প্রণয়, রস, ক্রোধ, মাৎসর্য্য, চন্দ্র, কাম, বিরাগ ইত্যাদি। কিন্তু এখানে শাঁইজি রাগ বলতে শ্রীমতি রাধিকার প্রণয় ও রসোদ্ভবের কথা বুঝিয়েছেন।

AMARBOI.COM

▌ রাত্রদিনে
রাত্র হচ্ছে মানুষের অন্তরে শ্রীচৈতন্যহীন অবস্থা আর দিন হচ্ছে চৈতন্যের সংস্থিত অবস্থা। সূর্য বিনে জীবনেরই অস্তিত্ব নেই। অতএব সূর্যই এখানে শ্রীচৈতন্যের প্রতীকী প্রকাশ।

▌ রাধতে বসি কালা তখন বাজায় বাঁশি
রাধা যখন নিজ ইন্দ্রিয়সমূহের উপাদানগুলোকে আয়োজন করেন তখন মূলাধার চক্র থেকে বিন্দুর স্ফুরণ বা জাগরণময় অবস্থাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

▌ রাধা
রাধাকৃষ্ণলীলার মধ্যে অপবিত্র কিছু নেই। রাধা হচ্ছেন ভক্ত আর শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমাত্মা। রাধাকথার অর্থ হলে 'রা' মানে লাভ করা, গুরু প্রাপ্তি দ্বারা মুক্তি লাভ করা; 'ধা' মানে ধাবিত হওয়া–উর্ধ্বমুখি মুক্তির দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিটি মানবদেহের মধ্যে বিন্দু ধারণের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত বিন্দুর উর্ধ্বগামী অবস্থা। পতনোন্মুখ বিন্দুধারাকে সাধনার মধ্য দিয়ে উল্টে দিলে হয় রাধা। আবার যিনি সম্যক গুরুর আরাধনা করেন তেমন ভক্তও সাধূর চোখে রাধিকা বা আহাদসত্তা।

▌রাধার কতো গুণ নন্দলাল তা জানে না

একমাত্র কৃষ্ণের কাছে রাধার প্রকৃত গুপ্তরূপ প্রকাশিত হয়ে থাকে স্বরূপ দর্পণে।

▌রাধার তুলনা পিরিত সামান্য কেউ যদি করে

রাধা হচ্ছেন ক্ষেত্র। যিনি কৃষ্ণের জন্যে নিজেকে ক্ষয় করে প্রেমসুধারস উৎপন্ন করেছেন। সে কারণে রাধার বিশেষ আরোহী ধারার সাথে অবরোহী সামান্য ধারাকে কেউ যদি তুলনামূলক সম্পর্কের মানদণ্ডে বিচার করতে যায় তবে সে ছারখার হতে বাধ্য।

▌রামানন্দ

রামানুজের শীর্ষমণ্ডলীর অন্যতম। পরবর্তী কালে রামানন্দ নিজেই একটি সাধক সম্প্রদায়ের গুরু হন। কবীর তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত।

একদা দীর্ঘকাল ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরে রামানন্দ যখন গুরুকুলে চলে আসেন তখন কতিপয় ভাই বললো: তুমি অনেক তীর্থ ভ্রমণের সময় নিশ্চয়ই নানাজনের হাতে রান্না করা খাবার খেয়েছো। তোমাকে সে কারণে অবশ্যই এখন দেহশুদ্ধি করে এখানে ফিরে আসতে হবে। হৈ থেকে কিন্তু রামানন্দ আর তাঁর গুরুকূলে ফিরেননি। কারণ তিনি চতুর্বর্ণ ব্যবস্থাসহ আরো অনেক প্রথাগত অন্ধ বৈদিক আচার মোটেও বিশ্বাস করতেন না তাই মানতেন না।

▌রামানন্দ দরশনে যাবো আমি কার বা সনে

রামানন্দের ভেতর যেমন 'আদি ধরন' ভাব জাগ্রত হবাব কাল, জাগ্রত সত্তার ভেতরেই তিনি ছিলেন। তেমনি শাঁইজির ভেতরেও রামানন্দ ভাব জাগ্রত হয়েছে এবং তিনি সেই জাগ্রতভাব নিয়ে কোথায় যাবেন এ প্রশ্ন তুলেছেন।

▌রুহ সেই কেতাবে শুনিলাম ভাই

'সাধক-নফস'-এর উপর মোহাম্মদী নূরের একটি বিকাশের অবতরণকে রুহ বলে। রুহ নাজেল হইলে উহা নফসের উপর কর্তা হয়ে যায়। রুহ সৃষ্টির অন্তর্গত নহে, উহা সৃজনীশক্তির অধিকারী। রুহ রহস্যময়। উহার পরিচয় ভাষায় ব্যক্ত করা দুরুহ। রুহপ্রাপ্তির দ্বারা আত্মপরিচয়ের পূর্ণতা আসে। প্রভুগুরুর ভাবমূর্তি (ইমেজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অব লর্ড গুরু) সাধকের আপন চিত্তের উপর নূরে মোহাম্মদীর অধিষ্ঠানকে 'রুহ-নাজেল' বলে। উৎস: সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী ॥ কোরানদর্শন, প্রথম খণ্ড পৃ.-২০।

▌রূপ সনাতন উজির ছিলো প্রেমে মজে ফকির হলো

রূপ সনাতন শ্রীচৈতন্যের পরিষদের একজন। যিনি প্রথমে হোসেন শাহের উজির মানে মন্ত্রী ছিলেন। রূপ সনাতন পরবর্তী কালে শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়ে ফকির হয়ে যান।

▌রোজা আর নামাজ

লোকাত্তরদর্শনে তথাকথিত ওয়াক্তিয়া নামাজ-রোজা লোভ দেখানোর চর্চা বৈ অন্য কিছুই নয়। রোজা মানে নিয়ত বেঁধে দিনে উপবাস থাকা। দিনের বেলা উপবাস থাকা অনেকটা বাদুড় স্বভাবের মতো। আর বৈদিক নামাজ কর্মটি পাঁচবেলা পশ্চিমমুখি কাবাকে কেন্দ্র করে সেজদা, নিয়ত, সুরাপাঠের মাধ্যমে হয়ে থাকে।
আল কোরানে রোজা শব্দটিকে সিয়াম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছ। সিয়াম মানে উপবাস নয়, সার্বক্ষণিক সংযোগ বোঝায়। আর সালাত শব্দটিকে বোঝানো হয়েছে সালাত হিসেবে, সালাত মানে দেহমনে সার্বক্ষণিক ধ্যানে একাগ্র থাকা বোঝায়।

▌রোযা রাখো নামাজ পড়ো কলেমা হজ জাকাত করো

সিয়াম, সালাত, জাকাত ও হজ্জ করতে বলা হয়েছে। পূর্বেই আমরা সিয়াম ও সালাতের অর্থ জেনেছি। 'কলেমা' হচ্ছে লা ইলাহা তথা সার্বিক লা সত্তার সাধনা করা। আর জাকাত শব্দটি দেহমনের উদ্বৃত্ত অংশকে বিতরণ করে দেয়া বোঝায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌ল▐

▌লয়ে গোধন গোষ্ঠের কানন চলো গোকুলবিহারী

দেহভুবনে আপন ইন্দ্রিয় পালনকর্তাকে নিয়ে সম্যক গুরু পালনকর্তার অতীন্দ্রিয় জ্ঞানরাজ্যে বিচরণ করা।

▌লয়েছি এই গলে গৌরচাঁদের ফাঁদ

গৌরচাঁদ মানে আপন দেহের বিকশিত বিন্দু যাকে বাক্যে প্রকাশ করে এক প্রকার স্থূল মহত্ব প্রকাশ করা হচ্ছে।

▌লা ইলাহা কলেমা পড়ো

'লা ইলাহা' মানে 'নেই আজীবন কোনো নারী ইলাহ্' অর্থাৎ সার্বিক 'লা'সত্তা। সেই 'লা' মানে অধর সত্তাকে আপন শ্বাসের মধ্যে গুরজ্ঞানে ধারণ করাই সাধকের কলেমা পাঠ। শাঁইজি বলেন:'লা ইলাহা কলেমা পড়ো নবির দ্বীন ভুলো না'।

▌লাকুম দ্বীনুকুম

'তোমার কাছে তোমার ধর্ম, আমার ধর্ম আমার কাছে'–মহানবির ফরমান। শাঁইজি তাঁর এক কালামে বলেন: 'সবে কি হবে ভবে ধর্মপরায়ণ / যার যা ধর্ম সে তাই করে তোমার বলা অকারণ'।

মহানবি জীবনের প্রথম ও অন্তিম হজে বলেছিলেন:' ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না। ধর্মে বাড়াবাড়ির কারণে জগতের অনেক সভ্য জাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে'। গত দেড় হাজার বছরে কে শুনেছে সেকথা?

▌লাম

মোহাম্মদী সত্তার মধ্যবর্তী স্তর, 'আলিফ লাম মি'এর তিন বিকাশমান স্তরের মধ্যবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা।

▌লালন

'লা'কে যিনি আপন মূলসত্তায় সার্বিকভাবে 'লন' তিনি লালন। লা মানে না। কিন্তু সাধারণ জগতের নিগেটিভ অর্থাৎ নেতিবাচক অর্থে কখনোই নয়। সাধকের পজিটিভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা ইতিবাচক 'লা'কে যিনি নিজ দেহমন ও আচরণে আয়ত্ত করেন। কোরান 'সূরা আর রহমান'এ বলছেন: সুতরাং তোমাদের দুইয়ের রবের কোন আপন সার্বিক লা এর সহিত মিথ্যা আরোপ করিবে? সুফি সদর উদ্দিন আহ্মদ চিশতী 'কোরানদর্শন'এ বাক্যটির যথার্থ ব্যাখ্যা দিয়েছেন: 'যিনি কামেল গুরু তিনি লা মোকায় অবস্থান করেন। তাঁহার সপ্ত ইন্দ্রিয় দ্বার পথে দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি রূপে যাহা কিছু তাঁহার সত্তার নিকট আগমন করে তার কোনোটিই তাঁহার মনের মধ্যে মোহের দাগ কাটিতে পারে না অর্থাৎ তাহাতে কোনোরূপ শেরেক উৎপাদিত হয় না। তাই তিনি জন্মমৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং দেহমনকে আপন সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন, অতএব কালজয়ী মহাপুরুষ হইয়াছেন'।

'আলা-ইহার অর্থ নেয়ামত নয়। 'আলা' অর্থ আমিত্বের লা অবস্থা অর্থাৎ না অবস্থা। বড় মদ স্থাপন করিয়া এই লা অবস্থার চিরস্থায়িত্ব এবং বিস্তার বুঝান হইয়াছে। কামেল গুরুর অপর নাম ফাতেরিস সামাওয়াতে অল আর্দ অর্থাৎ মন ও দেহ বিচূর্ণকারী। কামেল গুরু আপন অস্তিত্ব হইতে দেহমন বিচূর্ণ করিতে পরিয়াছেন বলিয়াই শিষ্যগণকেও সেই পথে পরিচালনা করিবার পূর্ণযোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন। এইরূপে কামেল গুরুর কোনও লা-অবস্থার সঙ্গেই মিথ্যা বা শেরেকের কোনও রূপ যোগ থাকে না। কামেল মোর্শেদের আপন ইন্দ্রিয় পথে যে সকল ধর্মরাশি মস্তিষ্কে আগমন করে তাহার প্রত্যেকটির মোহ তিনি ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম মোহশূন্য অবস্থায় বিরাজ করেন। সুতরাং তাঁহার কোনও বিষয়ের সঙ্গেই মিথ্যা বা মোহ যুক্ত হইতে পারে না। শেরেকশূন্যতাই রবের আসল পরিচয়'। দ্রষ্টব্য: সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী ॥ সূরা আর-রহমান, কোরানদর্শন, তৃতীয় খণ্ড, 'পৃ. ১২৮।

▌লালন কয় জাতের কী রূপ দেখলাম না এই নজরে

কোরান বলছেন বিশ্বের সকল মানুষ একই নারী ও পুরুষ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সবই অখণ্ড এক মানব জাতি। কোরানের সর্বকালীন ও সর্বজনীন 'এক'সত্য বা তৌহিদতত্ত্ব আবার শাঁইজি ব্যক্ত করেন যখন বৈদিক জাতপাতকুল বিচারের ভাগাভাগিতে ফেলে বৈদিক ভেদনীতিকে ব্রাহ্মণ্যবাদ জগদ্দল পাথরের তো আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়। এখানে শাঁইজি বৌদিক চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার যে করণ তার যৌক্তিক ভিত্তিক খুঁজে না পেয়ে বাতুল হিসেবে চিহ্নিত করছেন।

▌লালসার থলি

সাতটি ইন্দ্রিয় দুয়ার দিয়ে সংগ্রহ করা অসাধক লোকের বিষয়মোহ জমা হয় মনের মধ্যে। এদের মনটাই বিষয়-বিষের থলে। বাইরে জল দিয়ে দেহ ধুয়ে কি মনের ময়লা সাফ কখনো হয়? সমাজের কাঠমৌলভি ধার্মিকগণ চব্বিশ ঘন্টা লোভ লালসার থলিকে মনে মনে প্রশস্ত করার কর্মেই বস্তুত ব্যস্ত থাকে। পাঁচবেলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামাজের আগে অজু করে হেপাপ সাফ হয় নাথ–সেকথাই শাঁইজি স্পষ্ট জনান: 'ভেতরে লালসার থলি উপরে জল ঢালাঢালি'।

▌লা শরিক জানিয়া তাঁকে

সম্যক গুরু সর্বদা লা মোকামে বাস করেন। তাঁর মধ্যে ফানা বা বিলীন হয়েই তাঁকে খুঁজে নিতে হয়। এখানে লা মোকাম দিয়ে মানুষের গুরুসত্তার বিভিন্ন অঙ্গে প্রত্যঙ্গের সঙ্গে আবিরাম সম্বন্ধ বিকাশের নাম মানে লা'র মধ্যে লীন হয়ে যাবার তাগিদ দেন শাঁইজি। গুরুজ্ঞান অর্জনের পূর্বে তাঁর ভেতর বহির সার্বিক লা অবস্থায় গুকুকে জেনে ভজন করার কথা বলা হয়েছে।

▌লায়েক

যার মন যেমন তার গুরুও মেলে তেমনই । আবার একই গুরুর অনুসারীদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য রয়েছে নানাভাবে। যে যতোটুকু জ্ঞানের লায়েক বা উপযুক্ত তাকে তিনি ঠিক ততোটুকু জ্ঞানের পথে এগিয়ে যাবার পালনীয় শরিয়ত বা বিধান দান করে থাকেন।

▌লীলা

দেহকে প্রকৃতি ভেবে আপন বিন্দুসত্তাকে বিভিন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গের সাথে অবারিত করার নাম।

AMARBOI.COM

▌লীলাকারী তাঁর অংশকলা

স্থূলসত্তা সূক্ষ্ম মূলসত্তার অংশ। লীলাকারীকে সার্বিক লা'র অংশ হিসেবে বিবেচনা করা।

▌লীলা দেখে কম্পিত ব্রজধাম

শ্রীচৈতন্যের ভেদহীন সার্বিক লীলা দেখে ব্রজকুলে জাত হারাবার আতঙ্কবোধ।
লীলা দেখে কম্পিত ব্রজধাম।
রাধার মান ঘোঁচাতে যোগী হলেন শ্যাম ॥

▌লুকাবে কোন্ বন মাঝে

নিজ দেহভাণ্ড ব্যতীত বিন্দুর কোথাও হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। আপন দেহের বাইরে সাধনার রাজ্যে আর কোনো বৃন্দাবন নেই।

▌লুটবি মজা মনের মতো

বৈদিক বর্ণ ব্যবস্থা মেনে নিয়ে পরমসত্তার উপর লাঠি ঘোরানো বোঝাতে এমন বাক্যের অবতারণা শাঁইজি করছেন:'আর কি হবে এমন জনম লুটবি মজা মনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতন'। কিন্তু অর্থান্তরে আবার দেখা যাচ্ছে, বিন্দুকে স্থূল অর্থে বর্তমান সত্তায় ভোগ করাও মনের মতো ভোগবাদের খপ্পরে পড়া।

▌লুটাও গুরুর চরণতলে

গুরুর চরণের ভেতর আপন আচরণকে বিলিয়ে দেবার মধ্য দিয়ে নিজসত্তার নীরে 'অসীম পানি' তথা বীর্যকে সংরক্ষিত করে রাখা।

▌লেহাজ

ভক্তির মাধ্যমে অর্থাৎ অখণ্ড সত্তার কাছে আপন খণ্ড সত্তাকে বিলীন করে সত্য জেনে নেয়ার নিগূঢ় বিষয়।

▌লেহাজ করে জানতে হয়

শুধু প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে কখনো শাঁইজির মহাজ্ঞানের আশেপাশেও ঘেসা যায় না। সম্যক গুরুর কাছে সত্তার সার্বিক ভক্তিপূর্ণ আত্মসমর্পণ দ্বারা হাতে কলমে গুরুপাঠ নেওয়া ব্যতীত শাঁইজির সূক্ষ্মজ্ঞান কেউ লাভ করতে পারে না।

পড়ে ভূত আর হোস নে মনুরায়।
কোন হরফে কী বেদ আছে লেহাজ করে জানতে হয় ॥

AMARBOI.COM

▌লোভ লালসে

বিন্দুর তাড়নায় পড়ে বাক্ ও সৃজনক্ষমতা দুটোকে হারিয়ে ফেলার পরিণাম বোঝাতে সাধারণের জন্যে শাঁইজি এ বাক্যটি সামনে রেখে বলেছেন:

কোনদিন পবন বন্ধ হবে
এই দেহ শ্মশানে যাবে
কোঠা বালাঘর কোথা রবে কার
লোভ লালসে কেবল দুকুল হারায় ॥

▌লোহার কাছে জানা গেলো

পরশপাথরের স্পর্শে লোহার গুণ আমূল পাল্টে যাওয়া মানে স্বর্ণে উত্তীর্ণ হওয়া। তেমনি শিষ্য সামান্য হয়েও গুরুকে মহাজ্ঞান করার মধ্য দিয়ে বিশেষ ভাবময় হয়ে উঠার দৃষ্টান্ত পাওয়া গেলো।

▌লক্ষ লক্ষ তারা

সম্যক গুরুর এক অখণ্ডদেহে সকল মহাপুরুষের গুণরাজি বিকাশমান। নবির আদর্শিক গৃহ মানে আহলে বাইত তথা পাক পাঞ্জাতনের সর্বকালীন উপস্থিতি। নূরে মোহাম্মদীর দ্বারা অসংখ্য উলিল আমরের সৃজনক্রিয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌শ ▐

▌শক্তিতে উদয় শক্তিতে সৃজন

সূর্যের সাথে যেমন ব্রহ্মমণ্ডলের উদয় হয় তেমনি তার অনুপস্থিতিতে ব্রহ্মমণ্ডলের অস্ত হয়। কিন্তু মানুষের ভেতরে যে ব্রহ্মের উদয় তা কিন্তু সূর্য নিরপেক্ষ অবস্থায় থাকে। সে কারণেই দেহাভ্যন্তরে আলো এবং আধারের বালাই নেই। অহর্নিশি বাক সৃজন ক্ষমতাধারী। ব্রহ্ম মানে শক্তিবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করলেও ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে না।

▌শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পঞ্চেতে হয় নিত্যানন্দ

এই পাঁচ গুণের মাধ্যমেই নিত্যানন্দের কাঠামোটি নির্মিত। প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের উপর যিনি বিজয়ী তিনি নিত্যানন্দ।

▌শম্ভুরস

শিবরস বা গুরুজ্ঞান। মস্তিষ্কের কশেরুকা অংশে সঞ্চিত এ রস পান দ্বারা সাধক ভব ক্ষুধাতৃষ্ণা জয় করেন।

AMARBOI.COM

▌শশী

চাঁদ, চন্দ্রমা, শশধর, শশাঙ্ক, মৃগাঙ্ক, ইন্দু, নিশাকর, বিধু, সুধাংশু, হিমাংশু, সুধাকর, সোম। দেহমধ্যে সম্যক গুরুর বিকশিত পুরুষসত্তা।

▌শ্মশানবাসী হয় দেবের দেব শিব পঞ্চাননে

শ্মশানবাস মানে যে স্থানে মৃতবস্তু রাখা হয় তথা দাহ করা হয় সেই স্থানের অধিবাসী। শিব নিজেও হচ্ছেন শব। শব্দের মাধ্যমেও দাহকৃত অবস্থা বোঝায়। 'পঞ্চানন' বলতে পাঁচমাথা বিশিষ্ট কার্তিকসত্তা। পঞ্চবাণকে আবার সাধনতত্ত্বে পঞ্চানন বলে। পঞ্চবাণ হচ্ছে মদন, মাদন, পোষণ, স্তম্ভন, মোহন।

▌শ্মশানে মশানে করে খেলা

'শব'এর মধ্যে যে সত্তার আনাগোনা তাকেই শ্মশান বলা হয়। অন্যদিকে মশান হচ্ছে প্রেতাত্মদের দেবতা যিনি শ্মশানে থাকেন। হিন্দু পুরাণের এ দেবতার বিলুপ্তি ঘটে গেছে। কোথাও এর ব্যবহার দেখা যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌শরিয়ত

নবি দাতা হিসেবে যে সাধনতত্ত্ব দান করেছেন তার চারটি স্তরের প্রথম। শরিয়ত মানে আইন, বিধি-বিধান, যা গুরু তাঁর শিষ্যকে প্রদান করে থাকেন।

▌শয়তান

শয়তানের ইংরেজী হচ্ছে Satan কিন্তু ফকিরি মতে, সকল প্রকার দুঃখভোগের একমাত্র কারণ হলো শয়তান। এখন শয়তান কী? মানুষের আমিত্বই শয়তান। 'আমি ও আমার' ইহাই শয়তানের কথা আমিত্বের আশ্রয়ে থাকা জাহান্নাম। আল্লাহ আশ্রয়ে থাকা জান্নাত। যে যত বেশি আমিত্ব প্রকাশ করে সে তত বেশি জাহান্নামের গভীরে বাস করে। উৎস: সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী ॥ কোরানদর্শন ॥ প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭।

▌শাঁই

বিন্দু। কৃষ্ণ। শ্রীচৈতন্য। শ্বাসপ্রশ্বাস। শাঁইর লীলা বুঝবি ক্ষ্যাপা কেমন করে; মানে শ্বাস-প্রশ্বাসের নিজস্ব ব্যাকরণ কিভাবে জানা যাবে? আমরা নাসিকা দিয়ে যে শ্বাস নিই সেই শ্বাস হচ্ছে বাতাস। সাধন শব্দে বলা হচ্ছে হাওয়া। হাওয়াকে দমের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করলে শরীর আদমময় হয়ে উঠে। আদমই হচ্ছেন শাঁই।

▌শাঁই নিরাকারে ভেসেছিলেন একেশ্বরে

মানুষ বা প্রাণী জগতের রূপ ধরে চৈতন্যসত্তায় বিন্দুর একাকীত্ব অবস্থা। আমাদের ভেতর ভাষার মাধ্যমে যে ভাব প্রবেশ করে সেই ভাবনায় এবং ভাব কিন্তু নিরাকার অবস্থাতেই বিরাজিত।

▌শালগ্রাম

বিষ্ণুর প্রতীকরূপে পূজিত গণ্ডকী নদীজাত শিলা। শাঁইজির ভাষায় শালগ্রাম হলো সেই দেহ যা সাধন ভজনে অলস ও স্থূল।

▌শাস্ত্র

যা দ্বারা শাসন ও শিক্ষাদান করা হয়। অনুশাসন গ্রন্থ। ধর্মগ্রন্থ।

▌শিব

যা সুন্দর তাই শিব। 'শিব' মানে প্রভুস্থানীয় ব্যক্তি যাঁকে কোরানে 'মাওলা' অর্থাৎ প্রভু অথবা উলিল আমর অর্থাৎ কার্য নির্বাহক ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী ॥ কোরানদর্শন, প্রথম খণ্ড।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌শিমুল ফুল
তুলাগাছের অতি আকর্ষণীয় বর্ণের ফুল। কিন্তু সাঁইজির ভাবধারায় মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী বিষয়মোহের আকর্ষণ।

▌শির
মস্তক বা মাথা। দেহশীর্ষ বা দেহচূড়া। উপরিদেশ বা অগ্রদেশ। ভাবনা চিন্তার মূলকেন্দ্র; দেহ নিয়ন্ত্রক। বল বীর চির উন্নত মম শির।

▌শিন্নি
লোকাচারী ধার্মিকেরা আল্লাহর কাছ থেকে দয়া লাভের জন্যে সাধনা না জেনে স্থূলবস্তু মানে আটা, ময়দা, চালের গুড়ো, চিনি, নারকেল, কলা, ইত্যাদির মিশ্রণে পায়েশ তৈরি করে পীরের দরগা বা মসজিদে বিলি করে।

▌শিরিক
সংযুক্তি; কিছুর সঙ্গে শরিক হওয়া; মনের অংশীবাদ। গায়রাল্লাহর সঙ্গে অর্থাৎ গুরু ব্যতীত অন্য কিছুর সঙ্গে মন সংযুক্ত বা সম্পৃক্ত হলে কোরানে সেই মনকে 'মোশরেক' বলে। জিন ও মনুষ্য জাতির মধ্যে শেরেকের এ অপরাধ ব্যাপক ও সূক্ষ্মভাবে বিরাজ করে। সকল প্রকার পাপের মূল উৎস হলো এই শোর্ক। গুরুতর অপরাধ।

AMARBOI.COM

▌শিষ্য
সম্যক গুরুর আদর্শিক ভক্ত, তাঁর করণের অনুরণকারী।

▌শ্রীদাম
শ্রীদাম তথা শ্রীধাম। শ্রী মানে লক্ষী বা রাধাসত্তা আর ধাম বলতে তাঁর দেহকেই বোঝানো হয়েছে।

▌শ্রীদাম বলে নেবো খুঁজে লুকাবে কোন বন মাঝে
প্রকৃতি তার কর্তাসত্তা সম্পর্কে বলছে যে, তার থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া সে কোনো হারিয়ে যেতে পারে না। কারণ তার জন্য শ্রীধাম ব্যতীত কোনও প্রকার আশ্রয়মাত্র নেই। বন শব্দটি যেমন স্থানু হিসেবে বিবেচিত হয় তেমনি বনবাসজীবন ধারণ করার ক্ষেত্র হিসেবেই থাকে। কিন্তু শ্রীরাধিকার জন্যে কৃষ্ণের প্রয়োজন রয়েছে। অত্যাধিক আপন আলয়পূর্ণ করে তোলার জন্যেই প্রকৃতি সত্তার এই আকর্ষণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌শ্রীদামোক্তি

শ্রী হচ্ছে শ্রীচৈতন্য রূপ তথা বিন্দুমণি আর ধাম হচ্ছে তার দেহ তথা রাধাসত্তা। এমতাবস্থায় অখণ্ড চৈতন্যশক্তি থেকে উচ্চারিত বাণী।

▌শুক্র

পিতৃ বীর্যের অণুকণা, মানবদেহ সৃষ্টির উপাদান।

▌শুচি

বিষয়মোহের কালিমামুক্ত, পবিত্র, নির্মল, নির্দোষ, শুভ্র, অগ্নি।

▌শুদ্ধভক্তি

বিন্দুকে সংস্কাররাশি থেকে আলাদা করে মূলসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গুরু অংশের অংশী করে তোলাই হচ্ছে শুদ্ধিভক্তি।

▌শুনে আলী কহিছেন তখন

মেরাজ থেকে আগমনের পর মাওলা আলী যখন মহানবির কাছে আল্লাহর স্বরূপ জানতে চাইলেন তখন নবি বলেন তুমি যাকে 'আমি' বলছো আল্লাহর রূপটি তেমনই। শাঁইজি বলছেন:

শুনে আলী কহিছেন তখন দেখে এলেন আল্লাহ কেমন
নবি বলেন করো আমলঃ আমি বলো যারে।

▌শেরেক

লা সত্তার সাথে কোনো বস্তুর সম্পর্ক সৃষ্টি করে চিন্তা করার নাম শের্ক। গুরুকে সামান্যজ্ঞান করার মধ্যেও একই অর্থ আছে।

▌শোনায়ে লোভের ঝুলি নেবে না কাঁধের ঝুলি

ফকিরিতন্ত্রের দিকে মানুষকে ধাবিত করে নিজে ফকিরি মতে দীক্ষা না নেয়া বোঝায়।

▌শোণিত

মাতৃবীর্যের ডিম্বাণু যেখানে নিহিত থাকে। পিতৃ শুক্রাণুর সাথে মাতৃ শোণিতের ডিম্বাণু মিলিত হলে মানবদেহ সৃষ্টি হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌শ্যামচাঁদের উত্তম কী চাঁদ আছে আর

শ্যামচাঁদের পরিণত অবস্থা হচ্ছে গৌরচাঁদ। গৌরচাঁদ ব্যতীত শ্যামচাঁদ থেকে উত্তম কোনও চাঁদ নেই।

▌শ্যামরাই

অপরিণত বিন্দুর ধারক।

▌শ্যামরাধার যুগল চরণ

অনন্তসত্তার আচরণ গোপীগণের দ্বারে মানে মূলাধারে স্থিত হওয়া বোঝায়। অন্যসত্তা হয়েও, রাধা কৃষ্ণ এক হয়ে যান। অভেদসত্তায় বিরাজ করেন।

▌শ্যাম হয়ে বসবো রাধার ডানে

শ্যাম মানে কৃষ্ণদেহের অপরিণত ভাব। এই অপরিণত ভাব নিয়ে কৃষ্ণ রাধার ডানে বসতে চায়। কারণ ডান পাশে হচ্ছে ত্যাগের নাড়ি। দেহের ধারকদণ্ডে মানে মেরুদণ্ডের ভিতরে তিনটি সুক্ষ্ম নাড়ি আছে। যথা: ইড়া পিঙ্গলা, সুষুম্না। রাধার বামে যে নাড়ি সেটি হচ্ছে ভোগের। ডানের নাড়ি হচ্ছে ত্যাগের এবং মধ্যবর্তী নাড়ি হচ্ছে নিরপেক্ষ তথা জ্ঞান যা সার্বিক লা-এর নাড়ি।

AMARBOI.COM

▌শ্যামাঙ্গ গৌরাঙ্গ মাখা নয়ন দুটি আঁকাবাকা

শ্যামাঙ্গ হচ্ছে অপরিণত বিন্দুমণি। আর গৌরাঙ্গ হচ্ছে তারই পরিণতি যা পূর্ণরূপ। নয়ন দুটি আঁকাবাঁকা বলতে নিত্যানন্দের দ্বারের গঠনকে বুঝানো হয়েছে।

▌শ্যামের গুণ গোপীরাই জানে

বিন্দুর গুণাগুণ পরিপক্কতা সম্পর্কে তাঁদের ধারকগণই সম্যক অবগত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষ

ষড়দল
মানবদেহের স্বাধিষ্ঠান চক্রে অর্থাৎ লিঙ্গমূলে ষড়দল বা ছয়দল বিশিষ্ট পদ্মের স্থিতি। সাধক এখনে বিন্দু বা নূরের বিকাশ দর্শন করেন।

ষড়রসিক
ষড়দলে যিনি নূর সাধন সূচনা করেন তিনি ষড়রসিক। দেহে ষড়রসিক অম্ল, পিত্ত, তিক্ত, কর্ষায়, লবণ ও কটু এ ছয়ট রসের উদয়বিলয় সমন্বয় করে সূক্ষ্মদেহে উত্তীর্ণ হন।

ষড়ৈশ্বর্য
ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য।

ষড়ৈশ্বর্য ত্যাজ্য করে ধুলায় লুটায়
শ্রীচৈতন্য জগতবাসীকে গুরুভক্তি তথা হরিনাম শিক্ষাদানের জন্যে ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য ছেড়ে নদীয়ায় আবির্ভূত হলেন। শাঁইজি লালন ফকির তাঁর নিমাইলীলায় শ্রীচৈতন্যের ষড়ৈশ্বর্য ত্যাগের মহত্ত্বকে অনেক উচুতে ঠাঁই দিলেন :

> ষড়ৈশ্বর্য ত্যাজ্য করি ধূলায় লুটায় ॥
> হরি ষড়ৈশ্বর্য ত্যাজ্য করে কাঙ্গাল হয়ে ফেরে নদীয়ায় ॥

ষোলো আনা
এক টাকাকে ষোলো আনায় যেমন ভাগ করা যায় তেমনই দেহের বীর্যকে ক্ষয় না করে ষোলো আনা ধরে রাখতে পারলে সম্যক গুরুর নিকটবর্তী হওয়া যায়। অন্য কথায়, সম্যক গুরুকে সার্বিক মূলসত্তারূপে ধারণ করতে পারলে পূর্ণভক্তির বিকাশ সাধিত হয়।

ষোলোকলা পূর্ণরতি
চন্দ্র ষোলো কলা বা ষোলো কলায় পূর্ণিমারূপে পূর্ণতা পায়। দেহের ভেতরও চন্দ্র সাধনার বিশেষ পদ্ধতি সম্যক গুরু হাতে কলমে বিশেষ বিশেষ ভক্তকে দান করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরু ভক্তদেহে বিন্দু বা নূরে মোহাম্মদীরূপে পূর্ণ বিকশিত প্রকাশ ঘটান। আত্মতত্ত্ব সাধনা মূলত চন্দ্রাশ্রয়ী সাধনা। শাঁইজির দেহসাধনতত্ত্বকে বলা হয় চব্বিশ চন্দ্রভেদতত্ত্ব। দেহের মধ্যে চন্দ্রের তথা স্রষ্টাজ্ঞানের নানা কলা, পদ, প্রতিপদ সংযোগ রয়েছে।

ষোলো কলা পূর্ণরতি হতে হবে ভাব প্রকৃতি
গুরু দেবে পূর্ণরতি হৃৎকমলে বসে ॥

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌স▐

▌সই

যদিও বহুবিধ অর্থে 'সই' শব্দের ব্যবহার রয়েছে। এখানে বিষয়ভারে বাঁকা হয়ে পড়া মনকে সোজা করা অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। মন সহজে কি সই হবা? আবার অনুমোদন অর্থে 'শাঁইজির খাতায় সই পড়া' বোঝায়। ভক্তের মনে গুরুর রূপ, বাক্য বা ভাব (ইমেজ) গেঁথে যাওয়া সাধক জীবনের বড় প্রাপ্তি।

▌সকল ছাড়িয়ে মানবদহে ধরেছি

মানবজনমে বিষয়বন্ধনসমূহ ত্যাগের 'লা'চর্চার মাধ্যমে জীবদেহ পরিপূর্ণ শিবদেহে পরিণতি লাভের অসীম সম্ভাবনায় প্রোজ্জ্বল। তার প্রাপ্তি বলতে কি বা আর বাকি থাকতে পারে।

▌সকলে বলে আহাম্মক বোকা সেই আহাম্মক পায় বেহেস্তে জায়গা

আল্লাহর কাছে বেহেস্ত যারা চায় তারা আহাম্মক মানে বোকা। ইহজনমে সম্যক গুরুর আদর্শিক বলয়ে আশ্রয় নেওয়া মানেই জান্নাতে ঠাঁই পাওয়া। জান্নাত সাধকের জন্যে মধ্যবর্তী মানসিক স্তর। এখানেও জাহান্নামের জ্বালা-যন্ত্রনার আঁচ এসে লাগে। মুক্তিকামী সাধকের পরম লক্ষ্য জান্নাত ছাড়িয়ে 'লা'সিদ্ধির মোকামে মাহমুদা তথা নির্বাণ। তাই যারা পরজন্মে বেহেস্ত পাবার লোভে পাঁচবেলা নামাজ পড়ে কপাল কালো করে ফেলেছে ধর্মজ্ঞানে চরম মূর্খ সেসব আহাম্মকদের শাঁইজি চিরকাল ভর্ৎসনা করেন।

▌স্কন্ধ

কাঁধ; হ্লাদিনীশক্তির আঁধার।

▌সঙ্গে ইয়ার ছিলো চারিজন

মহানবির সাথে লা মোকামতত্ত্ব প্রচারের জন্যে চারজন সহযোগী ছিলেন। একমাত্র আলী (আঃ) ব্যতীত বাকি তিনজন নবির শেষ জীবনে 'গাদিরে খুম' এ করা অঙ্গীকার ভঙ্গকারী এবং ইসলাম ধর্মে মতভেদের বীজ বপনকারী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌সচ্চিদানন্দ
সৎ+চিৎ+আনন্দ। 'সৎ' অর্থ মোহশূন্যতা, 'চিৎ' অর্থ পারা লাগানো আয়নার স্বচ্ছতা। 'আনন্দ' অর্থ নূরে মোহাম্মদীর একচ্ছটা বিকাশ। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: 'লালনদর্শন' গ্রন্থ পৃ. ২১।

▌সচ্চিদানন্দ রূপ পূর্ণব্রহ্ম হয়
সৎ চিৎ আনন্দ–এ তিনটি রূপের সংযোগে একটি পূর্ণসত্তা যখন দাঁড়িয়ে যান সেইরূপই হচ্ছেন পূর্ণব্রহ্ম অর্থাৎ পূর্ণবাক্ সৃজনকারী সত্তা।

▌সত্ত্ব
ত্রিগুণের শ্রেষ্ঠগুণ সত্ত্বগুণ। তমঃগুণ ও রজঃগুণের উর্ধ্বে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য সাত্তিক স্তর। মহৎগুণ সম্পন্ন সাধুকে সাত্ত্বিক মহাপুরুষরূপে অভিহিত করা হয়।

▌সদর বাড়ি
'সদর' অর্থ অন্তর, মনোরাজ্য। 'বাড়ি' দেহের অপর নাম। মানব মস্তিষ্কে সুরক্ষিত সম্যক গুরুর মূলগৃহকে শাঁইজি সদর কোঠা বা সদর বাড়ি বলেন। যে গৃহে আল্লাহসত্তার প্রকৃত অবস্থান সেটাই সদর বাড়ি। ফকিরিপন্থায় সদর বাড়ি বলতে মানুষের মনোদৈহিক অক্ষয় ভাণ্ডারকে বোঝানো হয়।

AMARBOI.COM

▌সদা
সব সময়; সর্বদা। সদা মন থাকো বাহুঁশ ধরো মানুষ রূপ নিহারে।

▌সদা কাফের বলে তারে দেয় গাল
'বেদ'এর শরিয়তে আটকে পড়া সম্প্রদায়ের কাছে মারেফতি ফকিরদের অবস্থা। কারণ হিসেবে তারা বলে থাকে যে, মারেফতির ফকিরগণ মানুষকে আল্লাহর সাথে শরিক করে দেখেন যেহেতু তাঁরা খোদকেই খোদা বলেন।
কিন্তু 'কাফের' শব্দের প্রকৃত অর্থ ভিন্নরূপ: "কাফারা অর্থ, ঢাকিয়া রাখা। কোরানের পরিভাষায় সত্যকে যাহারা সত্য জানিয়াও ঢাকিয়া রাখে তাহারা কাফের। ইহা ছাড়া সত্য যাহার মধ্যে ঢাকা পড়িয়া আছে সে-ই কাফের"। উৎস: সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী ॥ শব্দসংজ্ঞা, কোরানদর্শন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩।

▌সদানন্দ
সদ্+আনন্দ। সম্যক গুরু সব সময় বিষয়মোহের উর্ধ্বে ভাসমান থাকেন। 'যার অন্তরে সদানন্দ নিরানন্দ জানে না সে'। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: লেখকের 'লালনদর্শন' গ্রন্থ পৃ. ২১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌সন্ধান

রহস্যাভিযান, পরিচয় উদ্ধার; আত্মদর্শন; ঠিকানা; তত্ত্বতালাশ; অন্বেষণ; হারানো সত্য খুঁজে পাওয়া–ইত্যকার নানা অর্থ হলেও আপন রব তথা গুরুসত্তার আদি খবর লাভ করাই শাঁইজি সন্ধান।

▌সন্ধি

নদীয়া অঞ্চলের সাধুগণের ভাষার 'ছন্দি' প্রমিত বানানে হয়েছে 'সন্ধি'। সাধকদেহে ত্রিবেণীর সংযোগস্থল অর্থাৎ দ্বিদল চক্র বা আজ্ঞাচক্র, দুই চোখের মাঝখানে কপালের নিম্নভাগে সাধুর ত্রিনয়নসন্ধির স্থান। আরো বহুবিধ ভাবার্থে শব্দটি প্রযুক্ত হয়ে থাকে; যেমন: কৌশল, তত্ত্ব, সুড়ঙ্গপথ, দেহের অঙ্গপ্রতঙ্গের গ্রন্থি বা মিলনস্থল ইত্যাদি। সন্ধি থেকে হয় সন্ধান বা সন্ধিৎসা।

▌সন্ধি ভুলে না পেলাম কূল নদীর ঠাঁই

মাতৃগর্ভে দশ মাস ঘুরে গেলে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় আর পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় ফুটে ওঠে। তখন গর্ভমধ্যে সন্তান ছটফট করে। বলে: "মুক্তি দাও এ অন্ধকার থেকে। বাঁচাও আমাকে এ গর্ভকষ্ট থেকে এ যে শোণিতময় পিচ্ছিল।" স্রষ্টা তখন বলেন: "জন্ম হলে কী করবে মনে থাকাবে তো?" "হ্যাঁ, মনে থাকবে। করবো মানুষ ভজন। নির্বিকার হয়ে করবো সাধন"। এখানে গুরুর কাছে প্রদত্ত অঙ্গীকারকেই সন্ধি বলা হয়েছে।

AMARBOI.COM

▌সপ্তমকার

সাতটি পর্যায়ক্রমিক স্তরে মাতৃগর্ভের মধ্যে দেহ গঠনের মৌলিক উপাদানরূপে সংস্থিত ধাতু সমষ্টির আনুপাতিক বিন্যাসে আকরিক রূপপ্রাপ্ত অবস্থা। সপ্তমকারের পেছনে সপ্তধাতু বিদ্যমান। মানবদেহে সপ্তধাতু হচ্ছে শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মাংস, অস্থি, ও ত্বক।

▌স্বপ্নে কতো রাজরাজ্য পাই

সাধকের বিন্দুমণির লীলাদর্শনে সচেতন হয়ে থাকা। অচেতন অবস্থা হচ্ছে বাহ্য জগতের ক্ষেত্রে। চেতন অবস্থা বিন্দুর সাথে জ্ঞানময় থাকা মূহূর্তগুলো জাগ্রত।

▌সবই অনিত্য

এ জগতে সবই অনিত্য। একমাত্র নূর বা বিন্দুই নিত্য। নিত্যবস্তুই অনিত্য অবস্থা সৃজন করেন। নবি নামে সনাতন সত্য। গুরু বিনে সাধকের কাছে সবই অনিত্য। উৎপত্তি ও বিনাশ যেখানে আছে সেটাই বস্তুজগত; যেমন অনিত্যদেহ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌সবাই বলে নবি নবি নবিকে নিরঞ্জন ভাবি

আমেনার গর্ভে জন্ম গ্রহণকারী মোহাম্মদকে সবাই নবি হিসেবে জেনে থাকেন। কিন্তু সাধকের কাছে নবি মানেই যিনি নিরঞ্জন। নীর থেকে নিরঞ্জন হয়। নীর মানে জল, বিশুদ্ধমার্গে বিন্দুকে বোঝানো হয়।

▌সমুদ্রে ভেসে বেড়াও কলাগাছ যেমন

আত্মজ্ঞানহীন অবস্থা। সংস্কাররাশিতে আটকে পড়ে জীবের বেহাল দশা। সম্যক গুরুকে না চিনে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে মোহগ্রস্ত হয়ে কালযাপন করা।

▌সরপোষ

আবরণ, খোলস, ঘটি বা বাটির আচ্ছাদনী বা পাত্রের ঢাকনি। ফকিরিচর্চায় দেহ নামক সরপোষের আড়ালে মন তথা শরিয়তের মূলে মারেফতজ্ঞান লুক্কায়িত থাকে।

▌স্বরূপ

দুর্বল অহম্‌রূপ বস্তুধর্মের মোহ আকর্ষণ বর্জন করে আপন মূলসত্তার পরিচয়। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় এবং জাগতিক স্থূলদেহমোহ সচেতনভাবে বিনাশনের মাধ্যমে স্বরূপশক্তির সাক্ষাৎ মেলে সাধক চিত্তে।

▌স্বরূপবাজার

আত্মরূপের সামঞ্জস্য সৃষ্টির ক্ষেত্র যেখানে ইন্দ্রিয় সমষ্টি নিজেদের দেনাপাওনা বুঝে নিতে সক্ষম হয়। আপন দেহে নিহিত কাহাফ।

▌সর্বচিত্ত আকর্ষণ

সম্যক গুরুর পূর্ণব্রহ্মই সব ধরনের চিত্তকে আকর্ষণ করার মাধ্যমে বিষয়মোহ ধ্বংসের অপ্রতিহত ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

▌সহস্রদল

শক্তিবিন্দু বিস্তারকারী মানবদেহে স্থিত ষড়চক্র বা ছয়টি চক্রের সর্বশেষ চক্র যা মস্তিষ্কের ব্রহ্মতালুতে স্থিত। হাজারটি দল যুক্ত পরমজ্ঞানের স্থান যেখানে বিভিন্ন শক্তির বিকাশ সাধিত হয়ে থাকে।

▌সংসার বৃঞ্চি আদি যার আঁচলা ঝোলা গেরুয়া কৌপিন সার

'বৃঞ্চি' শব্দটির অর্থ ব্রহ্ম। আদি ব্রহ্মার সাথে লীলাময় অবস্থানে থাকা সাধকের ক্ষেত্রে আর বাহ্য ভূষণের কোনোরূপ প্রয়োজনই পড়ে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌সাধনা

সব ধরনের রমণীয় আকর্ষণ বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর সাধকে না করার পদ্ধতি আপন চিন্তন ও আচরণে প্রতিষ্ঠা করার নামই সাধনা।

▌সাতাশ নক্ষত্র

অশ্বিনী, ভরনী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব ফাল্গুনী, উত্তর ফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যোষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদা, বেরতী– ভারতীয় অতিপ্রাচীন জ্যোতিবির্দ্যায় সাতাশটি নক্ষত্ররূপে বিখ্যাত। পুরুষের তথা চন্দ্রের পত্নী তথা প্রকৃতিরূপে বর্ণিত সাতাশ নক্ষত্র বা তারকাপুঞ্জ। সাধক আপন দেহে বিন্দু সাধনাকালে সাতাশ নক্ষত্রযোগ অর্জন করেন।

▌সাধু না লইবে যারে কে আর লইবে তারে

সাধু কখনো আত্মসুখভোগের জন্যে ভবসংসারে বিবরণ করেন না। তিনি সন্ন্যাস পেশা বেছে নিয়েছেন বদ্ধজীবের জ্ঞানোদয়ের জন্যে জীবন দৃষ্টান্তের মহত্তর মাধুর্যে কোরান পরিচয় ব্যাখ্যা করতে। যার আর কোনো আশ্রয় বা নির্ভরতা নেই সাধু তাঁর জন্যে স্বয়ং ঈশ্বররূপে অবতার। যাকে আর কেউ নেয় না সাধু তাকে তুলে নেন। সাধ + উ = সাধু। অর্থাৎ যার সাধ বা বিন্দুতেজ ঊর্ধ্বমুখি, আর মাধ্যাকর্ষণশক্তির দুর্বল আকর্ষণে টলেন না তিনিই অটল বিহারী। অধঃপতিত পাপীতাপী দুর্বল লোকদের তিনি সাফায়াতকারী মাফি; হেদায়েতদাতা হাদী; আল্লাহর খাস নূর-নূরে মোহাম্মদী।

▌সাধুর সঙ্গগুণে রঙ্গ ধরিবে পূর্বস্বভাব দূরে যাবে

সাধুগুরুর আইনের অধীন হোলে শিষ্যের স্থূলদশা ঘুঁচে যাবে। ইয়ে জগ আনন্দ কা হ্যায়, আনন্দ করো, আনন্দ করো।

▌সাধে কি মজেছে রাধে

মূর্তি সৃজনকারী হিসেবে পরিপূর্ণ বিন্দুকে পেয়ে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের দিশেহারা ভাব।

▌সামনে দাঁড়ায়ে মাওলা নিরিখ রেখো মুর্শিদ কদমে

মাওলা শব্দের অর্থ হলো স্রষ্টা তথা অভিভাবক বন্ধু। কামেল মোর্শেদ তথা আপন গুরুর পাদপদ্মে নিবেদিত চিত্তে আরতি। মাওলার মোহশূন্য আচরণে নিজেকে সার্বিক সমর্পিত করলে সূক্ষ্মরূপের অস্তিত্ব চরণ নূপুর নিক্কনে স্বতই প্রতীয়মান হতে থাকবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌সামান্যে কি তাঁর মর্ম জানা যায়

শাঁইজির অপার্থিব সার্বিক 'লা'কে পার্থিব হিসাব বুদ্ধি তথা বস্তুবাদী জ্ঞানপ্রযুক্তির ধারায় কখনো তর্কযুক্তি দিয়ে ধরাছোঁয়া যায় না। সামান্য মানে স্থূল-দুর্বল বহির্মুখি মনের চঞ্চলতা। বিশেষজ্ঞান তথা আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের উন্মেষ না হওয়া পর্যন্ত কামেল মোর্শেদের মহব্বত জগতে কেউ প্রবেশাধিকার পায় না। হৃৎকমলে ভাব দাঁড়ালে অজান খবর তাঁরই হয়।

▌সার

মানবদেহের মূলসত্তা অর্থাৎ প্রাণবিন্দু বা নূরে মোহাম্মদী। এই সার থেকে সমস্ত অসার মানে সমূহ অসারের মূলে সারবস্তু নিহিত আছে।

▌সারথি

দেহরথের যিনি চালক তিনি জীবের সারথি, সম্যক গুরুসত্তা। মনোরথেরও সারথি তিনি। তুমি মনোরথের সারথি হয়ে স্বদেশে লও মনেরই / এসো হে অপারের কাণ্ডারী।

▌সালাত

সালাত শব্দের অর্থ মোটেও নামাজ নয়, সালাত মানেই সার্বক্ষণিক ধ্যান তথা দেহের মধ্যে মন দিয়ে বিচরণ করা বোঝায়। সম্যক কর্ম সম্যক সময়ে যথাবিহিত সম্পন্ন করেন দায়েমি সালাতের সাধক মানে প্রেমিক।

▌সিড়ি

কামালিয়াত অর্জনের উচ্চতম মানসিক পথ বা সুউচ্চ মনোরথ। স্তরে স্তরে তা বিন্যাস্ত থাকে। সাধককে কেবল ধাপে ধাপে উর্ধ্বারোহণ করতে হয়। শাঁইজির সিড়িতলে চলে ভক্তদল।

▌সিন্ধু

ঘনীভূত বিন্দুর বিকশিত অবস্থা। অখণ্ডসত্তাকেও কখনো সিন্ধু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিন্দু মাঝে সিন্ধুবারি।

▌সিনা আর সফিনার মানি ফাকাফাকি দিনরজনী

শক্তির ভেদ শক্তি দিয়ে জানতে হয়, যেভাবে শক্তির সাথে শক্তিমানের সম্বন্ধ। সফিনা হলো দেহজগৎ এবং সিনা হলো মনেজেগৎ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌সিরাজ শাইর চরণ ভুলেরে লালন অঘাটেতে মারা যাচ্ছে কেনে

'সিরাজ শাঁইর চরণ' মানে হচ্ছে সম্যক গুরুর পরিশুদ্ধজ্ঞান মানে সাধকোচিত নির্মোহ আচরণ। সিরাজ শাঁই বলতে সাধক দেহসত্তার কর্তাসত্তা অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসকেই বুঝে থাকেন।

▌সুধার লোভে গরল খেয়ে মরলিরে বিষজ্বালাতে

বেহেস্তের লোভে আত্মদর্শনহীন নামাজ-পূজাচার করা কিংবা আত্মদর্শনের প্রয়োজনে স্থূলবস্তু দিয়ে সাধনা করার ফলে মানুষের করুণ দশা। অপদেবতার পূজায় অপঘাত নির্ধারিত।

▌সুন্নত দিলে হয় মুসলমান নারী লোকের কি হয় বিধান

মোসলেম শব্দটি কামেল মোর্শেদের কাছে 'আসলেম' তথা আত্মসমর্পণ থেকে এসেছে। যারা পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী তথা আমিত্বহীন তারাই মুসলিম। কিন্তু হাল জমানায় দেখা যায়, ছেলে সন্তানের লিঙ্গের অগ্রভাগ চর্ম কর্তন দ্বারা 'মুসলমানি' বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। যদি তাই হয় তাহলে শাঁইজি প্রশ্ন তুলেছেন প্রচলিত মুসলমান নামধারী তথাকথিত ধার্মিকদের, নারী জাতির মুসলিম হবার বিধান তবে কি? 'আগা কেটে হলে মুসলমান/ মানুষে আনলে না ইমান'?

AMARBOI.COM

▌সুবুদ্ধিতে বিচার

'লা মোকাম'তত্ত্বের মাধ্যমে বোঝা যায়, আল্লাহ ও রসূল এ উভয়ের মধ্যে ভেদাভেদের (ভেদ+অভেদ) কোন্ জ্ঞান তৈরি হয়ে থাকে।

▌সুযোগ না বুঝিয়ে কুযোগে মজিয়ে

সাধনার জগতে প্রকৃতির সাথে পুরুষের মিলিত হবার একটা নির্দিষ্ট সময়কাল নির্ধারিত আছে। শাঁইজি একটা পদে বলেন:'অমাবস্যায় পূর্ণিমা হয়'। অর্থাৎ পুরুষসত্তার বিন্দুর যখন পূর্ণ অবস্থা তখন যদি প্রকৃতিসত্তার সৃজনধারা প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারে তখনই পুরুষপ্রকৃতির উত্তম মিলনের সময়কাল। উক্ত বিশেষ সময়কেই মহাযোগ বলা হয়েছে। মহাযোগকে আবার 'সুযোগ' বলা হয়েছে ।

▌সৃজন

সৃষ্টি, নির্মাণ, রচনা, জন্মদান। সৃজন মূলত একটি ক্রিয়াপদ যার পদকর্তা থাকেন যাঁকে আমরা সৃষ্টিকর্তা বলে থাকি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করলেন সবারই যুগে যুগের মাতা হন যুগেশ্বরী

প্রকৃত ও পুরুষের সম্মিলনে যে স্থিতি আসে তাঁকেই যুগেশ্বরী বলা হচ্ছে। এই যুগেশ্বরী সত্তাই সৃষ্টির মূলধারক। এবং ধারাকমাত্রই মাতা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকেন। যুগে যুগে শাঁইজি স্বয়ং সম্যক গুরুরূপে ভক্তদের ধ্যানশিক্ষা দান করে মহাপুরুষগণের মাতারূপে যুগেশ্বরী হয়ে উপস্থিত থাকেন।

▌সৃষ্টির সৃজনকালে

স্রষ্টা যখন সৃষ্টিকে সৃজন করেন তখন তার রূপ প্রকৃতি কি পুরুষ সেই বিবেচনাবোধ আদৌ থাকে না। সৃষ্টির পরবর্তী অবস্থান্তর দেখে লোকেরা ইন্দ্রিয়জ্ঞান দিয়ে দেহের লিঙ্গচিহ্ন শনাক্ত করে থাকে।

▌সেই দ্বারে জানা যায় শাঁইর নিগূঢ় পরিচয়

সদর গৃহ; মূল বসতবাড়ি বা মানবদেহ। যে দেহের এক দরজা দিয়ে বিন্দুরূপে প্রবেশ করা ও অন্য দরজা দিয়ে জীব হয়ে বেরিয়ে আসা। সহজিয়াদের কাছে নিত্যানন্দ দ্বার হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

▌সেই না গাছে ঝরে পড়ে ফুল

আল্লাহ নামক চেতনবৃক্ষ থেকে দেহরূপে নবির অবতরণ। যথায় উৎপত্তি তথায় নিষ্পত্তি। শাঁইজি জানান: নবি পাঞ্জাওয়াক্ত নামাজ পড়ে/ সেজদা দেয় সে গাছের প'রে/ সেই না গাছে ঝরে পড়ে ফুল/ সেই ফুলেতে মৈথুন করে/ দুনিয়া করলেন স্থূল।

উপরোক্ত কালামটি দিয়ে শাঁইজি আপন দেহের পাঁচটি প্রধান ইন্দ্রিয়ের উপর সার্বক্ষণিক ধ্যানের পর্যবেক্ষণ বজায় রাখার কথা বলেছেন। নামাজের অঙ্গ হিসেবে সেজদা থাকে। নবি সেজদা দিচ্ছেন গাছের উপর। গাছ মানে আত্মচৈতন্যদেহ। যে দেহ থেকে ফুল অর্থাৎ বিন্দুর ঝরে পড়া অবস্থা বোঝায়। সে ফুলের বিশুদ্ধ অবস্থা থেকে বাহ্য দুনিয়ার সৃষ্টি হয়।

▌সেই যে চাঁদ গৌরাঙ্গ গোপীনাথ তলায় গেলো

যে স্থানে গিয়ে চাঁদ গৌরাঙ্গ নিজের সত্তাকে হারিয়েছিলেন। ভক্তবেশী বৈদিক ব্রাহ্মণেরা শ্রীচৈতন্যকে হত্যা শেষে গুমকরে ফেলে।

▌সেই যে রাধার কী মহিমা বেদাদিতে নাইরে সীমা

রাধা হচ্ছে ক্ষেত্রজ্ঞ অবস্থা। পুরুষের ধারণক্ষমতা বৈদিক গ্রন্থগুলোয় যার স্বরূপ ব্যক্ত করা হয়নি। আঠারো শতকে এসে দেখা গেলো, কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যাখ্যান থেকে রাধার ধারণা শ্রীচৈতন্যসত্তার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌সেজদা

"সম্পূর্ণরূপে বস্তু নিরপেক্ষ একটি মানসিক হাল। এইজন্য সেজদা অবস্থায় দেহ হতচেতন বা অবচেতন হইয়া থাকে। আপন রবের পরিচয়ের সংযোগে আসিলে সাধক-নফস বস্তুজগতের চেতনা হইতে তথা আপন দেহের ঘনিষ্ঠ সংযোগ হইতে ছুটিয়া যায়। সুতরাং তাহার দেহ হইতে নফস হতচেতন থাকে- ইহাই প্রকৃত সেজদা। সেজদার হালে নফস প্রকৃত চেতনা ও জ্ঞানালোকে চলিয়া যায়। মাথা নোয়াইয়া আনুষ্ঠানিক সেজদা করিবার বিষয়টি কোরানে সেজদারূপে আখ্যায়িত হয় নাই। ইহা হইল কোরানে উল্লিখিত প্রকৃত সেজদায় পৌছিবার প্রয়োজন প্রারম্ভিক পর্যায়"। উৎসঃ সদর উদ্দিন আহ্মদ চিশতী ॥ কোরানদর্শন, ১ম খণ্ড পৃ. ২৬ ।

▌সেজদার সময়

সেজদার প্রকৃত তাৎপর্য সম্যকরূপে জানা গেলে সেজদার জন্যে কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমার আবশ্যকতা আর থাকে না।

▌সেজদার সময় খুই কোথা

খোদের ভেতরে যদি খোদা থাকেন তাহলে সেজদা করার সময় তাঁকে আপন সত্তার বাইরে আর কোথায় রাখতে পারেন সাধক?

AMARBOI.COM

▌সেজদা হারাম খোদা ছাড়া

সম্যক গুরুরূপে খোদাকে সামনে না রেখে কেবলমাত্র স্থূল ইট কাঠ সিমেন্ট লোহার তৈরি স্থাপত্যকেন্দ্রিক ধারণাকে সেজদা করা সম্পূর্ণ হারাম যা আল কোরানেই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

▌সে জানে আর আমি জানি আর কে জানে মনের ব্যথা

স্থূলদেশের দশা। স্থূলদেশের অবস্থা স্থূলদেশে অবস্থানকারী বোঝেন। আবার সিদ্ধিদেশের ভাব সিদ্ধসাধুই কেবল অবহিত থাকেন। কিন্তু 'লা'সত্তায় উত্তীর্ণ সাধক সর্বাবস্থা পরিজ্ঞাত একজন আওলাপ্রাপ্ত মাওলা।

▌সে জানে নবির নিগূঢ় কারখানা

বিন্দুকে নূরের স্তরে উত্তীর্ণ করে যে সাধক দেহরূপ সাজিয়ে 'আত্মতত্ত্বে ফাজেল জনা' হয়েছেন কেবল তিনিই জানেন নূরনবির কামেল হবার আদ্য তত্ত্বখানা।

▌সে ধারা ধরবি যদি দেখবি অটলের খেলা

সে ধারা মানে প্রকৃতি ও পুরুষসত্তার মিলিত অটলপ্রবাহ। সেই প্রবাহ ধরতে পারলেই অটল সত্তার আচরণ বোধগম্য হয়ে উঠবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌সে নৌকাতে যদি না চড়ি

গুরুদেহকে নৌকাজ্ঞানে ধারণ করে আপন দেহকে তাতে ভাসমান রেখে আরোহণ না করলে ভবতরঙ্গের তোড়তুফানে ডুবে মারা যেতে হবে।

▌সেফাত

'আকার' প্রাপ্ত বস্তুই হচ্ছে সেফাত। স্রষ্টার 'জাতনূর' নুরে মোহাম্মদী থেকে তাঁর সৃষ্টিসমগ্র 'সেফাত' নামে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে প্রবাহিত রয়েছে অর্থাৎ প্রকাশিত ও বিকশিত হচ্ছে।

▌সে রূপ নিহারী সদা যে অজ্ঞান

সাধক যখন পূর্ণব্রহ্মসত্তা নিজের দেহের মধ্যে সম্যক দর্শন করেন তখন তার বস্তুজগতের প্রতি অচেতন হয়ে পূর্ণব্রহ্ম সম্পর্কে চেতন থাকার অবস্থাকে এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‖ হ ‖

‖ হও হুঁশিয়ারীই

সম্যক গুরুর মুখনিসৃত বাণী শুনে সেই মহৎ নির্দেশনার আলোকে আপন স্বভাব চরিত্র আচার আচরণে শুদ্ধভাবে প্রতিফলিত করাই হুশিয়ার হওয়া। শাঁইজি কইছেন: আল জবানের খবর জেনে হও হুঁশিয়ারই ॥

‖ হক নাম বলো রসনা

'হক' অর্থ সত্য তথা সম্যক গুরু। নাম অর্থ গুণ বা চরিত্র, সম্যক গুরু জিতেন্দ্রিয় সত্তা। রসনা অর্থ জিহ্বা। হক নাম অন্তঃকরণে গ্রহণ করলে সায়াত বা অকৃতকার্য মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে না। মানে শমনজ্বালা থেকে মুক্তি অর্জন দ্বারা সাধক মৃত্যুকে জয় করে মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপুরুষে উন্নীত হন।

হক নাম বলো বসনা।
যে নাম শরণে যাবে জঠর যন্ত্রণা ॥

AMARBOI.COM

‖ হকিকত

সত্যের পরম পর্যায়। শরিয়ত বা বিধান, তরিকত মানে পন্থা। মারেফত অর্থাৎ সৃষ্টিরহস্যের সূচনাজ্ঞানের স্তর অতিক্রম করে হকিকতে পৌঁছে সাধক সিদ্ধ পুরুষরূপে পরিণত হন। এটাই নবির আহলে বাইতের সাধনধারা।

'হক' থেকে হকিকত। সমস্ত সৃষ্টি যে এক থেকে উৎসারিত, সমস্ত জগতই একদেহ অখণ্ড আহাদ-এ উপলব্ধিই হকিকতে প্রতিপাদ্য।

‖ হকিকি

হকিকত এর বিশেষণান্তর।

‖ হজ্জ

আত্মদর্শন তথা অস্তিত্বের অসারতা দর্শন। কোরানের নির্দেশ 'হজ্জতুল বাইতা' অর্থাৎ আপন গৃহটির অনুদর্শন করো অর্থাৎ দেহমনে লুকানো অশুদ্ধিকর উপাদানগুলো খুটিয়ে খুটিয়ে পরিহার করে পরিশুদ্ধ সত্তায় উত্তীর্ণ হওয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌হত

নাশপ্রাপ্ত; ধ্বংস; ব্যহত; বিনষ্ট; দুর্দশাগ্রস্ত; বধপ্রাপ্ত, নিহত; লোপপ্রাপ্ত।

▌হনুমান

রামায়ণে বর্ণিত রামের একনিষ্ঠ ভক্ত বীর হনুমান গুরুভক্তির মহান দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। বায়োলজিক্যালি বৃহদাকার কৃষ্ণমুখ হনুমানকে নয়, মানুষের মধ্যে নিহিত গুরুভক্তির পরম নিষ্ঠাকেই পুরাণে রূপক অর্থে হাজির করা হয়েছে। অশেষ দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও গুরুআজ্ঞা পালনে প্রাণপণ সংগ্রাম।

▌হাওয়াদম

হাওয়া+আদম। রাজপ্রাসাদের পোষা আলেম-মোল্লাদের বানানো গল্পরূপ আদম হাওয়ার হাজার বছর আগের ধর্ম পুরাণ শাঁইজি নাকচ করে দেন তাঁর বর্তমান হাওয়াদম সাধনার উর্ধ্বমুখি ধারায়।

'হাওয়া' অর্থ বাইরের বাতাস থেকে যে শ্বাস গ্রহণ করে মানুষ। 'হাওয়া' ধরে 'দম' সাধনার বায়ুক্রিয়া বা প্রাণায়াম দ্বারা 'আদম' হওয়া যায়। গুপ্ত ও প্রকাশ্য, মন ও দেহ সকল বিষয়ের জ্ঞানে মহাধনী সর্বকালের আদমগণ। প্রকৃতিতে বন্ধন করে দেহমনে প্রকৃতির বন্ধন থেকে স্বাধীনতা লাভ দ্বারা যিনি পরিপূর্ণ মহাপুরুষ হয়ে যান সম্যক গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত ও প্রশংসিত তিনিই আদম।

হাওয়াদমে দেখ নারে তার আসল বেনা।
কে বানাইল এমন রঙমহলখানা ॥

▌হাতে হাতে বেড়াও মিছে তওবা পড়ে

মন যদি নিজের গরজ থেকে তওবা করে সরল সহজ হতে না পারে তাহলে শুধু মুখস্ত বুলি ধরে মাঠে ঘাটে মানুষকে তওবা পড়িয়ে কোনো লাভ নেই।

হাতে হাতে বেড়াও মিছে তওবা পড়ে।
না হলে মন সরলা কী ধন মেলে কোথায় টুঁড়ে?

▌হদ্দ

চূড়ান্ত; চরম; শেষসীমা; এলাকা; প্রান্ত; হয়রান; সবশুদ্ধ; শেষ পর্যন্ত।

▌হরফ

অক্ষর। যা অক্ষয় তা-ই অক্ষর। মানবদেহ আল্লাহর হরফ বা অক্ষর। এর মধ্যেই তিনি মূলস্বরূপে বিন্দু আকারে বিরাজামান। বিন্দু থেকে হয় রেখা। রেখার বিস্তারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অক্ষরের মূর্ত প্রকাশ। মনের ভাব প্রকাশের বাহনরূপেও মানুষ যে অক্ষর বা হরফ বা লিপি (Script) কৃত্রিমভাবে তৈরি করা তা অকৃত্রিম মানবদেহ অক্ষরেরই স্থূল প্রকাশ। শাঁইজির কালামে কোরানের 'মিম' হরফটি নফি করে আহমদ থেকে আহাদের পার্থক্য বিচারের যে নির্দেশনা সেই 'মিম' হরফ মোহাম্মদেরই প্রতীক চিহ্ন। মোহাম্মদদেহ চিরঅক্ষয় বলেই 'মিম' হরফটি পাত্রভেদে কালে কালে বিচিত্র রূপে প্রকাশ পেলেও মূলস্বরূপে অখণ্ড নূরে মোহাম্মদী।

▌হরি

যিনি হরণ করেন ভবজীবনের সব দুঃখ ব্যাধি জ্বালা অপমৃত্যু। সম্যক গুরু সর্বকালে হরিরূপে ভক্ত মনের অন্ধকার হরণ করে জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলিত করেন।

পাপ করি পামরা বটে দোহাই দিই তোমারই।
আমায় চরণ ছাড়া করো না হে দয়াল হরি ॥

▌হরিদ্বার

স্থানকালে আবদ্ধ পৌরাণিক ধারণারূপে হিমালয় পাদদেশস্থ বিশেষ তীর্থস্থানকে বোঝানো হলেও সাধক দেহের ত্রিবেণী সঙ্গমস্থল তথা দ্বিদলচক্রে জীবন্ত হরিদ্বার বা গুরুদ্বার সর্ব ঘটেপটে বিরাজ করছে।

▌হরিনাম

নররূপে নারায়ণস্বরূপ আল্লাহর গুণাবলি; সম্যক গুরুর গুণ ও মহিমা কীর্তন।

▌হরিশচন্দ্র রাজা

সূর্যবংশীয় রাজা যিনি বিশ্বামিত্র মুনিকে সর্বস্ব দান করে সর্বহারা হয়ে গিয়েছিলেন।

▌হলো সেই দশা

আগুনে ঝাপিয়ে পড়ে পতঙ্গ যেমন পুড়ে মরে তেমনই সম্যক গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ না করেই মানবীয় আমিত্বের কলুষ মনে জমা রেখে যারা কামালিয়াত হাসেল করতে চায় তাদের জ্ঞানগত অধোগতি ঘটবেই।

না হতে প্রবর্তের দিশা
আগে করে সিদ্ধির আশা।

▌হাজি নাম কওলালি কেবল জগত জুড়ে

আপন দেহ হেরাগুহার সাধনা না করে কেবল বাইরে ঘোরাঘুরি করে যারা হাজি সাহেব সাজে তারা কোরানের বিধানে মোনাফেক। সে কথাই শাঁইজি এখানে বলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌হাতের কাছে যারে পাও

হাতের কাছে মানে আপন দেহে আল্লাহকে না খুঁজে যারা বাইরে আজগবি আল্লাহর খোঁজে হজ তীর্থ করে ঘুরে মরে। শাঁইজি বদ্ধজীব-মানুষের ধর্মজ্ঞানে এ মূর্খতার দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ সমালোচনা করেন।

হাতের কাছে যাঁরে পাও
ঢাকা দিল্লি খুঁজতে যাও কোন অনুসারে।
এমনই কি বুদ্ধিনাশা হলি সংসারে ॥

▌হাপুর হুপুর ডুব

ইন্দ্রিয় দুয়ার দিয়ে মনে আগত বিষয়াশির মোহে ডুবে মারা পড়ে বদ্ধজীবেরা। স্থূল ব্যাখ্যায় অসীম জিনভাব তথা যৌনলোভে নিম্নগামী হয়ে পশুস্বভাবে জড়িয়ে থাকা।

▌হারা হয়ে বুদ্ধিবল

ধর্ম সম্বন্ধে রাজসিক পণ্ডিত-কাঠামোল্লাদের অপপ্রচারে সাধারণ মানুষ বুদ্ধিবল মানে জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে।

AMARBOI.COM

▌হাসর

প্রচলিত তামসিক রাজসিক ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ বিপরীত শাঁইজির হাসর তাৎপর্য। 'হাসর' অর্থ একত্রিত হওয়া। একই ভাবের লোকেরা ইহজগতে যেমন একত্রিত হয়ে থাকে পরবর্তী মানবজনমেও তারা পরস্পর একত্রিত হয়ে থাকে। মানুষ স্বভাবতই আপন পর্যায়ের ব্যক্তিগণের সঙ্গে একত্রিত হতে ভালোবাসে। এ জীবনে যার মন যে রকম লোকদের সঙ্গে থাকতে ইচ্ছপোষণ করে পরের জনমেও তেমন সঙ্গী সাথীদের সঙ্গেই তাদের হাসর হয়ে চলছে।

▌হাসান হোসাইন কানের বালি

মহানবির তাহের তৈয়ব থেকে মাওলা আলী, খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুজ্ জোহরা হয়ে হাসান হোসাইন/পাক পাঞ্জাতন স্থানকালে আবদ্ধ কখনো নন। এ পাঁচ মহাশক্তিধর নাম সর্বকালীন মোহম্মদীসত্তার খণ্ড প্রকাশ। প্রতিটি মানবদেহের মধ্যেই লীলারত সৃষ্টি নামক পর্দার অন্তরালে তাঁদের লীলা নাট্য। অহলে বাইত মানে এ পাঁচ মহান রসুলবংশীয় ইমাম মূলকাণ্ডস্বরূপ আমাদের প্রত্যেকের চেহারা মানে মনের অভিব্যক্তিসমূহের নিয়ন্ত্রকসত্তা।

শব্দ ছাড়া শ্রবণ নেই, সৃজন নেই। সৃষ্টি শব্দময়। হাসান হোসাইন সমস্ত মোহরাশির উপর ভাসমান বলেই জীব জগতে অশ্রুত শব্দ বা ধ্বনি তাঁরা শ্রবণ করে থাকেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁরা সুফি সাধকের শ্রবণ দুয়ারের মহান প্রহরী যেখানে শব্দ ও নিঃশব্দে জগতের সকল ভাবভাষা প্রবেশ করে এবং প্রকাশ পায়। শ্রবণ ছাড়া বাক্য নেই, বাক্য ব্যতীত গুরুও নেই। শব্দের গহিনে এ মহান দুই ইমাম বা কর্তা নিঃশব্দরূপে সব সময় বিরাজ করেন। শব্দ দিয়ে নিঃশব্দ অধরা।

▌হাদি

হেদায়েতকারী মানে সত্য সুপথ প্রদর্শনকারী একজন কামেল মোর্শেদ আল্লাহর হাদি। আল্লাহ আকারসাকার রূপ ধরে নিরাকারের নিরঞ্জন লীলা সম্পন্ন করতে হাদি হয়ে আমাদের মধ্যে বিচরণ ও আচরণ করেন। শাইঝি স্বয়ং হাদি বলেই আহ্বান জানান :

সত্য বল সুপথে চল ওরে আমার মন।
সত্য সুপথ না চিনিলে পাবিনে মানুষের দরশন ॥

▌হাসেল

জ্ঞান ও কর্ম বা অবিরাম তৎপরতা দ্বারা অন্তরের চিত্তাকাশে মোহাম্মদী নূরের একচ্ছটা বিকাশসাধন সম্পন্ন হলে তার এলেমে মারেফত হাসেল হয় মানে সম্যক জ্ঞানদৃষ্টি অর্জিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

AMARBOI.COM

▌হায়াতে সেই মোহাম্মদা

মোহাম্মদী জাত নূর প্রতিটি দেহের মূল চালিকারূপে ঘটেপটে সর্বত্র গোপনে সক্রিয় আছেন। বর্হিজগতে তথা দেহের বাইরেও তিনি নবি, বসুল, সম্যক গুরুরূপে আলে মোহাম্মদ বা মোহাম্মদের বংশীধারী হয়ে জন্ম জন্মান্তরে মানুষকে চিত্তশুদ্ধির জ্যোতির্ময় ধ্যান জ্ঞান শিক্ষাদানের মাধ্যমে সর্বযুগে সশরীরে আমাদের মধ্যেই উপস্থিত আছেন এবং থাকবেন। হায়াতে মোহাম্মদাই আল কোরানের আবহায়াত নদী যাঁর ধারা বহে নিরবধি।

▌হিন্দু কি যবন তাঁর জাতের বিচার নাই

সম্যক গুরু সকল পক্ষপাত ও খণ্ডত্বের ঊর্ধ্বে অখণ্ড ও নিরপেক্ষ মহান সত্তা। অন্তর থেকে যে তাঁকে আল্লাহরূপে বিশ্বাস দ্বারা উপাসনা করে তার স্থূল পরিচয় নিয়ে শাঁইজির কোনো চিন্তা নেই। ভক্তের দ্বারে চিরকাল বাঁধা থাকেন শাঁই।

▌হিরে মতি জহরা কটিময়

মূলাধার চক্র কটিদেশে অবস্থিত। এখান থেকে বিন্দু বা অণু আকারে নূরে মোহাম্মদীর ঊর্ধ্বমুখি যে প্রবাহ মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে সূক্ষ্মভাবে সঞ্চারিত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন সাধক স্বাধিষ্ঠানক্র, মণিপুরচক্র বেয়ে উর্ধ্বমুখে দুই ভ্রূর মধ্যে আজ্ঞাচক্রে টেনে তোলেন তখন গুপ্ত নূরের বিকাশ প্রকাশ হয়। স্নিগ্ধ আলোর বিচ্ছুরণকে 'হিরে মতি'র রূপক ভাষায় শাঁইজি বর্ণনা করেন।

▌হিল্লা

মুরশিদকে আপন দেহমনে হিল্লা বা পরিপূর্ণরূপে আত্মস্থ করতে পারলে অধোগতির বিপদ আর ভবিষ্যতে থাকবে না। মুর্শিদ রূপ করলে হিল্লা শক্কা যায় তারই।

▌হিল্লোল

স্পন্দন, দোলা, কম্পন, তরঙ্গ। মহাজগতে যতো আকার আছে সকলই কম্পনশীল অর্থাৎ তরঙ্গময়। সৃষ্টি তাই স্থির নয়, চলমান। মানবদেহ সৃষ্টির মূলে নিহিত আছে নূরে মোহাম্মদীর হিল্লোল। নূরের হিল্লোলে পয়দা নূর জহুরা।

▌হিংসা নিন্দা তম

এই তিনটি তামসিক স্বভাব অন্তরে বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত জ্ঞানসূর্যের উদয় হবে না।

হিংসা নিন্দা তমঃ গেলে
আলো হয় সে হৃৎকমলে
অধমে উত্তম লীলে গুরু যার হয়রে সখা ॥

AMARBOI.COM

▌হেতু ইচ্ছায় করে পিরিত

ফলভোগের মোহ মনে গোপন রেখে যারা গুরুর কাছে এসে টাকা কড়ি বাড়ি গাড়ি ভোগ বিলাস চায় তাদের অধপতন অবশ্যম্ভাবী।

হেতু ইচ্ছায় করে পিরিত
হয় না হিত তার ঘাঁটে বিপরীত। ।

▌হেন দুর্লভজনম আর কি হবে

চুরাশি লক্ষ যোনি পেরিয়ে মানবজনম লাভ হয়। জগত ও জীব অনিত্য। জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ মানসিক শক্তিবলে বলীয়ান হয়ে অনিত্যতা জয় করতে পারে। মানসিক বলে মহাবলীয়ান সম্যক গুরু থেকে এ শিক্ষা গ্রহণ করা না গেলে দুর্লভ মানবজনমের ভরাডুবি ঘটে।

▌হেন মুর্শিদ না ভজিলে

'আল্লাহর জন্যই আল ইজ্জত এবং তাঁহার রসুলের জন্য, এবং মোমিনের জন্য (কোরান ৬৩:৮)। যখন থেকে কাল আরম্ভ হয়েছে তখন থেকে তিনি বিজ্ঞানময়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাল সৃষ্টির পূর্বে বিচারকের প্রয়োজন থাকে না। কালাতীত কাল থেকেই তিনি বিজ্ঞানময় বিচারক। তিনি কালের অতীত কালজয়ী। এমন মহান মুর্শিদকে ভজনা করাই জীবের আসল ধর্ম। শাঁইজি বলেন মুর্শিদের মেহেরই খোদার মেহের বানি।

▌হেরাগুহা

মহানবি পনেরো বছর হেরাগুহার কঠিন সাধনায় সিদ্ধ হয়ে কোরানজ্ঞান হাসেল করেন। নবি তাঁর অনুসারীদের শিক্ষার জন্যে এ পদ্ধতি সর্বকালের আত্মদর্শনের মানদণ্ডরূপে প্রতিষ্ঠা করেন।

মানবদেহই প্রকৃত হেরাগুহা। দেহের মধ্যে মনের কার্যক্রম পর্যাবেক্ষণ দ্বারা মনকে এবং মন থেকে দেহকে ভেঙে অনু অনু করে দর্শন করলে সৃষ্টিরহস্যজ্ঞান তথা কোরান সাধকসত্তায় অবতীর্ণ হন। এটাই কোরানের মূল সালাত তথা ধ্যান। তাই শাঁইজির এ জিজ্ঞাসা সাম্রাজ্যবাদী রাজতান্ত্রিক শরিয়তের নামাজ রোজা করনেওয়ালা তথাকথিত অনুষ্ঠানবাদী ধার্মিকদের উদ্দেশে:

ইসলাম কায়েম হয় যদি শরায়
কি জন্যে নবিজি রহে পনেরো বছর হেরাগুহায়?

▌হোসনে কারো ইন্তেজারি

আপন গুরুর মুখাপেক্ষী হওয়া ব্যতীত সাধক আর কারো ইন্তেজারি করেন না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌ক্ষ▐

▌ক্ষমো অপরাধ আমায়
প্যারীকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে। প্যারী মানে আশেকের কাছে মাশুক তথা আরাধনাকারী রাধার শ্রীকৃষ্ণসত্তা।

▌ক্ষমো অপরাধ আমার এ ভবকা সাগরে
বাক্যটি দ্বারা শাঁইজির দীনতা প্রকাশ পেয়েছে। যদি কখনও সংস্কাররাশি দ্বারা আপন দেহঘরে বস্তুধর্মের ভব হয় তাহলে হে দীননাথ আমাকে ক্ষমা করে দাও।

▌ক্ষান্ত দেরে জাপুই খেলা শান্ত হওরে ও মন ভোলা
বিন্দুর প্রকৃত স্বরূপ না জেনে ইন্দ্রিয়পরায়ণ হওয়া তথা সাঙ্গমে লিপ্ত থাকা বোঝায়।

▌ক্ষিরোদরস
বিন্দুর বিচ্ছুরিত জ্যোতি বা জীবসত্তার ভেতর শান্তরতিভাব।

AMARBOI.COM

▌ক্ষীরে যোগ মিশায়ে
মুলাধারে যুক্ত থেকে বিন্দুকে প্রাণায়াম দ্বারা উর্ধ্বমুখি তেজ বা গতিকে যখন মণিপুর চক্রের উর্ধ্বে তুলে মস্তিষ্কে তুলতে পারলে নীর ক্ষীর হয়ে যায়।

▌ক্ষীরোদার কুলে
ক্ষীরোদার কুলে মানে বিন্দুর কুলে বা বিন্দুকে আশ্রয় করে সাধকের সিদ্ধি অর্জন করা বুঝায়।

▌ক্ষুধা তৃষ্ণা রয় না
অমৃত অর্থাৎ দেহের ভেতর বিন্দুর নিত্য অবস্থা জ্ঞান করে তার সীমাহীন গুণরাজির রস উপলব্ধি করার মধ্য দিয়ে সাধকের মধ্যে যে আগ্রহহীন অবস্থা সৃষ্টি হয়। তুচ্ছ ইন্দ্রিয়ময় চাহিদার ব্যাপ্তির থেকেও যার গভীরতা অত্যন্ত ব্যাপক হয়ে থাকে। কোরান লা মোকাম সাধনার দ্বারা সাধক পূর্বেই তার পঞ্চইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা খারিজ করে দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌ক্ষুধা শান্ত সুধা বরিষণে

বিন্দুকে ধারাজ্ঞানে প্রাণায়ামের মাধ্যমে উল্টে দিয়ে রাধা হিসেবে যখন প্রকৃতির ভেতর অনুগমন করা হয়।

▌ক্ষুধা পেলে দণ্ডে দণ্ডে ননী খাওয়াই

প্রকৃতিসত্তা তথা রাধার আকুলতায় বার বার, প্রহরে প্রহরে রাধার ভেতরে কৃষ্ণের হাজির হওয়া। একথায় রাধার কাছে বার বার কৃষ্ণের ধরা অবস্থা।

▌ক্ষ্যাপা মদনের আখড়া ধর্ম নিয়ে বাঁধাও ঝগড়া

মদনের আখড়া ধর্ম নিয়ে রাঁধা ঝগড়া। মদন মানে কামে মত্ত থাকা জীব। বিন্দুর দিশেহারা অবস্থাকে আপন সাধনার দ্বারা রক্ষা না করে আপন ধারণ দ্বারা অপরের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া। অপর সত্তা বলতে এখানে সাধু সন্তদের বোঝানো হয়েছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠোত্তর প্রতিক্রিয়া ১

ঘুরিস নে ঘুরপথে

ফিরোজ এহ্‌তেশাম

ইশারার বচন কোরানে যেমন হিসাব করো এই দেহেতে।
পাবি লালন সব অন্বেষণ ঘুরিস নে ঘুরপথে ॥

—লালন ফকির

নহিরুদ্দিন ফকিরের বাড়ি প্রাগপুর। দুই বছর আগে কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় লালন-স্মরণোৎসবে এই বাউলসাধকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কথা প্রসঙ্গে তাঁকে বলেছিলাম, লালনের গানে কিছু প্রতীকী শব্দ আছে, যেগুলো বিশেষ কিছু অর্থ বহন করে— যার মধ্য দিয়ে অন্য কিছুও আসলে বোঝানো হয়। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ যদি এই সব শব্দের অর্থ না জানে, তাহলে কি তারা সঠিক অর্থে সেই গান বুঝতে পারবে? নাকি তারা নিজেদের মতো করে বুঝে নেবে?

নহিরুদ্দিন ফকির বলেছিলেন, 'প্রতিটা কথারই অর্থ আছে, বাংলা টার্ম এগুলো এবং এ-কথাগুলার গভীর, মানে গূঢ়তত্ত্ব যেটা আছে... তা আমি গূঢ়ে না গিয়ে প্রথমে যতটুকু দর্শন ওইখান থেকেই চিন্তা করি। তারপর তত্ত্বকে রিসার্চ করে ওর ভেতরে কী আছে না আছে সেটা পরে দেখা যাবে। কিন্তু ফার্স্ট দর্শন কী, সেটা আমাকে জানতে হবে। আর সাধারণ মানুষ জানে না? তারা যথেষ্ট জানে। না জানলে তারা নিজেদের মতো করে বুঝবে। যে কোনোভাবে বুঝিয়ে দিলে বুঝবে। আল্লাহর ভাষা বোঝে না, এমন কোনো প্রাণী নাই। তাকে, তার চেতনায় দিতে পারলে সে ধরে নিতে পারবে'।

এ প্রসঙ্গটি মনে পড়ল আবদেল মাননানের *লালনভাষা অনুসন্ধান* (১ম খণ্ড) বইটি হাতে নিয়ে। এই বইটির মধ্য দিয়ে তিনি লালনের গানগুলোকে যথার্থরূপে বোঝাতে চেয়েছেন।

বইটিতে লালনের গান থেকে নেওয়া ৫২১টি শব্দ ও বাক্যের সংজ্ঞামূলক ব্যাখ্যা করেছেন গ্রন্থাকার। সেগুলোকে সাজিয়েছেন বর্ণানুক্রমিকভাবে স্বরবর্ণ 'অ' থেকে 'ঔ' পর্যন্ত। আসলে এ বইটি লালনের শব্দ, বাক্য কিংবা পরিভাষার একটি সংক্ষিপ্ত অভিধান। বইটির 'গৌরচন্দ্রিকা'য় লেখক বলছেন, 'শাঁইজি সহজ মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলেও তাঁর ভাষা মোটেই সোজা সরল নয়। মহাসঙ্গীতময় তাঁর তত্ত্বসাহিত্য বহুলভাবে রূপক, উপমা ও অলঙ্কারের জটিল রহস্যে মোড়া। এ কারণে শাঁইজির ভাব-ভুবনে প্রবেশ পথই খুঁজে পায় না জনগণ। সুতরাং কাঠামোল্লা ও পণ্ডিত লোকেরা শাঁইজির সোজা জিনিস উল্টো বুঝে গোলমাল বাঁধায়। লালনভাষা অতিরহস্যময়'। সেই রহস্য ভঞ্জন করতে এই বইটি লিখেছেন লেখক। ধরুন আপনি লালনের খুবই পরিচিত একটি গান শুনছেন— 'আমি অপার হয়ে বসে আছি ওহে দয়াময়/ পারে লয়ে যাও আমায়।' এখন আপনার মনে হলো 'অপার হয়ে বসে আছি' বলতে লালন কী বোঝাতে চান। এ বইটি নিয়ে বর্ণানুক্রম অনুযায়ী 'অপার' বের করে দেখুন। সেখানে লেখা আছে : 'বিষয়সমুদ্রে বা সংস্কারসমুদ্রে যারা ডুবে বুঁদ হয়ে আছে, এমন স্থূলব্যক্তির মানসিক অবস্থাই অপার অবস্থা। দেহমনের সীমা অতিক্রম করার শক্তি এখনো সে অর্জন করেনি। একজন সম্যক গুরু তাঁর অনুগত ভক্তকে ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মযোগের মাধ্যমে যতক্ষণ না কৃপাবলে উদ্ধার করেন ততকাল তাকে অপার হয়ে বসে থাকতে হয়'। এভাবে খুব সহজেই আপনি পেয়ে যাবেন লালনের শব্দ কিংবা বাক্যের ব্যাখ্যা।

লালনের ভাষার সঙ্গে বাউল সাধন-ভজন পদ্ধতির স্বভাবতই যোগসূত্র আছে। যারা এ সম্পর্কে অবগত নন, তাদের পক্ষে লালনের ভাষা বোঝা পুরোপুরি না হলেও কিছুটা দুষ্কর। পুরোপুরি নয় এ কারণে যে, সাধনার বিষয় ছাড়াও সামাজিক দায় ও কর্তব্যবোধ থেকে এবং সমকালীন সমাজের কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে, জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ— এসব কিছুর বিরুদ্ধে লালন গান বেঁধেছেন। সেগুলো আমরা বুঝি। কেননা অন্যান্য বাউলের গানের মতো লালনের গান কেবলই সাধনার অনুষঙ্গে রচিত বা শুধুই বাউলসাধনার ভাষ্যমাত্র নয়।

তবে, অপরপক্ষে, লালন তাঁর তত্ত্বসাহিত্যে মানুষকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন— স্থূলদেশ, প্রবর্তদেশ, সাধকদেশ ও সিদ্ধিদেশ। দেহেরই আরেক নাম 'দেশ'। যে দেহধারী মন এখনো স্থূল পর্যায়ে আছে, গুরুর শিক্ষাদীক্ষা পায়নি, সাংসারিক বন্ধনের বাইরের জগৎ সম্পর্কে অজ্ঞ, সে প্রবর্তদেশের ভাষা বুঝবে না। যে প্রবর্তদেহ গুরুগৃহে আশ্রয় নিয়েছে শিক্ষার্থী হয়ে তার কাছে সাধকদেশের কথা দুর্বোধ্য ঠেকবে। আবার সাধনাজগতে উন্নীত হওয়া সাধকদেহ চরম ও পরম জ্ঞানের স্তর সিদ্ধিদেশের ভাষা বুঝবে না। অর্থাৎ লালনভাষা জ্ঞানপাত্র অনুসারে একজনের কাছে যেমন পরম আনন্দের, অন্যজনের কাছে তেমনি দুর্বোধ্য।

এ প্রসঙ্গে আবারও নহিরুদ্দিন ফকিরের কথা মনে পড়ল। এ বিষয়টি তিনি অনেক সহজ করে বলেছিলেন, 'একজন মানুষের যোগ্যতা এবং জ্ঞানের গভীরতার ওপর নির্ভর করে লালনের গান বা জ্ঞান উথাপন করা হয়। কারণ, ক্লাস টুর ছাত্রের কাছে নিশ্চয়ই ক্লাস ফোর-ফাইভের পাঠ্য উপস্থাপন হয় না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যারা সঠিক অর্থে লালনের গানের ভাবার্থ বুঝতে চান, তাদের জন্য *লালনভাষা অনুসন্ধান* (১ম খণ্ড) বইটি বিশেষ উপকারী হবে। বইটির ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন, দ্বিতীয় খণ্ডে ব্যঞ্জনবর্ণ 'ক থেকে চন্দ্রবিন্দু' পর্যন্ত বর্ণানুক্রমিকভাবে প্রায় হাজারখানেক শব্দ ও পদের সংজ্ঞামূলক ব্যাখ্যা থাকবে। আমরা দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য অপেক্ষায় থাকলাম, আর প্রথম খণ্ডটির জন্য আবদেল মাননানকে জানালাম সাধুবাদ।

• প্রথম আলো সাহিত্য সাময়িকী। ঢাকা। ২৯ আগস্ট ২০০৮, ১৪ ভাদ্র ১৪১৫

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি পুংলিঙ্গ আমি স্ত্রীলিঙ্গ আমিই ক্লীব

গৌসাই পাহ্‌লভী

'জ্ঞান'এর কোনও লিঙ্গবিচার নাই। 'জ্ঞান'ধারণ করে অর্থাৎ জ্ঞানীকে লিঙ্গবিচারের মাধ্যমে আমরা জ্ঞানকেই কলুষিত করে ফেলি। লিঙ্গভিত্তিক ইতিহাসই হচ্ছে মানুষের পতিতসত্তার ইতিহাস। বোধগত ভিত্তির কাঠামোর ঘুণে খাওয়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন অবস্থা সৃষ্টি করে এই জৈবিক লিঙ্গকেন্দ্রিক ভেদাভেদতত্ত্ব। জ্ঞানীর জন্ম অযোনিসম্ভূত। যোনিসম্ভূত সৃষ্টির প্রাথমিক নামকরণ সে কারণেই লিঙ্গ তথা জ্ঞান হয় না। অথচ জৈবিকভাবে সে অপরসত্তার কাছে লিঙ্গ (স্ত্রী-পুরুষ) হয়ে জন্মগ্রহণ করে। অথচ প্রকৃত বিবেচনায় শিশুর চৈতন্যে তখনও ভেদাভেদ ভাবের আবির্ভাব ঘটেনি। সাধনার মাধ্যমে ঐ 'না' ভেদাভেদ ভাবটিতে অবস্থান নিয়ে যে সাধক জ্ঞানের চর্চা করেন একালে আমরা তাঁর নাম দিয়েছি দার্শনিক। এ ধারার দার্শনিকের সংখ্যা ভারতবর্ষে অসংখ্য এবং এঁদের মাধ্যমেই ভারতীয় সভ্যতার কাঠামোটি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু 'না'তে অবস্থান নেবার পূর্বে 'হ্যাঁ' বা 'ইয়েস'এর জগতের ফোনোমেনাগুলোকে অনুপুঙ্খভাবে যদি বিশ্লেষণ করা না যায় তাহলে আপাতদৃষ্টে 'নো'তে অবস্থিত দেখা গেলেও অনতিবিলম্বে 'ইয়েস' তথা জ্ঞান ও জ্ঞানীর প্রবহমানতায় বাঁধ হয়ে ভেতর থেকেই বাধা প্রদানে সক্ষম হয়। এরকম বাধা আমরা ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন বাঁকে বাঁকে দেখতে পাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মও একই অবস্থায় পড়েছিল এবং ফকির লালন শাহের মাধ্যমে আমরা সে প্রবহমানতা আবার প্রত্যক্ষ করি। প্রত্যক্ষ করি তাঁর লিঙ্গবিষয়ক চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ থেকে।

দুই.

এতক্ষণ আমরা কথা বলেছি কবি আবদেল মাননানের ফকির লালন শাঁইর জ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থনা 'লালনভাষা অনুসন্ধান ১' থেকে কিছু পাঠসঙ্গতি নিয়ে। বেশি কিছু বলার সুযোগ নেই। কারণ আমরা চুম্বক কথায় পাঠকের কাছে গ্রন্থটির পরিচয় তুলে ধরতে চাই মাত্র। এটি তাই আলোচনা বা সমালোচনা নয়। তবে যতটুকু না বললে গ্রন্থটির গুরুত্ব তুলে ধরা হয় না ততটুকুই আমাদের বলা।

তিন.

লালনভাষা অনুসন্ধান ১ গ্রন্থটি কবি আবদেল মাননানের গবেষণালব্ধ শাঁইজির জ্ঞানকাণ্ডবিষয়ক পঞ্চম এবং দুই বাংলায় লালনভাষার অর্থসন্ধানমূলক প্রথম প্রচেষ্টা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাঁইজির পদাবলী সাহিত্যে রূপক শব্দের ব্যবহার অত্যধিক এবং সে শব্দগুলোর ভেতর রয়েছে লোকোত্তরদর্শনে প্রবেশের চাবিকাঠি। পূর্বের বিশ্লেষকগণ এ জায়গাটিতে হাত দেবার সাহস কখনো করেননি। তাদের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল 'লালন'বিষয়ক বিশেষণ এবং ক্রিয়াপদ ব্যবহার না করার ফলে সেগুলো লালন ফকিরকে ব্যক্তিতে পরিণত করেছে। এবারই সর্বপ্রথম আমরা শাঁইজির জ্ঞান বা দর্শনরাজ্যে প্রবেশের চাবিকাঠি হিসেবে আবদেল মাননানের এ গ্রন্থটিকে নির্ভরযোগ্যভাবে কাজে লাগাতে পারছি।

বেদ, পুরাণ, কোরান, উপনিবেশের মতো ফকির লালন শাহের পদাবলিও ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন। ক্রিয়াই এখানে শব্দব্রহ্ম হয়ে কর্তব্য পালনে আদেশ জারি রাখে।

ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় লেখা সেই গ্রন্থগুলোকে ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধিতে পাঠ করার উপযোগী করে তৈরি করছেন লোকোত্তর দার্শনিক সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী, পশ্চিম বাংলার কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী এবং 'তোমার নামের মহিমা জানাও গো শাঁই' গ্রন্থের মধ্য দিয়ে কবি আবদেল মাননান। যার একটি পরিণতি আমরা লালনভাষা অনুসন্ধান ১ গ্রন্থেও আরো বিস্তৃত অর্থের মধ্যে দেখতে পাই। গ্রন্থটিতে সদর উদ্দিন আহ্‌মদ রচিত ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় বিশ্লেষিত সুফিবাদী কোরানদর্শনের নীতিই মৌলিকভাবে অনুসৃত হয়েছে।

চার.

'ফকির লালন' কোনও ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়। যেমন আহ্‌মদ, আদম, বুদ্ধ, শিব, ব্রহ্মা, চৈতন্যও কোনও ব্যক্তি বিশেষ নয়। শব্দগুলো নামপদ নয়, ক্রিয়াপদ। লালন শব্দের অর্থ হচ্ছে 'লা'কে যিনি লন তিনিই লালন। তার মানে 'লা'কে যে কেউ যখন তখন যে কোনও স্থান থেকেই লইতে পারেন। ভারতবর্ষে 'লা'কে লওয়ার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। সেই চর্চার বিশুদ্ধতম প্রকাশ আমরা 'নির্বাণ' শব্দে পেয়ে যাই। ফকির লালন শাহের মাধ্যমে অর্থাৎ নদীয়া ভাবপুঞ্জের ভেতরে আরবের মোহাম্মদী 'লা'এর মিশ্রণে ছেউড়িয়ায় যে দর্শন পরিণতি পায় ইংরেজি ভাষায় আমরা তার নাম রেখেছি The School of Great No। অর্থাৎ ফকির লালন শাহের দর্শনচর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল এই 'লা' বা 'না'এর নিগূঢ় সাধনা। লালন শব্দে যেমন 'সাধনা' শব্দেও তেমনি আমরা 'না'এর সমার্থকতা খুঁজে পাই। 'সাধ'কে 'না' করার কৌশলই হচ্ছে সাধনা।

পাঁচ.

লালনভাষা অনুসন্ধানে স্বারবর্ণিক 'অ থেকে ঔ' পর্যন্ত মোট ৫২১টি শব্দচয়নের মধ্যেই 'লা' কোন্ কোন্ পর্যায়ে কোন্ কোন্ শব্দের মধ্যে দিয়ে গ্রহণ-বর্জন-সমন্বয়ের ইশারা দেয়, সেসব বিবৃত রয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে লালন শাহের পদবলি রূপকাশ্রয়ী এবং সাঙ্কেতিক। রূপকার্থ করা হয়েছে তার জন্যে যাকে পদ বলা হয়নি, যাকে আদেশ করা হয়নি এবং যে এখনও পুরোপুরি সমর্পিত নয়। যাকে আদেশ করা তার কাছে শাঁইজির পদাবলি সহজ। কারণ তার ভাবের ঘরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুঁটিগুলোই হচ্ছে পদের নির্মাণ সামগ্রী। তবুও লালন শাঁইজি সিদ্ধিস্তরে পৌঁছে নিজেই নিজের ভাষা, বাক্যের উর্ধ্বে অবস্থান করছেন। তাই শাঁইজি বলছেন: মনের ভাব প্রকাশিতে/ ভাষার উদয় ত্রিজগতে/ মনাতীত অধর চিনতে/ ভাষা-বাক্য নাহি পাবে/ আল্লাহ-হরি ভজন-পূজন/ সকলই মানুষের সৃজন/ অনামক-অচেনার বচন/ বাগেন্দ্রিয়ে না সম্ভবে।

ছয়.

লালন শাঁই 'লা' বা Noতে পৌঁছানোর জন্যে ইন্দ্রিয়নির্ভর জাগতিক ভাষায় (এমনকি ভাষারও) সমালোচনা (আলোচনা) করেছেন। এ সমালোচনার অর্থ হচ্ছে নিজ নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মধ্য দিয়ে নিজেকেই পরখ করে দেখা। অর্থাৎ ভাষার সমালোচনা মানে হলো ভাষার উপরে যারা আশ্রয়গ্রহণ করে তাদের সমালোচনাও বটে। সেহেতু ফকির লালন শাঁইকে যেন আমরা একই বিচারের অধীন না করি। তিনিই নিজেই সেজন্যে ভাষা পদ্ধতির বাইরে তাঁর অবস্থানের সামান্য ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। আবদেল মাননান 'অনামক-অচেনার বচন বাগেন্দ্রিয়ে না সম্ভবে' বাক্যের ব্যাখ্যা দেন এভাবে: "অতীন্দ্রিয় মহাজাগতিক জ্ঞানধারা কখনো ইন্দ্রিয়নির্ভর জাগতিক ভাষায় বলে-লিখে সম্পূর্ণ প্রকাশ করা যায় না। কারণ ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং তা নানা বিভ্রমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। অতীন্দ্রিয়-অধ্যাত্মজগতের জ্ঞান অর্জন করতে হলে দেহমনের অনেক উর্ধ্বে উঠে সাধনা করতে হয়। আলোর গতিকে শব্দ দিয়ে কখনো বোঝানো যায় না। কেননা শব্দের চেয়ে আলোর গতি অনেক শক্তিশালী এবং দ্রুতিময়"।

সাত.

আবদেল মাননানের লালনভাষা অনুসন্ধান. ১ গ্রন্থটি পড়ে অবশেষে আমরা বুঝতে পারি যে, এতকাল ফকির লালন শাঁইকে আমরা অনেক ভুলভাবে শনাক্ত করেছি এবং সেই মোতাবেক তাঁর পরিচয় দাঁড় করিয়েছি। কিন্তু আবদেল মাননান আমাদের আর এগোতে দেননি। শাঁইজির পদাবলি যে ভাষায় আশ্রয়গ্রহণ করেছে বলে আমার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করি, পরিচয় দাঁড় করাই-সেটা নিতান্তই সাময়িক। লা বা Noতে পৌঁছানোর একটি প্রাথমিক পর্যায় মাত্র। বহু তর্ক-বিতর্কের পর এক শরিয়তি কাঠমোল্লা লালন শাঁইজির পরিচয় জিজ্ঞেস করলে ফকির লালন তৎক্ষণাৎ আরবি ভাষায় উত্তর দিয়েছিলেন: "আনা মুজাক্কারুন, ওয়া মুয়ান্নাসুন, ওয়া মুখান্নাসুন" অর্থাৎ আমি পুংলিঙ্গ, আমি স্ত্রীলিঙ্গ এবং আমিই ক্লীব। ভাষা-বাক্যের ভেতর থেকে মূলবস্তু উদ্ধার করলে যার অর্থ দাঁড়ায়, আমি কোনও লিঙ্গেই বসবাসকারী নই। 'দ্যা জার্নি টু দ্যা গ্রেট নো'তে সমর্পিত হওয়াই সাধকের প্রকৃত কাজ।

• দৈনিক পূর্বকোণ। চট্টগ্রাম। শিল্পসাহিত্য বিভাগ ২৯ আগস্ট ২০০৮, ১৪ ভাদ্র ১৪১৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~